Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/155

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

35

3/155

9/88

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/155

LIBRARY 3/155
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

শ্রীমদাচার্য্য

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবন-কথা

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

শ্রীযুক্ত শারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডায়েরী হইতে

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

প্রকাশক—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তা
২০, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, বড়বাজার
কলিকাতা

মহাষ্টমী—১৩৫০

দুই টাকা চারি আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণ—১৩৩২ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫০ সাল—১১০০

প্রিণ্টার—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

All rights reserved
For The Thakurbari Committee, Puri

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/155

৭/১৫

নিবেদন

আমার পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত শারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বি-এ পাশ করিয়া গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। নানা অসুবিধা হেতু এম-এ ও আইন পাঠ শেষ করিয়াও তিনি পরীক্ষা না দিয়া চাকুরী করিতে বাধ্য হন এবং জামালপুর এন্‌ট্রেন্স স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ভগবৎ ইচ্ছায় অধিক দিন তিনি এই কার্য্য করিতে পারিলেন না; মস্তিষ্ক-রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহাকে চিত্ত প্রফুল্ল রাখিয়া পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার উপদেশ দেন। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার ৺হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও, ছোটদাদার রোগের কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে চাকরী ত্যাগ করিতে বলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই ঠাকুরের সেবা-সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা ছোটদাদার অতিশয় বলবতী হয়। তাঁহার আগ্রহের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করায়, তিনি দয়া করিয়া ছোটদাদাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দেন। সেই সময় হইতে ছোটদাদা ঠাকুরের অবিচ্ছেদ-সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার দেহাবসান পর্য্যন্ত প্রফুল্লমনে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবাকার্য্য সম্পন্ন করেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দেহ সমাধিস্থ হইলে অদ্যাবধি ছোটদাদা সেবায়েৎ থাকিয়া সমাধি-মন্দিরে সেবা পূজাদি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুরের সঙ্গলাভ কালে ও তৎপরে বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের মুখে তাঁহার অসাধারণ অবস্থা এবং কৃপার কথা শুনিয়া ছোটদাদা লিপিবদ্ধ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়াছিলেন। তিনি ৺পুরীধামে ঠাকুরের অবস্থানকালে শেষ ছয় সাত মাস প্রত্যহ তাঁহার অত্যদ্ভুত কার্য্যাবলী লিখিয়া রাখিতেন। এই ডায়েরী বহুবিস্তৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ যথাযথরূপে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে ছোট-দাদার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। নানাপ্রকার অসুবিধা ও আকস্মিক দুর্ঘটনাবশতঃ এ পর্য্যন্ত তাহা সুসম্পন্ন হয় নাই। অনেক গুরুভ্রাতা নিজ নিজ পছন্দ মত বিষয় সকল নকল করিয়া লইয়া আপন আপন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশ করিতে আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল—কিন্তু নানা বিঘ্নবশতঃ উপস্থিত তাহা সম্ভব হইল না। কোন কোন স্থান বাদ দিয়া ছাপাইতে হইল। ইচ্ছা রহিল, ভবিষ্যতে ছোটদাদার ইচ্ছানুরূপ সমস্ত গ্রন্থখানা অবিকল ছাপাইব। এই গ্রন্থ পাঠে ঠাকুরের বিষয় যতটা পরিষ্কাররূপে জানা যাইবে—এ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ পাঠেও তাহা জানা যাইবে না। ইহা পাঠে পাঠকগণের তৃপ্তিলাভ হইলে সমস্ত আয়াস সার্থক মনে করিব। ইতি

নিবেদক

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

ঠাকুরবাড়ী, পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/155
৭/১৫

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীক্ষেত্র-গমনে ব্যাকুলতা	১
হ্যারিসন রোডের বাসায় ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য	৪
নানা অবস্থায় ভগবল্লীলা দর্শন	১০
ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ও আসনে দেবদেবীর ছাপ	১২
ঠাকুরকে নানারূপে দর্শন	১৩
অতিথিবেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আগমন	১৬
স্বরস্বতী পূজা	১৭
কৈলাসবাবুর স্ত্রীর পীড়া ও ঠাকুরের কৃপা	১৭
গ্রামোফোন শ্রবণ : হিমালয়ে বেদধ্বনি : কঙ্কাল বাবা	২০
গণেশের কীর্ত্তন : সূর্য্যগ্রহণ	২৪
গুরুমর্য্যাদা	২৫
'বুলির' দূর শ্রবণ	২৬
শ্রীধরের বসন্ত রোগ ও ঠাকুরের দয়া	২৭
মনোরঞ্জনবাবুর পূজা	২৭
মনোরমা ঠাকুরাণীর দেহত্যাগ	২৮
মনোরমাকে কারণ-দেহে দর্শন	২৯
মনোরমার শ্রাদ্ধ	৩০
গুরু শিষ্য সম্বন্ধ	৩১
মোহিনীবাবুর স্বপ্ন-দর্শন	৩১
প্রকৃত অবস্থা : ভক্তসঙ্গ	৩২
ধর্ম্মের পথ সূক্ষ্ম : সৎগুরুর চিকিৎসা	৩৩
অত্যাচারের পরিণাম	৩৪
সাধু দর্শন : সূর্য্যবাবুকে উপদেশ	৩৪
ভগবানের সামঞ্জস্য	৩৫
সাধারণ উপদেশ	৩৬
নেপালি সাধুকে মহাভারত দান	৩৭
ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও দীক্ষা	৩৮
শাস্ত্র পাঠের নিয়ম : গৌর শিরোমণি মহাশয়	৩৯
বৃন্দাবন-পরিক্রমা	৪০
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ : ওঁকারের রূপ	৪২
ক্রোধত্যাগ—আনন্দ নন্দী	৪৩
শোকে সান্ত্বনা	৪৪
ঠাকুরের আবাল্য সাধন-নিষ্ঠা	৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরীযাত্রার উদ্যোগ	৪৬
ঠাকুরের বিদায়	৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঠাকুরের মাতার পরিচয়	৪৯
ঠাকুরমার পাগলামি	৪৯
ঠাকুরমার দয়া	৫১
ঠাকুরের পিতার পরিচয় : ঠাকুরের জন্ম	৫২
পুরীর পথে	৫৪
দোল-উৎসব	৫৫
উৎকল দেশে আগমন ও পয়সা দান	৫৭
কটকে শিষ্যগণের সহিত মিলন	৫৯
বোরাং যাত্রা	৬০
বোরাং হইতে পুরী যাত্রা : তীর্থগুরুমিলন	৬১
কীর্ত্তনানন্দে মন্দিরাভিমুখে প্রয়াণ	৬২
বাসায় আগমন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ	৬৩
জগন্নাথস্বামী দর্শনে ভাবাবেশ	৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
তীর্থগুরুর চরণ পূজা	৬৬
কুঞ্জের প্রতি মহপ্রাসাদের কৃপা	৬৭
নূতন ভাড়াটিয়া বাটী প্রবেশ	৬৮
সন্ধ্যা কীর্ত্তনে ভাবাবেশ	৬৮
কীর্ত্তনে ঠাকুরের নানাভাব	৬৯
গম্ভীরা দর্শন	৭১
সমুদ্র দর্শন	৭২
টোটা গোপীনাথ ও হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন	৭৪
চটক পর্ব্বত দর্শন : স্বরূপ দামোদরের প্রকাশ	৭৬
কুঞ্জের প্রতি বিমলামায়ীর কৃপা	৭৭
উলঙ্গ সাধু	৭৭
সিদ্ধ বকুল দর্শন	৭৮
চক্রতীর্থ দর্শন	৭৯
গুণ্ডিচাবাড়ী ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন	৮১
ভূতানন্দ স্বামী : দোনাচুরি উৎসব	৮৪
লোকনাথ দর্শন : সত্যভামার দর্পচূর্ণ	৮৫
স্বামী দেবপ্রসাদের পুরী আগমন	৮৭
পূজা ও দান	৮৯
ঠাকুরের ভাবে উক্তি	৯০
নরেন্দ্রের ব্রহ্মচারী	৯২
দাদাগোঁসাইর আত্মপুরুষ দর্শন	৯২
কামাখ্যায় অহিংসা	৯৩

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
চন্দনযাত্রা : নরেন্দ্রের পূর্ব্বপারে স্বর্ণ মন্দির দর্শন	৯৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও সাম্প্রদায়িকতা	৯৮
বশিষ্ঠদেবের উপদেশ : নরলীলা	৯৮
দানে শুষ্কতা নাশ : চন্দন-যাত্রায় আনন্দ	১০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীক্ষেত্রে বানরবধে ঠাকুরের ক্লেশ এবং উহা নিবারণের চেষ্টা	১০২
মন্দিরের গায়ে পায়খানা নির্ম্মাণ	১০৪
গজোদ্ধারণ বেশ দর্শন	১০৫
কাঙ্গালী ভোর্জন ও বস্ত্রদান	১০৫
নেংটিসার সাধু : চতুর্ব্বর্গ সাধনা ও পঞ্চম পুরুষার্থ	১০৮
সমুদ্র-স্নান	১১০
মহোদধির পাবনী শক্তি	১১৩
মিউনিসিপ্যালিটির অত্যাচার	১১৬
ঠাকুরের বিগ্রহ পূজা ও দৈনন্দিন কার্য্য	১১৭

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্নানযাত্রা ও দয়িতাদের সহিত কলহ	১২৩
কুঞ্জের জ্বর ও চিকিৎসা	১২৪
শনিঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ	১২৬
মাঠাকুরাণীর কৃপা-দর্শন	১২৬
নবযৌবন দর্শন	১২৭
রথযাত্রার অব্যবস্থা : একাদশীর নূতন মত	১২৮
জগন্নাথদেবের পট্টডোরী	১৩০
জগন্নাথদেবের সেবার ত্রুটি	১৩০
ঠাকুরের আকাশ-বৃত্তি	১৩২
ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত নির্ভরতা	১৩৪
দাদাগোঁসাই : সাধুসেবা	১৩৭
শ্যামল শাঁর গল্প	১৪১
কুঞ্জের বিদায় : কর্ম্ম	১৪২
কুঞ্জের স্বপ্ন : মহাবীরের কৃপা	১৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
বানরবধের বিরুদ্ধে আন্দোলন	১৪৫
মন্দিরের গায়ে পায়খানা ভঙ্গ	১৪৬
বানরবধের বিরুদ্ধে পাতি সংগ্রহ	১৪৮
বানরবধের পক্ষে পাতি সংগ্রহ	১৪৯
মিউনিসিপ্যাল সভায় বানরবধের প্রস্তাব গ্রহণ	১৫০
পুনরায় বানরবধ আরম্ভে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন—ছোটলাটের আদেশে বানরবধ বন্ধ	১৫৪
ছোটলাটের পুরী আগমন	১৫৫
ছোটলাটকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দান	১৫৫

সপ্তম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঝুলন-পূর্ণিমা	১৫৭
জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব	১৫৮
হরিদাস ঠাকুরের উৎসব	১৫৯
উপদেশ সংগ্রহ	১৬০
অমৃতের স্ত্রীর সদ্‌গতি	১৬১
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে ঠাকুরের বিরক্তি	১৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়

স্বামিজীর দেহত্যাগ ও সমাধি ১৬৩
স্বামিজীর সদ্‌গতি ১৬৬
স্বামিজীর মৃত্যুতে শোক ১৬৭
স্বামিজীর স্মৃতিরক্ষা ১৬৯
পুরীতে স্বামিজীর দৈনন্দিন কার্য্য ১৭০
বানরবধ নিবারণে স্বামিজীর চেষ্টা ১৭১
স্বামিজীর অবস্থা দূরদর্শন ১৭২
স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৭৪

নবম অধ্যায়

মহাবিষ্ণুবাবুর নামামৃত পান ১৮০
মহাবিষ্ণুবাবুর দীক্ষা ১৮২
মহাবিষ্ণুবাবুর স্বপ্ন : যুগল রূপ দর্শন : পাপপুরুষের শ্রাদ্ধ ১৮৪
ঠাকুরের প্রথম স্বপ্ন : ভগবানের প্রকাশ ১৮৪
ঠাকুরের দ্বিতীয় স্বপ্ন : মহাবীর দর্শন : ব্রহ্মের প্রকাশ ১৮৭
দুর্গা পূজার ছুটীতে ভক্তদের আগমন ১৯১
ভূতনাথের প্রতি ঠাকুরের ব্যবস্থা ১৯২
বানরগণ ও কচুর মিঠাই ১৯৩

দশম অধ্যায়

সতীশের দেহত্যাগ ও সৎকার ১৯৪
সতীশের কামনা : ভাগবতী তনুলাভ ১৯৭
পুরীতে সতীশের দৈনন্দিন কার্য্য ১৯৯
সতীশের প্রতি মহাপ্রসাদের কৃপা ২০১
সতীশের শাস্ত্রবিশ্বাস : ব্রহ্মচারীর সহিত কলহ ২০৩
বিদেহমুক্ত অবস্থা : মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ ২০৪
সতীশের পরিচয় ২০৬
সৃষ্টিতত্ত্ব ২১০

একাদশ অধ্যায়

জগন্নাথদেবের আগমন ও কৌতুক ২১২
মিষ্ট বাক্য ও ভক্ত হনুমান ২১৩
মন্দিরে দর্শন : শতস্কন্ধরাবণ ২১৪
পশুপক্ষীদিগকে আহার দান ২১৭
চন্দনতালাওয়ের পরমহংসজী ২১৯
নেংটা ছেলে ২২০
শশিবাবুর সহিত বানরবধ প্রসঙ্গ ২২২
এদেশের দুরবস্থা ২২৩
ব্রজবাসী ২২৩
শ্রীমতীর মানরক্ষা : পুরীবাসীর কর্ত্তব্য ২২৪
জগন্নাথদেবের মকর-বেশ ২২৫
আফিংখোর বানর ২২৫
আমার মৃতপুত্র দর্শন ২২৬
জগন্নাথদেবের অযত্নে ঠাকুরের ক্লেশ ২২৭
পুরীর সমুদ্র-স্নানের ফল : কৃষ্ণানন্দ স্বামী ২২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নানক সাহেবের কথা	২২৯	সাধকের জীবনে সদ্‌গুরুর শক্তির খেলা	২৭০
জগৎবাবুকে উপদেশ	২৩২	শ্রীমতী কুসুমকুমারী	২৬৩
অর্থ দ্বারা সাধুদের মুক্তি	২৩৩	অন্নপূর্ণার পাক	২৬৫
মহাপ্রসাদ বন্ধ	২৩৪	শ্রীমতী সত্যদাসী	২৬৬
কিশোরীবাবুর স্ত্রীর দান	২৩৪	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী	২৬৭
রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও কামিনী কাঞ্চন	২৩৬	গৌরীদাস ঠাকুর : নিতাই গৌর বিগ্রহ	২৬৮
		শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে দর্শনে স্তব	২৬৯
জগন্নাথদেবের ভিক্ষা : হরিবল্লভবাবু	২৩৭	পাণ্ডাদের দুর্গতি	২৭১
নারদের মায়াজয়ের গল্প	২৩৮	মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা : অক্ষয়বট	২৭২
ভগবতীর তপস্যা	২৩৯	আচার্য্য বস্তু নিবেদন : মদ্য, মাংস ও বিষয় স্পর্শে মলিনতা	২৭৩
রাজা বিষ্ণুর অবতার	২৪০		
পাগল ব্রাহ্মণের শিবস্তোত্র পাঠ	২৪২	নরেন্দ্রের গোস্বামী	২৭৫
কিশোরীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সাধন-প্রাপ্তি : পঞ্চযজ্ঞ	২৪২	সমুদ্রের শোভা	২৭৬
		লিঙ্গ পূজা	২৭৭
		গুরুতর অপরাধে শাস্তি : জগন্নাথদেবের দর্শন না পাওয়া : রামচন্দ্রের শূদ্রতপস্বীর মস্তক ছেদন	২৭৮

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দীক্ষার তাৎপর্য্য : এই সাধনের অধিকারী	২৪৫	গোপিনীদের কাত্যায়নী পূজা	২৭৯
		শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাফলের বাগান	২৮০
		শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের বাগান	২৮১
সদ্‌গুরু শক্তির মর্য্যাদা দান	২৪৬	শ্রীকৃষ্ণের সেতুবন্ধনলীলা	২৮১
নামই শক্তি : বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ	২৪৭	ব্রহ্মচারীর শাস্তি	২৮২
এই সাধনের বিশেষত্ব	২৪৯	দ্রৌপদীর স্থালী	২৮৪
ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক ভাব	২৫৩	'সকলকে দিলেই ভগবান পান'	২৮৪
সাধনের সময় উপদেশ : বিধি ও নিষেধ	২৫৩	সন্ধ্যা-কীর্ত্তনে ভাবাবেশ	২৮৫
দীক্ষার সময় নানারূপ অদ্ভুত দর্শন	২৫৭	একাদশী তত্ত্ব : অম্বরীষ উপাখ্যান	২৮৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাবীরের পূজাদান	২৯০
সত্যকাম ও ব্রহ্মজ্ঞান	২৯১
ব্রজনাথের অনিচ্ছায় বাবাজীর মন্ত্রদান	২৯২
জগন্নাথদেবের ঐশ্বর্য্য	২৯৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
পন্নবেশ দর্শনে ভাবাবেশ : জগন্নাথদেবের আদেশে দান	২৯৫
বসন্তপঞ্চমী	২৯৯
জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরকে ঠাকুরের মানসিক পূজাদান	৩০০
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রার্থনা	৩০১
অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথি : ভুবনেশ্বর মহাদেবের আগমন	৩০২
মঙ্গুমঠে বস্ত্রদান : লোকনাথ মহাদেবের আগমন	৩০৩
জগন্নাথদেব স্বয়ং ব্রহ্ম	৩০৫
দানযজ্ঞ : মহাবীরের কৃপা	৩০৫
৺সতীশের মহাপ্রসাদী থাজা গ্রহণ	৩০৭
রাখালবাবুর মহাপ্রয়াণ	৩০৭
গৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে কথা	৩০৮
ভক্তি গোপনীয়	৩০৯
ঠাকুরের দেশীয় ভাবে শিক্ষার প্রশংসা	৩১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
জগন্নাথদেবের সৌন্দর্য্য দর্শন : দীনতা	৩১১
শান্তিদিদির পূজা	৩১২
ভগবান সহস্রশীর্ষ পুরুষ	৩১৩
ঠাকুরের দানের তাৎপর্য্য : আচারী সাধু ও মহাপ্রসাদ : জগন্নাথদেবকে কর্পূরদানের প্রতিশ্রুতি	৩১৪
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'হাড়মাস' প্রাপ্তি : কিশোরীবাবুকে সান্ত্বনা : সকলের পক্ষে সমান নয়	৩১৫
শান্তিদিদির গোপালের ভোগ	৩১৬
মুন্সেফ্‌বাবুর দীক্ষাপ্রাপ্তি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ	৩১৭
সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত দর্শন : দেবদাসীদের 'গীতগোবিন্দ' বস্ত্রদান	৩১৭
একটি কাল বালকে জগন্নাথদেবের প্রকাশ ও মর্য্যাদা দান	৩১৯
রায়বেরিলির অন্ধ বাবাজী	৩২০
কাঙ্গালীদের বস্ত্রদান : বিমলামায়ীর বস্ত্র প্রার্থনা	৩২১
শিবচতুর্দ্দশীতে লোকনাথ দর্শন : ঠাকুরের নৃত্য : ভাবে উক্তি	৩২৩
লোকনাথ ও জগন্নাথ এক	৩২৬
বস্ত্রদান মহোৎসব	৩২৬
এ জগন্নাথদেবের দান	৩২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
"সময়ই শোকের দাগ উঠাইয়া থাকে"	৩৩০
সুরদাসের পদ	৩৩১
জগন্নাথদেবের আদেশ ঃ আজ সেবকদিগকে দাও	৩৩২
'গোঁসাই আপনি ইহা কোথায় পাইলেন ?'	৩৩৪
ঠাকুরের সমুদ্র-স্নানে আরাম	৩৩৫
কাপড়ওয়ালা ভাই দু'টি আশ্চর্য্য লোক	৩৩৬
সমুদ্র-জলে মিষ্টতা	৩৩৭
সাধুদের পঙ্গত	৩৩৮
যাত্রীদিগকে ঘটী, বস্ত্র দান ও তাহাদের আনন্দ	৩৩৯
মণিকোঠায় দর্শন—মেড়াপোড়া উৎসব	৩৪০
দোলপূর্ণিমা ঃ একটি স্ত্রীলোকে বিমলামায়ীর আবেশ	৩৪২
সাধুসেবার উদ্যোগ	৩৪৪
প্রেতের চীৎকার	৩৪৪
রবিবার পঙ্গত বসিবে	৩৪৫
জগন্নাথদেবের আদেশে সাধুসেবায় ভিক্ষা	৩৪৬
জগন্নাথদাস বাবাজীর অসঙ্গত দাবী	৩৪৮
পঙ্গতে বুঝি বাধা পড়ে	৩৪৯
সাধুদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ	৩৫০
চারি সম্প্রদায়ের পঙ্গত	৩৫২
ঠাকুর অসুস্থ	৩৫৫
সাধুসেবায় মহাপ্রসাদ পাকের প্রশংসা	৩৫৬
বাজার ধার সম্বন্ধে নানা সমালোচনা	৩৫৭
মাধোদাস বাবাজীর শিষ্য নারায়ণদাস বাবাজীর আগমন	৩৫৮
নানকজীর কথা	৩৬১
'নামেই' সব হয়	৩৬২

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিষ-প্রয়োগ	৩৬৩
রাধাবল্লভবাবুর স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঃ জগন্নাথদেবের আদেশ	৩৬৪
বিধুবাবুর ধার শোধের চেষ্টা	৩৬৬
বাক্য রক্ষা হওয়াতে সোয়ারের আনন্দ	৩৬৭
শিব বিষ্ণু এক ঃ বিভিন্ন ভাবিলে অপরাধ হয় ঃ কুঞ্জবাবুর দান	৩৭০
সতীশবাবুর দান	৩৭২
সাধুর গাঁজার ব্যবস্থা	৩৭৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
পান্নার দিদিমার প্রশংসা	৩৭৭
দান ব্যাপারে কলিকাতায় আলোচনা : ঠাকুরের উক্তি	৩৭৮
রাউলপিণ্ডির সাধু	৩৮১
সাধু নরসিংদাস	৩৮২
স্ত্রীলোকের মদ্যপান : ঠাকুরের চেষ্টায় উহা নিবারণ	৩৮৩
প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ—"দেবী হেষা গুণময়ী"	৩৮৬
ঠাকুর বিষম জ্বরে অজ্ঞান	৩৮৭
রেবতীবাবুর কীর্ত্তন : ঠাকুরের নৃত্য	৩৮৯
চন্দনযাত্রা	৩৯০
দিদিমার গোপালের নিকট কথকতার উদ্যোগ : জগন্নাথদেবের গায়ে বেতের বাড়ী	৩৯২
বিষ-প্রয়োগ	৩৯৫

ষোড়শ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
দিদিমার গোপালের নিকট পাঠ	৩৯৬
চক্রান্তকারীদের অনুসন্ধান : গোঁসাই ভাল আছেন ত ?	৩৯৭
কিশোরীবাবুকে বিষ-প্রয়োগ বৃত্তান্ত কথন	৩৯৭
বাবাজী গুণ্ডার সর্দ্দার	৩৯৮
বিষ-প্রয়োগ রহস্য	৩৯৯
ব্রাহ্মসমাজে থাকা সময়ে ঠাকুরের প্রাণনাশের চেষ্টা	৪০১
গোঁসাইয়ের পত্র : শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী	৪০৩
উচ্ছিষ্ট বিচার	৪০৫
মহাপ্রসাদ দ্বারা ক্ষেত্রবাবুকে শ্রাদ্ধ করিতে আদেশ	৪০৬
অদ্ভুতরূপে জাম সংগ্রহ	৪০৭
নরেন্দ্রের গোঁসাইয়ের অদ্ভুত ব্যবহার	৪০৯
ঠাকুরের মহাপুরুষের সেবা ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ	৪১০
ঠাকুরের গান শুনিতে আগ্রহ	৪১১
মহেন্দ্রবাবুকে উপদেশ	৪১২
"বিষে ভিতরটা পচিয়া গিয়াছে"	৪১৩
অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া : সরলনাথ	৪১৫
উইলসন হোটেলের বেদানার রস গ্রহণের প্রস্তাবে ঠাকুরের বিরক্তি	৪১৬
'জগন্নাথদেবের ইচ্ছায়ই সব হয়'	৪১৬
দেবতাদের সাহায্যে গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন	৪১৭
প্রিয়নাথের গান	৪১৮
বাজার ধার শোধ—বিষ-প্রয়োগকারীদের জ্বালা নিবারণের প্রার্থনা	৪১৯
পাণ্ডাদের আশীর্ব্বাদ	৪২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
"মালী তুমি আমার চিরদিনের মালী"	৪২১
"সোয়ার তুমি আমার চিরদিনের সোয়ার"	৪২০
অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবুর বিবাদ মীমাংসা—ঠাকুরের আশার বাণী	৪২২
শ্রীশ্রীনিত্যধামে মহাপ্রয়াণ	৪২৪
গোঁসাইএর প্রতি শিষ্যদের অনুরাগ	৪২৫

পরিশিষ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরীতে ঠাকুরের শেষ সময়ের দৈনন্দিন কার্য্য	৪২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রসূচী

১।	শ্রীমৎ-আচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	...	... ১
২।	শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্বামী	৬৪	... ৬৪
৩।	টোটা গোপীনাথ—পুরীধাম	৭৪	
৪।	নীলমণি বর্ম্মণের বাটী—পুরীধাম	৬৮	... ৭১
৫।	কাশী মিশ্রের বাটী (গম্ভীরা)—পুরীধাম	৭১	
৬।	হরিদাস ঠাকুরের সমাধি—পুরীধাম	৭৬	... ৭৬
৭।	চটক পর্ব্বত—পুরীধাম	৭৮	
৮।	সিদ্ধ বকুল—পুরীধাম	৮০	... ৮২
৯।	চক্রতীর্থ—পুরীধাম	৮২	
১০।	ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—পুরীধাম	৮৪	... ৮৬
১১।	গুণ্ডিচা বাড়ী—পুরীধাম	৮৬	
১২।	লোকনাথ দেবের মন্দির—পুরীধাম	৮৮	... ৯৫
১৩।	নরেন্দ্র সরোবরে চন্দনযাত্রার মন্দির—পুরীধাম	৯৫	
১৪।	কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত শ্রীশারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৪	... ১২৪
১৫।	শ্রীরেবতীমোহন সেন	১২৬	
১৬।	শ্রীযুক্তেশ্বরী-মা-ঠাকরুণ শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী		... ১২৭
১৭।	গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দির—পুরীধাম		... ৪২৬
১৮।	শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী		... ৪৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
B......

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

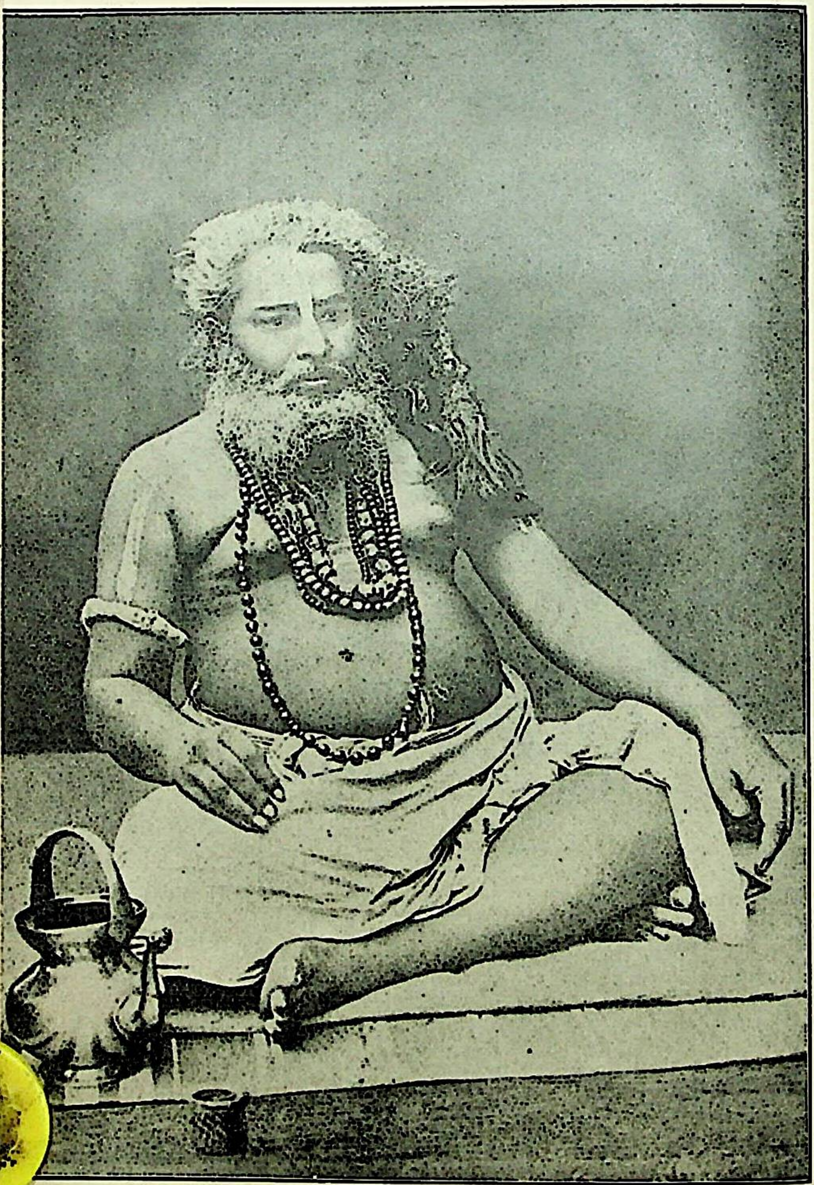

শ্রীমৎ-আচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ..
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আচার্য্য-প্রসঙ্গ

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ। সর্ব্বকার্য্যারম্ভে সিদ্ধিদাত্রী, পরম দয়াময়ী, আদ্যা যোগমায়া ভগবৎ শক্তিকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের কুশল করুন, কল্যাণমার্গে সকলের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন। ইহলোক, পরলোক-বাসী সমগ্র সাধু ভক্তবৃন্দের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম অধ্যায়

হ্যারিসন রোডের বাসায়

শ্রীক্ষেত্র গমনে ব্যাকুলতা

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৩০৪ সালের শেষভাগে কলিকাতায় ৪৫ নং হ্যারিসন রোডের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। কতদিন যাবৎ বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ঠাকুরের পশ্চিমাঞ্চল যাইবার কথা হইতেছিল।, কিন্তু এই সময়ে ৺পুরীধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত আমাদের কয়েকটি গুরুভ্রাতার নিকট পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর তথায় যাইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। মাঘের প্রারম্ভে তিনি একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহারান্তে উক্ত বাড়ীর তেতালার বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমাদের গুরুভ্রাতা, বরিশাল, লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ৺পুরীধাম হইতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের চিত্রপট, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া তিনি পুরীর বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। আমি হঠাৎ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুর চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। রাখালবাবুর ভিতরে তিনি জগন্নাথ দেবের প্রকাশ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পটখানি অতি আদরে আসনের সম্মুখে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস, অমৃতলাল সেন এবং শ্রীধর ঘোষও ৺পুরীধাম গিয়াছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের মুখে পুরীর বৃত্তান্ত শুনিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে করযোড়ে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, "আমাকে দয়া করিয়া পুরীধামে নিয়া চলুন।"

পুরীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্থানে (গম্ভীরায়—কাশীমিশ্রের বাড়ীতে) বাস করিতেন, যে চটক পর্ব্বত দর্শনে তাঁহার গোবর্দ্ধন ভ্রম হইয়াছিল, যে সমুদ্রে চাঁদনির নিশীথে যমুনা ভ্রমে ঝাঁপ দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চক্রতীর্থের দিকে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে জেলেরা জালে করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছিল, যে স্থানে গাভী সকলের মধ্যে ভাবাবেশে কূর্ম্মাকৃতি হইয়া তিনি পড়িয়াছিলেন, সেই সকল স্থান এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নানাকথা শুনিয়া ঠাকুর পুরী যাইবার জন্য বড়ই অস্থির হইলেন এবং পঞ্জিকা দৃষ্টে ১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাসের ২৪শে তারিখে পুরী যাত্রার শুভদিন স্থির করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা হইতে পুরী যাওয়া তখন বড়ই কঠিন ছিল। রেলওয়ে ছিল না। ঠাকুরের হাঁটিয়া যাওয়াও অসম্ভব, বাতরোগে শরীর অতিশয় কাতর, ভূমিতে পদক্ষেপ করিতেও তিনি ক্লেশ পান; লাঠিভর করিয়া চলিতে হয়। তাঁহার পুত্র যোগজীবন গোস্বামী ও মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় একখানি জাহাজ অল্প খরচায় ভাড়া করিয়া তাঁহাকে ৺পুরীধামে লইয়া যাইবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন। কিন্তু অর্থ কোথায়? ঠাকুরের আকাশ বৃত্তি, টাকা কড়ি যখন যাহা আসে, তখনই তাহা খরচ হইয়া যায়। একদিন যোগজীবন দাদা বলিলেন, "হাতে এখন টাকা নাই। আরও কয়েক দিন পরে গেলে হয় না?" তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "যোগজীবন, বিষয়ী লোকের মত কথা বলিস্ না; যদি ৺জগন্নাথ দেবের আদেশ হয়, যে অমুক দিন আমি তাঁহাকে দর্শন করিব, টাকার যোগাড় তিনিই করিবেন।"

ইহার পর জাহাজ ভাড়ার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ঠাকুর একদিন গুরুভ্রাতাদের বলিলেন, "তোমরা জাহাজ ভাড়ার জন্য চেষ্টিত হইয়াও অকৃতকার্য্য হইতেছ, আমি যে প্রকারে হউক পায়ে ছালা (চট) বাঁধিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে পুরী যাইব। যে দিন ঠিক করিয়াছি কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না।" ঐ তারিখে ঠাকুরের যাওয়া অবধারিত জানিয়া সে বিষয়ে উদ্‌যোগ হইতে লাগিল।

৪৫ নং হেরিসন রোডের বাসায় আমরা প্রায় দুই বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে কাটাইলাম। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরের কার্য্য-প্রণালী ও বিশেষ ঘটনাবলী যাহা দেখিয়াছি এবং গুরুভ্রাতাদের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি এবং অনুসন্ধানে সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ্যারিসন রোডের বাসায় ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য

রাত্রি প্রায় পৌনে চারিটার সময় শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ঠাকুর ঘরে বসিয়া মাটির গামলায় কাঠ কয়লা জ্বালাইয়া ঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা, তাঁহারই নির্দ্দেশে হোম করিতেন। ঠাকুর হোম-মন্ত্র পাঠ করিতেন। তৎপরে রাত্রি চারটা সাড়ে চারটার সময় ভোর-কীর্ত্তন হইত। অনেক সময় ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া গান গাইতেন। তৎপরে অচিন্ত্য-বাবু, বেণীমাধব প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা সঙ্গীত করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতই প্রায় হইত। কখন কখন তৎসঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীতও হইত। শেষ রাত্রিতে অচিন্ত্যবাবু কখন গদগদভাবে "কানাই একি ভাই র'লি প্রভাতে অচৈতন্য", "শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নয়ন," "আমার পতিত পাবন গৌরহরি", "চল ভাই ভার লয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে" ইত্যাদি গান করিতেন।* তখন গৃহস্থিত সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ঠাকুর ভাবে বিভোর। ঠাকুর

১। কানাই, একি ভাই, রলি প্রভাতে অচৈতন্য।
উঠ্‌লে ভানু, ও নীল-তনু, যায় না ধেনু, বেণু ভিন্ন।
অঞ্জন আঁখি যুগলে, গুঞ্জাহার পরয়ে গলে।
কদম্ব মঞ্জরী দিয়ে, সাজাও যুগল কর্ণ।
পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া নীলবর্ণ
একদিন বনে, রাখালগণে বিষপানে জীবনশূন্য
জীবন দিলি জীবন কানাই, তুলনা নাই গুণের অন্ত।
রাখাল সাজে, রাখালরাজে নেচে নেচে চল অরণ্য
সাধ করে তোয় সেধে বলি, যে দিন ক্ষুধায় অঙ্গ কালী
তুই এনে মিলালি, বনমালী, বনে অন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবাবেশে উচ্চ 'হরিবোল' বলিতে থাকিতেন। গান শেষ হইলে ঠাকুর স্থুর করিয়া করতাল বাজাইয়া, চারিধাম, চারি সম্প্রদায়, অবতার, দেব-দেবী ও তীর্থস্থান প্রভৃতির জয়ধ্বনি দিতেন। ইহার পর ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। অতঃপর ভোরবেলায় কথাবার্ত্তায় কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া তিনি শৌচে যাইতেন। পায়খানা যাইবার পূর্ব্বেই তেতালার ছাদে পাখীদিগকে চাউল জল দেওয়াইতেন। অসংখ্য কাক, পায়রা, শালিক প্রভৃতি পাখী নির্ভয়ে উহা ভোজন করিত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট "রসবড়ি", "সন্দেশ" প্রভৃতিও দেওয়াইতেন। খুব বড় গামলা পরিপূর্ণ করিয়া জল দেওয়া হইত।

পায়খানা হইতে আসিয়া আসনের পার্শ্বস্থিত টবের তুলসী বৃক্ষে

২। শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নয়ন।
ওলো সখী কহ দেখি, ইহার কি বিবরণ ॥
শ্যাম, চঞ্চল নয়নে চায়, কোথা থেকে কোথা যায়,
কে বুঝিবে অভিপ্রায়, ইহার কি মর্ম্ম।
সরল বাঁশের অংশ, বংশীকুল অবতংস।
কুলধর্ম্ম করে ধ্বংস, সে করে মন হরণ।
শ্যাম অতনু সতনু করে, সতনুর মন হরে।
শিখি পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনোহরণ।

৩। চল ভাই ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে ভার, সে বিনে ভার আর কে লবে ॥
পাপে হয়েছি ভারি, আর ত ভার সইতে নারি,
বিনা সে ভূভারহারী, এ পাপ ভার আর কে লবে ॥
দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বল্‌বো ছুটি ধরে চরণ।
এবার ভার বইলেম যেমন, এমন ভার আর যেন না বই ভবে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল দিতেন এবং তুলসী মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিতেন। এই সময়ে আমি এবং কখন কখন মোহিনীমোহন রায় উপস্থিত থাকিতাম। মোহিনীবাবু ঠাকুরকে বাতাস করিতেন। সেই সময়ে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইত। এই সময়ে এক দিবস ঠাকুর পায়খানা হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া তিলক না করিয়াই আসনে যাইতেছেন দেখিয়া আমি বলিলাম, "আজ তিলক করিলেন না?" ঠাকুর শুনিয়া অমনি দাঁড়াইলেন এবং তুলসী গাছে জল দিয়া তিলক করিতে করিতে বলিলেন, "শেষকালে যদি এরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে পার তবেই জানি বন্ধুর কার্য্য।" আমি শুনিয়া একটুকু লজ্জিত হইলাম।

ঠাকুর 'তিলক সেবা' করিয়া নামাবলী গায়ে তেতালার বারান্দায় একটুকু বেড়াইতেন। তৎপরে কিছু মিষ্টি ও চা সেবার পরে পাঠ আরম্ভ হইত। শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' বা 'চৈতন্য-ভাগবত,' 'নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা,' 'বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত' এবং ঠাকুরের 'বক্তৃতা ও উপদেশ' এবং অপরাপর গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। পরে এগারটা, সাড়ে এগারটার সময় পুনরায় শৌচে যাইতেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল তথায় অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের পায়খানায় অপর কেহ যাইতেন না এবং অশ্বিনীকুমার মিত্র প্রভৃতি উহা প্রতিদিন চূণ, বালি, নারিকেলের খোষা, মাটি প্রভৃতি দ্বারা ঘষিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতেন। পায়খানার সাম্‌নের বারান্দা পর্‌দা দিয়া আঁটিয়া একটি ভিন্ন কোঠার মত করা হইয়াছিল, উহাতে একখানা জল-চৌকি থাকিত। তিনি পায়খানা হইতে আসিয়া উহাতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন।

মধ্যাহ্নে শৌচান্তে ঠাকুর তিলকসেবা করিয়া ঔষধ সেবনান্তে অন্নাহার করিতেন। দিদি মাতাঠাকুরাণী, ব্রহ্মচারী বা কখন কখন আমি তাঁহার জন্য রান্না করিতাম। তিনি সাধারণতঃ কলের জল পান করিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা কলসী ভরিয়া গঙ্গাজল আনিতাম, তাহাই পান করিতেন। গঙ্গায় কাঁকৃড়া ভাসিলে, জল লোণা হইলে এবং বর্ষার সময়ে অপরিষ্কার হইলে ঠাকুর কলের জলই পান করিতেন।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইতেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার মিত্র (বৈরাগী) ঠাকুরের আসন পাতিয়া দিত, ঘরে ধূনা দিত ও কখন কখন জটা বাছিত। সতীশ ও শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। ঠাকুর আসনে যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। কখন কখন বা ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এই সময় কোনও কোনও দিন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় M. A., B. L. মহাশয় (প্রসিদ্ধ 'ডন' কাগজের সম্পাদক) উপস্থিত থাকিতেন। ঠাকুরের অভিপ্রায়মতেই তিনি 'ডন' কাগজ প্রবর্ত্তন করেন। ঠাকুর তাঁহাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, "আপনি দেশের শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কার্য্য করেন। ইহাই আপনার কার্য্য। আমি আপনার হইয়া 'নাম' করিব। পরন্তু আপনি নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ভগবানের কাজ করিতে হইলে, তাঁহারই পানে তাকাইতে হয়। চিত্তে দীনতা থাকিলে পতন হয় না।"

সাড়ে তিনটা চারটা বাজিলে পুনরায় ঠাকুর শৌচে যাইতেন। আমরা বেদানা, কাঁচাগোল্লা, বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের দোকান হইতে লাড্ডু প্রভৃতি তাঁহার জন্য আনিয়া রাখিতাম। শৌচান্তে ঠাকুর তাহার যৎসামান্যই গ্রহণ করিতেন।

ঠাকুর আসনে বসিলে শ্রীযুক্ত পন্নালাল ঘোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারতের বঙ্গানুবাদ' পাঠ করিতেন। পাঠের সময় বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইত এবং পাঠ শুনিত। পাঠ সমাপনান্তে ৫টা কি ৫৷৷টার সময় আসন হইতে উঠিয়া তিনি তেতালার ছাদে সুস্নিগ্ধ সমীরণে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ সন্ধ্যা হইলে নীচে আসিতেন। তেতালায় যখন তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্রাম করিতেন তখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কয়েকদিন 'রাধাকৃষ্ণ রসোদ্দীপক' নাটক সকল পাঠ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিন অন্য গ্রন্থও পাঠ হইত।

তিনি নীচে আসনে আসিলে আমরা ঘরে ধুনা দিতাম ও শঙ্খধ্বনি করিতাম, এবং গুরু নানকের 'গ্রন্থ সাহেবে' ও অন্যান্য গ্রন্থে নাগাজীর চিত্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটে পুষ্পমাল্য দিয়া শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিতাম। হরি-সংকীর্ত্তনে প্রায়ই ভাবের তরঙ্গ খেলিত, বহুক্ষণ নৃত্য গীতাদি হইত, বহুলোকের সমাগম হইত। এই সময়ে পাড়ার অনেক ছেলে উপস্থিত হইত, উহারা হাত ভরিয়া, টোপরে করিয়া বিস্তর 'হরির-লুটের' বাতাসা লইয়া যাইত। কীর্ত্তন শেষ হইলে, ঠাকুর অতি মধুর স্বরে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥"

"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল" এই কয়টি শ্লোক ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া লুটের বাতাসা নিজ হস্তে ছড়াইয়া দিতেন। সকলেই লুটের বাতাসা অতি আদরে, আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইতেন। কেহ কেহ ঠাকুরের নিজ হস্তে বিলান লুটের বাতাসা, অতি দুর্লভবোধে দূরদেশে আত্মীয়-স্বজনের জন্য লইয়া যাইতেন। ঠাকুর কোন সময়ে রেবতী-বাবুকে বলিয়াছিলেন "হরিরলুটের" বাতাসার সূক্ষ্মাংশ দেবতারা গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তনান্তে প্রায়ই শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা সঙ্গীত ও ভজন গান হইত। শ্রদ্ধেয় সুগায়ক শ্রীযুক্ত রেবতীবাবু, কখন কখন গোষ্ঠবাবুর বেহালার তানে, নিজের সুমধুর কণ্ঠস্বর সংযোগ করিয়া, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করিতেন।*

ঠাকুর উহা শ্রবণে প্রায়ই ভাবাবেশে 'উহু', 'উহু' করিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং আনন্দধ্বনি করিতেন। শ্রদ্ধেয় সূর্য্যবাবু ও গোষ্ঠবাবু, "মৈয় গোলাম, মৈয় গোলাম, মেরি রাম" ইত্যাদি গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। ঐ সকল গানে গৃহে পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হইত এবং উহা স্মরণ করিয়া এখনও চিত্তে উহার মাধুর্য্য ও উন্মাদিনীশক্তি অনুভব করিতেছি।

সন্ধ্যা-সংকীর্ত্তনের পর ধর্ম্মালোচনা ও নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইত। কখন বা মোহিনীবাবু বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। কখন কখন অচিন্ত্যবাবু, বৃন্দাবন মজুমদার ও মণিবাবুর সহিত ঠাকুরের নানা বিষয়ক কথাবার্ত্তা হইত। রাত্রি ৯॥০টা হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি করিতে উঠিতেন। তৎপরে ঔষধ সেবনান্তে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় রাত্রি ৯॥০টার পর মাঝে মাঝে

---

* "শ্রীরাধাগোবিন্দ চরণারবিন্দ মকরন্দে মত্ত হও মন ভৃঙ্গ।
বিষয় কেতকী সে বনে ভ্রমে কি, সেই বনে ভ্রমে যে বনে ত্রিভঙ্গ॥
শ্রীবৃন্দাবন প্রেম সরোবর মধ্যে, অনন্ত প্রফুল্ল কোটি গোপীপদ্ম।
সেই পদ্মমধ্যে মোদের রাধা নীল পদ্ম, এই ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মৃণালের সঙ্গ॥
ব্রজে মধুরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরতি, মধুরূপ শ্রীমতী বামে বিহরতি।
রেখো রতি মতি, ঐ মধুর ভাবপ্রতি; মন মধুপ যেন দিও না ভঙ্গ॥
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ, সুধা পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুন।
ভোর ছাড়িবে বিগুণ ধরিবে সৎগুণ, নিগু র্ণ গোবিন্দ গায় গুণ-প্রসঙ্গ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের গা, পা টিপিয়া দিতেন। মোহিনীবাবুর কোমল মর্দ্দনে ঠাকুর খুব আরাম পাইতেন এবং কখন কখন উহার প্রশংসা করিতেন।

এই সময়ে আমরা আহার করিতে যাইতাম। আহারান্তে আসিয়া অশ্বিনী ও আমি পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া ঠাকুরের গায়ে মালিশ করিয়া দিতাম। ঠাকুরের পা বাতে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ১২টার পর কাঠের কয়লা বড় গামলাতে জ্বালাইয়া হোম করিতাম।

শীতকালে ১২॥টার সময় ও শেষ রাত্রে মুখ হাত ধুইতে এবং প্রস্রাব করিতে গরম জলের প্রয়োজন হইত। ঠাকুরের শরীরে তখন রক্ত বড় কম ছিল; ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারিতেন না। ঔষধ খাইয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের জন্যও কখন কখন গরম জলের প্রয়োজন হইত। ঠাণ্ডা জল খাইতে পারিতেন না। ব্রহ্মচারী গরম জল যোগাড় করিতেন এবং ঠাকুরের সহিত রাত্রে নানা বিষয়ে, নানা প্রসঙ্গ করিতেন। মণিবাবু, অচিন্ত্যবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণও কখন কখন ঘুম হইতে উঠিয়া ঠাকুরের সহিত ঐ সময়ে গল্প ও হাস্য-পরিহাসাদি করিতেন।

রাত্রি ১২টা হইলে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ঘুম হইতে উঠিয়া ঠাকুরকে মুখ ধুইবার জল দিতেন ও ঔষধ খাওয়াইতেন। এই সময় হইতে ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট সারা রাত্রি থাকিয়া তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং শেষ রাত্রে প্রায় ৪টার সময় হোম করিতেন।

নানা অবস্থায় ভগবল্লীলা দর্শন

একদিন এই বাসায় একটি সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল। মোহিনীবাবু প্রতিদিনই গঙ্গা-স্নান হইতে আসিবার সময় তুলসী গাছে জল দিবার নিমিত্ত ঠাকুরের জন্য এক কমণ্ডলু গঙ্গাজল আনিতেন এবং বাসায় আসিয়া তুলসী গাছের নিকটে অপেক্ষা করিতেন। ঐদিন মোহিনীবাবু ৭টার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় গঙ্গাজল লইয়া ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সে সময়ে পায়খানায় গিয়াছিলেন। তাঁহার তথা হইতে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, কারণ ঠাকুরের চা সেবার পর তাঁহাকে পাঠ শুনাইয়া আফিসে যাইতে হইবে। সেই দিন ঠাকুর সাড়ে নয়টার সময় পায়খানা হইতে বাহির হইলেন। মোহিনীবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি পায়খানা হ'তে খুব বিলম্ব হয়?" ঠাকুর বলিলেন, "পায়খানা ত আমার ৫ মিনিটের মধ্যে হইয়া যায়।" মোহিনীবাবু বলিলেন, "তবে আজ এত বিলম্ব কেন?" ঠাকুর বলিলেন, "পাগলামির কথা আর কি বল্‌ব, আজ যেই পায়খানায় প্রবেশ করিতে যাইব, অমনি দেখি যে নারদ, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতারা আসিয়া দর্শন দিলেন। কাজেই পায়খানায় বসিতে পারি নাই; অবশেষে অনেক স্তবস্তুতি করিলে তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন; পরে পায়খানার কাজ সারিয়া বাহিরে আসিলেই সম্মুখে শ্রীবৃন্দাবনলীলাটী প্রকাশিত হইল, উহা দর্শন করিয়াই বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। সেইজন্যেই আজ এত বিলম্ব হইল। আপনি আজ কেবল গ্রন্থগুলি খুলিয়া 'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ইত্যাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক শীঘ্র আহার করিয়া আফিসে যান। আজকের পাঠ এইভাবেই হইবে।" মোহিনীবাবু বলিলেন, "সে দিন ঠাকুরের মূর্ত্তি যেন নেশাখোরের মত হইয়াছিল। তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মুখলণ্ডল আনন্দে পরিপূর্ণ।"

ঠাকুর যখন ঢাকায় ছিলেন এবং অর্থের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তখন গেণ্ডারিয়া আশ্রমের গুরুভ্রাতারা পর্য্যায়ক্রমে রান্না করিতেন। ঠাকুর সকলের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতেন। আহারে বসিয়া অনেক সময় ভাবাবেশ হইত। আহার করিতে করিতে হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিতেন—চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। কখন বা শ্রীবৃন্দাবন-লীলা দর্শন করিয়া "এই সখীরা আসিয়াছেন," বলিতে বলিতে ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতে থাকিতেন। গুরুভ্রাতারা নিজ নিজ আসনে চুপ করিয়া, আহারে বিরত থাকিয়া নিবিষ্টমনে উহা শ্রবণ করিতেন! কখন বা ভাবাবেশে কাঁদিয়া আকুল হইতেন—আর আহার হইত না।

ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ও আসনে দেবদেবীর ছাপ

বৈকালে মহাভারত পঠের সময় ও অন্যান্য সময়েও কখন কখন খুব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত। ঠাকুরের আসনে এবং শরীরে আপনাআপনি দেবদেবী-মূর্ত্তির ছাপ পড়িত। কখন কখন নানারূপ চিত্র, কখন যুদ্ধের রথ, সৈন্যসমূহ, দেবমন্দির, কখন রাধাকৃষ্ণ, রাধাশ্যাম, হরেরাম প্রভৃতি অক্ষর এবং কখন বা সম্পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক প্রভৃতির ছাপ সুস্পষ্টরূপে তাঁহার গাত্রে এবং আসনে পড়িয়াছে ইহা সকলে দেখিতে পাইতেন। বহুকাল পূর্ব্বেও একবার আমি শ্রীবৃন্দাবনে একটি সম্পূর্ণ শ্লোক ঠাকুরের উরুদেশে দেখিয়াছিলাম। ঠাকুরের বস্ত্রেও এরূপ নামাবলী দৃষ্ট হইত। কলিকাতার অনেকেই ইহা দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়াছেন। বোলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় একবার ঠাকুরের আসনে 'হরেকৃষ্ণ' নাম অতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে সেই বস্ত্রখানা যাচ্ঞা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আর এক দিবস ঠাকুর আহারান্তে আসনে বসিয়া গল্পাদি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বাম উরুতে রাম-রাবণের যুদ্ধের চিত্রের ছাপ পড়িয়াছিল। তিনি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, আমার উরুতে কিসের চিত্র পড়িয়াছে।" সে যাইয়া দেখিল একদিকে একখানা সুস্পষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথ, তাহার ভিতরে আরোহী, অন্যদিকে দুটি লোক ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরকে ইহা বলায় তিনি বলিলেন, "এ রামায়ণের যুদ্ধের চিত্র, ঐ দেখ রথের ভিতরে দশানন, অপরদিকে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং একটু পশ্চাতে মহাবীরজী রহিয়াছেন।" কুঞ্জ আর একদিন ঠাকুরের ইঙ্গিতে তাঁহার আসনের নিকট যাইয়া উরুতে শ্রীশ্রীকালীমাতার চিত্র এবং দেবনাগর অক্ষরের ছাপ দেখিয়াছিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন উহা উপনিষদের কোন শ্লোকের অংশ।

ঠাকুরকে নানারূপে দর্শন

ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকে নানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করিতেন। সাধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রচারক অবস্থায় ঠাকুর ব্রাহ্ম ডেপুটি শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতেন। তিনি কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরে ঠাকুরের ফটো দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন, "একি যথার্থই তাঁহার ফটো? এ যে সাক্ষাৎ মহাদেবের মূর্ত্তি।" শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় বলিয়াছিলেন হাওড়ায় আই, সি, বসুর একটি ছেলে ঠাকুরের ফটো দেখিয়া তাহার বাবাকে বলিয়াছিল "দেখ বাবা, শিবের মাথার সাপ দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।"

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা স্নান করিতে করিতে ঠাকুরের মাথায় জটা হয়। তাঁহার জটাতে তিনটি বেণী হইয়াছিল, উহাতে চুলগুলি ময়ূরপুচ্ছের রঙ্গের ন্যায় কতক কাল, কতক শুভ্র, কতক অরুণবর্ণ ও কতক নীলবর্ণ দৃষ্ট হইত। তিনি কখন কখন জটা উল্টাইয়া দাঁড়াইতেন। তখন জটারূপ চূড়ায় অলঙ্কৃত হইয়া তিনি কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করিতেন! তাঁহার গলদেশে সপ্তলহরী দুলিতেছে, বর্ণ শ্যাম, আকৃতি দীর্ঘকায়, দেখিতে

.CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন যুবাপুরুষ। এ অবস্থায় তিনি যখন সুমধুর স্বরে প্রণবযুক্ত হরিনাম উচ্চারণ করিতেন, তখন ঐ মধুর ধ্বনি সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিত।

তাঁহাকে কখন কখন যুবতীর ন্যায় দেখাইত। কটিদেশ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ জটা বেণীর ন্যায় দুলিতেছে। বক্ষস্থলে স্ত্রীলোকের ন্যায় সমুন্নত স্তন, চক্ষু জ্যোতিষ্মান্ ও দীর্ঘ। দক্ষিণ হস্তে গৈরিক বস্ত্র জড়ান একমুখি রুদ্রাক্ষ তাগার আকার ধারণ করিত। তাঁহার জটার স্বভাবতঃই এক প্রকার সুগন্ধ ছিল। আমরা জটা বাছিতে যাইয়া মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় মধুমিশ্রিত ঈষৎ উগ্র গন্ধ পাইতাম।

শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, একদিন তিনি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বসিয়া আছেন, নিম্নলিখিত ঠাকুরের রূপ বর্ণনাত্মক স্তোত্রটি ভিতর হইতে আপনি আপনি বাহির হইল :—

ওঁ স্বর্ণাভ-জটাজূটপরিশোভিতং স্বর্ণাভ-শ্মশ্রুধারিণং।
শিরসি জটয়া চূড়কস্বা ফণিভূষণম্, পৃষ্ঠদেশে লম্বিতবেণীং।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রং শ্রীমন্মহাদেবং বা শ্রীবৃন্দাবনবিলাসিনীং।
নখাগ্রাৎ কেশাগ্রপর্য্যন্তং সুমধুরং, পরিপূর্ণমানন্দং
শ্রীরাধাজ্যোতির্ধারিণম্।
কলৌ পতিতবন্ধুং পতিতপ্রেমদাতারং দণ্ডকমণ্ডলুহস্তং।
কৌপীনবহির্ব্বাসবাসসং কণ্ঠে দোলিতসপ্তলহরীমালং।
মধুরহাসং, মধুরভাষং, ব্যবহারেণ চ মধুরং।
মধুরং মধুরং পরিপূর্ণমানন্দং, সদ্গুরুং ত্বাং নমাম্যহং।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি মহাপুরুষগণও তাঁহাকে নানারূপে দর্শন করিয়া স্তবস্তুতি করিতেন। মহাত্মা স্বামী ভোলানন্দ গিরিও তাঁহাকে "মেরা আশুতোষ" বলিয়া ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুমোচন করেন। মহাত্মা নরহিংস দাস (পাহাড়ীবাবা) তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'শ্রীরামচন্দ্র'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেন। মহাত্মা অর্জ্জুন দাস (ক্ষেপাচাঁদ), "এ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়, ইহা মেরা ধ্যানমে মিলা" বলিতেন। আবার কখন কখন "মেরা রাম" বলিয়াও স্তুতি করিতেন। একদিন কুম্ভমেলায় ঠাকুরের সহিত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত সাধু-দর্শনে বাহির হইয়াছেন। পথে একদল সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উহার মধ্য হইতে একজন সাধু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "এই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরুর রূপ দর্শন কর।" ঢাকায় রমণার ফকির সাহেব ঠাকুরকে 'সিদ্ধ ফকির' বলিয়া প্রকাশ করিতেন। শুনিয়াছি প্রতিনিয়ত হরিনাম করিতে করিতে শরীরে এক অভিনব দিব্য সৌন্দর্য্য জন্মে। শ্বাসপ্রশ্বাসে যাঁহাদের ভগবানের 'নাম' হয় তাঁহারা ক্রমে ভগবতী তনু লাভ করেন। তাঁহাদের রক্তে, মাংসে, প্রতি লোম-কূপে, অস্থিতে অস্থিতে, শরীরের প্রতি অণু পরমাণুতে আপনা আপনি ভগবানের নাম হইতে থাকে। ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িবার অল্পকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমার অস্থিতে অস্থিতে, রক্তেতে তাঁহার 'নাম' উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে, এ কল্পনা নয়, সত্য, সত্য, বাস্তবিক, বাস্তবিক।" একদিন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আম গাছের তলে বসিয়া ঠাকুর তর্জ্জনীর মূলদেশে একটি কাল দাগ আমাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "যাহাদের শ্বাসে শ্বাসে 'নাম' হয়, তাহাদের হাতে এরূপ দাগ পড়ে।"

ঠাকুরের শরীরের সৌন্দর্য্য সকলকেই আকর্ষণ করিত। অনেকে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার মধুর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দে ডুবিয়া যাইতেন। অনিমেষ নয়নে সেই রূপ দর্শন করিতেন। তাঁহার রূপের বর্ণনা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার রূপ ভাবাবেশে নূতন নূতন হইত। কখন বসিয়া পাঠ করিতেছেন ভাবে মুখ অরুণবর্ণ হইয়াছে, চক্ষে জল-ধারা পড়িতেছে।

এই প্রকারে হেরিসন রোডের বাসায় দিন চলিল। কত লোক নানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান হইতে কত অর্থ ব্যয় করিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন; এই সময়ে কুলীন গ্রামের বহু লোক আসিয়া সাধন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় দীনতুঃখী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতির সাধনের জন্য কাতর হইয়া ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন। হরিদাসবাবুর বিনীত প্রার্থনায় ঠাকুর তাহাদিগকে দীক্ষা দেন। ফরিদপুরের এবং অন্যান্য স্থানের বহু লোক আসিয়াও ঐ সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অতিথি-বেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আগমন

এই বাসায় একদিন একটু অধিক বেলায় তিনজন অতিথি আসিয়া দরোয়ানের নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। দরোয়ান "এখন মিলিবে না" বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিল। ঠাকুর এই সময়ে পায়খানায় ছিলেন, তিনি ইহা শুনিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দেখ, অতিথি তিনজন কোন্‌দিকে গেলেন।" আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাঁহাদিগকে পাইলাম না।

দিদিমাতাঠাকুরাণী এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,"আমার শান্তিপুর হইতে রওনা হইবার পূর্ব্ব দিবস, তোমাদের বাড়ীতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। তিনজন অতিথি আসিয়া ৺শ্যামসুন্দরের প্রসাদ চান। যোগীনের স্ত্রী বলিলেন, 'এখন আর প্রসাদ নাই, যাহা আছে তাহা একজনের মত হইতে পারে, অন্য দিন আসিবেন।' অতঃপর দুই প্রহরের সময় যোগীনের স্ত্রী শয়ন করিয়াছে, স্বপ্নে দেখে যে ৺যোগীন ও তিনজন সাধু আসিয়াছেন। সাধুদের বগলে বাঘের চামড়া। সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'তুই আজ আমাদিগকে প্রসাদ দিলি না।' এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন। যোগীনের স্ত্রী এই ঘটনায় খুব আক্ষেপ করিয়াছে।" সকল কথা শুনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁ তাঁহারা এখানেও আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ঐ বেশেই গিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া গেলেন 'আমরা শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দিল না। তুই, তিনজন অতিথিকে রোজ ভোজন করাস্, তাহা হইলেই আমরা পাব।' এই সময় হইতে হ্যারিসন রোডের বাসায় ও শান্তিপুর নিজ বাটীতে নিত্য তিনজন অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সরস্বতী-পূজা

এই বৎসর সরস্বতী-পূজার দিন প্রাতে ৯॥০।১০টার সময় ঠাকুরের দৌহিত্র দাউজি সরস্বতী-মূর্ত্তির জন্য রোদন করায় ঠাকুর মণিবাবুকে বলিলেন, "তুমি একখানা ঠাকুর আনিয়া দেও।" তদনুসারে মণিবাবু একখানা ছোট সরস্বতী-প্রতিমা আনিয়া, ঠাকুরের আদেশক্রমে, তাঁহার ঘরের উত্তর পার্শ্বে, তুলসী টবের পশ্চিম পার্শ্বে স্থাপন করেন। পরে ঠাকুরকে ফুল, আবির প্রভৃতি দেওয়া হয়। বৈকালে অনুমান ২।২॥০টার সময় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় ও অন্য দুই তিনজন লোক ঠাকুরের ঘরে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর 'মা', 'মা' বলিয়া ডাকামাত্রই কৈলাসবাবু দেখিলেন যে সমস্ত ঘরটি অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া গেল এবং ঐ ছোট সরস্বতী মূর্ত্তি প্রমাণ আকার ধারণ করিয়া বীণা-হস্তে দাঁড়াইলেন। এইরূপ দর্শনমাত্রে কৈলাসবাবু অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সংজ্ঞালাভ হইবার পর সেই মূর্ত্তিকে পূর্ব্ববৎ ছোট দেখেন।

কৈলাসবাবুর স্ত্রীর পীড়া ও ঠাকুরের কৃপা

শ্রদ্ধেয় কৈলাসবাবু এই সময়ে তাহার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা ও সহানুভূতি ব্যঞ্জক একটি সুন্দর ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যথা —"আমি প্রতিদিন ভোরে হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে গোস্বামী মহাশয়কে

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিতে যাইতাম। রবিবার ছাড়া অন্য দিন প্রাতে ৯৷৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতাম। আমার স্ত্রীর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে প্রাতে যাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতাম। এইরূপ তিন চার দিন চলিয়া আসিবার পরে ঠাকুর একদিন পশ্চিমের বারান্দায়, হ্যারিসন রোডের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় আমি যেমন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া উঠিয়াছি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, অসুখ করেছে কি ?" আমি বলিলাম, আমার কোন অসুখ হয় নাই, তবে আমার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা।" এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমাকে রোগের অবস্থা ও কিরূপ চিকিৎসাদি হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "ভয় নাই, যখন রোগী একটু সুস্থ থাকে, তুই একবার 'নাম' করিতে বলিবেন।" তাঁহার দৃষ্টি ও কথায় এমন একটা সহানুভূতি বোধ করিলাম যে আশার সঞ্চার হইল। রোগের প্রথম অবস্থায় আমার স্ত্রী একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার (গোঁসাইয়ের) পাদোদক খাইতে ইচ্ছা হয়।" আমি এত দিন সাহস করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে একথা বলি নাই, আজ তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার পাদোদকের দরকার নাই, আমার গুরুদেবের নিষেধ আছে। কোন ব্রাহ্মণের (যাহাকে আপনাদের ভক্তি হয়), পাদোদক খাওয়াইতে পারেন।" 'ব্রাহ্মণ যাহাকে ভক্তি হয়',কথাটা আমার ভাবানুযায়ী বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাতে একটু গোল বাধিল। ২।৪ দিন ভাল ব্রাহ্মণের খোঁজ করিলাম। কিন্তু কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে কথাটি একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলাম। এই কথা আমি কাহাকেও বলি নাই। এমন কি আমার স্ত্রীকেও জানাই নাই। আমার স্ত্রীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে চলিল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম ব্যারামের অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন কবিরাজগণ একমাস আন্দাজ চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। পরে শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, এম্, ডি, একমাস চিকিৎসা করেন। তাঁহার চিকিৎসা-তেও কোনরূপ প্রতিকার না হওয়ায় শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয় চিকিৎসা করেন। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। অবশেষে মাঘ মাসে একদিন এমন অবস্থা হইল যে হাতে নাড়ী পাওয়া যায় না ও শ্বাসের টান উপস্থিত। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ, মনোরঞ্জন ঠাকুরতা, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু, রেবতীমোহন সেন প্রভৃতি সকলেই মনে করিলেন যে ঐ দিন রাত্রি কিছুতেই কাটিবে না। আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া রহিলাম। তখন বাড়ীতে কাহারা আছেন, কি ব্যবস্থা করিতেছেন আমি কিছুই জানি না। আমি এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিলাম যে আমার কথা বলার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল। বৈকালে শ্রীযুক্ত উমেশবাবু একটি ছোট পাথরের বাটীতে একটু জলের মত কি আমার স্ত্রীকে খাওয়াইতে সম্মুখে আনিলে হঠাৎ ঐ দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল এবং আমার স্মৃতি জাগিল। আমার মনে হইল যে ব্রাহ্মণের পাদোদক দেওয়া হইতেছে। ইহার দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। আমি উমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে বেলা ৩টা কি ৩৷টার সময় রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই ও আসন্ন সময় সন্নিকট মনে করিয়া তাঁহারা পরামর্শ করিয়া কুঞ্জবাবুকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন এবং কুঞ্জবাবু তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়াইবার প্রয়োজন নাই, তবে যদি নিতান্ত ইচ্ছা হয় তবে একটু-আধটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইতে পারেন এবং ব্রাহ্মণের যে পাদোদক খাওয়াইবার কথা ছিল তাহা খাওয়াইয়া দিন্।" কুঞ্জবাবু ফিরিয়া আসিয়া এই কথা বলিলেন। এই সময় যোগজীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী ও দিদিমা আমার স্ত্রীকে দেখিবার জন্য কুঞ্জবাবুর পশ্চাৎ আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। উমেশবাবু তখন যোগজীবনবাবুর পাদোদক লইয়া আমার স্ত্রীকে খাওয়াইয়া দিলেন। কুঞ্জবাবু যে গোঁসাইয়ের নিকটে গিয়া জানাইয়াছেন ও তিনি কি বলিয়াছেন আমি কিছুই জানিতাম না। কথাটি শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম; ভাবিলাম ব্রাহ্মণের পাদোদক যে খাওয়ান হয় নাই, তাহা ত কাহাকেও বলা হয় নাই; তিনি কি প্রকারে বুঝিতে পারিলেন? বুঝিতে পারিলাম এটি তাঁহার বিশেষ কৃপা। তখন চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল ও কিছুকাল স্তম্ভিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। এই ঘটনার পরে এই মুমূর্ষু রোগীকে আর কোন ঔষধ খাওয়ান হয় নাই এবং সে আস্তে আস্তে অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছিল।

গ্রামোফোন শ্রবণ—হিমালয়ে বেদধ্বনি—কঙ্কালবাবা

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত এবং বিজয়চন্দ্র দত্তকে আনিয়া ঠাকুরকে ফনোগ্রাফ্ (Phonograph) শুনান।

এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রবাবুর সহিত ঠাকুরের নানা প্রসঙ্গ হয়। নৃপেন্দ্রবাবু দয়া করিয়া ইদানীং আমাকে চিঠি লিখিয়া সে সকল লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু············১৮৯৮ সালে বোধ হয় মাঘ মাসে আমি তখন B. A. পরীক্ষা দিতেছি, সেই সময়ে আমাদের পূজ্যপাদ বন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া বলেন যে পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় ফনোগ্রাফ্ যন্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তিনি প্রভুপাদকে ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে একদিন শ্রবণ করিবেন। তখন গ্রামোফোন যন্ত্র উঠে নাই। ফনোগ্রাফ্ সবে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও সকলের ঘরে নাই, দামও বেশী। আমার এক বন্ধুর একটি ভাল ফনোগ্রাফ্ ছিল। আমি তাহা আনাইয়া তাহাতে দুইটি গান রেকর্ড করিয়া রাখিয়াছিলাম। সতীশবাবুর ইচ্ছা অনুসারে আমি এবং সতীশবাবু হ্যারিসন রোডস্থ বাটীতে বেলা ২টার সময় উপস্থিত হইলাম; একটুকু অপেক্ষা করিবার পর, ব্রহ্মচারী মহাশয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে প্রভুপাদ ফনোগ্রাফ্ শুনাইবার অনুমতি দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি এবং সতীশবাবু যন্ত্র লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম প্রভু তাঁহার আসনে বসিয়া আছেন, পার্শ্বে ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদয় একটি চৌকীর উপর সাজান আছে, তাহার উপর একখানি বস্ত্র ঢাকা দেওয়া আছে। আমরা যথারীতি প্রণাম করিলাম। ক্রমে আরও চার পাঁচ জন শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ফনোগ্রাফে রেকর্ড পরাইয়া ভাল ভাল গান শুনাইলাম, পরে কীর্ত্তন দুইটি শুনাইলাম। একটি কীর্ত্তন "কি দিব, কি দিব বঁধু, কি দিব তোমায় হে; অন্যের অনেক ত আছে আমার কেবল তুমি হে ইত্যাদি" শুনিয়া তিনি যারপরনাই প্রীত হইলেন। কি করিয়া গান এ রকমভাবে রেকর্ড করা যায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সতীশবাবু বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন যে, শব্দ যে এরূপভাবে রেকর্ড করা যায় তাহা নূতন নহে। শব্দ এরূপভাবে আবদ্ধ আছে তাহা তিনি শুনিয়াছেন। হিমালয়ে এক বনস্থলীতে তিনি গমন করেন। তথায় সকালবেলায় যেন ঠিক বেদপাঠ হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হইল। তাহার পর দিন ঠিক সেই সময়ে তিনি পুনরায় তথায় গমন করেন, পূর্ব্ববৎ সেই পবিত্র বেদধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মানুষ নাই, যেন তরুলতা বেদগান করিতেছে। এইরূপে কয়েক দিন যাইয়া তিনি কারণানুসন্ধানে জানিলেন যে সূর্য্যোদয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রারম্ভে তত্রস্থ সাধুমহাত্মাগণ আসিয়া বেদপাঠ করিয়া চলিয়া যান। সেই সুগভীর নাদ, সেই পবিত্র শব্দ, সেই নীরব নিস্তব্ধ বনস্থলীতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে থাকে। তিনি আরও বলিলেন যে তিনি মধ্যরাত্রের পর নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙ্গিনার দিক্ হইতে হরি-নামের রোল উঠিতে শুনিয়াছেন। আর একটি গল্প বলিলেন—একদা তিনি ৺গয়াধামে ফল্গু নদীর তীরে বসিয়া আছেন তখন বর্ষাকাল; ফল্গুর জল-স্রোতে স্থানে স্থানে পাড় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তিনি যে স্থানে বসিয়া-ছিলেন তাহার নিকটের এক জায়গা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিলেন কাহার সমাধি ভাঙ্গিয়া কতকগুলি অস্থি বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহার একটু কৌতূহল হওয়াতে তিনি একখানি অস্থি তুলিয়া দেখিলেন যে স্পষ্ট 'রাম-নাম' লেখা আছে। তিনি বলিলেন যে মহাত্মার সমাধি, রাম নাম তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গিয়াছে, প্রত্যেক হাড়ে ঐ পবিত্র নাম অঙ্কিত হইয়া আছে। এমনই নামের শক্তি।

আর একটি স্থানের কোন বৃক্ষের পত্রে, ছালের ভিতরে 'কৃষ্ণ নাম' অঙ্কিত দেখিয়াছিলেন।

আর একজন সাধুর কথা বলিলেন, তাঁহার নাম 'কঙ্কালবাবা'। বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার দেহে মাংস নাই, মজ্জা নাই, শিরা নাই, কেবল কঙ্কালমাত্রসার। কেবল সেই কঙ্কালমাত্রসার মুখমণ্ডলে দুইটি নয়ন রহিয়াছে। আর আস্যদেশে জিহ্বা আছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, আপনার দেহ এরূপ কেন?" তাহাতে সাধু বলিলেন, "যাহা দ্বারা কোন কার্য্য নাই তাহা নষ্ট করিয়াছি। কেবল চক্ষু আছে শ্রীভগবানের লীলা দেখিবার জন্য, আর জিহ্বা আছে তাঁহার নাম করিবার জন্য।"

ফনোগ্রাফ্ বন্ধ করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার সামনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গান রেকর্ড করা যায় কি না? আমি বলিলাম, "যায়, তবে আজ আমার নিকট সিলিণ্ডার্ নাই।" তিনি বলিলেন যে শান্তিপুরে তাঁহার এক দাদা আছেন। তিনি ভাল কীর্ত্তন গাইতে পারেন। তাঁহাকে আনাইয়া তাঁহার কীর্ত্তন রেকর্ড করাইবেন। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহার পায়ে মলম লাগাইয়া দিলেন। পথে লোক যাইতেছে দেখিয়া বলিলেন যে, "আমি দেখিতেছি সকলে হন্ হন্ করিয়া যাইতেছে, যেন কত ব্যস্ত, মহা কাজ তাহার হস্তে, কেহ মনে করে না যে, তাহার কাজ নাই বা কাহার কাজ সে করিতেছে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য নহে কি? তাহার পর আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। ইহার দুই দিন পরে আমি আবার ফনোগ্রাফ্ ও দুইটি নূতন সাদা (Blank) রেকর্ড লইয়া যাই, তাঁহার শান্তিপুরের দাদা তখন আসিয়াছেন; তাঁহার সম্মুখে দুইটি কীর্ত্তন রেকর্ড করা হইল এবং রেকর্ডের পর পুনরায় বাজাইয়া শ্রবণ করান হইল। একটি ছোট ছেলে (দাউজী) আসিলে প্রভু আবার একটি ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজাইতে বলিলেন, আমিও বাজাইয়া শুনাইলাম। কি কীর্ত্তন রেকর্ড করা হইল তাহা আমার মনে নাই। আসিবার সময় প্রণিপাত করিলাম। তিনি, মঙ্গল হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার সেই প্রীতিপ্রফুল্ল গম্ভীর মুখমণ্ডল ও সেই আশীস্ বাণী আজও আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই দুইটি দিন আমার কি আনন্দে কাটিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। আমার ফনোগ্রাফ্ বাজান সার্থক হইয়াছিল। আমার সহিত বোধ হয় আমার প্রিয়তম বন্ধু বিজয় ছিলেন। সতীশবাবু বলিলেন যে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আমরা কৃতার্থ হইলাম। তাঁহার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম। তাঁহার ভক্তবৃন্দের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম। আপনারা ধন্য, আপনারা বহুকাল ধরিয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাদের মঙ্গল করুন। তপঃ বর্দ্ধিত করুন। শ্রীশ্রীসীতাপতি রামচন্দ্র আপনাদিগকে সতত রক্ষা করুন। আপনারা বলুন যে জয় শ্রী সীয়াবর রামচন্দ্র কি জয় !!

প্রণতঃ—

শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত।

গণেশের কীর্ত্তন ; সূর্য্যগ্রহণ

এক সময় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা হইল। ঠাকুর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "ভগবান ইহা দ্বারা নানারূপ আবিষ্কার করাইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।" এই বাসায় প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাস ভোরে গোষ্ঠলীলা গান করিয়াছিলেন। লীলাটী যেন জীবন্ত করিয়া সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। কীর্ত্তনে ঠাকুর ভাবাবেশে খুব নৃত্য করেন, পরে আসনে বসিয়া পড়েন। ঠাকুরের শরীর অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। চক্ষু একেবারে পলকশূন্য হইয়া কাহার পানে যেন তাকাইয়া রহিয়াছে। গৌর মণ্ডলের ৺বলরাম দাস বাবাজী যোড়-পায়ে লম্ফ দিয়া আশ্চর্য্য নৃত্য করিলেন। মাঝে মাছে আমাদের ভয় হইতে লাগিল পাছে বা ছাদ ভূমিসাৎ হয়।

প্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ও একদিন রাত্রিকালে যাত্রা গান করিয়া ঠাকুরকে শুনান। ইহারা বিনা পয়সায় গান শুনাইয়াছিলেন। জন্মাষ্টমীর সময় নন্দোৎসবে মনোহর দাস বাবাজী আসিয়া গান করেন। দধি, হরিদ্রা দ্বারা উৎসব হয় অর্থাৎ দধিতে হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া সকলের গায়ে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ঠাকুর সদল মনোহর দাস বাবাজীকে বস্ত্রাদি দান করেন।

এই সময় একদিন সূর্য্যগ্রহণ হয়। অনেক গুরুভ্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ দর্শন জন্য তেতালার ছাদে আসিয়া উপস্থিত হন। গ্রহণ সময় গুরুভ্রাতারা হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতা কুঞ্জলাল নাগ ও অন্যান্য কেহ কেহ কাঁচে কালি মাখাইয়া গ্রহণ দর্শন করিলেন। ঠাকুর সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া গ্রহণ দর্শন করিতেছিলেন। আরও কেহ ঠাকুরের দেখাদেখি সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া গ্রহণ দর্শন করায় কয়েক দিন চক্ষুর পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য ঠিক থাকিলে চক্ষুর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকা যায়, নতুবা চক্ষে পীড়া জন্মে।"

এই সময়ে রাধাকুণ্ডবাসী একজন ভাল বৈষ্ণব রাধাকুণ্ড খনন উদ্দেশ্যে ভিক্ষার্থ আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "এ সব কাজ আপনার নহে।" এই বলিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি সান্ধ্য শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনে ঠাকুরের ও গুরুভ্রাতৃগণের ভাবাবেশ দেখিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত হন।

গুরু-মর্য্যাদা

এই বাসায় একদিন একটি সাধুবেশধারী লোক ঠাকুরের নিকট আপনাকে তৈলঙ্গ স্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া ভোজন প্রার্থনা করেন। পরে তিনি অন্য কাজে স্থানান্তরে যান। ঠাকুর রুগ্নশরীরে তাঁহার জন্য বেলা তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। সেদিন তিনি আর আসিলেন না। পরদিন তিনি আসিয়া আশ্রম প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু প্রার্থনা করেন। ঠাকুর দাদা গোঁসাইকে বাক্সে যাহা আছে সব দিতে বলিলেন। দাদা গোঁসাই বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য ২০০৲ ধার করিয়া আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা সব দিয়া দিলেন। লোকটি দু'তিন জন লোককে দুই তিনখানা নোট দিয়া বাকী টাকা লইয়া চলিয়া গেল। পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানা গেল যে লোকটি কলিকাতার একটি বিখ্যাত গুণ্ডা। ঠাকুরকে এ কথা বলায় তিনি বলিলেন, "উহা আমি জানিতাম, তবে তৈলঙ্গ স্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় গুরু-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।"

'বুলির' দূর শ্রবণ

হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে থাকা কালীন এক সময়ে বরিশালের লোন আফিসের সেক্রেটারী ৺হরকান্ত সেন মহাশয়ের পরিবারবর্গ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ৺হরকান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা "বুলি" (শ্রীমতী শরৎকুমারী রায়) কথা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "আমি বরিশালে বসিয়া ঠাকুরের 'গ্রন্থ সাহেব' পাঠ প্রতিদিন নয়টা দশটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত শুনিতে পাই।" আমি ব্রহ্মচারীর মুখে ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং সময়ান্তরে শ্রীমতী শরৎকুমারীকে উপরোক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে বলিলেন "ঘটনা এইরূপই বটে।" শ্রীমতী শরৎকুমারী সাধন পাইয়া কিছুদিন প্রায়ই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবী সকলের দর্শন পাইতেন। (১)

---

(১) কোন সময়ে ঠাকুরের মৌনাবস্থায় নিম্নলিখিত লেখা পাঠ করিলাম। "এক ব্যক্তিকে অভিন্ন হৃদয়ে ভালবাসিলে, তাহার সুখ, দুঃখ, রোগ, আঘাত, স্পষ্টরূপ অনুভব হয়।"

আমার মাতাঠাকুরাণীর এইরূপ হইত। আমি বিদেশে যদি কোনও আঘাত পাইতাম, রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া সভয়চিত্তে মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী এক একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিতেন। পাহাড়ে হুছট্ খাইয়া মাকে ডাকিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সেদিন পায়ে যেন পাথর পড়িল। অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম, ঘরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধরের বসন্তরোগ ও ঠাকুরের দয়া

এই সময়ে শ্রীধরজী উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। বাসায় শান্তি-দিদির ছেলে দাউজী থাকায়, দাদা গোঁসাই শ্রীধরজীকে হাসপাতালে দিবার প্রস্তাব করিলেন। ঠাকুর বিরক্তভাবে দাদা যোগজীবন গোঁসাইকে বলিলেন, "তোরা কি মানুষ, যে আজীবন আমাদের আশ্রয়ে রহিয়াছে, তাহাকে এখন কোথায় পাঠাই, কেহ সেবা না করিস্, আমি করিব। ইহাকে তেতালার সিঁড়ির পার্শ্বের ঘরে রেখে দে, ওদিকে কেহ যেন না যান।" ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাক্যই যেন কার্য্য। ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার সেবার ভার দিলেন।

মনোরঞ্জনবাবুর পূজা

ঝুলন পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের ইচ্ছা হইল ঠাকুরকে নূতন কৌপীন, বহির্ব্বাস পরাইয়া দেন। তেতালার একখানা ছোট কুটীরে বসিবার আসন, মালা চন্দন, কৌপীন বহির্ব্বাস রাখা হইল; ঠাকুর মধ্যাহ্ন শৌচান্তর ঐ কোঠায় প্রবেশ করিলেন। ঐ ঘরে অন্য কেহ রহিল না। শুনিলাম মনোরঞ্জনবাবু

বসে আছি, পাথর কোথায়? তখন তোর ডাক্ আমার কানে বাজিল" এইরূপ অনেক ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের 'মনোরমার জীবন-চিত্র' গ্রন্থেও দেখিলাম তিনি লিখিয়াছেন, "হাজারীবাগে একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ভোগ দিয়া ভাবোচ্ছ্বাসে চীৎকার করিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়াছিলাম, রেবতীবাবুর দ্বারা কলিকাতার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সেই ডাক তিনি শুনিয়াছেন কিনা? ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "হাঁ তাহা আমি শুনিয়াছিলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের গলে মালা দিলেন, কৌপীন বহির্ব্বাস দিলেন এবং পুষ্প চন্দন ঠাকুরের শ্রীচরণে ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন। বিধু ঘোষ দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুরের পূজা দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মনোরঞ্জনবাবু উঠিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "এ সব কাজ গোপনে করিতে হয়।" আর একদিন মনোরঞ্জনবাবু একটি সুন্দর 'গোলাপ ফুল' ঠাকুরের জন্য আনিয়া সানুরাগে, সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, ঠাকুর উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন।

মনোরমা ঠাকুরাণীর দেহত্যাগ

এই বাসায় থাকাকালীন মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী মনোরমা ঠাকুরাণীর দেওঘরে দেহত্যাগ হয়। মনোরঞ্জন বাবু শুক্রবার কোন বিশেষ কাজে কলিকাতা আসিতে চাহিলে মনোরমা ঠাকুরাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "সোমবারে যেও।" মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, "তুমি তো কখন এরূপ বাধা দাও না।" মনোরঞ্জনবাবু বাধা না মানিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। শনিবার সকালে টেলিগ্রাম পান, "ছোট মেয়ের কলেরা, শীঘ্র এস।" শনিবার হাওড়ায় গাড়ি ফেল হন ও টেলিগ্রাম করিয়া খবর জানিতে চান। উত্তর আসিল "দুইটি মেয়ের কলেরা।" রবিবার সকালে দেওঘরে পৌছিয়া দেখিলেন, "মেয়ে দুইটির অবস্থা ভাল, কিন্তু মনোরমার চারিবার 'দাস্ত' হইয়াছে; রোগের প্রারম্ভ হইতেই তিনি ডাক্তারী ঔষধ খাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে ঠাকুরের চরণামৃত লইতেছিলেন। পঞ্চাননবাবুর কলেরার ঔষধ প্রয়োগের চেষ্টায়, মনোরমা বলিয়াছিলেন, "আমাকে এমন ঔষধ দিও না, যাহাতে আমার নাম করিতে কষ্ট হয়।" অসুখের প্রারম্ভেই তিনি ঠাকুরঘরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া শুইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কখনও তিনি ঠাকুরঘরে শয়ন করেন নাই। মাঝে মাঝে মনোরঞ্জনবাবু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "মনো! কেমন আছ?" উত্তর হইল, "কোন কষ্ট নাই, বেশ নাম করিতেছি।" শেষ পর্য্যন্ত তিনি নামানন্দেই মগ্ন ছিলেন। মেয়েদের অসুখের কোন সংবাদ পর্য্যন্ত লয়েন নাই। রবিবার বৈকাল হইতে অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সোমবার সকালে আর আশা নাই জানিয়া, মনোরঞ্জনবাবু, রেবতীবাবু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ছেলেরাও তাহাতে যোগ দিল। তাঁহারা গাহিতে লাগিলেন, "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ইত্যাদি।" কীর্ত্তন ও উচ্চ হরিধ্বনির মধ্যে হরিপরায়ণা মনোরমা মায়িক দেহত্যাগ করিলেন।

মনোরমাকে কারণ-দেহে দর্শন

রবিবার রাত্রে গোঁসাই মোহিনীবাবুকে বলিলেন, "দেখুন, মনোরমা আসিয়াছেন।" মোহিনীবাবু বলিলেন, "ওসব আমাদের বলেন কেন, আমরা কিছু দেখিতে পাই না।" গোঁসাই বলিলেন, "আপনারাও দেখিবেন।" দেখিতে দেখিতে মোহিনীবাবু একটি উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখিলেন, তাহার মধ্য হইতে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা মনোরমা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইলেন। মোহিনীবাবু বলিলেন, "আমাদের বাড়ী যাবেন না?" মনোরমা বলিলেন, "এখন শান্তির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি। আমার বড় কাজ। সময় পাইলে আপনাদের বাড়ীও যাইব।" গোঁসাই বলিলেন, "মনোরমা কারণ-দেহে আসিয়াছিলেন।" মোহিনীবাবু বলিলেন, "মনোরমা কি তবে দেহত্যাগ করিয়াছেন?" গোঁসাই বলিলেন, "মুক্ত পুরুষেরা দেহত্যাগের দুই প্রহর পূর্ব্বে শরীর ছাড়িয়া বিচরণ করিতে পারেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোরমার শ্রাদ্ধ

গঙ্গাতীরে মনোরমার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। আশ্রমের সকলকে এতদুপলক্ষে ভোজন করান হইয়াছিল। মনোরঞ্জনবাবু গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা কি শ্রাদ্ধের সময় আসিয়াছিলেন?" গোঁসাই বলিলেন, "আশ্চর্য্য, তিনি উপস্থিত থাকিয়া সব করিলেন। তিনি এই কিছুক্ষণ হইল সম্মুখের বারান্দায় বসিয়াছিলেন।" মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, "আমার ঘরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ, তাই তিনি এখনও সেই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য বাধ্যতা!"

মনোরঞ্জনবাবু—কত লোকে কত দেব-দেবীর দর্শন পান। মনোরমা কখন কোন দেব-দেবীর দর্শন পান নাই।

ঠাকুর—তাঁহার গুরুনিষ্ঠা এত অধিক ছিল যে, তিনি কখনও দেব-দেবীর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। গুরুই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল।

মনোরঞ্জনবাবু—তিনি কি মুক্ত ছিলেন?

ঠাকুর—তাঁহার অবস্থা মুক্তির অনেক উপরে। তিনি শুধু সংসারে থাকিয়া কিরূপে ভগবান লাভ করা যায় তাহা দেখাইবার জন্য জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত কোটীতে গুটি পাওয়া ভার!

রেবতীবাবু—মনোরমা দেবী বলিতেন "এমন গুরু পাইয়াও আমার কিছু হইল না।" তিনি সংসারের নানা কার্য্যে, সাধনে বসিতে পারিতেন না বলিয়া আক্ষেপ করিতেন।

গোঁসাই—বসা না বসা তাঁহার সমানই ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ

একদিন মনোরঞ্জনবাবু ঠাকুরের নিকট একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন যে, "স্বপ্নে দেখিলাম, সর্ব্বত্র এই ঢোল পিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, প্রস্তুত হও। অতঃপর দেখিলাম আপনি (ঠাকুর) একখানা জাহাজে পরিচিত গুরুভ্রাতাদের ও অপরিচিত আরও লোক সঙ্গে নিয়া চড়িয়াছেন। হিমালয়ের উপর হইতে প্রবলবেগে খরস্রোতে জল আসিতেছে, আমাদের জাহাজখানা সম্মুখে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। পরে দেখিলাম আপনি চিৎ হইয়া ঐ প্রবল স্রোতে সমস্ত গুরুভাইদের নিয়া উজান চলিয়াছেন। যে যতটুকু দূরে ছিল আপনার সহিত ততটুকু দূরে থাকিয়া সকলেই উজান চলিয়াছেন।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "ঠিকই দেখিয়াছেন, আমাদের মধ্যে কদাচ বিচ্ছেদ নাই, আমরা অনন্তকাল একত্রে চলিব।"

মোহিনীবাবুর স্বপ্ন-দর্শন

এই বাসাতে একদিন সকালে ঠাকুর তুলসী গাছে জল দিতেছিলেন, মোহিনীবাবু তাঁহাকে নিজের একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন :—"গত রাত্রে ১১টার সময় আপনার পায়ে পুরান ঘি মালিশ করিয়া আপনার আসনের অতি সন্নিকটে আমার কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়া আছি। রাত্রি ১৷৷৹টা কি ২টার সময় নিদ্রিতাবস্থায় দেখি দুইজন নাগা সাধু বিভূতি-মাখা, আপনার দক্ষিণ পাশে বসিয়া, একজন আপনাকে বিভূতি মাখাইতেছে আর একজন আপনার দক্ষিণ পা টিপিতেছে এবং আপনার বামপার্শ্বে দুইটি যুবতী দেবকন্যা, পরিধানে কিংখাপের বস্ত্র (অর্থাৎ সিম পাতার বর্ণ) এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিতা ; তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে ঘর যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকিত হইয়াছে। উঁহারা আপনার জটা লইয়া বিননি করিতেছেন। উঁহাদের মধ্যে একজনের লক্ষ্য আমার দিকে পড়ায় উঁহারা সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আপনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'সঙ্কোচ করিবেন না, উনি আমারই লোক।' ইহাতে তাঁহারা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া জটা বিনাইতে লাগিলেন। এ সময়ে আমার ভিতরে নাম ও প্রাণায়াম প্রবলবেগে চলিতে থাকায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং অপূর্ব্ব আনন্দস্রোতে ভাসিতে লাগিলাম। যাহা দর্শন হইল এটা কি স্বপ্ন?" ঠাকুর বলিলেন, "না, স্বপ্ন নয়, দর্শন। ইহা কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না।"

প্রকৃত অবস্থা—ভক্তসঙ্গ

এক দিবস শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কয়েকটি ব্রাহ্ম যুবক সহ আসিয়া ঠাকুরের নিকট ব্রহ্ম উপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে ঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখুন, শ্রীবৃন্দাবনে জগদীশ বাবা আমাকে বলিয়াছেন, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তজনকে আশ্রয় করিতে হয়। যেমন গাভীকে আয়ত্ত করিতে হইলে রাখালগণ গোবৎস কোলে করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকে, গাভীও দিগ্‌বিদিক্ না তাকাইয়া বৎসের পিছনে পিছনে চলিয়া যায়—তদ্রূপ।"

আর একদিন বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঠাকুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্তকে গো-বৎস কোলে জনৈক লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাভী ধাবিত হইতেছে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে দেখিতেছ, উহাই প্রকৃত অবস্থা। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ঐরূপেই তাঁহার ভক্তকেই ধরিতে হয়। তাহা হইলে ভগবান তাহার পিছনে পিছনে যান।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের পথ সূক্ষ্ম ঃ সদ্‌গুরুর চিকিৎসা

একদিন অশ্বিনী বৈরাগী ঠাকুরকে বলিল, "রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম একটি নদী। নদীর এপারে-ওপারে একটি সূক্ষ্ম চুল রহিয়াছে। একটি দেবী ঐ চুলের উপর নৃত্য করিতেছেন। অন্য পারে আপনি রহিয়াছেন। দেবী আমাকে আহ্বান করিতেছেন, এবং অন্যদিকে তাকাইতে নিষেধ করিতেছেন। আমি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিলাম, পরে কোন দিকে না তাকাইয়া উহার উপর দিয়া পার হইলাম। আপনাকে প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ মূর্ত্তিতে দর্শন করিলাম।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "এ স্বপ্ন নয়, যথার্থ ঘটনা; ধর্ম্মের পথ অতি সূক্ষ্ম। ঋষিরাও ক্ষুরধারবৎ বলিয়াছেন; ইহার অর্থ পরে বুঝিবে। যতক্ষণ অভিমান ততক্ষণ এদিক্-ওদিক্ ইতস্ততঃ করা; পরে অভিমান বিনষ্ট হইলে, অগ্রসর হইয়া অক্লেশে হঠাৎ পার হওয়া যায়।" অশ্বিনী বলিল, "আমার ক্রোধ প্রভৃতি আছে।" ঠাকুর বলিলেন, "ক্রোধ প্রভৃতির এখন প্রয়োজন। এ সকলের প্রতি দৃক্‌পাত করিও না। এ সমস্ত যাইবে। দুইরূপ চিকিৎসক দেখা যায়,—এক নিদানবিৎ আর অজ্ঞ। জ্বর হইলে আনুষঙ্গিক কাহারও কাহারও মাথা ধরে, পায় ব্যথা হয়, প্লীহা যকৃৎ বর্দ্ধিত হয়। কুচিকিৎসক মাথা ধরা ছাড়াইতে ঔষধ দেন, যকৃৎ প্লীহার বেদনার চিকিৎসা করেন। কিন্তু মূলের দিকে দৃষ্টি নাই। নিদানবিৎ পণ্ডিত জ্বরেরই ঔষধ দেন, ইহারা ভিতরের ব্যারাম বাহিরে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট করেন, উহা গেলেই আনুষঙ্গিক সমস্ত উপসর্গ দূর হয়। তদ্রূপ ক্রোধ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সৎগুরু অভিমানের প্রতি আঘাত করেন। অভিমান বিনষ্ট হইলে সকল বিনষ্ট হইবে। ভিতরের কুভাব জাগ্রত করিয়া বিনষ্ট করেন। এ শক্তি যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদেরই এইরূপ। অন্যের নিন্দা প্রশংসা কিছু নহে। 'নাম' যখন করিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার করিলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিও। তাও না হইলে যদি কখন ঐরূপ হইয়া থাকে তাহা স্মরণ করিয়া ভক্তিভাবে নমস্কার করিও। বাহিরে ক্রোধ প্রভৃতির প্রয়োজন, উহা দ্বারা অভিমান নষ্ট হয়।"

অত্যাচারের পরিণাম

ধনীলোকের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর একদিন গল্প করিলেন। "আমার বয়স যখন সাত আট বৎসর তখন একবার শিষ্যবাড়ী যাই। শিষ্যেরা বড়লোক। তাহাদের প্রজা একটি দরিদ্র কৃষক ৫।৬ শত টাকা জমাইয়াছে জানিতে পারিয়া ঐ ধনী 'আমরা কোঠা বাড়ী করিব' বলিয়া ঐ টাকা চাহিল। সে অস্বীকার করিলে উহাকে বাড়ী আনিয়া হস্তে ইট দিয়া 'লাড়ু গোপাল' করিয়া রাখিল। ইট পড়িলেই, প্রহার করিতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া আমার হুঁস্ রহিল না। আমি 'ইহারা খুন করিল রে, মারিল রে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমাকে ভুলাইয়া, উহাকে লইয়া ইহারা আঁধার ঘরে বন্ধ করিল। আমি টের পাইয়া তথা হইতে তাহাকে হাত ধরিয়া আনিলাম এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, 'ইহাকে ছাড়িয়া না দিলে তোদের বাড়ীতে 'ঘুঘু' চরিবে।' এখন তাহাদের ঘোর দুরবস্থা।"

সাধুদর্শন ঃ সূর্য্যবাবুকে উপদেশ

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ রায়কে একদিন ঠাকুর বলিলেন "কাশীতে যখন আমি ছিলাম, তখন একটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজেকে বাহিরে পাগলের ন্যায় প্রকাশ করিতেন। একদিন ঘাটে বসিয়া আছেন, আমিও নিকটে বসিয়া আছি। ঘাট হইতে একে একে সকলে চলিয়া গেল। সাধুটি আমাকে বলিলেন "তুই যাস্ না কেন, তুইও যা।" আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলাম, "আমি যাব না।" তাতে তিনি বলিলেন, "তোর গায়ে হেগে দেব, প্রস্রাব ক'রে দিব।" আমি বলিলাম "দিন্ না, বাপেও ত দেন, তাতে আর কি হয়, গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিব।" পরে একটি শিষ্য খাবার আনিলে তিনি খাইলেন, আমাকেও দিলেন। সাধুটি বলিলেন নিজকে খুব ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা কর। অন্যকে ভক্তি করিয়া নিজকে ছোট দেখিতে দেখিতে ভগবানের কৃপা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিজকে খুব গোপন করিতে হয়। নিজের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে পারিলেই হইল।"

সূর্য্যবাবুকে আরো বলিলেন, "আপনি যে অবস্থায় আছেন এইরূপই থাকিতে হইবে। চাকরি চাকরি করিয়া আর ঘুরিবেন না। লোকে যখন নিন্দাদি করিবে চুপ করিয়া ভিতরে ডুবিয়া নাম করিবেন। অসহ্য হইলে উঠিয়া একান্তে একটু পায়চারি করিবেন।" পরে কথায় কথায় বলিলেন "মহিম্নস্তব শৈবমাত্রেরই পাঠ্য।"

ভগবানের সামঞ্জস্য

ঠাকুর পুনরায় গল্প করিলেন। "কেহ শীত চাহিতেছে, আর একটু পরেই গরমের প্রয়োজন। এক বুড়ি রৌদ্রে 'বড়ি' শুকাইতেছিল, হঠাৎ মেঘ দেখা দিল। বুড়ি প্রার্থনা করিল একটু রৌদ্র হউক। পার্শ্বে এক চাষা ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। জলাভাবে চারা বুনিতে পারিতেছে না। চারাগুলি মৃতপ্রায়। চাষা প্রার্থনা করিল ভগবান একটু জল হউক। এই প্রার্থনা শুনিয়া বুড়ি রাগিয়া বলিল, 'আমার প্রতি হিংসা করিয়া তোমার এরূপ প্রার্থনা।' চাষার স্ত্রীও প্রত্যুত্তরে বলিল, 'আমার চারা নষ্ট করিবার জন্য তোমার এ প্রার্থনা।' এই বলিয়া উভয়ে ঝগড়া করিতে লাগিল। ভগবানই কেবল সকলের সামঞ্জস্য করিতে পারেন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃষ্টি হইয়া জল দিয়া চাষার ক্ষেতে শস্য জন্মাইতেছেন, আবার রৌদ্র হইয়া বুড়ির 'বড়ি' শুকাইতেছেন। আবার তিনিই 'চাষা,' তিনিই 'বুড়ি'।

সাধারণ উপদেশ

(১) বাক্য যত সংযম করিতে পারিবে হৃদয়ে ততই শান্তি লাভ করিবে।

(২) আচার্য্যের নিকট শাস্ত্র পাঠ না করিলে শাস্ত্রার্থ বুঝা যায় না। ঋষিবাক্যে যত শ্রদ্ধা ভক্তি হ'বে ততই শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(৩) 'নাম' করিলেই সব তত্ত্ব প্রকাশ হয়। কলিতে 'নাম' ও দান। যাঁহারা ধর্ম্ম অর্থাদির অনুষ্ঠান করিবেন দানই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সাধন। যাঁহারা ভগবানের আরাধনা করিবেন তাঁহাদের কেবলমাত্র 'নাম'। সব মুনি ঋষি কলিতে নামই ভগবৎ লাভের উপায় বলিয়াছেন।

(৪) ধর্ম্মের প্রাধান্য সত্যযুগ। নীতির প্রাধান্য ত্রেতাযুগ। শক্তির প্রাধান্য দ্বাপরযুগ। ধনের প্রাধান্য কলিযুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সর্ব্বদা লোকের মনে ঘুরিতেছে। যখন লোকের মনে সত্যযুগের আবির্ভাব হয় তখন প্রলোভনের বস্তু কোলের উপর লইয়াও পরিত্যাগ করে। পর মুহূর্ত্তে কলিযুগের আবির্ভাব হইলে ভাবে "আহা, এমন বস্তু পাইয়াও পরিত্যাগ করিলাম কেন?"

(৫) ভূতে যেমন মানুষকে ধরে, ধর্ম্মেও সেইরূপ মানুষকে ধরে। যাহাকে ভূতে ধরে, তাহার যেমন আপনার উপর কর্তৃত্ব থাকে না, ভূত যেখানে নিয়ে যায়, সেথায় যায়, যাহা করায়, তাহাই করে; যাহাকে ধর্ম্মে ধরে তাহার অবস্থাও তদ্রূপ।

(৬) যাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াছি তাহা বলা মিথ্যা কথা বলার সমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেপালী সাধুকে মহাভারত দান

এই বাসায় একদিন একটি নেপালী সাধু ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, "যদি দানই করিবেন তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান করুন। আমাকে একখণ্ড মহাভারত দিন।" ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার সংস্কৃত সমগ্র মহাভারত দান করিলেন।

একদিন কথায় কথায় ঠাকুরের মুখে শুনিলাম যে বোম্বাই-এর ছাপা মহাভারত বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আশ্রমে এই গ্রন্থ ছিল না। ঠাকুর ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সংস্কৃত মহাভারত একটি সাধুকে দান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ঐ গ্রন্থ খরিদ করিয়া দিতে আমার প্রবল ইচ্ছা হইল। বড়দাদা ডাক্তার হরকান্ত বাবুকে ইহা জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই জন্য পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। বড়বাজার হইতে বোম্বে ছাপার একখণ্ড মহাভারত ৪২৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া আনিয়া ঠাকুরকে দিলাম। তিনি উহা পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা কোথায় পাইলে ?" তাহাতে বড়দাদার নাম করিলে তিনি বলিলেন, "তুমি কি আমার নামে তাঁহার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া আনিয়াছ ?" আমি কহিলাম, "আপনার ইহা প্রয়োজন এবং আমারও উহা আপনাকে দিতে খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই বড়দাদাকে জানাইয়াছিলাম।" তিনি আর কিছু বলিলেন না। পরে কথায় কথায় বলিলেন, "যে গৃহে রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত থাকে তথায় সমস্ত তীর্থ বর্ত্তমান। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আশ্চর্য্য জিনিস। গীতা, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, ও কাম সম্বন্ধে; পরে "হরের্নামৈব কেবলম্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈলঙ্গ স্বামী ও দীক্ষা

ঠাকুর গুরুভ্রাতা গোষ্ঠবাবুকে বলিলেন, "কাশীতে বিশ বৎসর পরে আবার যাই। তৈলঙ্গ স্বামীকে গিয়া দেখি প্রস্রাব করিয়া কালীর মুখে, বুকে, পায়ে দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওকি করিতেছেন ? তিনি বলিলেন, 'গঙ্গোদকম্', তখন ইহা বুঝিলাম না। স্বামীজী 'অসিতে' ডুব দিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে ভুস্ করে উঠিতেন। অত সিঁড়ি এক দৌড়ে উঠিতেন। একদিন দাক্ষিণাত্যের এক রাজার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে-ছিলেন। দারোয়ান পায়ে পড়াতে একটু দাঁড়াইলেন। এই অবসরে রাজা আসিয়া অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে অন্দরে লইয়া গেলেন। আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন কিন্তু আমি পাছে পাছে গেলাম না। তাঁহার হাতে, কোমরে, বাহুতে, মাথায় সোণার অলঙ্কার ও খুব উৎকৃষ্ট চীনা পট্ট কাপড় পরাইয়া দিলেন। কাশীর গুণ্ডা আসামাত্র নমস্কার দিয়া সব খুলিয়া লইয়া গেল। দারোয়ানেরা পুলিশে খবর দিতে চাহিল ; রাজা সুবোধ, বলিলেন, "উহার জিনিস উনি যা ইচ্ছা করুন।" কিছু দূরে গিয়া স্বামীজী মাথায়, হাতে, বাহুতে, কণ্ঠে ইঙ্গিত করিয়া 'কলা' দেখাইলেন। এইভাবে, 'ওরা আমার কি করিল ? আমি যেই সেই।' আমি বলিলাম, 'তুনিয়ার লোক কামিনী কাঞ্চন পাইলেই খুসী। দিলেই ভাবে, খুব দিলাম।' মণিকর্ণিকার ঘাটে একদিন ক্লান্তভাবে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, স্বামীজী আসিয়া ইঙ্গিত করিলেন, 'ডুব দিয়া, স্নান করিয়া এস' ; বলিলাম, 'আমি ক্লান্ত, পারিব না।' বারবার জেদ করিলেন, আমিও হঠ্ করিলাম। কারও সঙ্গে কথা বলেন না কিন্তু আমাকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে মন্ত্র দিব।' আমি কহিলাম, 'মন্ত্র পাইয়াছি।' জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে দিয়াছে ?' আমি উত্তর করি-লাম, 'মা'। পরে তিনি বলিলেন, 'আমিও দিব।' আমি বলিলাম, 'আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস নাই। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'ও ত আচ্ছা, আমিও ব্রাহ্মসমাজের লোক।' তবুও আমি হঠ্ করিলাম। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে তেমনিভাবে তিনি আমাকে ধরিয়া চা'র ডুব দেওয়াইয়া উঠাইয়া মন্ত্র দিলেন।" বৃন্দাবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শিব-মন্ত্র?' ঠাকুর বলিলেন, 'হাঁ।' "মন্ত্র দিয়ে বলিলেন, 'বসন্তের' দাওয়াই, বসন্ত যেমন, তেমন মন্ত্র দিলাম। অন্য কথা কানে লাগিবে না। বিষয়-তৃষ্ণা থাকিবে না। ইয়াদ্ রাখ্, হাম তোমরা গুরু নেহি।' তিনি লোক-শিক্ষার জন্য হাজার শিবলিঙ্গ মাঝে মাঝে পূজা করিতেন। আর অঝোর-ভাবে কাঁদিতেন। পরে যখন গুরুজী আমাকে গয়ায় কৃপা করিলেন, তখন তৈলঙ্গ স্বামীর মন্ত্রের কথা আমার মনে ছিল না। কাশীতে গিয়া দেখি তিনি হঠ-যোগাদি ছাড়িয়া অজগর বৃত্তি নিয়াছেন। হঠ্‌যোগ ছাড়িলে শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়। ওঁরও সেইরূপ হইয়াছিল। গিয়া নমস্কার করিলে, দক্ষিণ বাহুর নীচ দিয়া (বোধ হয় নিয়ম আছে) আমার দিকে তাকাইলেন, চিনিয়া ফেলিলেন। লিখিলেন 'ইয়াদ হ্যায়?' বলিলাম, 'হাঁ।' গায়ে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বৃন্দাবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পরমহংসজীও কি শিবমন্ত্র দিয়েছিলেন?' ঠাকুর উত্তর করিলেন, 'মূর্খেই শিবমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র বলে। সবই এক মন্ত্র।'

শাস্ত্রপাঠের নিয়ম ঃ গৌর শিরোমণি মহাশয়

শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শ্লোকার্থ মাঝে মাঝে ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন। ঠাকুর দু'চারদিন তাঁহাকে ওসকলের অন্বয় করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পরে একদিন পাঠের সময় বলিলেন, "এরূপ অন্বয় করিয়া পড়িতে হয় না। প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত শ্লোক পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে করিতে গ্রন্থের কৃপা হইলে শ্লোকার্থ আপনিই খুলিয়া যায় ; তখন বুঝা যায়। আমিও প্রথম প্রথম ঐরূপ পাঠ করিতাম।"

একদিন ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন, "শ্যামসুন্দর কত কাণ্ড করিয়া আমাকে ফিরাইলেন! যে দিন প্রথম দেখা, বলিলেন, 'আমার কথা মানিস্ না, ও ধ্বংসের পথ।' ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইব, দর্শন দিয়া বলিলেন, 'ঋষিবাক্য যখন প্রকাশ হইবে তখনি বুঝিবি নিরাপদ ; তা না হইলে পতন হইতে পারে।' ঋষিবাক্য—শাস্ত্র, উহা কালী নয়, অক্ষর নয়। বর্ণের স্বরূপ মূর্ত্তি আছে, স্বর আছে। শুভদিন হইলে পাখার মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যার যার স্থানে দাঁড়ায়। ঋষিবাক্য—'শাস্ত্র', 'মন্ত্র'।"

একদিন গৌর শিরোমণি মহাশয় এক গ্রামে ভাগবত পাঠ করিতে গেলেন। ভাগবত পড়িবার পূর্ব্বে মহাপ্রভুর স্তব পড়িতে লাগিলেন। কোন শ্রোতা বলিলেন, "তুমি ত বড় কপট, এখানে মহাপ্রভুর স্তব কোথায়?" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, এখানে লেখা আছে।" তিনি কহিলেন, "কৈ আমরা ত দেখিতে পাই না।" তিনি উত্তর করিলেন, "ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে লেখা আছে।" তিনি বলিলেন, "তুমি ত বড় প্রতারক, দেখাতে পার?" শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "পারি বৈ কি। জয় মহাপ্রভু, জয় নিত্যানন্দ প্রভু, জয় অদ্বৈত প্রভু, লজ্জা নিবারণ কর।" পরে বলিলেন, আপনাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" এই কথায় তিনি এক বৈষ্ণব বাবাজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আসিলে ঐরূপ লেখা দেখিতে পাইলেন। এই ঘটনায় গ্রামকে গ্রাম বৈষ্ণব হইল।

বৃন্দাবন-পরিক্রমা

ঠাকুর শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায়কে বলিলেন, "আপনারা বৃন্দাবনে যাবেন?" অভয়বাবু বলিলেন, "আজই যাব।" ঠাকুর বলিলেন, "বেশ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাটিয়াবাবা, জগদীশবাবা, গোবিন্দজী, গোপীনাথজীর নিকট আমার হইয়া সাষ্টাঙ্গ দিবেন। 'বৃন্দাবনে সৎসঙ্গের অভাব হইয়াছে' সকলেই একথা বলিলেন। কাটিয়াবাবা ও কমলদাস বাবাজীকে ব্রজবাসী মাত্রেই বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। ব্রজমায়ীরা আসিয়া কমলদাস বাবাজীকে বলেন, 'ব্রজ গাঁওমে চল। তোমরা পা দলেগা, রুটি দেগা, আচ্ছা করকে সেবা করেগা।' বাবাজী বলেন, 'নেই মাই, হামরা কুছ্ দরকার হ্যায় নেহি। বৃন্দাবন ছোড়কে যানেকো মেরা দিল্ নাহি চায়তে হ্যায়।' বাবাজী অতি চমৎকার। চুটকি ভিক্ষা করেন। সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ আসনের চারি ধারে লইয়া বসিয়া যান। কাটিয়াবাবা সেবাকুঞ্জের ধারেই বসিয়া থাকেন। সেইখানেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শন পাইয়াছিলেন। তাই ঐস্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহেন না। বাবাজী ব্রজবাসী ও ছেলেদের সঙ্গে চিমটা টানাটানি ও প্রণয় কোন্দল করেন। দেখিতে চমৎকার, শাসনও বেশ আছে। আশ্রমের সাধু কেহ আসন ছাড়িয়া রাত্রে চলিয়া গেলে পর দিন আর রক্ষা নাই। লালাজীর কুঞ্জের ব্রহ্মচারী বেশ লোক। প্রতিদিন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করেন। কাটিয়াবাবা প্রতি বৎসরই চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমায় যান। বলেন, 'আমাদের নাগাবাবাজী প্রতিদিন চৌরাশী ক্রোশ করিতেন। আমরা কি বৎসরেও একবার করিব না?' অভয়বাবু বলিলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বাবাজী বৎসর বৎসর পরিক্রমায় যান কেন? ফল কি?' তাতে রেগে উত্তর দিলেন, 'ওকি, এক এক-বার পরিক্রমায় এক এক নূতন জন্ম হয়।' ঠাকুর বলিলেন, 'তাইত একবার পরিক্রমা করেই সমস্ত ঘটনা হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। আর ভাগ্যে হইল না, দরকারও নাই। আশ্চর্য্য ঘটনা! সব ঠিকঠাকই আছে। দ্বিতীয়বার পরিক্রমায় বাহির হ'ব, হঠাৎ পায়ের অসুখ হ'ল। মনে হ'ল একবারই ভাল। আর কেন? যা অন্তরে, তার বা কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলমাল হয়।' একজন ব্রজবাসী বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে দেবতাগণ এই পরিক্রমা করেন। যাঁহাদের হৃদয়ে কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের ভাগ্যে এই পরিক্রমা ঘটে।' বর্ষাণের ব্রজবাসিগণ অতি মধুর, আট, নয়, দশ বৎসরের ব্রজমায়ীরা দৌড়িয়া এসে গলা ধরিয়া বলে, দাদাজী কিছু খেতে দে।' শ্রীধর, চাউল ও চানা ভাজা দিলেন। এরা বলিল, 'এ কোন্ চিজ্ হ্যায়।' শ্রীধর বলিলেন, 'চাউল'। 'চামেল হ্যায় ? এরে বহিন দেখকে যাও, চামেল মিলা।' এই বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'আর কিছু খাবার দেও।' টাকা পয়সার ধার ধারেন না। দেবেন্দ্রের মাসী (মন্দাকিনী) এখন আর অর্থ সাহায্য নেন না। রাধাকুণ্ডে মাধুকরী করেন। অতি সুন্দর অবস্থা। সাধুরা সন্ধ্যার পর কিছু না খাইয়া আপন আপন আসনে যাইয়া বসেন। ৯।১০টার পর উঠেন। সারারাত্রিই ভজন করেন। রাত্রিই ভজনের কাল। বাঁকিপুরের মহান্ত ভিখনদাস তদ্‌বির করেন যে সাধুরা আপন আপন আসনে আছেন কিনা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ : ওঁকারের রূপ

ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যাঁদের বলা হয় ও যাঁদের পূজা হয়, তাঁরা এক কিনা ?" উত্তর,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সৃষ্টি প্রণালীতে ভিন্ন। কিন্তু পূজা যাঁদের করা হয়, তাঁরা এক। ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। যেমন থিয়েটারে এক ব্যক্তি চাষা সাজিয়া অভিনয় করে, সেই ব্যক্তিই কোন সময়ে রাণী সাজে, এবং কোন সময়ে ঐ ব্যক্তি বীরপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই চিনেন, তিনি বুঝতে পারেন যে একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিনয় করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'ওঁকারের কি রূপ আছে ?' ঠাকুর বলিলেন, "ওঁকারের রূপ অনন্ত। ওঁকারের ধ্বনিও ভিন্ন ভিন্ন এবং রূপ, রস ও গন্ধও আছে।"

ক্রোধত্যাগ—আনন্দ নন্দী

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্তদের প্রতিমা এবার জলে বিসর্জ্জন হয় নাই। সেই উপলক্ষে কথায় কথায় ঠাকুর বলিলেন, "মারামারিতে মারা অর্থাৎ মার খাওয়া ভাল, কিন্তু 'মারি' ভাল নয়। সহ্য করার যে কি গুণ তা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

ঠাকুর একবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে কালীকচ্ছে গিয়াছিলেন। ডাক্তার পি, কে, রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ ও মাতাঠাকুরাণী সঙ্গে ছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মণ্ডপগৃহে উপাসনা হইয়াছিল। উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলে বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের কান মলিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য ব্রাহ্মদের উপরেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। ঠাকুর এই সময় সকলকে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। কীর্ত্তনে সকলের ভিতর ভাবের স্রোত বহিতে লাগিল। ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য ও হুঙ্কারধ্বনিতে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন, "কালীকচ্ছের আনন্দ নন্দী মহাশয়কে আমি কখনও ক্রোধ করিতে দেখি নাই। একজনকে দশ হাজার টাকা দিয়া নিলাম রদ্ করিতে পাঠান। সে সেই সম্পত্তি নিলামে উঠাইয়া, সেই টাকা দিয়া নিজ নামে খরিদ করে। একদিন নন্দী মহাশয়ের সহিত পথে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে এক পাশ দিয়া সরিয়া যাইতেছিল। নন্দী মহাশয় তাহাকে দেখিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "আমার ছিল, না হয় তোমার হইয়াছে, ইহাতে আর লজ্জা কি ? বলি, তুমিও তো ভোগ করিবে ? ইহাতে যায়-আসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ?" সেই হইতে দেশ-ভরা লোক তাঁহার পক্ষ। তাঁর স্ত্রী অনেক লোকের রান্না করেন। কখন ১০০।১৫০ লোক আসে। মুসলমান শিষ্যের বাড়াতে যান, কিন্তু তাঁহাকে একঘরে করিতে কেহ মনেও করে না।

শোকে সান্ত্বনা

এই বাসায় ভক্তিভাজন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এক দিবস পুত্রশোকার্ত্ত হইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি সময়ান্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার ১৬।১৭ বৎসরের ছোট পুত্র বিয়োগের ৫।৭ দিন পরে হ্যারিসন রোডের বাসায় ঠাকুরের দর্শনে গিয়াছিলাম। তখন তিনি আমার মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন, 'শোক অগ্নি।' তাঁহার দর্শনমাত্রই আমার সমস্ত শোকতাপ যে কোথায় চলিয়া গেল বুঝিলাম না। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, 'ইহার পিণ্ডদান নবদ্বীপে গিয়ে করিবেন।' আমি তাহার পরদিন নবদ্বীপ রওনা হইয়া ষ্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। সেখানে শ্রীধরবাবুকে দেখিলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি এখানে কেন আসিয়াছেন ?' শ্রীধরবাবু বলিলেন, "আপনি নবদ্বীপে ছেলের পিণ্ডদান করিতে যাইবেন, তাই ঠাকুর আমাকে আপনার সঙ্গে যাইতে পাঠাইয়াছেন।"

ঠাকুরের আবাল্য সাধন-নিষ্ঠা

প্রীতিভাজন শান্তিপুরনিবাসী বড় গোস্বামী পাড়ার শ্রীযুক্ত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন এই বাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিলেন, "গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমার বাল্যকাল হইতে ভালবাসা ছিল। তাঁহার মধ্যে বাল্যকাল হইতে একটা ধর্ম্মের জন্য পিপাসা দেখিয়াছি। বাল্যকাল হইতেই দেখিয়াছি, সন্ধ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে তিনি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর সাধনের স্থান 'বাবলায়' চলিয়া যাইতেন। কখনও রাত্রি ১২টায়, কখন ১টায়, কখন বা ২টায়, কখন বা ভোরে বাড়ী ফিরিতেন। সে স্থানে যাইয়া সাধন-ভজন করিতেন। যখন তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দলে ছিলেন তখনও তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। কেহ উপস্থিত না থাকিলেও উপাসনাগৃহে বসিয়া একাকী উপাসনা করিতেন। আমি যখন রাজসাহীতে কণ্ট্রাক্টারী (Contractor) কাজ করি তখন তিনি একদিন উপাসনা করিতেছিলেন। আমি উপাসনায় যোগ দিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি উপাসনা করিতে করিতে, 'জাগো মা কুণ্ডলিনী' বারে বারে বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অধীর হইলেন। আমরাও কাঁদিতে লাগিলাম। তখন যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা ভুলিতে পারিব না।" এই বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটির কণ্ঠরোধ হইল এবং চক্ষের জল দরদরধারে পড়িতে লাগিল।

LIBRARY
No. .. ..
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
B.....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরীর পথে

পুরীযাত্রার উদ্যোগ

গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার অভিপ্রায় অবগত হইয়া চারিদিক্ হইতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। বোলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় ৫০০৲ টাকা পাঠাইলেন। কাটাখাল দিয়া কটক পর্য্যন্ত যাইবার জন্য একখানা ছোট জাহাজ ৭০০ টাকায় ভাড়া করা হইল। আমাদের জনৈক বন্ধু হরিনারায়ণ রায় মহাশয় এজন্য বহু পরিশ্রম করিলেন। তিনি তাঁহার আফিসের সাহেবকে বলিয়া উক্ত জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের সঙ্গে যাইবেন, ঠিক করিলেন।

এদিকে ঠাকুর চলিয়া যাইবেন শুনিয়া নানাস্থান হইতে বহুলোক ঠাকুর দর্শন করিতে, কেহ বা সঙ্গে যাইতে ঠাকুরের হ্যারিসন রোডের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে পণ্ডিত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর হইতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য স্থান হইতে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, কুঞ্জবিহারী গুহ প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিলেন।

বরিশাল জেলার নারায়ণপুর নিবাসী দুর্গামোহন পণ্ডিত মহাশয় এবং সপরিবারে অনেক গুরুভাই আমাদের পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে চাঁদবালির জাহাজে রওনা হইয়া কটকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। গ্রন্থগুলি ঠাকুরের আদেশে বাক্সে পূরিয়া লওয়া হইল; কতক কতক জিনিষ-পত্র আমাদের গুরুভাই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া দিলাম। পথের জন্য চাউল, ডাইল, মিষ্ট, ফলমূলাদি ও হরিরলুটের বাতাসা নেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় পথের জন্য অনেকগুলি হাঁড়ি খরিদ করিয়া লইলেন, রাস্তায় উহাতে পাক হইবে। পাচক কেনারাম পূজারীকে পাকের জন্য নেওয়া হইল। পুরী যাইবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর সকলের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। সকলেই খুব বিমর্ষ। কলিকাতা মির্জ্জাপুরের যে তান্ত্রিক সাধুটি অনেক সময়েই ঠাকুরের নিকট আসিতেন, ঠাকুর যাইবেন শুনিয়া তিনি বড় কাতর হইলেন; তিনি আমাদের সঙ্গেই শ্রীক্ষেত্রে যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া নিজের আহারের শ্বেত পাথরখানা দিলেন। রওনা হওয়ার দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নবদ্বীপের একটি বৈষ্ণব বাবাজী (যাহাকে আমরা গাড়ুদাস বলিয়া ডাকি) উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে পুরী যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন।

ঠাকুরের বিদায়

২৪শে ফাল্গুন প্রায় দুইটার সময়, ঠাকুর বিধুবাবুকে ধরিয়া তেতালা হইতে নীচে নামিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ঠাকুরঘরে যে তুলসী গাছটি ছিল তাহা সঙ্গে লইলেন। আমরা ঠাকুরের সহিত গাড়ীতে কদমতলার ঘাটে আসিলাম। কদমতলায় আমাদের ভাড়াটীয়া জাহাজ রহিয়াছে। ঐ ছোট জাহাজখানার সহিত দুইখানা বজরা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা বোটে ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ উঠিলেন, অন্য খানায় শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র, দিদিমাতা, শান্তি দিদি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলেন। পথে যাওয়ার জন্য খুব বড় দুটা জালায় করিয়া গঙ্গাজল নেওয়া হইল, কারণ পথে লোণা জল, ভাল জল তেমন মিলে না। ঠাকুর বোটে চড়িয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় হাইকোর্টের উকিল মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ, রাধারমণ, গুহ, সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, ঝামাপুকুরের চারুচন্দ্র দত্ত, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ভূতনাথ গোয়ালা প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন।

ভূতনাথ গোয়ালা ঠাকুরের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মনোরঞ্জনবাবু কাঁদকাঁদ হইয়া পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর করযোড়ে বলিলেন, "আপনারা আমাকে দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।" মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, "আপনাকে আমরা কি আশীর্ব্বাদ করিব?" ঠাকুর বলিলেন, "এই আশীর্ব্বাদ করিবেন, জগন্নাথদেব আমায় যেন গ্রহণ করেন। আমার যেন শ্রীক্ষেত্রপ্রাপ্তি হয়।" মনোরঞ্জনবাবু একথা শুনিয়া হাউ হাউ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। সুরেনবাবু ও রাধারমণ বাবু কাঁদিয়া অধীর হইলেন।

চারুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি করিব?" ঠাকুর বলিলেন, "ঘরে করো নাম সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।" ঠাকুরের বিদায়ে গুরুভ্রাতারা শোকে মুহ্যমান হইলেন।

জাহাজ ছাড়িবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ঠাকুরমার কথা এবং ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কাহারও কাহারও ভিতর একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। অনেকেই ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুর যেখানকার জিনিষ বুঝি চিরকালের জন্য সেইখানেই চলিলেন। ঠাকুরমা বহুবার ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যথা ইচ্ছা যাইও, কিন্তু কদাচ শ্রীক্ষেত্র যাইও না।" তাঁহার বিশ্বাস ছিল ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে গেলে আর ফিরিবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের মাতার পরিচয়

ঠাকুরের মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। শুনিয়াছি ঠাকুরের মাতামহ শ্রীযুক্ত গৌরীদাস জোদ্দার, বহুদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নীলকর সাহেবদের মধ্যে কার্য্য করিতেন ও কর্ত্তাবাবু ছিলেন। তিনি সন্তান অভাবে দুঃখিত হইয়া একবার একজন ফকিরের নিকট যান। ফকির সাহেব তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার সন্তান হইবে, কিন্তু ঐ সন্তানটি যদি আমাকে দাও, তাহা হইলে দেখিতে পারি।" তিনি ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আচ্ছা, সন্তান হইলে ফকিরের হাতে-পায়ে ধরিয়া ঘরে রাখিব।" এইরূপ স্থির করিয়া ফকিরের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। সেই ফকিরের প্রভাবেই এই কন্যাটি জন্মে। তিনি, কন্যা জন্মিলে, ফকিরকে অনেক বলিয়া-কহিয়া তাহাকে কিছু বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং কন্যা-সন্তানটি ঘরেই রাখেন। কিন্তু অনেক দিন পরে ঐ বৃত্তি বন্ধ হওয়ায় ফকির চটিয়া যান। তৎপরেই ঠাকুরমাতা মাঝে মাঝে পাগল হইতেন। শুনিয়াছি ঐ ফকিরই আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাতে আবিষ্ট হইতেন।

ঠাকুরমার পাগলামি

ঠাকুরমাতা মাঝে মাঝে পাগল হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখশ্রী দেখিলে কদাচ পাগল বলিয়া বোধ হইত না। তাঁহার কার্য্য-কলাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা অনুসন্ধান করিলেই মনে হইত তিনি যেন যথার্থই সাধনের কোন উৎকৃষ্ট অবস্থা সম্ভোগ করিতেছেন। এই অবস্থায় ঘরের জিনিষ-পত্র, ঘটী, বাটী, কাঙ্গাল দীনদুঃখীদিগকে দিয়া ফেলিতেন। এইজন্য এ সময়ে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বাঁধিয়া রাখা হইত। গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে একবার ক্ষিপ্ত অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি, "আমি কালী, দুর্গা, ঢিল, পাটকেল।" মাঝে মাঝে এই অবস্থা আসিলে তিনি পলাইয়া যাইতেন।

ঠাকুর একবার প্রচারোদ্দেশে পশ্চিমদেশে ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে ঠাকুরমা পাগল হইয়া পলাইয়া গিয়াছেন। ঐ সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি বাড়ী চলিয়া আসেন। অনেক অনুসন্ধান ও সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পান না। পরে একদিন রাণাঘাট ষ্টেশনে কয়েকটি কাঠুরিয়ার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা বলাবলি করিতেছিল, "জঙ্গলের ভিতর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম। একটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক একটা বাঘের গায়ে মাথা দিয়া শুইয়া আছেন।" তিনি ঐ জঙ্গলের নিকটে উপস্থিত হন ও গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের সংবাদ দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করেন। দূর হইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী বাঘের গা চাপড়াইতেছেন ও বলিতেছেন, "তুই যদি আমার হ'স তবে আমাকে পিঠে কর না। তুই আমার নয়, তুই দশভুজার, আর আমি কালী।" "ও আমার বাঘ, তুই ঘুমো, আমি তোর জন্য খাবার নিয়ে আসি।" ইহা বলিয়া তিনি দৌড়িয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইলেন। তখন ঠাকুর নিজের উত্তরীয় বস্ত্র তাঁহার পায়ে জড়াইয়া দিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা ঠাকুরের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুই কে ? আমার ছেলে? তা নয়, আমার ছেলের দাড়ি হবে কেন ?" পরে ঠাকুর তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া নিকটস্থ ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে তৈল চাহিয়া স্নান করাইলেন; তুলসীতলায় আসন করিয়া সন্ধ্যা করিতে বলিলেন। ঠাকুরমা বলিলেন, "সন্ধ্যা কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "তুমিই ত আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলে, আমি মন্ত্র বলিব ?" এই বলিয়া মায়ের কানে মন্ত্র বলিলেন। শ্রবণমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়ন ঝরে, ঐ দেখ তারা দু ভাই এসেছে রে।" এইরূপে সংকীর্ত্তন চলিল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন বলিলেন, "এই স্থানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দের সম্মিলন হইয়াছিল" : ইহা শুনিয়া ঠাকুর একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীরাও সকলে ভাবে বিভোর। বিধুবাবু অস্থির হইয়া গেলেন। তাঁহার বহির্ব্বাস কোথায় পড়িয়া গেল, হাত তুলিয়া নানাভাবে নৃত্য করিয়া উন্মত্তবৎ চলিলেন। এইরূপে আমরা সকলে নরেন্দ্র সরোবরের পূর্ব্বপাড়ে আসিয়া পৌছিলাম। ঠাকুর এই সরোবরের জল গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করিয়া মাথায় দিলেন এবং সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দও তাঁহার হাতে জল আনিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন, জগন্নাথ বল্লভ মঠ হইতে খোল আনিয়া সত্যেন্দ্রকে বাজাইতে দিলেন। কীর্ত্তন আরও জমিয়া উঠিল। এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা ধীরে ধীরে বড় রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বড় দাণ্ডের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত, নীলমণি বর্ম্মণের পুরান দোতালা বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে প্রবেশকালে দরজায় দাঁড়াইয়া ঠাকুরের একটি শিষ্য ভাবাবেশে স্ত্রীলোকের ন্যায় সুমঙ্গল উলুধ্বনি করিয়া সকলকে পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান সতীশ, মণিবাবু ও কুঞ্জ ৮।১০টি গরুরগাড়ীতে জিনিষ-পত্র লইয়া পরে আসিলেন।

• বাসায় আগমন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ

ঠাকুর বাসায় একটু বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে সকলের সঙ্গেই বসিয়া গেলেন। এই সময়ে মণিবাবু অন্যত্র ছিলেন, ঠাকুর তাঁহার জন্য একখানা পাতা নিজের পাশে পাতিয়া রাখিয়া "মণি", "মণি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মহাপ্রসাদ গ্রহণকালে আসনে বসিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, তাই ঠাকুর ও আমরা সকলে ভূমিতেই বসিলাম। ঠাকুর পাণ্ডাদিগকে বলিলেন, "আমি তো এখানকার নিয়মপ্রণালী কিছুই জানি না, আপনারা আমাকে শিখাইবেন।" মহাপ্রসাদ পাইতে পাইতে ঠাকুর মণিবাবুর পাতা হইতে স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, "মণি, সকলের পাতা হইতে কিছু কিছু মহাপ্রসাদ আমাকে আনিয়া দেও"; মণিবাবু তাহাই করিলেন, ঠাকুর তাহা সাদরে আহার করিলেন।

জগন্নাথস্বামী দর্শনে ভাবাবেশ

আহারান্তে ঠাকুর জগন্নাথদেবের দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। "আজই দর্শন করা চাই; কারণ মৃত্যুর স্থিরতা নাই, পাছে দর্শনের পূর্বে মৃত্যু হয়"—এই বলিয়া বিধুবাবুকে ধরিয়া যষ্টিভর করিয়া দর্শনে চলিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আমরা মহোৎসাহে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দর্শনে চলিলাম। ঠাকুর প্রথমতঃ অরুণ স্তম্ভের নিকটে উপস্থিত হইলেন; দর্শনী চাহিলে দশ টাকা দিলেন। অতঃপর সিংহ দরজা দিয়া প্রবেশকালে পতিতপাবন ঠাকুরকে দর্শন করিয়া পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়া একেবারে শ্রীমন্দিরে প্রথম চন্দনকাষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় অনন্তরাম ছড়িদার ঠাকুরের মাথায় বেত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আমরা দ্বারী, কিছু ভিক্ষা চাই।" ঠাকুর বলিলেন "কি চাও?" অনন্তরাম বলিলেন, "একটি মোহর।" ঠাকুর যোগজীবন গোঁসাইকে তাহাই দিতে আদেশ করিলেন। ঠাকুর প্রথম চন্দনকাষ্ঠ অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন ভাবে বিভোর হইয়া মাতালের মত তিনি, "এই নৃসিংহদেব, এই গোপাল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব হইতে প্রকাশ পাইতেছেন" এইরূপ বলিতে বলিতে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া উঠিয়া চলিলেন। অতঃপর গরুড় স্তম্ভের নিকট প্রত্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

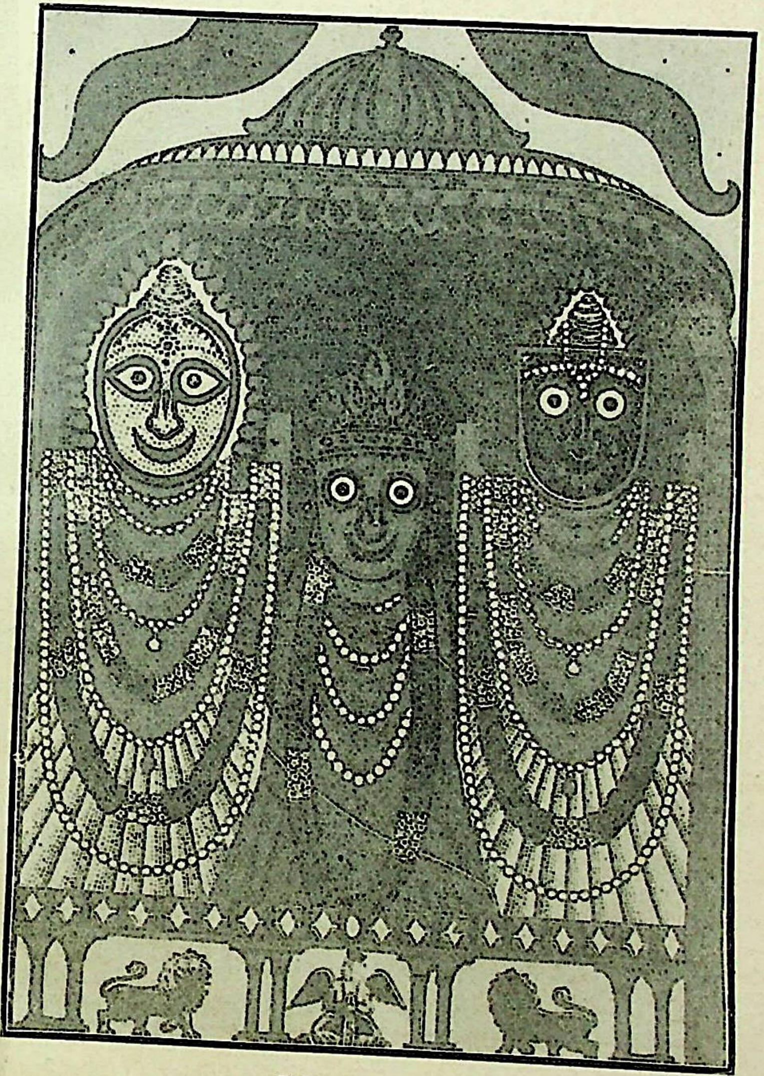

শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

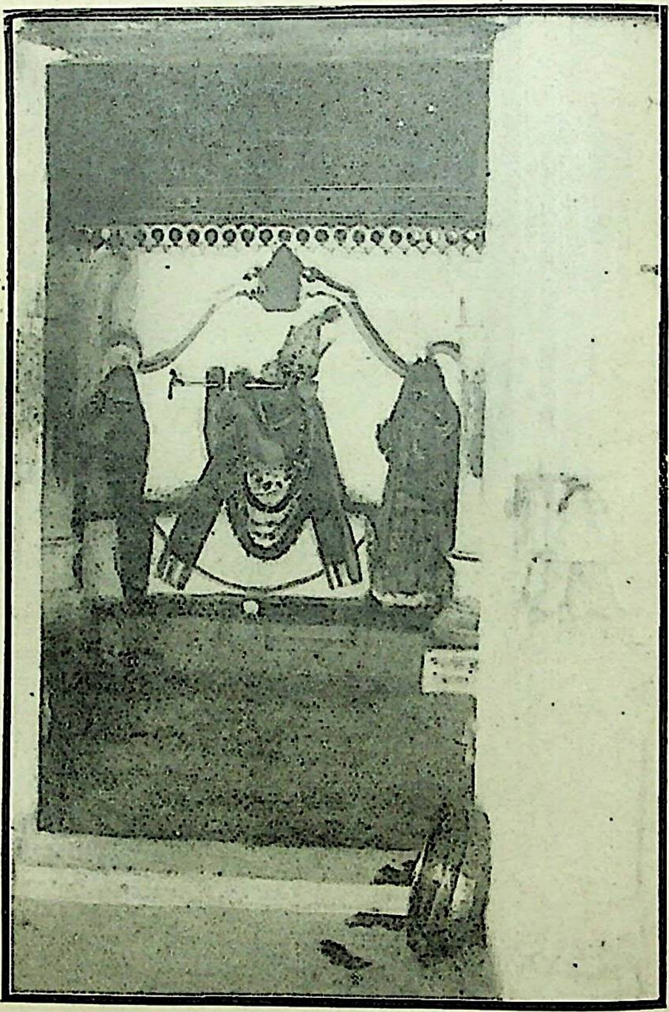

টোটা গোপীনাথ—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গুলি-চিহ্ন ও চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। ঐ সকল স্থানে দর্শনী চাহিলে পাঁচ টাকা করিয়া দেওয়া হইল। আমরা এই প্রকারে ঠাকুরের সহিত বাসায় ফিরিলাম। নীচে একতালার বারান্দায় ঠাকুরের আসন করা হইল। তিনি সারা রাত্রি আসনে বসিয়া রহিলেন; বিধুবাবু এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ঠাকুরের নিকট জাগিয়া রহিলেন। এইরূপে অবশিষ্ট রাত্রি পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

৺পুরীধাম দর্শন

তীর্থগুরুর চরণ-পূজা

আজ ভোরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর আমি ও কুঞ্জ চা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইলাম। সকলেই নূতন স্থানে আসিয়া দর্শনের জন্য লোলুপ, উৎসাহে ও আহ্লাদে পরিপূর্ণ। কিছু বেলা হইলে আমরা সকলে চা পান করিলাম। বাসাতে যেন এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমাদের পাণ্ডাঠাকুর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া আসিলে, ঠাকুর সকলকেই তাঁহার 'চরণ-পূজা' করিতে বলিলেন এবং নিজে ফুল, চন্দন ও জল দ্বারা তাঁহার চরণ-পূজা করিলেন। আমি ও কুঞ্জ, দাদা গোঁসাইর নিকট হইতে এক এক টাকা প্রণামী দিয়া চরণ-পূজা করিলাম। ৺শ্যামকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরকে কথায় কথায় বলিলেন, "সব সন্ন্যাসী মহান্তের সঙ্গেই উদাসীন ও সাধুরা থাকেন; আপনার সঙ্গে আমরা কতকগুলি বিষয়ী লোক এবং স্ত্রীলোক; অন্যান্য মহান্তেরা আমাদিগকে স্থান দিতে পারেন না।" ইহা শুনিয়া গোঁসাই বলিলেন, "আপনাদের মত লোকের স্থান কেবল জগন্নাথদেবই দিতে পারেন।" এই সময়ে শ্রীমান সরলনাথ, 'নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা' পড়িতেছিল; কি জানি কি ভাব হইল, অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ সকলেরই ভিতর একটা ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই বাসায় অনেক বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা থাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন বাসা করা প্রয়োজন হইল। তখন বিশ্বাস মহাশয় বড় দাণ্ডের উত্তরপার্শ্বস্থ জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের সংলগ্ন নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ী ভাড়া করিয়া চূণকামের ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। শান্তিদিদির সহিত আমরা কেহ কেহ নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিয়া আসিলাম।

কুঞ্জের প্রতি মহাপ্রসাদের কৃপা

আজ ঠাকুর কোথাও দর্শনে বাহির হইলেন না। বেলা প্রায় ১টার সময় আমরা প্রসাদ পাইতে বসিলাম। প্রসাদ পাইবার পরে দেখিলাম যে, কুঞ্জ চীৎকার করিয়া "আরে মারে, আমি কোথায়? তারা কৈ? তারা কোথায়?" ইহা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কেহ কিছুতেই তাহার কান্না থামাইতে পারিতেছে না; শ্রীমন্দিরের একটি ছড়িদারের পা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছে। আমরা ইহাকে স্থির করিতে না পারিয়া দুই তিনজনে ধরাধরি করিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে নিয়া ফেলিলাম। ঠাকুর পুনঃপুনঃ "স্থির হও," "স্থির হও" বলিলে কুঞ্জ স্থির হইল এবং ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর পদধূলি লইয়া চলিয়া আসিল। কুঞ্জকে পরে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, তোর এ কিরূপ ভাব হইল?" সে বলিল, "মহাপ্রসাদ পাওয়ার পর হাত মুখ ধুইয়া বাহিরে গিয়া দেখিতে পাইলাম, নালাতে প্রসাদের যে সকল পাতা ফেলা হইয়াছে, তাহা হইতে কতকগুলি কুকুর প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিতেছে; দেখিয়াই, সেই কুকুরের মুখের মহাপ্রসাদ খাইতে ইচ্ছা হইল; অমনি খাইলাম। পরে বাটীতে ঢুকিয়া ছড়িদারকে দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিলাম। সেই সময়েই হঠাৎ কি এক ভাবে অধীর হইয়া পড়িলাম। তখন আমার সুস্পষ্ট অনুভূতি হইল যে, আমি পূর্ব্বে এই স্থানে ছিলাম ও আমার সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। আমি এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একা পড়িয়া আছি, আমার সেই সব সঙ্গীরা এখন কোথায় ?—এই কথা মনে হওয়ায় প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। তাহাতেই আমি অস্থির হইয়া, চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম। কিছুতেই আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলাম না।" ইহার পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "কুঞ্জকে মহাপ্রসাদ কৃপা করিয়াছেন। স্থির হইয়া থাকিতে পারিলে, পূর্ব্বজন্মের আরও অনেক কথা জানিতে পারিত।"

নূতন ভাড়াটীয়া বাটী প্রবেশ

আজ সকলের আহার শেষ হইলে আমরা নূতন ভাড়াটীয়া বাড়ীতে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর ধীরে ধীরে নূতন বাড়ীতে চলিলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া সম্মুখের বড় ঘরে কোথায় আসন করিতে হইবে দেখাইয়া দিলেন; অশ্বিনী ও ব্রহ্মচারী ঐ নির্দিষ্ট স্থানে আসন পাতিল। দোতালার কোঠাঘরে শান্তিদিদি ও তাঁহার ছেলেপিলেরা রহিল, অপর একখানা বড় খড়ের ঘরে পান্নার মাতা প্রভৃতি থাকিলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁহাদের নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে আসন পাতিলেন। আমাদের বাসার ঠিক দক্ষিণপার্শ্বস্থ 'সোণা গোঁসাইদের' ভাড়াটীয়া বাড়ীতে সস্ত্রীক উমেশবাবু ও বানরীপাড়ার কেহ কেহ রহিলেন।

সন্ধ্যা-কীর্ত্তনে ভাবাবেশ

সন্ধ্যা হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনে ভাবের প্রবল বন্যা বহিতে লাগিল। ঠাকুর ও গুরুভ্রাতারা কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে ঘর হইতে বারান্দায় যাইয়া পড়িলেন। অমৃত, অশ্বিনী, সরলনাথ ও বিধুবাবু খুব নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে সরলনাথ ভাবে অজ্ঞান; হাত পা কোঁকড়াইয়া এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

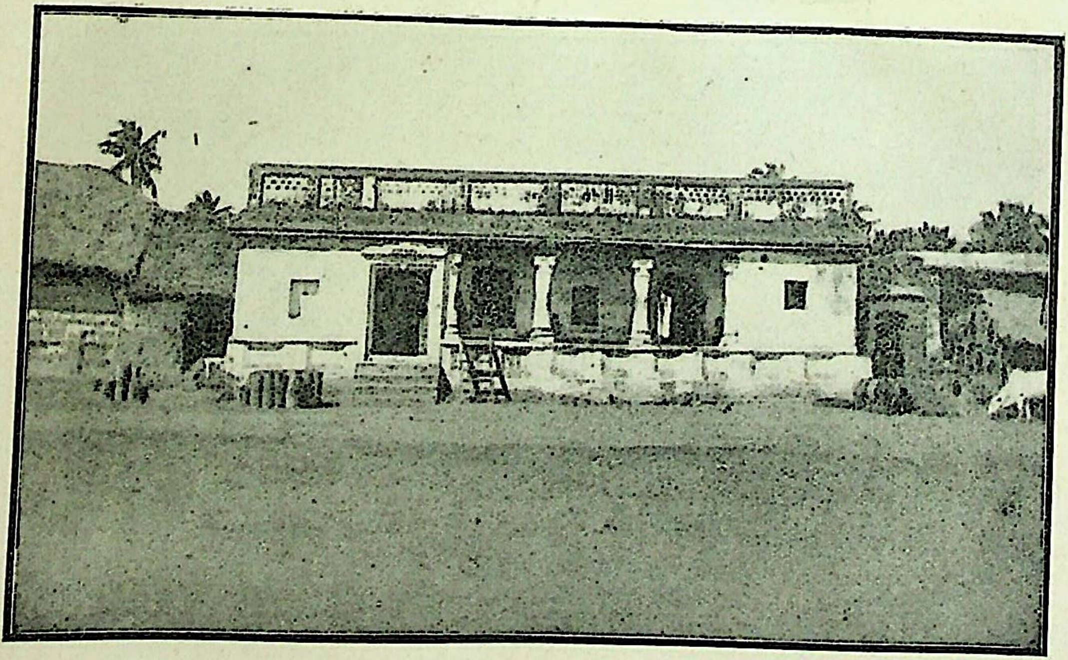

নীলমণি বর্ম্মণের বাটী—পুরীধাম

[এই বাটীতেই গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব হয়]

৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

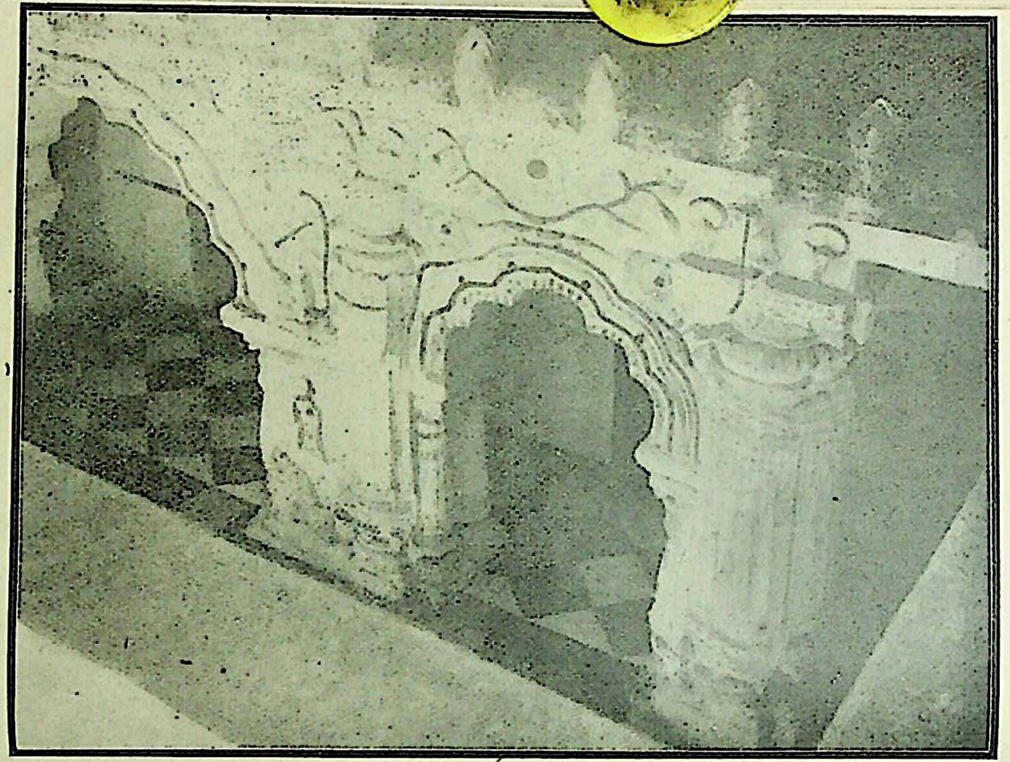

কাশী মিশ্রের বাটী (গম্ভীরা) —পুরীধাম ৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্ভুতাকার হইলেন এবং হাত পা আছড়াইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে একদিকে পড়িয়া রহিলেন। বিধুবাবু তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অমৃত কাঁপিতে কাঁপিতে হাত নাড়িয়া কিছুক্ষণ ঠাকুরকে আরতি করিলেন এবং নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাস্তায় বহু লোক অবাক্ হইয়া উহা দেখিতে লাগিল। বিধুবাবু, অশ্বিনী প্রভৃতি কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া সুস্থির হইলেন।

কীর্ত্তনে ঠাকুরের নানা ভাব

প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুরের কীর্ত্তনে ভাবাবেশের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। কীর্ত্তনের সময় ঠাকুরের ভাবাবেশ ও অদ্ভুত নৃত্য যাঁহারা একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ উহা ভুলিতে পারিবেন না। আমাদের বোধ হইত, তিনি যেন নিত্য নূতন ভাবে নৃত্য করিতেন। ভাবে কখন তিনি কটিদেশ হইতে বহির্ব্বাস খুলিয়া ঘোমটা দিতেন; কখন বা চীৎকার করিতেন; কখন বা দরদরধারে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেন। কখন কখন বা শরীর হইতে ধারায় ঘর্ম্ম পড়িতে থাকিত। নৃত্যকালে উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। দূরস্থ আমরাও উহা দ্বারা কতবার সিক্ত হইয়াছি। বিধুবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা মাঝে মাঝে ঠাকুরের নৃত্যকালে তাঁহাকে ধরিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন বটে কিন্তু অনেক সময়ই তাঁহাকে সামলাইতে পারিতেন না। কখন কখন, এক এক অঙ্গ আপনা আপনি, ঘন ঘন কম্পিত হইত। কখন হাতখানি উঠাইতেই উহা এমনি দ্রুতগতিতে কাঁপিতে থাকিত যে, আমরা দেখিয়া অবাক্ হইতাম। কখন শুধু ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেন। কখন উর্দ্ধে তাকাইয়া হস্ত দ্বারা, আবার কখন বা চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইয়া জটা ধরিয়া কাহাকে আরতি করিতেন। কখন যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রোমাঞ্চিত দেহে শ্বাস ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পলকশূন্য অবস্থায় কাষ্ঠবৎ কাহার দিকে যেন তাকাইয়া রহিয়াছেন, দেখা যাইত।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় একদিন চিড়া মহোৎসবে কীর্ত্তন হইতেছিল। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর ভোগ দেওয়া হইল। ভোগ আরতির গানের খোল বাজিল। দরজা খোলা হইয়াছে—ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া সজলনয়নে জটা দ্বারা তিন ঠাকুরকে আরতি করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে দিক্ সকল পূরিয়া গেল। দাদাগোঁসাই পিছন হইতে নিজ বস্ত্র দ্বারা ঠাকুরের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের এই আরতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আজও যেন উহা চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর একদিন কলিকাতায় শ্যামবাজারের বাসায় কীর্ত্তন হইতেছে। ঠাকুর সুদীর্ঘ ঘরের মধ্যে দৌড়িতে লাগিলেন। শূন্যে কাহাকে হস্তদ্বারা আরতি করিতে লাগিলেন, নীচু হইয়া দুই হাতে ভূমি হইতে যেন কাহাদিগকে উঠাইয়া দ্রুত চলিলেন। (১) 'আমি চলিলাম, ঐ পরমহংসজী, ঐ বৃন্দাবনের সখীগণ আমাকে নিতে আসিয়াছেন।' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।*

(১) পরে তিনি বলিয়াছেন যে, কীর্ত্তনস্থলে দেবদেবীগণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি দ্রুত চলিবার সময় উহাদিগকে উঠাইয়া ছুটিতেছিলেন।

* প্রচারক নগেন্দ্রবাবু, ইহা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "না, যেতে দিব না, কখনই যেতে দিব না, জয় পরমহংসজী, জয় পরমহংসজী।" ঠাকুর কীর্ত্তনে অনেক সময় চীৎকার করিয়া বলিতেন, "জয় শচীনন্দন", "জয় শচীনন্দন," "জয় নিত্যানন্দ অবধূত," "জয় নিত্যানন্দ অবধূত," "জয় রাধে," "জয় রাধে," "ঐ পরমহংসজী আসিয়াছেন," "ঐ সখী সকল," "ঐ বংশীবট," "ঐ শ্রীবৃন্দাবন" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গম্ভীরা দর্শন

কল্য ঠাকুর অসুস্থ বলিয়া কোথাও বাহির হয়েন নাই। আজ আমরা সকলে প্রত্যূষে বাহির হইলাম। সকলেরই মনে আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আঠার বৎসর নিয়ত অবস্থিতির স্থান দর্শন করিব। ঠাকুর ভোরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া বিধুবাবুর স্কন্ধে ভর করিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার কৌপীন ও বহির্ব্বাস লওয়া হইল; ঘটী নিতে যাইয়া দেখি, ঘটীটি নাই; ভোরে বারান্দা হইতে উহা কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে বহুপুরুষ এক দলে ও বহু স্ত্রীলোক আর এক দলে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ঠাকুর বাসা হইতে বাহির হইয়াই শ্রীমন্দির নমস্কার করিলেন, আমরা পিছনে পিছনে চলিলাম। তিনি সিংহ দরজায়, 'পতিতপাবন ঠাকুর' দর্শন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের আসন-বাড়ী দর্শনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ আসন-বাড়ীতে মহাপ্রভুর বাসস্থানকে 'গম্ভীরা' বলে। সিংহ দরজায় অনেক গরু থাকে, লোকে ঘাস কিনিয়া উহাদিগকে খাইতে দেয়, আমরাও তাহাই করিলাম। আমরা মহাপ্রভুর বাসস্থান কাশীমিশ্রের বাড়ীর দরজায় যাইয়া প্রণাম করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং যাইতে যাইতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব যে কুঠুরীতে বাস করিতেন তথায় উপস্থিত হইলাম; ঘরখানা বড় ছোট, মাত্র আট হাত লম্বা ও ঐ পরিমাণ চওড়া হইবে। পূর্ব্বে এইস্থানে একখানা কুটীর ছিল; এখন কোঠাঘর হইয়াছে। ঠাকুর, দর্শন করিয়াই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; যেন অতি প্রিয় পুরাতন দৃশ্য সমূহ স্মৃতিতে জাগ্রত হওয়ায় তাঁহার শরীর এলাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অপূর্ব্ব ধৈর্য্য সহকারে তিনি সমস্ত সংবরণ করিয়া বাহির হইলেন। পরে বলিলেন, "আহা! এই স্থানের প্রভাব সেবকেরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।" ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভুর ছেঁড়া কাঁথা প্রভৃতি দর্শন করিয়া দরজা দিয়া বাহির হইতেছেন, তখন বিশ্বাস মহাশয় অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাভী দেখাইয়া বলিলেন, "মহাপ্রভু এইস্থানেই গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া কূর্ম্মাকৃতি হইয়াছিলেন! গাভীগণ তাঁহার গা চাটিয়াছিল এবং তাঁহার হাত পা পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।" রাস্তায় আসিতে আসিতে ঠাকুর বলিলেন, "৺পুরীধামে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এইস্থানে আসাই উচিত ছিল।"

সমুদ্র দর্শন

আজ আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে সমুদ্র-স্নানে চলিলাম। বিধুবাবুর সাহায্যে ঠাকুর অতিকষ্টে সমুদ্রতীরে পৌছিলেন। কিছুদূর হইতে নীলাভ অপার জলরাশি দৃষ্টিতে পড়ায় সকলেরই মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কেহ কেহ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বালির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমুদ্রে যাইবার পথে কতকগুলি গাভী, বিশ্বাস মহাশয় আমাদিগকে দেখাইলেন; মহাপ্রভুর সময়েও ঐ স্থানে গাভীগণ এইরূপ ভাবেই বিচরণ করিত। সকলে ইহাদিগকে ঘাস খাইতে দিতেন; মহাপ্রভু এই সকল দর্শন করিয়া সমুদ্রে স্নান করিতেন। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে, মহাপ্রভুর লীলাভূমি সমূহ গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে কিন্তু সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না বলিয়া নীলাচলের যে স্থানের যাহা, তাহা তথায়ই বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত 'চটক পর্ব্বত' কোথায়, হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান কোথায়, এই প্রকার প্রশ্ন ঠাকুরকে করিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ ঐ সকল স্থান দর্শন হইবে না। আমরা এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে শনৈঃ শনৈঃ সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বারী ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঠাকুরের পায়ে বাতের ব্যায়রাম, এজন্য কটকের প্রসিদ্ধ উকিল, ৺হরিবল্লভ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রভুকে সমুদ্রে স্নান করিতে বলিও।" ঠাকুর ঐ উপদেশ অনুসারে রোজ সমুদ্র-স্নান করিবেন স্থির করিয়াছেন। সমুদ্রপারে উপস্থিত হইয়া আমরা কেহ কেহ নানাবর্ণের ঝিনুক কুড়াইতে আরম্ভ করিলাম, বাসায় যাইয়া ঠাকুরকে উপহার দিব। ঠাকুর বিধুবাবুর সাহায্যে সমুদ্র-স্নান করিলেন। সত্যেন্দ্র, সরলনাথ, মণিবাবু প্রভৃতি তাঁহাকে ধরিলেন। পরে কৌপীনাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে কাঙ্গাল-দিগকে পয়সা দেওয়া হইল। আমি ও কুঞ্জ, বিধুবাবুর ইঙ্গিতে, অগ্রে অগ্রে দ্রুতগতিতে বাসায় চলিলাম। বাসায় আসিয়া চায়ের জল চাপাইয়া দিলাম। ঠাকুর ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন। মণিবাবু বলিলেন, "স্নানের সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন "স্বর্গদ্বারই স্নানের উপযুক্ত স্থান, অন্যস্থানে স্নান করা ভাল নহে।" ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, "এ স্থানে পাঁকাল প্রসাদ শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সমুদ্র-স্নান করিয়া পাঁকাল না খাইলে শরীর অসুস্থ হয়।"

ঠাকুরের আদেশ মত আমি কুঞ্জ ও গ্রন্থাদি রাখিবার জন্য ২৪৲ টাকা দিয়া দুইটি র‍্যাক্ (Rack) কিনিয়া আনিলাম। আমরা এখানে নূতন বলিয়া দাম কিছু বেশী হইল। পরে দেখিলাম, ভাল আলমারিই ঐ দামে পাওয়া যাইত। ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলায় তিনি বলিলেন, "প্রয়োজন ছিল যাহা আনিয়াছ, ভালই হইয়াছে। প্রয়োজনেরই মূল্য, জিনিষের কোন মূল্য নাই।" গ্রন্থাদির ভিতরে কোন কোন গ্রন্থের চামড়ার বাইণ্ডিং ছিল। তাঁহার আদেশ মত আমরা সেই সব চামড়া গ্রন্থ হইতে খুলিয়া নূতন ছিট আনিয়া তাহার দ্বারা মলাট দিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন, "চমৎকার হইয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টোটা গোপীনাথ ও হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন

একদিন ঠাকুর ভোরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করিতে বাহির হইলেন। আমরা ঠাকুরের কৌপীন, বহির্ব্বাস, কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ঠাকুর রাস্তায় বাহির হইয়াই শ্রীমন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিয়া করযোড়ে নমস্কার করিলেন এবং বড় রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের রাস্তা ধরিয়া যাইতে যাইতে পুরীর রাজার পুরাতন বাড়ীর রাস্তা পড়িল। উহা অতিক্রম করিয়া 'টোটা গোপীনাথের' দ্বারস্থ বটবৃক্ষমূলে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছা হইল, টোটা গোপীনাথের বিগ্রহ দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান দর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদ, গদাধর পণ্ডিত মহাশয় এই গোপীনাথ বিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনা করিতেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু অন্তর্ধানকালে এই শ্রীবিগ্রহের ভিতরে বিলীন হইয়া যান। এই বিগ্রহের উরুতে একটি স্থবর্ণরেখা আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, মহাপ্রভু যে যথার্থই এই বিগ্রহে বিলীন হইয়াছেন, এই সুবর্ণরেখাই তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া অন্তর্ধানকালে এই বিগ্রহে উক্ত চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে আরও গল্প আছে যে, ইনি পূর্ব্বে অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায় দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। সেবক বৃদ্ধ হইয়া পূজা করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার প্রার্থনায় ইনি বর্ত্তমান উপবিষ্ট ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। পূজারী দরজা খুলিয়া দিলে ঠাকুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলে যাইয়া গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলাম এবং কেহ কেহ পয়সা দর্শনী দিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপীনাথ দেবের কটিদেশে যে সুবর্ণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখা মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখাতে পার।" পূজারী বলিল, "পাঁচসিকা দর্শনী দেও ত পারি।" ঠাকুর শুনিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিলেন। লোকে কি দর্শন করিবে? "দর্শনী", "দর্শনী" করিয়াই ইহারা লোককে অস্থির করে। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিলাম। পূজারী যদি দর্শনী না চাহিয়া ঠাকুরকে দর্শন করাইত, তাহা হইলে পাঁচশিকা হইতে অনেক অধিক অর্থ পাইত। ঠাকুর যেন ইহাদিগের শিক্ষার নিমিত্তই উহা দর্শন না করিয়া চলিয়া আসিলেন।

অতঃপর আমরা ঠাকুরের সহিত ধীরে ধীরে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-স্থান দর্শন করিতে চলিলাম। আমাদের মনে কতই ঔৎসুক্য! এই হরিদাস ঠাকুরকে স্বয়ং মহাপ্রভু বালি খুঁড়িয়া সমাধিস্থ করেন। নিজে অঞ্চল পাতিয়া এই হরিদাস ঠাকুরের জন্য ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা স্মৃতিতে আসিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে বালি ভাঙ্গিয়া সমাধিস্থানে যাইয়া আমরা উপনীত হইলাম। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিলাম। এইস্থানে তিন প্রভুর বিগ্রহই প্রতিষ্ঠিত আছে। সকলে দর্শনী দিলেন। তৎপরে আমরা ঠাকুরের সহিত স্বর্গদ্বার ঘাটের দিকে চলিলাম। সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া স্বর্গদ্বার 'বিদুরের খুদ' নামক মঠে ঠাকুরের সহিত উপস্থিত হইলাম। তথাকার পূজারী কিছু প্রসাদী খুদের পিঠা ও সুমিষ্ট জল পান করিতে দিলেন। আমরা ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে করিতে উহা আহার করিলাম। পিঠার সঙ্গে কিছু তুলসীপত্রের শাকও ছিল। আমরা বেশ জলযোগ করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম ও সমুদ্র-স্নানান্তে বাসায় ফিরিলাম। এইস্থানে দাদা গোঁসাই তিন টাকা প্রণামী দিলেন। মণিবাবু অনেক শাক ও কুলের আচার চাহিয়া খাইলেন ও সহস্র শালগ্রাম দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া আসিলেন। ঠাকুর পথে নানারূপ সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া সকলকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চটক পর্ব্বত দর্শন ঃ স্বরূপ দামোদরের প্রকাশ

অন্য একদিন পূর্ব্বোক্ত রাস্তা দিয়াই চটক পর্ব্বত দর্শন করিতে ঠাকুরের সহিত চলিলাম। পথে যমেশ্বর মহাদেবের নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষতলে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর ঠাকুরের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তিনি শ্যামবর্ণ, কিছু স্থূলকায় এবং শরীরের মাংস শিথিল, হাঁটিলে থল থল করে।" তিনি আরও বলিলেন, "আজ-কালও মহাপ্রভু নিশীথ সময়ে টোটা গোপীনাথ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সৈকত ভূমিতে বিচরণ করেন। এই কলিকাল ভরিয়াই তিনি আতিবাহিক দেহে লীলা করিবেন।" 'চটক পর্ব্বত' অর্থ বালির পাহাড়। বালি স্তূপীকৃত হইয়া মাঝে মাঝে পর্ব্বতাকার হইয়াছে। মহাপ্রভুর এই চটক পর্ব্বত দর্শন করিয়া ভাবোন্মত্তাবস্থায় গোবর্দ্ধন ভ্রম হইয়াছিল এবং এই চটক পর্ব্বত হইতেই জ্যোৎস্না রাত্রিতে সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনা ভ্রমে তিনি উহাতে ঝাঁপ দেন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে কোনার্কের দিকে চলিয়া যান। জেলেরা রাত্রে জালে করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছিল। বোধ হয়, ঠাকুর এই সকল পুরাতন কাহিনী স্মরণ করিয়াই আকুল হইয়া এই সব স্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

ঠাকুর, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি হইতে সমুদ্রের পারে পারে আসিবার সময় আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, "তোমরা খুব সতর্ক হইয়া সমুদ্র-স্নান করিবে।" তিনি আরও বলিলেন, "আমার চক্ষে পড়িল, তোমাদের মধ্যে দু'একজনকে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন।" আমরা এই কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিলাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

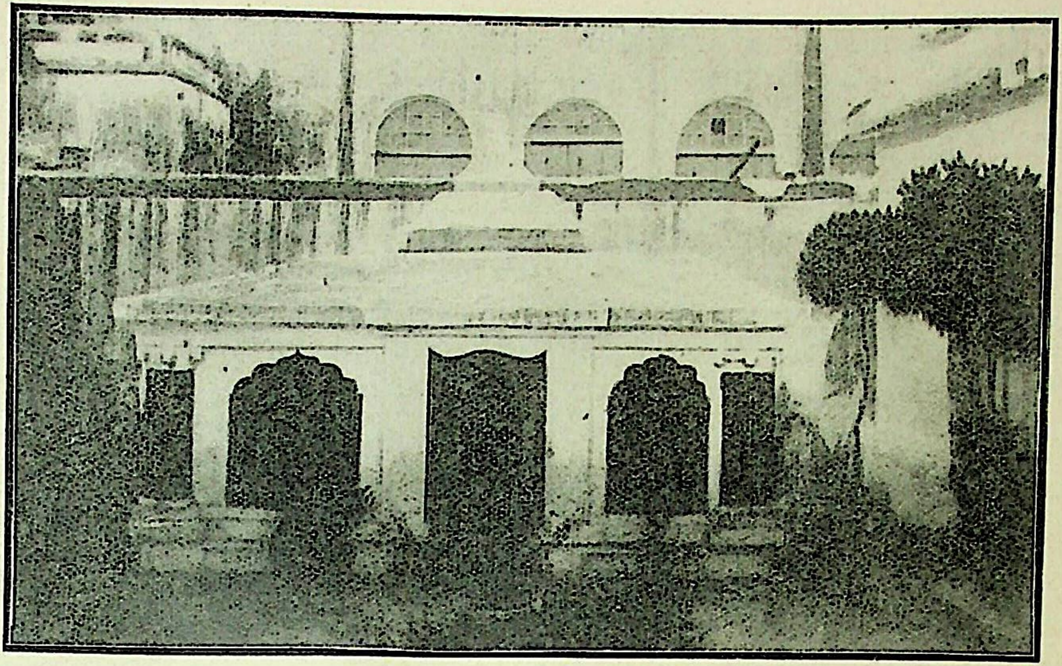

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

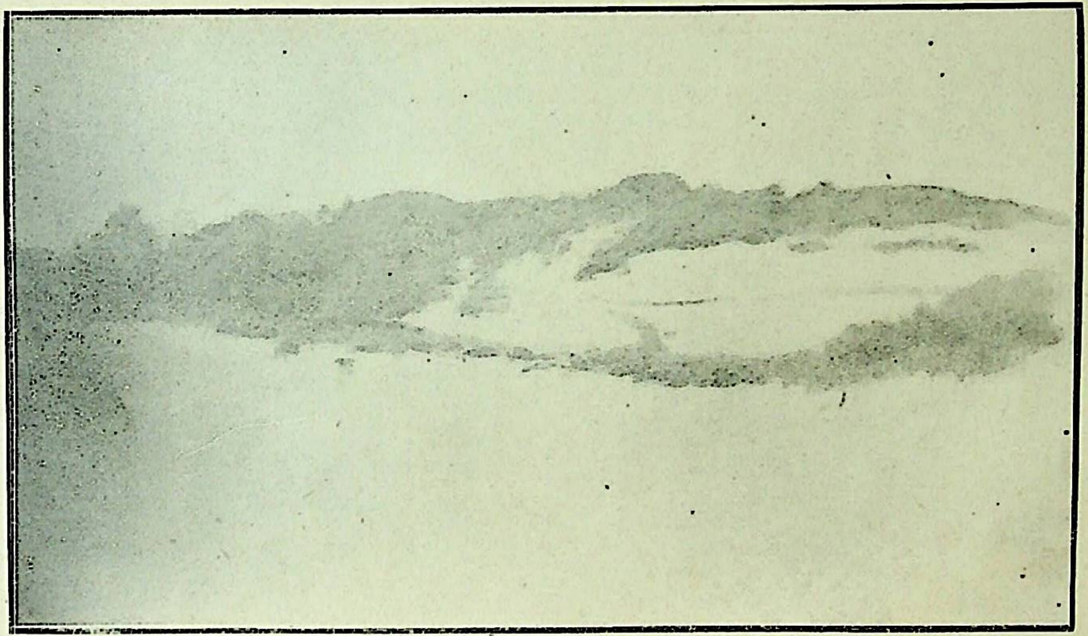

চটক পর্ব্বত—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুঞ্জের প্রতি বিমলাময়ীর কৃপা

শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় এই সময়ে একদিন শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "এইস্থানে কি ব্রজলীলাও হয়?" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, তাও হয়। মন্দিরে মণি কোঠায় যাইয়া আমি খুঁজিতেছি, রাধারাণী কোথায়। দেখি তিনি রত্নসিংহাসনের এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন। এই স্থানে সব লীলাই হয়।"

কুঞ্জ ঠাকুরকে কথায় কথায় বলিলেন, "৺পুরীধামে পৌঁছিবার দিন যখন ষ্টেশন হইতে বাসার দিকে আসিতেছিলাম, মন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দর্শন করিয়া রাস্তায় সাষ্টাঙ্গ দেওয়ামাত্র একটি অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম; তিনি সুস্নিগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। এরূপ মূর্ত্তি আমি আর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সময়ান্তরে বিমলাময়ীর মন্দিরে যাইয়া দেখিলাম, সেই মূর্ত্তি।" ঠাকুর বলিলেন, "বিমলাময়ী শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনিই কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন। তাঁহার কৃপা না হইলে কেহ ক্ষেত্রে আসিতে পারে না।" শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ আমাদিগকে বলিলেন, "ঐ দিনের কীর্ত্তনের সময়ে তিনি এরূপ একটা নেশায় মত্ত হইয়াছিলেন যে, তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিভোর রাখিয়াছিল।"

উলঙ্গ সাধু

ঠাকুর মধ্যাহ্নে বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি উড়িয়া সাধু, প্রায় উলঙ্গ বেশ, জগন্নাথ দেবের মন্দিরের দিক হইতে হঠাৎ আসিয়া রাস্তায় পড়িয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। পরে দুই হাতে ঠাকুরকে আরতি করিতে করিতে গান গাহিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছেন এমন সময়ে, ঠাকুর বলিলেন, "উহাকে একখানা গায়ের কাপড় দিলে হয়।" অমনি সতীশ একখানা কম্বল ও চারি আনা পয়সা দৌড়িয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু একটু পরেই সেই সাধুটি কম্বল ও চারি আনা পয়সা দ্বারে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ উড়িয়া ভাষায় গান গাহিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ঠাকুরকে মণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গাইলে? এ গানের অর্থ কি?" ঠাকুর বলিলেন, "প্রথম গানের অর্থ এই যে, হে রাম, তোমাকে বহুদিনের পর দেখিলাম। কতদিন অপেক্ষা করিয়াছি—কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। এতদিন দেখা দাও নাই কেন? আজ বড় ধন্য হইলাম। দ্বিতীয় গানের অর্থ এই যে, হে প্রভু, হে রাম, আবার ছলনা কেন? আবার ঐশ্বর্য্য কেন? কম্বল কেন? আমার হাত আছে তাহা দ্বারাই আমি শীত নিবারণ করিব। অর্থের আবশ্যকতা কি? প্রসাদ ত আছেই।" পরে ঠাকুর বলিলেন, "কম্বল ও পয়সা অন্যকে দিয়ে দেও।" তাহাই হইল।

সিদ্ধবকুল দর্শন

আমরা একদিন ঠাকুরের সহিত 'সিদ্ধবকুল' মঠ দর্শন করিতে গেলাম। এই স্থানে হরিদাস ঠাকুর ভজন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। হরিদাস ঠাকুর বৃদ্ধ হইলেও এই স্থানে শূন্য আকাশের নীচে রৌদ্রে বৃষ্টিতে বসিয়া ভজন করিতেন। মহাপ্রভু একদিন ভোরে বকুল কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিতে করিতে হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে আসিলেন এবং উহা ভূমিতে পুঁতিয়া বলিলেন, "হরিদাস, তুমি রৌদ্রে বৃষ্টিতে বড় ক্লেশ পাও, আমার প্রাণে বড় লাগে, অতঃপর ইহার নীচে বসিয়া ভজন করিও।" কথিত আছে তখনই ঐ কাষ্ঠখণ্ড বড় বৃক্ষ হইয়া উঠে এবং উহারই নীচে বসিয়া তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার চক্ষে দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন। ঠাকুরমা আরও দুই একবার এরূপভাবে পাগল হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বোগ্‌রা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত ঠাকুর-মাতার সম্বন্ধে ঠাকুরকে শান্তিপুরে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঠাকুর উত্তরে বলিলেন, "ওঁর জীবনমুক্ত অবস্থা। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বিশেষ অবস্থাতে লোকে উঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবিক উনি পাগল নন। কারণ সেই অবস্থাতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা সমস্ত স্মরণ থাকে। পাগলদের তাহা থাকে না।"

ঠাকুরমার দয়া

ঠাকুরমাতার মত দানশীলা স্ত্রীলোক আমার চক্ষে পড়ে নাই। তিনি যেমনিই দয়ালু ছিলেন, তেমনিই সকলের প্রতি সমব্যবহার করিতেন। তিনি বেশ্যাদের পর্য্যন্ত ক্লেশ দেখিলে সহ্য করিতে পারিতেন না; আহার, অর্থ, বস্ত্র যাহা থাকিত, দিয়া ফেলিতেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, "আমাদের ঝির একটি ছেলে ছিল। মা আমাদের মতনই তাহাকে একখানা থালা, একটি গ্লাস ও একটি পিঁড়া করিয়া দিয়াছিলেন। কোন পরবের সময় আমাদের মতনই তাহাকে কাপড় দিতেন।"

ঠাকুর তাঁহার মায়ের একটি ঝির প্রতি দয়ার বিষয় গল্প করিয়াছিলেন —"মা একটি ঝিকে দয়া করিয়া মন্ত্র দেন। চরিত্র-দোষ বলিয়া সকলে মন্দ বলিলেও তাহাকে আশ্রয় দিয়া গৃহে রাখেন ও সমস্ত গৃহস্থালীর ভার তাহাকে দেন। ইহাতে সে শোধরাইয়া যায় এবং প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাণপণে সেবার কার্য্য করে। সকলেরই সে যথাসাধ্য উপকার করিত। স্বজাতীয় বেশ্যাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিত, 'মাঠাকুরুণ আমাকে রক্ষা না করিলে আমারও ঐ দশাই হইত। আহা! অমুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ্যা হইয়াছে, এক ঘটী জল দিয়া জিজ্ঞাসা করে এমন লোকও নাই।' আমি (ঠাকুর) শুনিয়া বলিলাম, 'কেন, তুমি উহাকে প্রসাদ দিয়া আইস।' সে লোকের কটাক্ষ-ভয়ে যাইতে ভয় পাইল, তখন আমি বলিলাম, 'আমাকে প্রসাদ দাও, আমি দিয়া আসি।' আমি ঐ প্রসাদ লইয়া বেশ্যা গলিতে দৌড়াইলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম, 'অমুক খান্‌কি, তোর জন্য প্রসাদ এনেছি।' খান্‌কি ডাক শুনিয়া, 'কেরে?' —বলিয়া বাহিরে আসিল এবং 'দাদা গোঁসাই আসিয়াছ?' এই বলিয়া আদরে প্রসাদ গ্রহণ করিল। ঠাকুরের বয়স তখন ৫।৬ বৎসর।

ঠাকুরের পিতার পরিচয়ঃ ঠাকুরের জন্ম

ঠাকুর শান্তিপুরের ৺আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র। ঠাকুরের পিতাকে শান্তিপুরের লোক "খড়ি ধোওয়া গোঁসাই" বলিত। তিনি প্রতি খণ্ড লাক্‌ড়ি (খড়ি) ধুইয়া রৌদ্রে দিতেন এবং তৎপরে উহার দ্বারা পাক করিতেন। এরূপ আচারী ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে এমন হুঙ্কার করিতেন যে দূরস্থিত লোকেরাও উহা শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইত। ঠাকুর একবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তথায় একটি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন, "আপনার এরূপ মতিচ্ছন্ন হইল কেন? আপনার বাড়ী কোথায়?" ঠাকুর বলিলেন "আমার বাড়ী শান্তিপুর।" সেই ব্রাহ্মণটি ইহা শুনিয়া বলিলেন "মহাশয়, শান্তিপুরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়াছি, তথায় এক গোস্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে চক্ষের জলে ভাসিতে থাকেন। ভাগবতের পাতা চক্ষের জলে ভিজিয়া যায়, রৌদ্রে দিয়া উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুকাইয়া নেন। এমন ভাবাবেশ হয় যে প্রতি লোমকূপ দিয়া মাঝে মাঝে রক্তোদ্গম হয়। লোমগুলি শিমুলের কাঁটার মত দাঁড়াইয়া উঠে। মাঝে মাঝে "হরেকৃষ্ণ," "রাধাশ্যাম," "রাধাপ্যারী" বলিয়া এমনি হুঙ্কার করেন যে দূরস্থিত লোকেরা শুনিয়া চমকিয়া উঠে।"

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "তিনিই আমার পিতা।" ব্রাহ্মণটি শুনিয়া, বলিলেন, "মহাশয় আপনার হাতখানা দেখি ?" হাত দেখিয়া বলিলেন, "হইয়াছে, যে সময়ে, যে স্থানে, আপনার জন্ম হবার কথা ছিল তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।" ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার জন্মকালে, পুলিস আসিয়া আমার মাতুলালয় ঘেরাও করে এবং মাতাঠাকুরাণী আমাকে কচুবনে প্রসব করেন।"

ঠাকুরের পিতা বহুদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। প্রথমতঃ দুইবার বিবাহ করেন, দুটি স্ত্রীই মারা যান। বয়স তখন ৫০।৬০ বৎসর। আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থির করেন। আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভুপাদ গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়েরও কোন সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দকিশোর গোস্বামীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার নিকট তোমার একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ; তোমায় আবার বিবাহ করিতে হইবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তাহাতে তোমার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিবে ; উহাদের মধ্যে কনিষ্ঠটিকে আমাকে দত্তক দিতে হইবে।" তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে ইহাতে সম্মত হইলেন এবং তৃতীয়বারে ঠাকুরমাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র জন্মে। ইহার পরে, তিনি সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে শান্তিপুর হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। তিনি কি অভিপ্রায়ে এরূপ কঠোর ব্রত সম্পন্ন করেন, তাহা আমরা অবগত নহি ; শুনিয়াছি তিনি দেড় বৎসরে পুরী পৌছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সেবার জন্য পিসি ছিলেন ও একজন চাকর ছিল ; সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে বুকে ঘা হয় ; তৎপরে বুকে ন্যাকড়া জড়াইয়া সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে পুরী পৌছেন। তিনি পুরী হইতে ফিরিয়া গেলে, ঠাকুরমার গর্ভসঞ্চার হয়। ঠাকুরের গর্ভে থাকা কালে, প্রতি সূর্য্যরশ্মিতে ঠাকুরমা রাধাকৃষ্ণ দর্শন পাইতেন। নদীয়ার অন্তর্গত দহকুল গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৪৮ সালের ১০ই শ্রাবণ, সোমবার, ঝুলন পূর্ণিমা রাত্রে, ঠাকুরের জন্ম হয়।

পুরীর পথে

আমরা অনুমান ৪টার সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত কদমতলাঘাট হইতে পুরী যাত্রা করিলাম। আমরা উৎসাহে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঠাকুরের সহিত বোটে চলিলাম। আমাদের নৌকায় ঠাকুর, তাঁহার পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, বানরীপাড়ার সরলনাথ গুহ, ললিতকুমার গুহ, কুঞ্জবিহারী গুহ, শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, অশ্বিনী বৈরাগী, সতীশ, সত্যেন্দ্র, বেণীমাধব দে, ভারত পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি চলিলেন। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র, সস্ত্রীক উমেশচন্দ্র বসু ও মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শান্তিদিদি, দিদিমাতা, শ্রীমতী ভূষণ, শশি দাসী প্রভৃতি অপর বোটে চলিলেন। আমাদের জাহাজ, বোট দু'খানা লইয়া, আজ গঙ্গার ভিতর দিয়া চলিল। গঙ্গার সুস্নিগ্ধ সায়ং সমীরণে যেন নবজীবন লাভ করিয়া আমরা আনন্দ করিতে করিতে চলিলাম। রাত্রিকালে জাহাজ যাইতে যাইতে হঠাৎ অন্য জাহাজের সহিত টক্কর লাগিবার উপক্রম হইল কিন্তু ভগবৎকৃপায় বাঁচিয়া গেল। পরদিন জাহাজ কাটা খাল দিয়া চলিল, একস্থানে সকালে জাহাজ লাগাইয়া আমরা ঠাকুরের জন্য চা ও মোহনভোগ তৈয়ার করিয়া লইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোল উৎসব

অনুমান ১২টার সময় আমরা গেঁয়োখালীতে পৌঁছিলাম। খালপারে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত ভাল বাঙ্গালা পাওয়ায় আমাদের জাহাজ এই স্থানে নোঙ্গর করিল। হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে থাকাকালীন সামান্য বালুকণাও ঠাকুরের পায়ে বিঁধিত। কাঁকরাদি পায়ে বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় গুরুভাইগণ তাঁহার চলিবার পথে কম্বল বিছাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি তাহার উপর দিয়া, বিধুবাবুকে অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিলেন এবং শৌচাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বাঙ্গালায় যাইয়া বসিলেন।

আজ ২৫শে ফাল্গুন, দোল পূর্ণিমা তিথি; আসিবার সময় মেয়েরা সঙ্গে করিয়া আবীর আনিয়াছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের পায়ে উহা দিয়া প্রণাম করিলেন। অশ্বিনী বৈরাগী ঠাকুরের তিলকের ঝোলা লইয়া এবং কিছু ফলমূল তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দিয়া আসিল। ঠাকুরের চরণে ব্রহ্মচারী, অশ্বিনী, সরলনাথ, নবকুমারবাবু প্রভৃতি আমরা সকলেই আবীর দিলাম। ঠাকুরও আমাদের সকলের মুখে আবীর মাখাইয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন, "একটা গান কর।" অশ্বিনী, নবকুমারবাবু প্রভৃতি গান ধরিলেন।

"চাইনা, চাইনা, যাও, শঠ শিরোমণি,
গোপালে, গোপালে সমাদর,
সে কেমনে জানিবে প্রেমের আদর
নৈলে ধেনুগণে দিবে কেন মুকুতা মণি।"

পাককার্য্যে সুদক্ষ কেনারাম পূজারী অতি সত্বর আমাদের জন্য পাক প্রস্তুত করিল। আমরা সকলে ঠাকুরের সহিত বারান্দায় ও ঘরে বসিয়া আহার করিলাম। আহার হইতেছে, এমন সময় সরলনাথ হঠাৎ উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িল—কাহারও উচ্ছিষ্ট আসিয়া তাহার পাতে পড়িয়াছে। ঠাকুর সরল-নাথকে আহারকালে পংক্তি ছাড়িয়া উঠিবার জন্য বিরক্ত ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাতে বাকি সকলকে নিজের উচ্ছিষ্ট খাওয়ান হয়। যাঁহারা এরূপ করিবেন তাঁহাদের সকলের সঙ্গে না বসিলেই হয়।" এস্থানে একটি ভাল পুকুর ছিল, তাহা হইতে কয়েক কলসী জল নেওয়া হইল।

অতঃপর জাহাজ ছাড়িল। রাত্রিকালে মণিবাবুর শয়নের স্থান দুই বজরাতে কোথাও মিলিল না। খানিক রাত্রে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি, শয়ন করিতে পাও নাই বুঝি?" এই বলিয়াই পার্শ্বস্থ তুলসী গাছ সরাইয়া মণিবাবুর শয়নের স্থান করিয়া দিলেন। তাঁহার আসনে যে মণিবাবুর মাথা ঠেকিবে সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে নিজপার্শ্বে শোওয়াইলেন।

ঠাকুর কখন শয়ন করিতেন না। ১৩৩০ সালের কুম্ভমেলার সময় হইতে ঠাকুর শয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরদিন সকাল বেলায় প্রায় ৯টার সময়ে জাহাজ থামাইয়া চা ও মোহনভোগ তৈয়ার করিয়া লওয়া হইল। বিধুবাবু ও সরলনাথ নিকটস্থ গ্রাম হইতে দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চা খাওয়া শেষ হইলেই পুনরায় জাহাজ চলিল। বেলা অনুমান ১২টার সময় জাহাজ এক দোকানের নিকট থামান হইল। এইস্থানে পাক হইলে ঠাকুর ও আমরা সকলে মুদির দোকানের সম্মুখে সারি বাঁধিয়া আহার করিতে বসিলাম। আনন্দের সহিত আমাদের আহার শেষ হইলে ঐ স্থান হইতে একটি সুন্দর তুলসী বৃক্ষ লওয়া হইল; পূর্ব্বেরটি পরিত্যক্ত হইল। ঠাকুর নিজের আসনের নিকটে এই তুলসী বৃক্ষটি রাখিলেন। ঠাকুর রোজ সকালে, 'গ্রন্থসাহেব' ও অন্যান্য দুই একখানা গ্রন্থ পাঠ করিতেন। সন্ধ্যাকালে ধূপধূনা জ্বালাইয়া হরি-সংকীর্ত্তন হইলে তুলসীবৃক্ষমূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরির লুট দিতেন। প্রায়ই ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও নানারূপ ধর্ম্মকথা হইত। ভারত পণ্ডিত মহাশয়কে এই সময়ে একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার দিলেন।

আহারাদি শেষ হইলে পুনরায় আমাদের জাহাজ চলিল। পরদিন সকালবেলা একবার জাহাজ থামিলে সকলে শৌচাদি সমাধা করিয়া লইলেন। পথে জাহাজ রাখিবার আর ভাল স্থান মিলিল না। অনুমান ৫॥০টার সময় অগত্যা একস্থানে জাহাজ থামান হইল। ঐস্থানে একটা বড় লম্বা খড়ের ঘরে আমাদের পাকাদি সম্পন্ন হইল। আহারাদি করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এইস্থানেই প্রথম 'কন্দ' চিনি দেখিয়া কিছু খরিদ করিয়া লইলাম। সতীশের বড় পেটের অসুখ হইয়াছিল, সে জলসাগু পথ্য করিল।

পুনরায় জাহাজ চলিল। পরদিন প্রায় ১১টার সময় একটি পাকা বাঙ্গালার নিকট জাহাজ লাগিল। ঐ বাঙ্গালাটি পুরাতন, বড় ভাল ছিল না। অগত্যা উহাতেই পাক হইল। ঠাকুর উপরে উঠিলেন। বিধু-বাবু ঐস্থান হইতে তাঁহাকে নীলগিরি দেখাইলেন। ঠাকুর উহা দর্শন করিয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বাঙ্গালায় যাইতে পথে বড় কাঁকর। কয়েকখানি কম্বল সংগ্রহ করতঃ একখানার পর একখানা ক্রমান্বয়ে পাতিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালায় নেওয়া হইল।

উৎকলদেশে আগমন ও পয়সা দান

আজ উৎকলদেশ দিয়া জাহাজ চলিয়াছে। আমাদের অদম্য উৎসাহ, দুই পারের বৃক্ষাদির শোভা উৎসুকনয়নে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বৈকালবেলা কতকগুলি ছেলে, "পয়সা দেও" বলিয়া বোটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে লাগিল। ঠাকুর ছুঁড়িয়া পয়সা দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু উহাতে অনেক পয়সা জলে পড়িতে লাগিল। ছেলেদের মধ্যে একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট কুব্জা মেয়ে ছিল। সে পয়সা পাইতেছে না দেখিয়া, ঠাকুর দুঃখ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিধুবাবু একটি টাকা ও কতকগুলি পয়সা কাপড়ে বাঁধিয়া লম্ফ দিয়া বজরা হইতে জলে পড়িলেন এবং সাঁতরাইয়া পারে উঠিয়া ছেলেদের মধ্যে পয়সাগুলি ও কুব্জা মেয়েটিকে টাকাটি দিয়া পুনরায় সাঁতার দিয়া বজরায় আসিলেন। জাহাজ থামাইয়া তাঁহাকে লওয়া হইল। পুনরায় জাহাজ চলিতে লাগিল। (১) বিধু ঘোষ

(১) এস্থানে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষের সামান্য একটু পরিচয় দিতেছি। বিধুবাবু ঢাকা নগরীর ১॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত মাওভাইল নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার অপরিসীম বল ও সাহস ছিল। একবার দ্রুতবেগে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া অক্ষুণ্ণ শরীরে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে বেশী টাকা মাহিনায় কাজ করিতেন। নিত্য-নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় খরচা বাদে, যৎসামান্য রাখিয়া, সমস্ত তথাকার দীনদুঃখী লোকদিগকে দান করিয়া ফেলিতেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে "ফুঙ্গী" অর্থাৎ ধর্ম্মযাজক বলিয়া সম্বোধন করিত। মেয়েরা মন খুলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিত। তাঁহাকে অসাধারণরূপে সম্মান ও বিশ্বাস করিত। বিধুবাবুর অসাধারণ সাধুতা দেখিয়া একজন বড় সাহেব তাঁহাকে একটা (Cross) ক্রস্ উপহার দিয়াছিলেন। স্থানীয় আরও দুই একজন সাহেব তাঁহাকে পাদরীর ন্যায় মর্য্যাদা ও সম্মান করিতেন। একবার একটি 'বল্লম' হাতে করিয়া অল্প কয়েকজন লোক সহ একটা বিদ্রোহ দমন করেন। ব্রহ্মদেশের ধর্ম্মযাজকেরাও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করিত। ঐস্থানে পার্ব্বতীয় জ্বর হওয়াতে তিনি ব্রহ্মদেশ ছাড়িতে বাধ্য হন। ঠাকুরের সেবা কার্য্য ইনি এমনি সুন্দর ও শৃঙ্খলার সহিত দরদ করিয়া করিতেন যে, তেমনটি বড় দেখা যায় না। ইঁহার নিকট সেবা সম্বন্ধে অনেক শিখিয়াছি। ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় শেষ ধূলটে ইঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শন করিয়াছি। ইনি ১৫ দিন পর্য্যন্ত একরূপ অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকিয়া অতি দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। প্রায় সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার ইঁহারই হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ছেলের আসন্ন মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া প্রয়াগে অবস্থানকালে ইনি ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন এরূপ দুঃসাহসের কাজ এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত করিতে পারে এরূপ অতি অল্প লোকই আছেন।

কটকে শিষ্যগণের সহিত মিলন

আমাদের জাহাজ চলিতে লাগিল। আমরা দুই পারের নানারূপ দৃশ্য ও সবুজবর্ণ বৃক্ষশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে উৎফুল্লমনে প্রায় সন্ধ্যাকালে কটকে আসিয়া পৌছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন পণ্ডিত মহাশয় ও নারায়ণপুরের গুরুভ্রাতাগণ, বানরীপাড়ার কৈলাসচন্দ্র বসু, শশিকুমার গুহ, সস্ত্রীক রামকৃষ্ণ গুহ ঠাকুরতা, বাণীকণ্ঠ ঘোষ, সস্ত্রীক ললিত গুহ প্রভৃতি এক সঙ্গেই সামুদ্রিক জাহাজে আসিয়া আমাদের জন্য কটকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা পৌছিলে, তাঁহারা বোটে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন এবং একত্র এক জাহাজে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মধুরবাক্যে তাঁহাদের অন্তরের ক্লেশ দূর করিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রফুল্লমনে বাসায় ফিরিয়া গেলেন। আমাদের পাক সন্ধ্যার পর একখানা ভাড়াটীয়া ঘরে হইল। সকলে ঐ ঘরে যাইয়া আহার করিয়া আসিলেন। আমি, কুলদা ও ঠাকুর নৌকাতেই রহিলাম। ঠাকুর তাঁহার চা খাওয়ার নারিকেলের মালায় করিয়া পরিপূর্ণ একমালা অন্ন ও ডাল তরকারী ব্রহ্মচারীকে আনিতে বলিলেন। অবিলম্বে তাহা আনা হইল। ঠাকুর আহার করিয়া বাকিটা ব্রহ্মচারী ও আমাকে দিয়া বলিলেন, "তোমরা এইখানেই বসিয়া খাও, আর দেরী করিও না।" আমরা দুই ভাই এক পাত্রেই বসিয়া গেলাম। আমাদের আহারের সময়ে ঠাকুর "জয় জগন্নাথ," "জয় জগন্নাথ" বলিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "জগন্নাথের প্রসাদ তোমরা এইস্থানেই পাইলে।" আমরা দুই ভাই আনন্দে ঠাকুরের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া ঐ প্রসাদ একত্রে ভোজন করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে বিশ্বাস মহাশয় কটকের প্রসিদ্ধ উকিল, শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের বাসায় গেলেন। তিনি কলিকাতা হইতে হরিবল্লভবাবুকে আমাদের জন্য পুরীতে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিবার জন্য লিখিয়া দিলেন। তাঁহার আসিতে গৌণ দেখিয়া মণিবাবু ও বিধুবাবু ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিলেন। ইতিপূর্ব্বে গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু রাত্রি ১১টার সময় ঠাকুর কথোপকথনছলে মণিবাবু প্রভৃতির নিকট বলিলেন, "গোযানারোহণে তীর্থে যাওয়া উচিত নয়।" এইজন্যই ইঁহারা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতে বাহির হন।

ঠাকুর বোট হইতে যখন নামিলেন, তখন ১০ টাকার একখানা নোট হাতে লইলেন, এবং এক পা বোটে ও অপর পা 'জোবরার' ঘাটের সিঁড়িতে রাখিয়া অতি বিনীতভাবে করযোড়ে মাঝিদিগকে ঐ নোটখানি দিয়া বলিলেন, "তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে লইয়া আসিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করিবে যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্বামীর দর্শন পাই।" ঘাটের উপরে রাস্তায় শত শত লোক জড় হইয়াছিল। তাহারা ঠাকুরের গৈরিক বস্ত্র ও জটা-শোভিত শ্রীমুখ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল এবং চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বোরাং যাত্রা

অতঃপর তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। যাহার যাহার ইচ্ছা হইল গোযানেও গেলেন। আমরা গাড়ীতে চড়িয়া ধীরে ধীরে কটকের ভিতর দিয়া বোরাং ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কটক ছাড়াইয়া পথে নদী পড়িল। আমরা হাঁটিয়া ঐ নদী পার হইলাম। নদীতে অল্প জল ছিল। জিনিষ-পত্র ক্লেশে পার হইল। নদী পার হইয়া আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে ধীরে বালির উপর দিয়া হাঁটিয়া বোরাং ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। গাড়ীও সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিল। ঠাকুরের গাড়ী প্রায় অধিকাংশ স্থলে বিধুবাবু, সত্যেন্দ্র প্রভৃতি ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন। এইরূপে কষ্টেসৃষ্টে আমরা বোরাং ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এ সময়ে বোরাং হইতে পুরী পর্য্যন্ত রেলের গাড়ী যাতায়াত করিত। মণিবাবু আমাদের জিনিষ-পত্র ওজন করাইয়া টিকেট খরিদ করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা গাড়ী ছিল। মণিবাবু ঐ শ্রেণীরও কয়েকখানা টিকেট খরিদ করিয়া আনিলেন। অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতে গেলেন। ষ্টেশন-গৃহ হইতে গাড়ী অনেকটা দূরে ছিল। পথ কঙ্করময়, ঠাকুর চলিতে ক্লেশ পাইবেন, তাই কুঞ্জবাবু, সরলনাথ, সত্যেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ কম্বল খুলিয়া ঠাকুরের অগ্রে পাতিয়া দিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতাগণের এই সানুরাগ সেবা দর্শনে এখনও চিত্তে উহার আনন্দ অনুভব করিতেছি। বোরাং ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে চড়িয়া প্রায় ১২টার সময় আমরা শ্রীক্ষেত্রে রওনা হইলাম। বোরাং ষ্টেশনে ঠাকুর জল খাইতে চাহিলে, কুঞ্জ ও আমি কূপ হইতে জল আনিয়া দিলাম। শ্রদ্ধেয় মণিবাবু, শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী প্রভৃতি ঠাকুরকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন।

বোরাং হইতে পুরী যাত্রা—তীর্থগুরু মিলন

আমরা বোরাং ষ্টেশন হইতে অনুমান বারোটার সময় রওনা হইয়া অপরাহ্ন প্রায় ৪টার সময় পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পথে এক ষ্টেশনে গরম জিলিপি পাওয়া গেল। উহার কিছু খরিদ করিয়া ঠাকুর ও আমরা সকলে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। খুরদা ষ্টেশন হইতে তিন পাউণ্ড চা খরিদ করিলাম; কলিকাতা হইতে যে ভাল চা আনা হইয়াছিল, রাস্তায়ই উহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এক পাউণ্ড চা জাহাজের খালাসীরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিলে তাহা তাহাদিগকে দেওয়া হয়। "জয় জগন্নাথ স্বামী" বলিতে বলিতে আমরা ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া পুরীর দিকে রওয়ানা হইলাম। সকলেরই অদম্য উৎসাহ; একখানা ঘোড়ার গাড়ী জুটিল, ঠাকুর কিছুতেই গাড়ীতে উঠিলেন না, হাঁটিয়া চলিলেন! শান্তি দিদি, দিদিমাতা ও ছেলেরা গাড়ীতে চলিলেন; মালপত্র সব গরুরগাড়ীতে রওয়ানা হইল। ষ্টেশন হইতে বাসা প্রায় চার মাইল দূরে। ঠাকুর বেশ উৎসাহের সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে বলিতে লাগিলেন, "জগন্নাথ দেবের কিছুই অসাধ্য নাই; এই যে খোঁড়া আমি, আমাকেও দেখ, কি অপূর্ব্ব শক্তিতে লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অপার করুণা।" কিছুদূর অগ্রসর হইলে পাণ্ডা গঙ্গাধর খুঁটিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাইতেছে।" ঠাকুর উহা দর্শন করিবামাত্র অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং যাহার হাতে যাহা আছে সমস্ত গঙ্গাধর খুঁটিয়ার পদতলে দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। সকলেই তাহা করিতে লাগিলেন। কিছুদূর এইভাবে আসিতেছি এমন সময় হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া নামক একটি ছোট ছেলে আসিয়া ঠাকুরকে তুলসী দিলেন। তখন গণেশ পাণ্ডা বলিলেন, "ইনিই গোবর্দ্ধন খুঁটিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আপনাদের প্রকৃত পাণ্ডা; গঙ্গাধর খুঁটিয়া তাঁহার ভ্রাতা, আপনাদের পাণ্ডা নহে।" ঠাকুর ইহা শুনিয়া হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া পাণ্ডাকে একখানি ১০ টাকার নোট দিয়া নমস্কার করিলেন এবং এইস্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া লইলেন।

কীর্ত্তনানন্দে মন্দিরাভিমুখে প্রয়াণ

ধ্বজা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে মত্ত হইয়া চলিলেন। গুরুভ্রাতারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; ঠাকুর কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিধুবাবু প্রভৃতি গান ধরিলেন, "যাদের হরি বলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন করিতেন। ঠাকুর এ সকল গল্প শুনিলেন এবং মঠের ভিতর যাইয়া তথায় ষড়ভুজ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। ঐ মঠের মহান্ত বাবাজী ঠাকুরকে খুব আদর করিয়া একখানা নামাবলী দিলেন, ঠাকুরও উহা খুব আগ্রহের সহিত মাথায় বান্ধিয়া লইলেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধ বকুলের পাতা ও বীজ কুড়াইয়া লইল। এইস্থানে ঠাকুরের ইঙ্গিতে কিছু বেশী পরিমাণে দর্শনী দেওয়া হইল। শ্রীমান অমৃত একটি পাকা বকুলের ফল কুড়াইয়া আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলেন। ঠাকুর উহা তখনই খাইয়া ফেলিলেন।

ঠাকুর একদিন কুঞ্জ ও আমাকে বলিলেন, "ঐ যে সিদ্ধবকুল বৃক্ষটি দেখিয়াছ, উহা হরিদাস ঠাকুরের তপঃপ্রভাবে ও মহিমায় একটি বীজ আকারে পরিণত হইয়াছে।" আমরা উভয়ে পুনরায় একদিন উহা অনুসন্ধান করিতে সিদ্ধবকুলে গেলাম। যাইয়া দেখি বৃক্ষটি যথার্থই বাঁকিয়া প্রণবাকার হইয়াছে। বৃক্ষের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি যেন প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা এ সকল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আসিয়া ঠাকুরকে জানাইলাম, ঠাকুর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না।

চক্রতীর্থ দর্শন

আজ ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সকলে চক্রতীর্থ দর্শন করিতে চলিলাম। তিনি অতি প্রত্যূষে বাহির হইলেন। মন্দিরের নিকট 'টিনদাস বাবাজী'* ও অন্য একটি সাধুকে কিছু পয়সা ও গরুকে ঘাস কিনিয়া দিয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। বালির মাঠ দিয়া চলা বড় ক্লেশকর,

* এই বাবাজী একটা টিন বাজাইয়া ভজন করিতেন, তজ্জন্য সকলে ইঁহাকে 'টিনদাস' বলিত। ইনি একজন কবীরপন্থী সাধক। লোকটি বড় বিনয়ী ও ভজনশীল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্য কাছারির রাস্তায় ঠাকুর চলিলেন। সমুদ্রের কিনারা দিয়া হাঁটিবার যে রাস্তা আছে তাহা ধরিয়া চক্রতীর্থের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া শৌচাদি কার্য্য সমাধানান্তর চক্রতীর্থে পৌঁছিলেন। চক্রতীর্থের নিকটে দুই-একটি মন্দির আছে; তথা হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিলেন এবং ঐস্থানের অবশ্যকরণীয় ক্রিয়া-কলাপ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চক্রতীর্থে জল অল্প; ঠাকুর বসিয়া কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উঠিলেন; আমরা শুইয়া শুইয়া স্নান করিলাম এবং পরে উঠিয়া বালি দিয়া মন্দির প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ তীর্থের কার্য্য-কলাপ করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্মণদিগকে পয়সা দিলেন।

চক্রতীর্থের গল্প হইতে লাগিল। এইস্থানে ব্রহ্মদারু ক্ষীরোদসাগর হইতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া সমুদ্রের চড়ায় লাগে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ স্বয়ং আসিয়া এই ব্রহ্মদারু অতি সমারোহে পূজা, অর্চ্চনা, প্রণতি করিয়া মন্দিরে যজ্ঞবেদীতে লইয়া যান এবং স্বয়ং ভগবানই বিশ্বকর্ম্মারূপে আসিয়া ঐ ব্রহ্মদারু দ্বারা চারি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ গল্প করিলেন। এইস্থানে চক্রনারায়ণ বিগ্রহ আছেন, ঠাকুরের সহিত আমরা যাইয়া দর্শন করিলাম। পূজারী, নারায়ণের জন্য ভাল মন্দির করিতে ২৫ টাকা চাহিল। ঠাকুর বলিলেন, "এখন সঙ্গে টাকা নাই, বাসাতে আসিলে তো দিতে পারি।" তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বাসায় আসিয়া ২৫৲ টাকা লইয়া গেলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ভ্রমণের বড়ই আনন্দ। মন্দির সম্বন্ধে, স্থান সম্বন্ধে, মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কতই গল্প করেন। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়া ও উপদেশ দিয়া সকলকে আনন্দ দিয়া থাকেন। আজ অনেক ভ্রমণ হইল, ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। পানের পর নিয়মিত পাঠ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

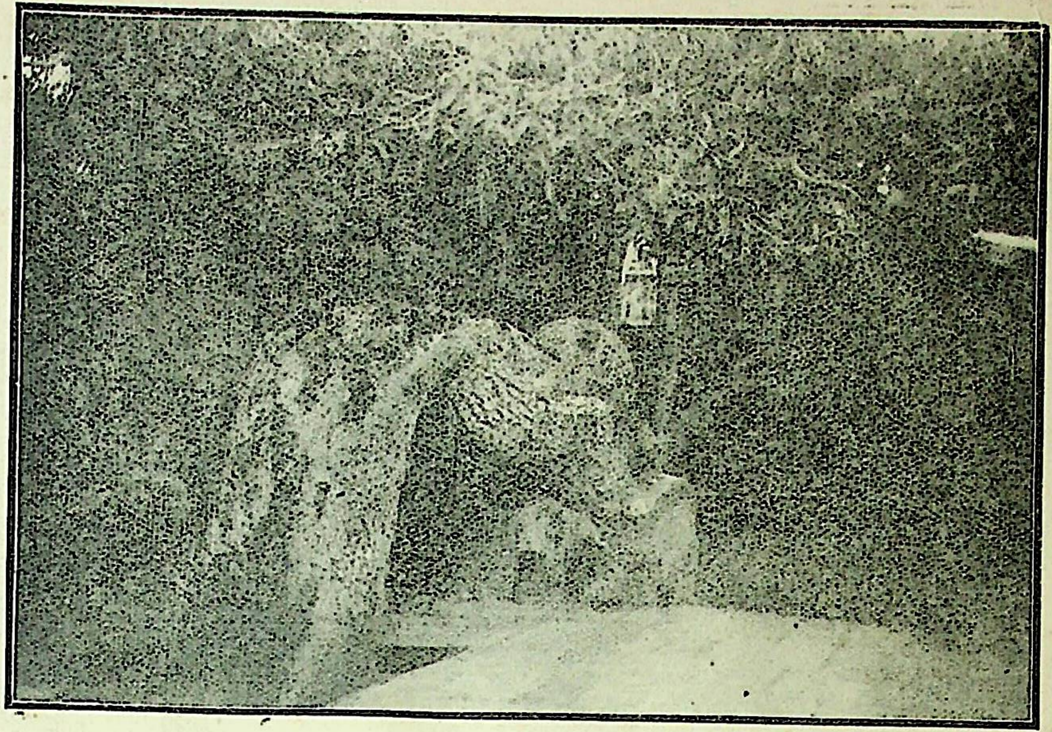

সিদ্ধ বকুল—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

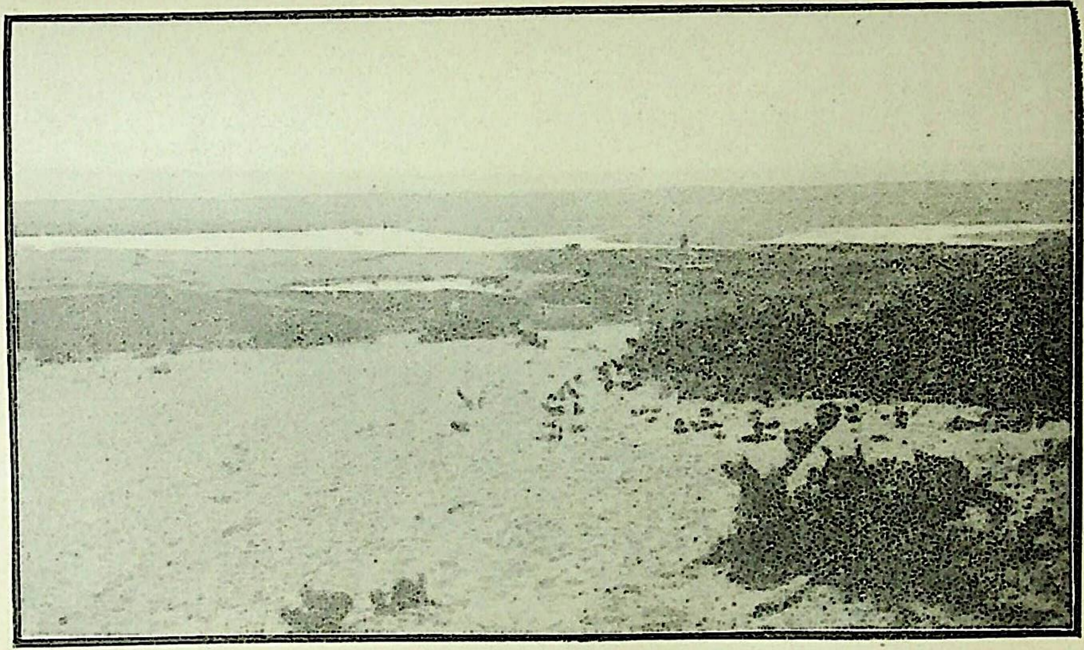

চক্রতীর্থ—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণ্ডিচাবাড়ী ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন

একদিন আমরা 'গুণ্ডিচাবাড়ী' ও 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' দর্শন করিতে চলিলাম। ঠাকুর ভোরে বাহির হইলেন এবং মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলেন। গুণ্ডিচাবাড়ী ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের যজ্ঞবেদী ; তিনি ঐ স্থানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভগবান জগন্নাথদেবের কৃপালাভ করেন এবং তিনি দারুব্রহ্মস্বরূপে চক্রতীর্থে প্রকট হন। ঐ যজ্ঞকালে যে সকল গোদান হইয়াছিল, সে সকল গরুর খুরদ্বারা ভূমি খাত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হইয়াছে। ঐ সরোবরে অকূপা নামে একটি পুরাতন কচ্ছপের কথা, মহাভারতে উল্লেখ আছে। আরও একটি প্রবাদ এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের শীর্ষদেশে যে চক্রাকার প্রকাণ্ড একখণ্ড প্রস্তর আছে, তাহা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কচ্ছপগণ পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া উক্ত স্থানে রাখিয়াছিল। বালি ঢালু করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ার হইয়াছিল, উহারই উপর দিয়া ঐ সকল কচ্ছপ ভগবানের মন্দিরের জন্য এই প্রস্তরখণ্ড বহন করে। যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণেরা এই সকল গল্প করিলেন। পথে 'মাসীমার' মন্দির পড়িল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে যাইতে যাইতে এই স্থানে একদিন বিশ্রাম করেন। 'মাসীমা' অর্থ জগন্নাথদেবের মাসীমা। ইনি ক্ষেত্র রক্ষাকারিণী অষ্ট শক্তির মধ্যে এক শক্তি। কেহ কেহ এই বিগ্রহ দর্শন করিয়া চলিলেন। আমরা যজ্ঞবেদীতে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে চড়িয়া আসিয়া ছয় সাত দিন এই যজ্ঞবেদীতে বা গুণ্ডিচাবাড়ীতে বাস করেন। আমরা গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদী প্রভৃতি দেখিলাম। এই স্থানে একজন প্রহরী ছিল ; সে সকলের মাথায় ঝাড়ু ছোঁয়াইতে লাগিলে ঠাকুর খুব আদর করিয়া কয়েকটা ঝাড়ুর আঘাত

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথায় লইলেন। প্রহরী বেশ দুই পয়সা পাইল। গুণ্ডিচাবাড়ীতে দশ টাকা প্রণামী দেওয়াইলেন।

পরে যজ্ঞবেদীর কূপ দর্শন করিলেন এবং উহা হইতে জল উঠাইয়া কিছু পান করিলেন। আর সকলেও গণ্ডূষে গণ্ডূষে জল পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঠাকুর রান্নাঘর ও চূলা সকল দর্শন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দিকে চলিলেন।

পথে প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "হাজার দু' হাজার বৎসরের গাছ, সকলেই দেবত্ব পাইয়াছে।" পথ হইতে ব্রাহ্মণদের কথায় কয়েক আনার মোয়া কিনিয়া লওয়া হইল, উহা সরোবরের কচ্ছপদের দিতে হইবে। কেহ কেহ এই মোয়া নিজেরাই আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। দোকানিদের একদর ছিল না। সুবিধামত যাহার নিকট যাহা আদায় করিতে পারে তাহাই করিল। তাই অনেকে ঠকিয়া অতি অল্প সংখ্যক মোয়া বেশী পয়সায় কিনিল। শ্রীযুক্ত জগবন্ধুবাবুকে ঠকাইতে পারিল না। তিনি এই বিষয় ঠাকুরকে কথাচ্ছলে বলাতে তিনি বলিলেন, "ধর্ম্মের অর্থ এ নয় যে সকলে বোকা হইবে, সর্পের মত চতুর হইতে হইবে।" এইরূপে কথাবার্ত্তায় আনন্দ করিতে করিতে আমরা সরোবরে পৌঁছিলাম। ঠাকুর সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া জলের নিকট যাইয়া বসিলেন। আমরা সকলে স্নানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর বলিলেন, "যাঁহারা তর্পণাদি পিতৃকার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহারা করিয়া লউন।" জগবন্ধুবাবু ভাল করিয়া পিতৃকার্য্য করিলেন, আমরাও কেহ কেহ ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু পয়সা দিয়া স্নান ও তর্পণাদি করিলাম।

এইস্থানে আসিয়াই ব্রাহ্মণেরা কচ্ছপগুলোকে "কাড়ে", "কাড়ে", "গোপাল", "গোপাল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন; কয়েকটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কচ্ছপ আসিলে, উহাদিগকে মোয়া দেওয়া হইল; উহারা খুব আনন্দ করিয়া খাইতে লাগিল; ঠাকুর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আরও কচ্ছপ আছে, রৌদ্রে উঠিয়াছে, এখন আসিবে না।" এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কার্য্য শেষ করিয়া আমরা ঠাকুরের সহিত উঠিলাম।

ঘাটের কিছু উপরেই 'নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব।' ঠাকুরের সহিত আমরা সকলেই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহাদেব দর্শন করিলাম। ঠাকুর পাণ্ডাদিগকে পাঁচ টাকা দিলেন। আসিবার সময়ে তাঁহার দৌহিত্র দাউজীকে বলিলেন, "দাউজী, মহাদেবের নিকট আশীর্ব্বাদ চাও, যেন বিবাহ করিতে না হয়।" আমরা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের সহিত বাসায় ফিরিলাম, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দক্ষিণা দেওয়া হইল।

ঠাকুর বলিলেন, "ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও গুণ্ডিচার স্থান দেখিলাম। তাহা বহু কালের পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মহাপ্রভু এই স্থান কতই পরিষ্কার করিয়াছেন, আজ এই স্থান দেখিয়া ভালই হইল, আর দেখা নাও হইতে পারে।"

ঠাকুর রামনবমীর একদিন পর আমাদিগকে লইয়া হরচণ্ডি সাহিতে শোভাযাত্রা দর্শন করিতে গেলেন। আমরা রাস্তার ধারে ঘরের বারান্দায় বসিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম। কেহ রাবণ সাজিয়াছে, কেহ দেব, দেবী, সিপাহী ইত্যাদি সাজিয়াছে। আনন্দে দর্শন করিলাম। বাসায় আসিতে রাত্রি হইল। রাস্তায় খুব অন্ধকার বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া বাসা হইতে লণ্ঠন আনা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতানন্দ স্বামী ঃ দোনাচুরি উৎসব

একদিন আমরা ঠাকুরের সঙ্গে জগন্নাথবল্লভ মঠ দর্শন করিতে যাই। তখন তথাকার জগন্নাথবল্লভ মঠের মহন্ত বহু প্রাচীন মহাত্মা ভূতানন্দ স্বামী ঠাকুরকে সমস্ত বাগান দেখাইলেন। পরে মহাবীরের মন্দিরের সন্নিকটে অঞ্জনামায়ীর বেদীর পূর্ব্বধারে একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ৭ দিন একাসনে সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহাতে বুঝা গেল ইহা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই উদ্যানে মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত অনেক সময়ে আসিয়া বিশ্রাম ও কীর্ত্তন মহোৎসবাদি করিতেন।

প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসরের ঘটনা ভূতানন্দ স্বামী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলাতে আমাদিগের কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিল। ঠাকুর বলিলেন, "হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় আমার সহিত একটি প্রাচীন গুজরাটী মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমায় পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, শান্তিপুরে আমার বাড়ী শুনিয়া বলিলেন, "প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত শান্তিপুরের একটি মহাত্মার দেখা হয়। তাঁহার নাম কমলাক্ষ ছিল। তাঁহার একখানা গীতা এখনও আমার নিকট আছে।' আমি বলিলাম, "কমলাক্ষ আমারই পূর্ব্বপুরুষ।"

আর একদিন জগন্নাথবল্লভ মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়ের 'দোনা-চুরি' উৎসব দর্শন করিতে ভূতানন্দ স্বামী আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। জগন্নাথবল্লভ মঠে মহাবীর বিগ্রহের নিকট রামকৃষ্ণ দুই ভাই আসিয়া ঐ 'দোনা' বা 'দমনক' পুষ্প চুরি করেন। আমরা, মহাবীরের নিকট গিয়া জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে রামকৃষ্ণ আসিতে গৌণ আছে বলিয়া ভূতানন্দ স্বামীর কাছে তাঁহার বৈঠকখানায় বসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

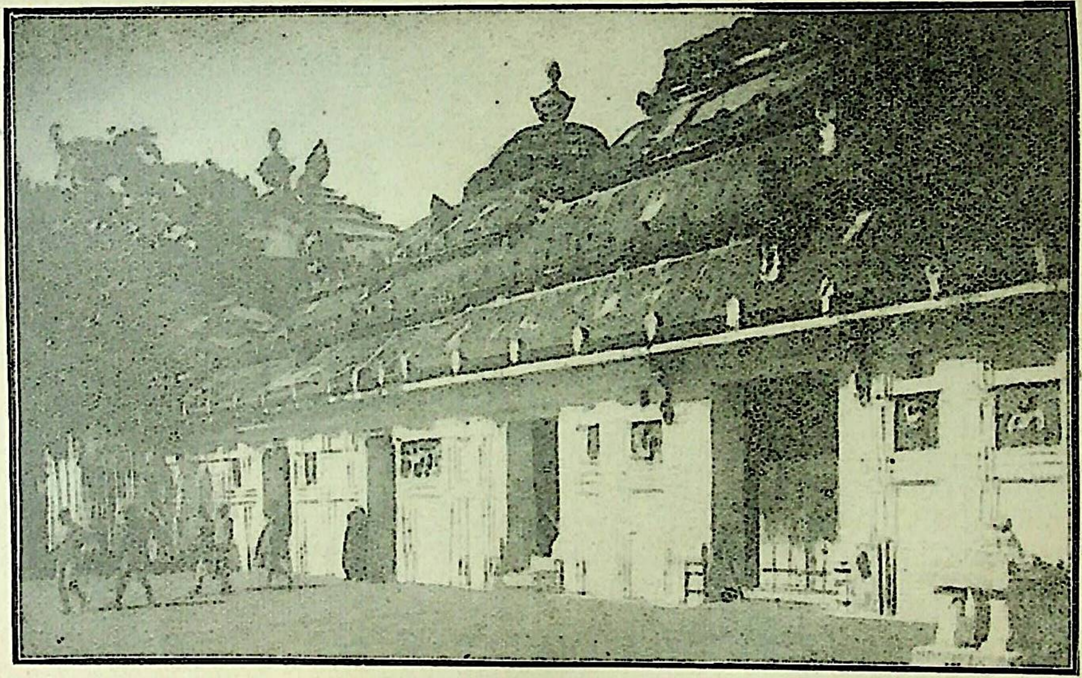

গুণ্ডিচা বাড়ী—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার নিকট হাত পাতিয়া বলিলেন, "আমাকে একটু প্রসাদ দেন।" স্বামীজী প্রসাদ দিলে পর ঠাকুর উহা মস্তকে স্পর্শ করাইয়া খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "এ মহাপ্রসাদ"। আমরাও সকলে ঐরূপ হাত পাতিয়া প্রসাদ পাইলাম।

আমরা নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, স্বামীজী না জানি আজ কি আমাদিগকে খাওয়াইবেন। কিন্তু আজ আমাদের ঐ পর্য্যন্তই।

ইতিমধ্যে ঠাকুর একদিন 'মার্কণ্ডেশ্বর' মহাদেব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিধুবাবু ও সরলনাথকে ধরিয়া সরোবরে নামিয়া জল স্পর্শ করিলেন। পরে মহাদেব দর্শন করিয়া ফিরিলেন।

লোকনাথ দর্শন ঃ সত্যভামার দর্পচূর্ণ

সকালবেলা ঠাকুরের সহিত আমরা লোকনাথ মহাদেব দর্শন করিতে বাহির হইলাম। লোকনাথ মহাদেবের মন্দির শ্রীমন্দির হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এ দেশের লোকে লোকনাথ মহাদেবকে বড় মান্য করিয়া থাকে; বিপদে পড়িলে 'লোকনাথ মহাদেব' ও 'বিমলামায়ীর' দোহাই দেয়। সেবার বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। শিবরাত্রির সময়ে আপামর সাধারণ লোক তথায় উপস্থিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করে। বহু দূরদেশ হইতেও লোকের সমাগম হয়।

আমরা ঠাকুরের সহিত আনন্দ করিতে করিতে বাহির হইলাম। মন্দির পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথের ধারে একটি প্রকাণ্ড মহাবীরের বিগ্রহ দর্শন হইল এবং মহাবীরের গল্প হইতে লাগিল। একটি দৃশ্য ঠাকুরের চক্ষে পড়িল, আবেশে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, "সেবকের জয় চিরকালই; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আজ কত যত্ন করিয়া নিজহস্তে মহাবীরকে সাজাইতেছেন। মাথায় মুকুট পরাইয়া মণিমাণিক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা আদরে সাজাইয়া দিতেছেন। মহাবীর আনন্দে অধির হইয়া যোড়হাতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে! ভক্তদিগকে প্রভু এরূপ কতই আদর করিয়া থাকেন। ইনি তো সামান্য নন—রুদ্রাবতার।

পথে ঠাকুরকে একটা গরুতে গুঁতাইতে অগ্রসর হইতেছিল। বিধুবাবু তাহাকে শিং ধরিয়া টানিয়া অন্যদিকে লইয়া গেলেন। মন্দিরে যাইবার পথটি বড়ই সুন্দর, দুধারে বড় বড় বটবৃক্ষ, বহুকালের অতীত কাহিনী যেন ব্যক্ত করিতেছে। পথে যাইতে যাইতে ঠাকুর অশ্বত্থ গাছের নূতন পাতা বানরদিগকে খাইতে দেখিয়া বলিলেন, "সত্যভামার দর্পভঙ্গ সময়ে হনুমান আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া গরুড় বলিল 'অশ্বত্থ গাছের নূতন পাতা খেয়ে বুঝি তোর বল হয়েছে ?' হনুমান বলিল, 'কি কিচির-মিচির কর্‌ছিস্' এই বলিয়া বাঁধিয়া লইয়া চলিল। পথে সুদর্শন বাধা দিল। মহাবীর গরুড়কে বগলে পূরিয়া লইলেন এবং সুদর্শনকে অঙ্গুরীরূপে পরিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, 'সত্যভামা, বড় বিপদ, শীঘ্র সীতা হও।' সত্যভামা পারিলেন না। রুক্মিণী ধ্যান করিয়া সীতা হইলেন। হনুমান রামরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন 'ওটা কি ?' হনুমান বলিলেন, 'পথে একটা পোষা পাখী টেঁ টেঁ করিতেছিল, ধরিয়া আনিয়াছি।' কৃষ্ণ, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও' বলাতে হনুমান ছাড়িয়া দিলেন। পরে বলিলেন, 'শুনেছি আমার মাকে ছাড়াও হাজার হাজার বিয়ে করেছ। দুই একটা দেখাও ত হাড় পিষে দি।' সত্যভামার আক্কেল গুড়ুম !"

আমরা এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের সহিত আনন্দ করিয়া লোকনাথ দেবের মন্দিরের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর কিছুকাল এধার-ওধার দর্শন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবকেরা ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবে, তাই কিছু ভিক্ষা চাহিল ; যাহার হাতে যাহা ছিল সব দেওয়া হইয়াছে ; ঠাকুর আরও ১০টা টাকা চাহেন ; অন্বেষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আছে, আছে," এই বলিয়া পান্নার মাতার দিকে তাকাইয়া "টাকা আয়, আয়, আয়" বলিতে লাগিলেন। আমরা হাসিতে লাগিলাম ; পান্নার মাতাও হাসিয়া একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। আমি ঠাকুরের আদেশে উহা সেবকদিগকে দিয়া দিলাম। প্রতিদিনই ঠাকুরের সহিত বাহির হইবার কালে পান্নার মা কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়া যাইতেন। ঠাকুরের প্রয়োজন হইলে অমনি উহা দিয়া দিতেন।

মন্দিরে লোকনাথের বাগানে বড় সুন্দর সুন্দর আম হইয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, "খুব সুন্দর আম তো ; মাটি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে।" আমি ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডাদের নিকট হইতে কাঁচা দুটি আম চাহিয়া লইলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরকে উহা দেখাইলাম ; তিনি খুব আনন্দ করিয়া উহা কাটিয়া আনিতে বলিলেন, নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সকলকে দিতে বলিলেন।

স্বামী দেবপ্রসাদের পুরী আগমন

আজ আমাদিগের গুরুভ্রাতা স্বামী দেবপ্রসাদ বহু স্থান ঘুরিয়া পুরী পৌছিলেন। তিনি বোম্বাই সহরে জজ রাণাল্ড মহাশয়ের বাটীতে মাসাধিক কাল ছিলেন। জজ মহাশয় স্বামীজীর সুন্দর চরিত্র, আশ্চর্য্য বিদ্যাবত্তা এবং সন্ন্যাসবেশ দেখিয়া নিজের পরিবারের ভিতরে উঁহাকে মাসাধিক কাল রাখেন। ঐ সময়ে তাঁহার পুস্তকাগারের বহু গ্রন্থ দেবপ্রসাদ পাঠ করেন। তিনি পুনায় চারি মাস ছিলেন। পঞ্চবটীর এবং উজ্জয়িনীর মেলা দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রম হইয়া পুরীতে আসেন। ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে অতি আদরে গ্রহণ করেন ও একখানা ভিন্ন ঘর তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং তাঁহার নাম দেবপ্রসাদ রাখেন। তিনি কাশীতে 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, বোম্বাই হইতে 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ আনাইয়া ঠাকুরকে উপহার দেন। ঠাকুরের আদেশ মত স্বামীজী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে আসন করিয়া বসিতেন ও ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিতেন, কখন কখন ধ্যানস্থ হইয়াও থাকিতেন। স্বামীজী পুরী পৌঁছিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ঠাকুর কুঞ্জকে বলিলেন, "স্বামীজী এখানে আসিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন এরূপভাবে একখানা চিঠি কানপুরে মন্মথের নিকট, অপর একখানা কলিকাতায় অভয়বাবুকে লিখিয়া দাও।" কুঞ্জ তাহাই করিলেন। পত্র দু'খানার মর্ম্ম স্বামীজী কিছুই জানিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ পুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী আসিবামাত্র ঠাকুর আমাকে ও কুঞ্জকে, দিদিমার ঘরের নিকট-বর্ত্তী মহাপ্রসাদ রাখিবার ঘরের সংলগ্ন কোঠাটি জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতে বলিলেন। কিন্তু ঐ ঘরে কয়েকটি গুরুভগিনী থাকিত বলিয়া দিদিমা তাহাতে বিশেষভাবে আপত্তি করিতে লাগিলেন। উহা ঠাকুরকে বলিতে তিনি বলিলেন, "এখনই যেয়ে ওঘরের জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া দেও। উঁহাদের জন্য এ বাড়ী করা হয় নাই। উঁহারা অন্যত্র গিয়া থাকিতে পারেন।" আমরাও অমনি জিনিষ-পত্র সরাইয়া ঘর পরিষ্কার করিলাম। ওখানেই স্বামীজীর থাকিবার স্থান হইল।

আমাদের গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময়ের কতকগুলি ঘটনা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত ৫ই হইতে ১১ই বৈশাখ পর্য্যন্ত দিনলিপির কিছু কিছু বিবরণ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

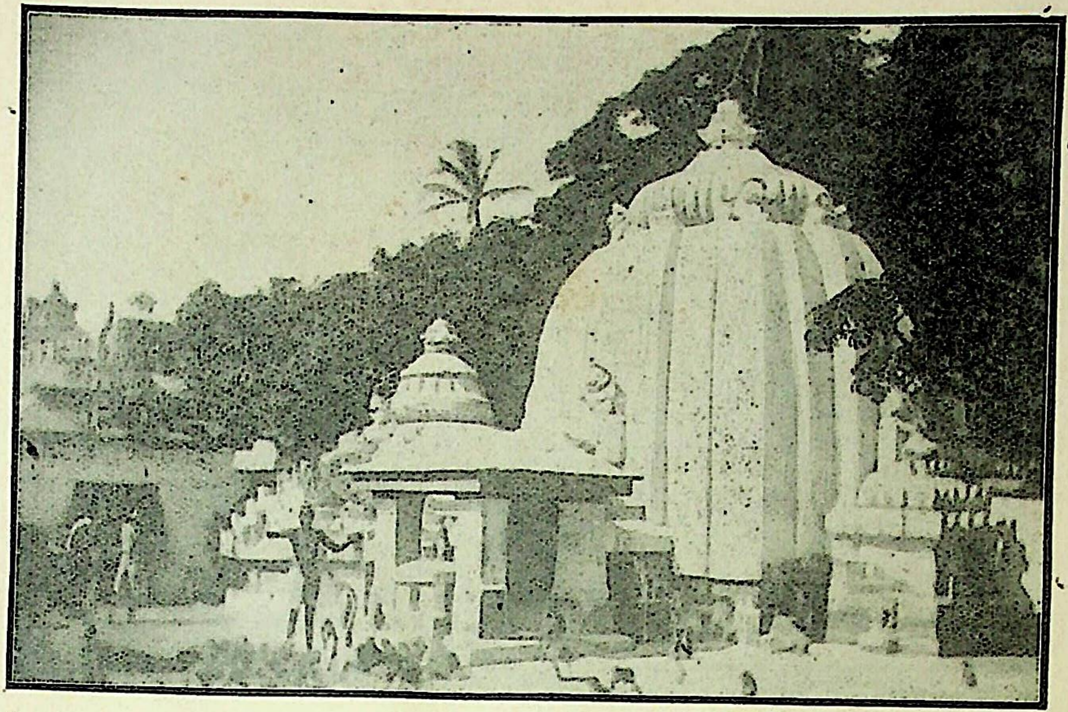

লোকনাথ দেবের মন্দির—পুরীধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

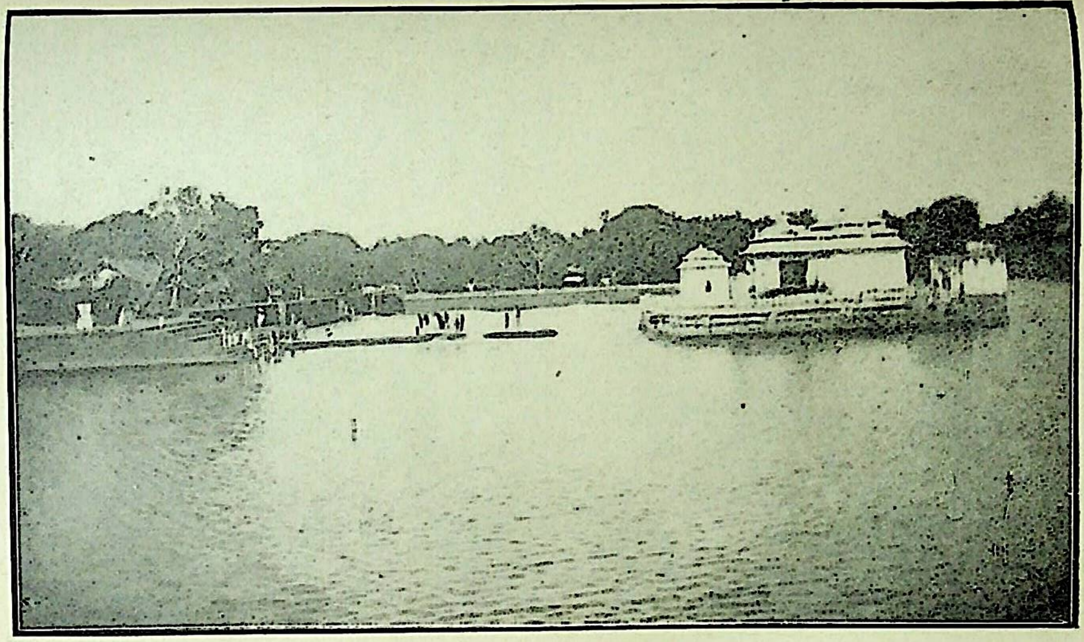

নরেন্দ্র সরোবরে চন্দনযাত্রার মন্দির—পুরীধাম

৯৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা ও দান

ঠাকুর সতীশকে বলিলেন "কাল রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, নরেন্দ্রের পারে যে সব সাধু থাকেন তাঁহাদের বড় কষ্ট। তুমি দেখিলে ? কেমন ?

সতীশচন্দ্র—আমি স্নান করিয়া আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই।

ঠাকুর—যেদিন কিছু দান করা না হয়, তাহাকে মনু বলিয়াছেন, বন্ধ্যা দিন। বিধু, আজ নরেন্দ্রের পারে যাব, দেখতো দুটি টাকা যদি যোগাড় করিতে পার।

টাকা যোগাড় হইল। ঠাকুরের সহিত আমরা নরেন্দ্র সরোবরের দিকে চলিলাম। সতীশ পথে যাইতে যাইতে ঠাকুরকে বলিলেন, "বাসায় একটি সাধু আসিয়া বলেন, "খাইতে দাও", আমি বলিলাম, "যাহা ছিল বাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।" সাধু বলিল, "একটু জল দাও।" জল আনিতে যাইয়া মনে হইল, দুটা প্রসাদও দেই, সাধুকে আর পাইলাম না ; খুঁজিতে খুঁজিতে ধর্ম্মশালায় গেলাম, তথায়ও না পাইয়া একটি পীড়িত সাধুকে ঐ প্রসাদ ধরিয়া দিলাম।" তিনি মালা জপ করিতেছিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বড় ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন, " 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং নিজের ইষ্টদেবের পূজা, চাহিলে দিলে—দান, অযাচিত ভাবে দিলে—নিজ ইষ্টদেবের পূজা। ধর্ম্মশালায় অনেক ভদ্রলোক থাকেন, তা না হ'লে ঐ সাধুটি জগন্নাথ স্বামী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, বলিতে পারিতেন না। দেখিও, যদি তিনি না আসেন তবে সেদিন ওঁর জায়গায় প্রসাদ পৌঁছাইয়া দিও।" নরেন্দ্রের পারের সাধুদের স্থানে পৌঁছিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা কেমন ছিলেন ?" ইতিমধ্যে বিধুবাবু দুইটি টাকা দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুরা—"আমরা কষ্টে ছিলাম, দুইটি টাকা হইলে আমাদের এক কাপড়ের ছাউনি হয়।"

ঠাকুর—বিধু, পাঁচ টাকা যোগাড় করিতে পারিবে ?

বিধু—দেখি বাসায় গিয়ে,—এই বলিয়া বিধুবাবু বাসায় চলি গেলেন। ঠাকুরকে একজন সাধু দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও নির্ব্বাক হই রহিলেন। তিনি বস্ত্রহীন ছিলেন। ঠাকুর আমাদিগকে বলি লাগিলেন, "এখানে আসিলে পর, গৈরিক বস্ত্র দান করিতে, আমা কোন মহাত্মা নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'এ তোমার বে যাঁহারা গুরু হইতে অধিকার লাভ না করেছে, তাহাদিগকে গৈরিক দে হইবে না।' ইনি সে অধিকার পেয়েছেন কি না জানি না।" এই সক কথা শুনিয়া সতীশ ও শ্রীধর নিজ নিজ বস্ত্র ছাড়িয়া ঐ সাধুটিকে দিলে তখন সতীশকে ঠাকুর বলিলেন, "আজ তোমার বস্ত্রহরণ হইয়া গে যে পর্য্যন্ত সকলকে তেনাচুর না করিব সে পর্য্যন্ত আমি ছাড়িব না।"

সতীশ—"তাই চাই।" বিধুবাবু আসিলে সাধুদিগকে টা দেওয়া হইল।

"ঠাকুরের ভাবে উক্তি"

রাত্রিকালে মাণিক মাথায় কালো একটি ছেলে ঠাকুরের নি প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুর—"তোমার ভোগে এত কাঁকর ও ধান কেন ঠাকুর (জগন্নাথদেব)—"আমি আর কি ইহা খাই ? যে জিনিষ আ খাই তাতে আমার গায়ের গন্ধ পাইবি।" (১)

---

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রকার ভগবানের অধরামৃতযুক্ত মহাপ্র 'সুকৃতি লব্ধ ফেলালব' বলিয়াছেন। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্তলীলা, পরিচ্ছেদ।) পক্ষান্তরে ঠাকুর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, মন্দির হইতে যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি সাধু পয়সা চাহিতে ঠাকুর তাহাকে চারি পয়সা দিতে বলেন। সারদা তাহাকে ১ পয়সা দিল। আমি বলিলাম "দেখুন ভাগ্য কি? আপনি বলিয়াছেন এক আনা দিতে, সারদা দিয়া আসিল ১ পয়সা।" ঠাকুর বলিলেন, "জগবন্ধু দেখিলেন লোকটা নিতান্তই কিছু না পাইয়া যায়, তাই প্রেরণা করিলেন।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "জগবন্ধু দয়াল কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাঁহার হাত নাই।" ঠাকুর—"হাঁ ভাগ্য কি বদলান যায়? তবে গুরু উপদেশ মতে ভগবদ্ ধ্যানে থাকিলে প্রারব্ধ কিছু করিতে পারে না। মার্কণ্ডেয়কে যম নিতে আসিলেন। উনি তখন ধ্যানে। যম কিছুই করিতে পারিলেন না। মার্কণ্ডেয় চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন কল্পান্তর হইয়াছে। কালকেই কালে পেয়েছে। পরে মার্কণ্ডেয় ভগবানের মায়া দেখিতে চাহিলে, সে সময় তাঁহাকে কুমীরে খাইতে আসিল। তিনি ভয় পাইলেন ভগবানের পেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরে সেই প্রারব্ধের ভোগটা (ভগবানের) পেটের ভিতর গিয়া করিতে হইল।"

(আটকে ভাঙ্গা) খোলার উপর দিয়া ঠাকুরের বেগে গমন। ঠাকুর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "জগন্নাথদেব চোর। উনি লোচ্চার শেষ সীমা, সাধুরও শেষ সীমা; নানা খেলা।" বাসায় আসিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আজ জগবন্ধু বলিলেন, 'চড়ার উপর দিয়া যা। পায়ে বিন্ধিলে আমায় তুই চড় দিস্'।"

আসে সমস্তই মহাপ্রসাদ, সমস্তেই ভগবানের দৃষ্টি পড়ে। মহাপ্রসাদ 'ভাল মন্দ' বলিয়া বিচার করাতে ঠাকুর একদিন শাসন করিয়াছিলেন।

পুনরায় একদিন আহারান্তে শ্রীধর ঘোষ মহাশয়কে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, কি দুর্মতি, আজ মহাপ্রসাদে ধান ছিল; তাহা বাছিয়া খাইয়াছিলাম; এইরূপ করিতে নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু রাত্রিতে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ জগবন্ধু বলরাম সমুদ্রে ডুবাডু করছেন। দেবলীলা বিচিত্র! সুভদ্রা নিষেধ কর্চ্ছেন।"

নরেন্দ্রের ব্রহ্মচারী

আজ প্রাতে ঠাকুর নরেন্দ্রে গেলেন। সাধুদিগকে এক টাকা দেও হইল। নরেন্দ্রের তীরস্থ শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশের এক ব্রহ্মচারী নিকটে উপস্থিত হইলেন। একজন বাড়ীর ভিতরে যাইয়া খবর দি ঘর হইতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমার এই মরণকাল, প্রভুকে ভিত আস্‌তে বল।" ঠাকুর ভিতরে যাইয়া বসিলে তিনি বলিলেন, "আমা চালের ছাউনি নাই, ১০৲ টাকা লাগিবে। চন্দনযাত্রার দ্বার খুলি হইবে, ভোগ দিতে ২২৲ টাকা লাগিবে। এ কুটীর দালান হলে ভা তাহাতে চারি শত টাকা লাগিবে।" ঠাকুর—আমাদের যখন যা আ তখনই খরচ হইয়া যায়। এখন ত খালি হাত। সম্প্রতি কিছুই নাই ব্রহ্মচারী—আমার অদৃষ্ট। ঠাকুর বাসায় আসিয়া তিন টাকা তি দিনের চন্দনযাত্রার ভোগ ও দরজা খোলার জন্য দিলেন। পরে নয় টা দিদিমাকে দিয়া ঘর ছাউনির জন্য পাঠাইলেন।

বৈকালে ঠাকুর নরেন্দ্রের পারের ব্রহ্মচারীর কথা উঠাইলে ঠাকুর—দেখ বৃদ্ধকালের দশা। এক পরমেশ্বর বিনা ভরসা নাই স্বার্থনাশ হইলে তাহাতে প্রেম হয়, যেমন গোপীদের। সেতো দূ কথা। জীবে দয়া হইলে কিছুই হয় না।

দাদা গোঁসাইয়ের আত্মপুরুষ দর্শন

যোগজীবনদাদা রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি আসিয়া ঠাকু তাহা বলিলেন :—"মাতা ঠাকুরাণীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিলাম ; পরে আ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ মূর্ত্তিও অতি উজ্জ্বল দেখিলাম; আমার দেহটা দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ উজ্জ্বল মূর্ত্তির নিকট আমি প্রশ্ন করিলাম,—তুমি কে? উত্তর হইল,—"আমি আত্মপুরুষ"। পরে মাতাঠাকুরাণীকে আবার দেখিলাম, এ কিরূপ?" ঠাকুর বলিলেন, "যাহা দেখিয়াছ তাহাই যথার্থ স্বরূপ।"

দাদা গোঁসাই—তবে এ সব পাপ কেন? ঠাকুর—ও সব কিছুই নয়। প্রারব্ধ মাত্র। তোমার নূতন ইচ্ছা নাই। তা থাকিলে নূতন কর্ম্ম হইত। ভগবান আপনার ফেরে পড়িয়া আপনাকে কৌশলে বাহির করেন। দৃষ্টান্ত গুটীপোকা। গুটীর মাঝে পোকা আপনার লালে বদ্ধ হয়। প্রজাপতি উপরে বসে, তখন তা দেখে তার ধ্যানে নিজের পাখা হয়, পরে উড়িয়া যায়। সে দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ খাটে না। ঐ কৌশল ভগবান কাহাকেও জানান না; অবতার হইয়া "হা সীতা," "হা সীতা" বলিয়া কত কাঁদাকাটি করিলেন। যখন কর্ম্মের শেষ অবস্থা জন্ম আর হবে না, তখনই এইরূপ দর্শন মিলে; কাহাকেও বলিস্ না।"

কামাখ্যায় অহিংসা

আজ ঠাকুর প্রাতে দর্শনে গেলেন, কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আফিং খেয়ে কামাখ্যার পুরুষেরা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কাজকর্ম্ম করে। পঞ্চক্রোশী কামাখ্যায় হিংসা নাই। একদিন অচলানন্দ পুকুরের এক পাড়ে আছেন, অন্য পাড়ে বাঘ আসিল। সকলে দেখিয়া ভীত হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, "এখানে হিংসা নাই। ভীত হইবেন না।" বাঘ জল খাইয়া চলিয়া গেল। অন্য একদিন স্বামীজী পায়খানায় গিয়াছিলেন; 'হুম্' করিয়া বাঘ আসিল। নিকটে আলো ছিল, মুখ দেখিয়া একপাশ হইয়া চলিয়া গেল। সে দিন ওঁরও কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় হইয়াছিল।" ঠাকুর আরও বলিলেন, "এক সময়ে একটি বৃষ চরিয়া চরিতে কামাখ্যায় পঞ্চক্রোশীর বাহিরে যায়, অতি প্রকাণ্ড একটা অজগর উহাকে টানিয়া বেড়িয়া হাড়গোড় পিশিয়া গিলিয়া ফেলিল।"

এক মিশনারী সাহেব গোরখপুর হইতে সাধনপ্রার্থী হইয়াছেন বোধ হয় মনোরঞ্জনের (১) নিকট শুনিয়া প্রার্থী হইয়া থাকিবে। ঠাকুর বলিলেন, "এখন সাধন পাবে না।" কলিকাতায় গেলে যে পুনরায় প্রার্থনা জানায়, এই মর্ম্মে পত্রের উত্তর দিতে বলিলেন।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে এক ব্রাহ্মণকে কম্বল ও ধু দেওয়াইলেন।

---

(১) আমাদিগের গুরুভ্রাতা ৺মনোরঞ্জন গুপ্ত গোরখপুরে মিশনারি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

চন্দনযাত্রা উৎসব

চন্দনযাত্রা ঃ নরেন্দ্রের পূর্ব্বে স্বর্ণ মন্দির

১২ই বৈশাখ, ১৩০৫ সাল। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। ঠাকুর ভোরে সমুদ্র-স্নানে গেলেন। ঠাকুর বৈকালে আমাদিগকে লইয়া নরেন্দ্র সরোবরে চন্দনযাত্রা মহোৎসব দর্শন করিতে চলিলেন।

বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া হইতে এই যাত্রা আরম্ভ হয়; একুশ দিন ব্যাপিয়া ভগবানের এই জলকেলি লীলা হইয়া থাকে। ইহা পুরী-বাসীদিগের জাতীয় উৎসব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে সত্যভামা ও মহালক্ষ্মী দেবীকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্ণ তিন চারিটার সময় শ্রীমন্দির ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র সরোবরে এই জলকেলি করিতে বাহির হন। নরেন্দ্র সরোবরের অপর নাম 'চন্দনতলাও' অথবা চন্দনপুকুর। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বকীয় বিশাল বিগ্রহে বাহির না হইয়া মদনগোপাল নামক ছোট প্রতিনিধি বিগ্রহে বাহির হন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাণ্ড বিগ্রহ বহন করিয়া আনা নেওয়া সেবকদের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর। তাই তিনি এই মদন-গোপাল বিগ্রহে সাধারণতঃ যাওয়া-আসা প্রভৃতি নানা লীলাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল প্রতিদিন অপরাহ্ণে মহিষীদের সহিত অপূর্ব্ব ফুল-সাজে সজ্জিত হইয়া, 'বড়দাণ্ডের' রাস্তা দিয়া আসিতে থাকেন। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথের পার্শ্বস্থিত অনেক বাড়ী ও মন্দির হইতে তাঁহাকে ভোগ দেওয়া হয়। তিনি ভোগ পাইতে পাইতে, নানারূপ সংকীর্ত্তন, চামর ব্যজন, গীতিবাদ্য স্তুতির সহিত অগ্রসর হইয়া চন্দনপুকুরে আসি নৌকায় উঠেন।

তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ নামক দুই বিগ্রহ ভিন্ন দোলাতে চড়ি অগ্রে অগ্রে আসেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ পঞ্চ মহাদেব আসিয়া রামকৃষ্ণের অন্য নৌকায় উঠেন। এই পঞ্চ মহাদেব পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত—মার্কণ্ডেয়েশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, যমেশ্বর, কপালমোচন এবং লোকনাথ। ইঁহারাও প্রতিনিধি বিগ্রহে আসেন। নৌকায় মদন গোপালের সম্মুখে দেবদাসীরা নৃত্য ও জয়দেব গান করেন এবং অ নৌকায় রামকৃষ্ণ পঞ্চ মহাদেবের সম্মুখে নৃত্যগীতে সুশিক্ষিত স্থানীয় ছে ছেলেরা অপূর্ব্ব মধুর নৃত্য ও গীত করেন। ইহাদিগকে স্থানীয় ভা 'আকৃড়া পিলা' বলে। অন্য একখানা নৌকায় বাজনা বাজান হ এই সকল নৌকায় নরেন্দ্র সরোবরে ঠাকুরেরা ভ্রমণ করেন এবং তাঁ তীরে ঘুরিয়া জলমধ্যস্থিত মন্দিরের সম্মুখে আসেন। যখন বিগ্রহ স নরেন্দ্রের তীরে তীরে নৌকায় ঘুরিয়া আসেন তখন তীরে বহু লোক দলে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া এবং কতক লোক পরিক্রমা করিয়া ঠাকুর চামর ব্যঞ্জন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকেন। ঐ নরে সরোবরের মধ্যে ছোট একখানি মন্দির, ভোগশালা, চন্দনের জলে ছোট চৌবাচ্চা ও পঞ্চ মহাদেবের বসিবার জন্য ছোট ছোট পৃথক্ এ মন্দির আছে। মদনগোপাল মহিষীদের সহিত তাঁহার মন্দিরে চন্দ চৌবাচ্চায় আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গ্রীষ্মের তাপ দূর ও কিছুক্ষণ উহা জলকেলি করেন। তৎপরে বেশভূষা করিয়া অপূর্ব্ব ফুলসাজে স হইয়া নানারূপ জলপান (ভোগ) গ্রহণ করেন এবং পুনরায় বিহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশীথ সময়ে সেবকদের সহিত শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। মদনগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহগণ যখন বড় রাস্তা ধরিয়া শ্রীমন্দিরে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সম্মুখভাগ অপূর্ব্ব দীপমালায় আলোকিত করা হয় এবং সেবকেরা সুমধুর-স্বরে জয়দেব গান করিতে করিতে ঠাকুর লইয়া মন্দিরে যান। এই সময় মদন-গোপালের বিগ্রহ অতীব দর্শনীয় হয়। অনেকেই ইহা দর্শন করিয়া এবং অতীব মধুর সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, এই সময়ে যথার্থই বিগ্রহে কখন কখন ভগবানের আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঠাকুর প্রতিদিন আমাদিগকে লইয়া এই উৎসব দর্শন করিতে চন্দন-তলাও যাইতেন। কখন কখন বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেও যাইতেন। মদন-গোপাল প্রভৃতি ঠাকুরদের নমস্কার ও এক এক টাকা দর্শনী দিয়া লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেন। চন্দনতলাও যাইয়া দক্ষিণপারের বড় ঘাটের পশ্চিমপার্শ্ব সংলগ্ন যে বট বৃক্ষটি আছে উহার নিকটে বসিয়া কখন কখন ধ্যানস্থ হইতেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে সুন্দর কৌতুক করিতেন। একদিন বারেন্দায় দাঁড়াইয়া অশ্বিনী ও কুঞ্জকে বলিলেন, "দেবদাসীর নাচ দেখ বে?" এই বলিয়া হাতের দণ্ড দেওয়ালের গায়ে রাখিয়া বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইলেন এবং কটিদেশ দোলাইয়া দক্ষিণহস্ত নাড়িতে নাড়িতে তালে তালে পা ফেলিতে লাগিলেন।

একদিন নরেন্দ্রের পারে বসিয়া কিছু পরে আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ওপারে ঐ গাছের মাঝখানে কিছু দেখছ?" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন, "ঐ গাছের শূন্য মধ্যস্থানটি যেন একটি মন্দিরের আকার নিয়েছে।" ঠাকুর বলিলেন, "একটি সুন্দর মন্দির দেখা যাইতেছে, যেন সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।" (১)

---

(১) পরে এইস্থানেই ঠাকুরের দেহ সমাহিত হয় এবং তদুপরি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও সাম্প্রদায়িকতা

আজ ১৩ই বৈশাখ, ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। (১) পথে স্বামী দেবপ্রসাদের সহিত বৈষ্ণবদিগের ভেকের কথা হইল। ঠাকুর বলিলেন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন না থাকিলে, তাহাদের বলিয়া গ্রহণ করেন না, ইহা মহাপ্রভুর মত নয় বা গোস্বামীদের কোন গ্রন্থে দেখা যায় না।"......ইহা বলিয়া বৈষ্ণবের লক্ষণ—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা; অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এবং "আদৌ শ্রদ্ধা" ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ঢাকার আশানন্দ বাউলের কথা হইল। আশানন্দ বাউল অতি গোপনে একদিন ঠাকুরকে বলিল, "বীর্য্যই পরমেশ্বর,·· ······ তাইতে সৃষ্টি!" ঠাকুর বলিলেন, "তবে যে 'হরি হরি' বলেন?" আশানন্দ—সে কেবল লোক সংগ্রহার্থে। আমিই ত স্বয়ং কল্কি অবতার। ঠাকুর—সকলকে কি এই শিক্ষা দেন?.........

নারায়ণগঞ্জের আশানন্দের যে শিষ্যটি সব ছাড়িয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল, সে আসিলে এই কথা উঠিল। তাকে ঠাকুর বলিলেন, "এ পথে নরকে যাবেন।" সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আমিও ত তাই বলি।"

বশিষ্ঠদেবের উপদেশ : নরলীলা

গত রাত্রে যে একজন পুলিশ, এক চোর আমাদের বাসায় চোরাই ঘটী রাখিয়াছে বলিয়া অনুসন্ধান করিতে আসে ও তাহাকে যে সতীশ

(১) সতীশের ১৩ই বৈশাখের দিনলিপি হইতে সংগৃহীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তর্জ্জন করিয়া তাড়াইয়া দেয় সে সম্বন্ধে কথা উঠিল। ঠাকুর বলিলেন, "আমাদের যে সব লোক, হয়তো তাহারা চোরকেই দণ্ডবৎ দিলেন। তাতে গোলমাল হওয়ার কথা। সব কাজই বিচারপূর্ব্বক করিতে হয়। শম, দম, বিচার, সাধুসঙ্গ, সকল কার্য্যে আসিলে আর ক্লেশ পাইতে হয় না। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, মুক্তির দ্বার চারিটি—শম, দম, বিচার ও সাধুসঙ্গ। একটি অবলম্বন করিয়া চলিলেই লোকে মুক্তিলাভ করিতে পারে। চারিটির আর কি কথা? শম—বাহিরে আফিসে কাজকর্ম্ম করে কিন্তু অন্তর ঠাণ্ডা। বাহিরের ঘটনায় স্পর্শও করে না। শম না থাকিলে পরের দোষ দেখা হয়। দম—হাত, পা, চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। শান্তিপুরে এক বুড়া তাঁতি ছিল। সে কৃষ্ণভক্ত। আমরা ছোটকালে তাহাকে খেপাইতাম। 'তাঁতি তাঁত বুন্‌তে গন, তুটো কৃষ্ণকথা শোন'। সে তেড়ে মারিতে আসিত। একদা নিকটে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, সে একজন সমবয়সীকে বলিতেছে, 'ছেলেদের মত বন্ধু আমার আর কেহ নাই। আমি উহাদিগকে ঠাট্টাভাবে মারিতে উঠিয়া হাত সংযম করিতে শিখি।' তখন আমার বয়স আট বৎসর। এখনও আমার উহা মনে আছে। বিচার না থাকিলে এইরূপ কষ্টে বিপদে পড়িতে হয়। সাধুসঙ্গ না হইলে অভিমান বাড়ে।" কথায় কথায় বলিলেন, "মহাবীর যে রামচরিত লিখেন (মহানাটক) তাহাতে আছে বিশ্বামিত্র ঋষি যাঁহার ঘটকালী করিলেন, স্বয়ং বশিষ্ঠ দেব যাঁহার মন্ত্র পড়িলেন, সেই রামচন্দ্রের কপালে কত কষ্ট। তাই বিধাতার লিপি খণ্ডাইবার নয়। সীতা হরণ হইবে, তিনি কি জানিতেন না যে তাঁহার সৃষ্টিতে সোণার মৃগ নাই? না; তিনি যে নরলীলা করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন, "তবে তো মায়ায়।" তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "ঠিক নরলীলা করিতে হইবে। একটু কম বেশী হইলে চলিবে না।

দানে শুষ্কতানাশ ঃ চন্দনযাত্রার আনন্দ

আজ দৈনিক দানের পয়সা ছিল না। ঠাকুর তাঁহার পায়খানা যাওয়ার দুইটি ঘটীর মধ্যে একটি বিক্রয় করিতে বলিলেন। বিক্রয় করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বলিলেন দেওয়া হইল, অপরটি সঙ্গে করিয়া সতীশ সমুদ্রে নিলেন। ইহার পর ঠাকুরকে পুনরায় সুবিধামত একটি ঘটী খরিদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সকলে শ্রীমন্দিরের নিকট একজন ব্রজবাসী মিটাইওয়ালাকে তাহার ছেলের উপবীতের জন্য ৫৲ কি ৬৲ দিলেন। ঠাকুর ঐ টাকা দেওয়াইয়া তাহাকে বলিলেন, "পত্র পুষ্প দিয়ে কোনরূপে।" ব্রজবাসী উহা পাইয়া অত্যন্ত হর্ষে বলিতে লাগিলেন, "রাধারাণী তোম্‌কে বনায়ে রাখে (কুশল করুন)। ও হাম্‌কো লাখ।" একটি স্ত্রীলোককে টাকা দেখাইয়া, ব্রজবাসীটি বলিলেন, "বাবা মহারাজজীকি জয়, বাবাকে বনায়ে রাখে, যমুনা মাই উন্‌কে বনায়ে রাখে।"

একদিন ঠাকুর আমাদিগকে লইয়া চন্দনযাত্রা দর্শন করিতে গিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল শ্রীহরিসংকীর্ত্তন হয়, বাসা হইতে দৌড়িয়া যেয়ে খোল আনা হইল। কীর্ত্তনে ঠাকুরের খুব ভাব হইল, তিনি ভাবে অজ্ঞান হইয়া গেলেন; একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখে নরেন্দ্রের কোণে তিনি পথের উপর পড়িয়া রহিলেন। বিধুবাবু, সরলনাথ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ অনেকক্ষণ ভাবাবেশে কীর্ত্তন করিলে তাঁহার জ্ঞান হইল।

এই কীর্ত্তনে ঠাকুর সত্যেন্দ্রের খোলের বাদ্যে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। এই দিন রাত্রিকালে, ঠাকুরের পদসেবার সময় ঠাকুরকে কুঞ্জ বলিল, "আপনারা আজ যখন কীর্ত্তনের সময় নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন আমারও খুব নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু হৃদয় শুষ্ক ও ভিতরে ভাব না থাকাতে পারিলাম না।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "লোককে খুব দিবে, তাহা হইলেই সব খুলিয়া যাইবে।"

একদিন রাত্রি ৩টার সময় ঠাকুরকে কুঞ্জ কহিল, "শ্রীমন্দিরে যেয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "যাওনা, এখনি যাও।" কুঞ্জ শ্রীমন্দিরে যাইয়া দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিল, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে গণেশ মূর্ত্তিতে দেখিলাম।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "বেশ দর্শন পাইয়াছ; গণেশ 'ওঁকাররূপী মহাবিষ্ণু।' "

প্রথম দিন চন্দনপুকুরে আসিয়া ঠাকুর দেখিলেন, দলে দলে লোক সাঁতরাইয়া নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যস্থানে গঙ্গাদেবীর মন্দিরে যাইতেছে। কোন কোন দল গান করিতে করিতে সাঁতার দিতেছে। এই সকল মহোৎসব দেখিয়া ঠাকুর খুব আনন্দ পাইলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা নাম না কেন ?" ইহা শুনিয়া অমৃত, ব্রহ্মচারী সাঁতরাইতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া খুব আনন্দের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন। মন্দিরের মধ্যস্থিত ভোগবতী গঙ্গার জল ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে আনিয়া দিলেন।

যখন মদনগোপাল প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি সকল নৌকায় চড়েন তখন শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় দর্শন পাইলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ংই স্বকীয় বিগ্রহে দুই মহিষী লইয়া নৌকায় চড়িলেন।

একদিন চন্দনযাত্রাকালে ঠাকুর নরেন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় নরেন্দ্রের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি বটগাছ দেখাইয়া বলিলেন, "মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গসহ নরেন্দ্রে জলকেলি করিয়া সরোবর পার হইয়া এই বটগাছে বহির্ব্বাস শুকাইতেন। গাছের গুঁড়িটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটা বোঁয়া হইতে এই বর্ত্তমান গাছটি জন্মিয়াছে।"* আর একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রের উত্তরপাড়ে জঙ্গলপূর্ণ স্থানটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "ঐ স্থানে মহাপ্রভু কখন কখন বনভোজন করিতেন।" †

শ্রীক্ষেত্রে বানরবধে ঠাকুরের ক্লেশ এবং উহা নিবারণের চেষ্টা

একদিন ঠাকুর নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যস্থিত মদনগোপালের মন্দির পরিক্রমা করিতেছিলেন। ঐ সময় স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালীবাবু ও মুন্সেফ কিশোরীলাল সেন আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় ঘটনা আলোচনা করিতে করিতে বানর মারার কথা উঠাইয়া জগৎবাবু বলিলেন, "এই স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি বানর মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু বানর মারিয়া স্থান প্রায় বানরশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। খোলা ভাঁটার ভিতর দেখিয়া আসিলাম বানরগুলি মারিয়া ফেলায় তাহাদের দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাগুলি দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে। যার তার কাছে যাইতেছে।" ঠাকুর শুনিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। বালকের ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজল গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। জগৎবাবু, কালীবাবু ও কিশোরীবাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

---

* এই গাছ বর্ত্তমান সমাধি উদ্যানের ভিতরে পড়িয়াছে।

† এইস্থানেই ঠাকুরের সমাধি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর বলিলেন, "হিন্দুজাতি সর্ব্বত্রই বানরদিগকে সম্মান করে। সর্ব্বত্রই বানরদের উৎপাত আছে কিন্তু এরূপ বানর বধ করা প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এবার শান্তিপুরের নিকটে এক গ্রামে বানর বধ করিতে আরম্ভ করে, তথায় মহামারী লাগিয়া স্থান উৎসন্ন হইবার উপক্রম হয়। সর্ব্বত্র এই প্রবাদ যে বানর মারিলে সেই স্থানে মহামারী লাগে। উড়িয়া জাতি যে নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া পড়িয়াছে, বানর মারা ঘটনাই তাহার একটি নিদর্শন।"

আমাদের দারোয়ান গৌরীশঙ্কর একদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বলিল, "এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া আসিলাম। নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছি, দেখি ছুটি অল্পবয়স্ক বালক স্নান করিতে করিতে বেশী জলে যাইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তীরে দাঁড়াইয়া লোকেরা তামাসা দেখিতেছে কিন্তু কেহই উহাদিগকে উঠাইতেছে না, কি উঠাইবার প্রয়াসও পাইতেছে না। আমি অতি ক্লেশে উহাদিগকে উঠাইয়া পারে রাখিয়া আসিলাম।"

ঠাকুর বলিলেন, "এই জাতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও মনুষত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমার মাতাঠাকুরাণী যখন পুরীতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি দেশে গিয়া গল্প করিলেন যে, এ দেশের লোকে ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, পথিককে ছাঁচতলায় পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে দেয় না। দয়া কাহাকে বলে ইহারা যে ভুলিয়া গিয়াছে।"

কথাবার্ত্তায় এই স্থির হইল যে অমৃতবাজার, মিরার প্রভৃতি পত্রিকায় তারে খবর দিয়া হিন্দুমাত্রকেই এই তীর্থস্থানে বানর বধ ব্যাপার জানান হইবে।ঃ

কালীবাবু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে নানা গল্প করিলেন, ঠাকুর শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রি ৯টা ১০টা হইলে তাঁহারা উঠিয়া বাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলেন। পরদিন পত্রিকায় তার করিতে হইবে। দাদাগোঁসাই, ঠাকুরকে জানাইলেন, ভাণ্ডার শূন্য। তখনই ঠাকুর বলিলেন, "সতীশ উহাদিগকে বলিয়া আইস, আজ তোমাদের ভাণ্ডারে অর্থ নাই।" সতীশ তাঁহাদিগকে বড় রাস্তায় যাইয়া জানাইলেন কিন্তু হস্তে অর্থ নাই বলিয়া তাঁহারাও কিছু দিতে পারিবেন না, বলিলেন। সে যাহা হউক, দাদা-গোঁসাই পরদিন ধার করিয়া তারের খরচের টাকা দিলেন। অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় তার করা হইল। ইহাও স্থির করা হইল যে, স্থানীয় ভদ্রলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানা দরখাস্ত, বানর মারা যে অশাস্ত্রীয়, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির নিকটে পেশ করা হইবে। ঠাকুর এইজন্য একদিন উকিল বড় হরিশবাবুর বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে এরূপ একখানা দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। সতীশ প্রভৃতির যত্নে বড় হরিশবাবু, জগৎবাবু, কিশোরীবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি ভদ্র-লোকেরা স্বাক্ষর করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে এই ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

মন্দিরের গায়ে পায়খানা নির্ম্মাণ

একদিন সকালবেলা আমাদের পাঠ শেষ হইলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দারোগাবাবু আসিয়া বলিলেন, "দেখুন, মিউনিসিপ্যালিটির বেয়াদবির কথা আর কি বলিব, শ্রীমন্দিরের গায়ে সেবকদের ব্যবহারের জন্য পায়খানা উঠাইতেছে।" ঠাকুর এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং 'ইহারা এ কি করিতেছে!' বলিয়া বড় দুঃখ করিতে লাগিলেন। মন্দির স্বয়ং ভগবানের অঙ্গ, মন্দিরের গায়ে পায়খানা, আর ভগবানের গায়ে পায়খানা, একই কথা; মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হইলে ভক্তদিগকে পায়খানা প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, এই সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ করিলেন। তৎপরে দাদা গোঁসাইকে ডাকিয়া বলিলেন, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় এ বিষয়ে 'তার' করিয়া দাও। তিনি তার লিখিয়া ঠাকুরজে শুনাইয়া পাঠাইয়া দিলেন।

গজোদ্ধারণ বেশ দর্শন

আজ বেশী রাত্রে ঠাকুর চন্দনপুকুরে মদনগোপালের সাজ দেখিতে গেলেন। মদনগোপালের আজ 'গজোদ্ধারণ' বেশ; ঠাকুর দেখিয়া খুব আনন্দ করিলেন। সেবকেরা ভোগ দিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া আহার করিবেন, তজ্জন্য কিছু যাচ্ঞা করিলেন। আমাদের ভাণ্ডারে টাকা নাই, দাদাগোঁসাইয়ের হাত খালি; ঠাকুর বলিলেন, "কুঞ্জ আসিয়াছে, তাহার নিকট টাকা আছে, আমার নাম করিয়া তাহার নিকট হইতে কুড়ি টাকা চাহিয়া লইয়া আইস।" সরলনাথ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে চাহিয়া ঐ টাকা মদনগোপালের সেবকদের আনিয়া দিলেন। কুঞ্জবাবু এই ঘটনাতে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাঁহার নিকট টাকা আছে, উনি কি করিয়া জানিলেন।

কাঙ্গালী ভোজন ও বস্ত্রদান

ঠাকুর দীনদুঃখী কাঙ্গালদের ভোজন করাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাই কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় ঠাকুরের অনুমতি লইয়া ধারে পাঁচ সাত শত টাকা ব্যয় করিয়া উত্তমরূপে কাঙ্গালী ভোজন করান। সরলনাথ ও সতীশের ভাই শ্রীশ গিয়া আম খরিদ করিয়া আনিল। সরলনাথ বলিলেন, "খুব উৎকৃষ্ট আম। আমেই খরচ হইল প্রায় দুইশত টাকা।" উৎকৃষ্ট কানিকা মহাপ্রসাদ, মালপোয়া, নানাপ্রকার উত্তম তরকারি, দধি প্রভৃতির দ্বারা ভোজনকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। আম পাঁচ ছয়টা করিয়া, কানিকা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালপোয়া প্রভৃতি পরিতোষ পূর্ব্বক প্রতিজনকে দেওয়া হইল। এমন কাঙ্গালী ভোজন আমি আর দেখি নাই। ঠাকুর বারান্দায় দাঁড়াইয়া খুব প্রীতির সহিত ইহা দর্শন করিয়া আনন্দ করিলেন।

কুঞ্জ নাগ মহাশয় কাঙ্গালীদিগকে বহু বস্ত্রও দান করিলেন। বস্ত্রদান সম্বন্ধে এক রহস্য ঘটিল। কুঞ্জবাবু কয়েকখান কাপড় খরিদ করিয়া আনিয়া রাখিয়াছেন, ইচ্ছা কাঙ্গালীদিগকে আট হাত করিয়া প্রতি-জনকে দিবেন। ইতিমধ্যে বিধুবাবু দুইটি দুঃখী লোককে দুইখানা কাপড় দিতে ইচ্ছুক হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "কুঞ্জের নিকট কাপড় আছে। আপনি বলেন ত দুইখানা কাপড় চাহিয়া লইয়া দিই।" ঠাকুর বলিলেন, "বেশতো, কুঞ্জের নিকট দুইখানা কাপড় চাহিয়া লইয়া দিয়া দেও।" বিধুবাবু অতঃপর কুঞ্জবাবুর নিকট গিয়া বলিলেন, "ঠাকুর বলিলেন, তুমি যদি দু'খানা কাপড় দেও, তাহা হইলে দুইজন কাঙ্গালীকে তিনি উহা দেন।" কুঞ্জবাবু বাক্যবিন্যাস শুনিয়াই চটিলেন এবং বুঝিলেন এ ভাষা ঠাকুরের নয়, বিধুবাবুর। তিনি আবার আমার নিকট "যদি দেও" ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করিবেন কেন? তিনি ত জোর করিয়া নিবেন—ইহা ভাবিয়া কুঞ্জবাবু বলিলেন, "গোঁসাইকে গিয়া বল, আমি কাপড় দিব না। আমি তোর গোঁসাইএর কথা মানি না, আমি যাকে ইচ্ছা দিব।" বিধুবাবুও ইহা শুনিয়া ম্লান হইয়া চলিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "কুঞ্জ কাপড় দিল না।" কুঞ্জবাবু অতঃপর শৌচে যাইয়া গা ধুইয়া ঠাকুরের ঘরে গেলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি নাকি আমার নিকট দু'খানা কাপড় চাহিয়াছেন? বিধু চালাকি করে কেন? কাপড় ত দিবার জন্যই, সে নিলেই পারে, আপনার নাম করিয়া চায় কেন?" ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "দেও গিয়া, আমিই চাহিয়াছি।" কুঞ্জবাবু বলিলেন, "থানগুলি সব আনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার নিকট ফেলি না কেন? আপনি যাকে ইচ্ছা দিবেন।” ঠাকুর বলিলেন, “না, তুমিই দিও। বিধু, যাও, কাপড় দুইখানা নিয়া আইস।” তখন বিধুবাবু আনন্দে হাসিতে হাসিতে যাইয়া কুঞ্জবাবুর নিকট হইতে কাপড় দু'খানা আনিলেন এবং তখনই দৌড়িয়া গিয়া কাঙ্গালী দুইটিকে দিয়া আসিলেন। কুঞ্জবাবুর সহিত ঠাকুরের এই শেষ দেখা। (১)

---

(১) প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের সামান্য পরিচয় দেই। ইনি ঢাকা জেলার বারদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুরের অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বর্দ্ধমান রাজ কলেজের, পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কঠিন বাতরোগে পীড়িত হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে কলিকাতা আসিতে বলেন। সেখানে প্রায় দুই বৎসর ভোগের পর তিনি সুস্থ হন। কলিকাতার তিনি পীড়িত অবস্থায় অনুরুদ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন, পরে বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন। ঢাকা প্রচারক আশ্রমে হরিসংকীর্ত্তনকালে একবার কুঞ্জবাবুকে আলিঙ্গন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছেন, “মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া যদ্রূপ সুখানুভব করিয়াছিলেন, আজ আমি ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া তদ্রূপ সুখানুভব করিলাম।”

কুঞ্জবাবু একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, “আমি কি কিছু পাঠ করিব?” তাহাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তুমি উপনিষদ পাঠ করিও।” এই কথাবার্ত্তার সময় ঠাকুরের নিকট, তাঁহার সম্পর্কিত আমাদের কোন ব্রাহ্মণ গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইহাতে বলিলেন, “কুঞ্জ কায়স্থ হইয়া কি করিয়া উপনিষদ্ পাঠ করিবেন?” ঠাকুর বলিলেন, “ইহার সে অধিকার হইয়াছে।” এই কথা শুনিয়া তিনি প্রতিবাদ করিলে, ঠাকুর ধমক দিয়া বলিলেন, “জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বলছি, ইহার সে অধিকার হইয়াছে, তোমার হয় নাই।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেংটিসার সাধু ঃ চতুর্ব্বর্গ সাধনা ও পঞ্চম পুরুষার্থ

একদিন ঠাকুর সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিতেছেন, পথে একটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সতীশ, ঠাকুর ও সাধুর কথাবার্ত্তা সেই সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এই ঃ—রাস্তার পরিত্যক্ত হাঁড়ি হইতে মহাপ্রসাদ খাইতেছে এইরূপ নেংটিসার একজন সাধুকে ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন ; আমাকে (সতীশকে) বলিলেন, 'চারটি পয়সা দাও' এবং ঠাকুর নিজের গায়ের কাপড় তাঁহাকে দিয়া দিলেন। আমি পয়সা দিতে গেলে, তৃণগুচ্ছ হাতে করিয়া ঠাকুরকে আরতি করিতে আসিলেন। কিছুদূরে গিয়া গান ধরিলেন।—"নীল চক্র, জগন্নাথ, মন ভজনা চৈতন্য, মন ভজনা চৈতন্য।" পরে ঠাকুরকে বলিলেন, "আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, সে স্থান খালি দেখিলাম, এখানে তুমি দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া বিরাজ করিতেছ।"

আমরা পয়সা দিতে গেলে বলিলেন, "আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম যাহা আছে তাহা হইবে। একশত বৎসরের উপর কাটাইলাম। এখন আবার জগদ্বন্ধু এ সব দিতেছেন কেন ?" আবার গান গাহিতে লাগিলেন, যেন দর্শন হইতেছে। কোনমতে কিছু নিলেন না। ঠাকুর বলিলেন, "কাপড় ফেলিয়া রেখে এস, যে নেয়।"

শুনিলাম ইনি এই দেশীয় লোক। ইনি লেখাপড়া জানেন। কেবল পড়িতে পড়িতে, ধ্যান করিয়া অজ্ঞান হইতেন। তারপর এই দশা। ঠাকুর বলিলেন, "পঞ্চম পুরুষার্থ একেই বলে। অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। পরে আমি কে ? কি করিতেছি ? কোথা হইতে আসিলাম ? কোথা যাইব ? ইত্যাদি চিন্তা আইসে। এই সময়ে গুরুলাভ হয়। তিন জন্ম সূর্য্য, তিন জন্ম গণেশ, পরে শত জন্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি উপাসনা করিয়া তিন জন্ম শিবের ও তিন জন্ম বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়। ইহা চতুর্ব্বর্গের সাধনা। ইহা বেদাধীন। তৎপরে পঞ্চম পুরুষার্থ।”

আমি (সতীশ) বলিলাম, “মাথা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াও যদি এ জিনিস পাওয়া যায় তাও ভাল।” ঠাকুর—তাও কি হয়? রাবণ তপস্যা করিলেন,—তমোধর্ম্ম পাইলেন। তাঁহার ভাই ধর্ম্ম চাহিলেন—সত্ত্বধর্ম্ম পাইলেন, ইহার গন্ধও পাইলেন না। শ্রুতিরা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, ‘আমরা চতুর্ব্বর্গ পর্য্যন্ত তোমার স্তুতি করিতে পারি কিন্তু তার পর পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহাতে আমাদের অধিকার দাও।’ শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—‘বৈবস্বত মন্বন্তরে অমুক দ্বাপরে হ’বে।’ তাই তাঁহারা গোপী হইলেন। ব্রাহ্মণী হইলেও জাতির গৌরব থাকিত। দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে বলিলেন, ‘তোমার নবজলধর রূপ দেখিয়া আপনার করিয়া তোমাকে ভজিতে চাই।’ তিনি বলিলেন, ‘দ্বাপরে হবে।’ তাই তখন তাঁহারা পান।”

পুনরায় সেই সাধুটি উপস্থিত হইয়া গাইলেন “চৈতন্য ভজনা মন, চৈতন্য ভজনা, দেখ মোর কেলে সোণা। চন্দ্র বদন আমি দেখিয়াছি। আমার সাধ পূর্ণ হইল।” এই বলিয়া ঠাকুরকে আরতি! মেয়েরা ছাদে ছিল, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আরতি! ঠাকুরকে দেখিয়া হাসিয়া আটখানা —কোথায় বা রহিল ন্যাকড়ার টুপি! আবার গান “কত রোজ দেখি নাই তোর চন্দ্র বদন; এমন প্রেম দেখি নাই।”

আর একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া বলিলেন—“আজ অবলা (যাহা বলা হয় নাই, কি উচিত নয়) বলিমু, অচেনা চিনিমু” এই বলিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্র-স্নান

এই সময়ে ঠাকুর সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেন। খুব ভোরে উঠিয়া যাইতে হইত; কারণ বেশী রৌদ্র না উঠিতে উঠিতে ফিরিতে হইবে। এ স্থানের রৌদ্র বিষস্বরূপ, গায়ে লাগিলে জ্বর হয়। তজ্জন্য ঠাকুর আমাদিগকে ১০টার পর বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর প্রতিদিন সমুদ্র-স্নানে রওয়ানা হইবার সময় রাস্তায় নামিয়াই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে করযোড়ে প্রণাম করিয়া চলিতেন। শ্রীমন্দিরের নিকট একজন কবীরপন্থী সাধু সারারাত্রি হিমে সিংহ দরজায় পড়িয়া থাকিতেন। তিনি এমনই অকিঞ্চন ছিলেন যে, তাঁহার একখানা কম্বল পর্য্যন্ত ছিল না। একদিন তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর একখানা কম্বল কিনিয়া দেওয়াইলেন এবং প্রতিদিন তাহার আহার ও অন্যান্য প্রয়োজনের নিমিত্ত দুই আনা করিয়া পয়সা দিতে বলিলেন। আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া রোজ ইহাকে দুই আনা পয়সা দিয়া যাইতাম।

আর একটি সাধুকেও তাঁহার আদেশ মত রোজ দু'পয়সা দেওয়া হইত এবং গরুদিগকে দুই চারি পয়সার ঘাস কিনিয়া খাইতে দিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে পৌঁছিতাম।

রোজ সমুদ্রে যাওয়ার সময় দানের নিমিত্ত ঠাকুর কিছু পয়সা নিতে বলিতেন। আমরা আনা আটেক পয়সা লইয়া যাইতাম। একদিন ভাণ্ডার খালি, শ্রীমৎ দাদা যোগজীবন গোঁসাইয়ের হাতে কিছুই নাই। কাহারও নিকট অনুসন্ধান করিয়াও পয়সা পাইলাম না, ঠাকুরকে এ বিষয় জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "আমার দুটা ঘটী; একটি লইয়া চল, উহা বিক্রি করিয়া যাহাকে যাহা দাও দিয়া আইস।" আমি উহা লইয়া চলিলাম এবং গোবিন্দ মুদির দোকানে বিক্রি করিয়া এক টাকা পাইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপর উহার দ্বারা গরুর ঘাস, টিনদাস বাবাজির পয়সা এবং অপরাপর দান করা হইল। একদিন হঠাৎ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন "আজ কাঙ্গালদের কিছু দেওয়া হয় নাই ; আজ দিনটা বৃথায় গেল," এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে কাঙ্গালদের কিছু দেওয়াইলেন।

সমুদ্রের খুব নিকটে, কাছারী যাইবার পথে ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল গুপ্ত মহাশয়ের বাসা ছিল। ঠাকুর ঐ স্থানে প্রতিদিন প্রাতঃশৌচাদী সমাধা করিতেন। অভয়বাবুর সহিত হীরালালবাবুর আলাপ ছিল। এই সূত্রেই প্রাতঃশৌচাদির নিমিত্ত ঐ স্থান যোগাড় হইল। ঠাকুর যখন বাহিরে পায়খানায় যাইতেন তখন স্বামীজী ও সতীশ হীরালালবাবুর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। স্বামীজীর অসাধারণ বিদ্যাবত্বা ছিল ; তাঁহার দার্শনিক যুক্তি অনেক সময় বুঝিতাম না।

ঠাকুর সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিতেন। ঠাকুরের শরীর স্থূল ও অশক্ত ছিল। তাই তিনি বিধু ঘোষ ও সত্যেন্দ্রের কাঁধে ভর করিয়া ঢেউ নিতেন। জটা না ভিজে এজন্য পশ্চাৎ হইতে আমি জটা উঠাইয়া ধরিয়া থাকিতাম।

কখন কখন বড় বড় ঢেউ আসিয়া সকলকেই ওলট্-পালট্ করিয়া দিত। ঠাকুর দুই একটি ঢেউ লইয়া উপরে উঠিতেন, পরে ঘটী ভরিয়া পুনঃপুনঃ জল লইয়া উহা দ্বারা বালি ধোয়াইয়া দেওয়া হইত। বিধুবাবু শরীর ধোয়াইয়া দিতেন, জটা ও পিঠ মুছাইয়া দিতেন। ঠাকুর স্নানান্তে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সমুদ্রশোভা দর্শন করিতেন। কখন বা স্নানের পূর্ব্বেই কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিতেন ও সমুদ্রশোভা দর্শন করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি "ঐ সমুদ্রে মন্দিরের ছায়া পড়িয়াছে, তোমরা দেখিতেছ কি ?" জিজ্ঞাসা করিতেন ও নানাবিধ কৌতুক করিতেন।

সমুদ্রের পাড়ে যখন তিনি দাঁড়াইয়া একমনে দর্শন করিতেন, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাতে কি অপূর্ব্ব শোভা খেলিত তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমাদের সম্মুখে এক নবীন শ্যামবর্ণ পুরুষ, পৃষ্ঠদেশে অপূর্ব্ব জটা, শ্যামগাত্রে অপূর্ব্ব মাধুরিমা, সম্মুখে অসীম নীলিম সাগর, পাদদেশে স্বর্ণাভ সৈকতভূমি—মনে হইত যেন এক অপূর্ব্ব দেবতা, এইমাত্র শান্তির রাজ্য হইতে নামিয়া সৌন্দর্য্যে চারিদিক্ ভাসাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

এই যে মূর্ত্তি ইহা কল্পনা করা যায় না, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। কখনও মনে হইত সমুদ্রের এই অসীম অন্তরের নিকট ঠাকুর একটি বালকের মত খেলিতেছেন, কখনও কখনও আবার তাঁহার বিরাট মূর্ত্তির নিকট সমুদ্র যেন ক্ষুদ্র বোধ হইত।

এইস্থানে সমুদ্রের পাড়ে কতকগুলি জেলে বাস করে। ঠাকুর এই জেলেদিগকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিতেন, ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরাই ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সমুদ্রগর্ভ হইতে জালে করিয়া উঠাইয়াছিল। একজন জেলে সম্মুখে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?" সে বলিল, "কৃষ্টম্।" ঠাকুর বলিলেন, "দেখেছ, ইহাদের ভিতর এখনও মহাপ্রভুর প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, নাম রাখিয়াছে "কৃষ্টম্।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমরা সমুদ্রে যে জাল বেয়ে থাক, কানে জল যায় না ?" সে বলিল, "আমরা একরূপ টুপী ব্যবহার করি।" ঠাকুর বলিলেন, "আমাকে একটা দিতে পার ?" সে বলিল, "হাঁ পারি।" কয়েক দিন পরে সেই জেলে, একটি টুপী তৈয়ার করিয়া বাসায় আনিল। ঠাকুর মহাপ্রভুকে ইহারা সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছিল, সেই ভাবেই মগ্ন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার দাম কত ?" সে বলিল, "তিন টাকা।" ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা আমাকে ইহা পরাইয়া দেও।" জেলে ঠাকুরকে উহা পরাইয়া দিল। ঠাকুর উহাকে মধুরবাক্যে তুষ্ট করিয়া তিন টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নানের সময় জেলেদের ছেলেপিলেরা আসিয়া ঠাকুরের নিকট দাঁড়াইত। ঠাকুর একদিন বিধুবাবুকে বলিলেন, "বিধু, ইহাদিগকে আম খাওয়াইতে পার?" পরদিন প্রত্যূষে বিধুবাবু সরলনাথের দ্বারা দুই শত আম আনাইলেন। 'কুষ্টম্' আসিয়া সকলকে বাঁটিয়া দিল। আম কিছু কম পড়িলে বাকি সকলকে পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

মহোদধির পাবনী-শক্তি

ঠাকুর মহোদধির অসীম পাবনী-শক্তির কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন। "পুরীর সংলগ্ন হরিহাস ঠাকুরের সমাধি হইতে চক্রতীর্থ পর্য্যন্ত এই মহোদধির তুলনা নাই। এইস্থানে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পুণ্যতোয়া সপ্ত নদীর ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই সলিলে ক্ষীরোদসাগরের ধারাও মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। ইহাতে মৃত্যু হইলে মানুষ মুক্তিলাভ করে। গঙ্গোদক হইতেও ইহার অধিক পাবনী-শক্তি।"

ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া কুঞ্জঠাকুর—তার মনে হইল ইহা কিরূপে সম্ভব? তখন হঠাৎ পারস্য উপসাগর হইতে সামুদ্রিক স্রোত (Gulf Stream) ভারতবর্ষের ধার ঘেঁসিয়া কুমারিকা হইতে ক্রমে গঙ্গাসাগরের নিকটে ঘুরপাক খাইয়া ব্রহ্মদেশের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, সেই কথা তাহার মনে পড়িল। তখন ঠাকুরকে বলিল, "আপনি মহোদধির যে সপ্তধারার কথা বলিলেন, আমরা ভূগোলে যাহা পড়িয়াছি তাহার সহিত অনেকটা মিল পাই"—এই বলিয়া সামুদ্রিক স্রোতের (Gulf Stream) কথা বলিল। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন "ঐরূপই বটে।"

একদিন স্নানকালে ঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন, "দেখ, দেখ, সমুদ্রের জল আজ কেমন মিষ্ট। আজ ক্ষীরোদসাগরের স্রোত এই স্থান দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবাহিত হইতেছে।" মাঝে মাঝে এরূপ হয়। ঠাকুরের কথা শুনিয়া কেহ কেহ তখনই উহা পান করিয়া জলের মিষ্টতা অনুভব করিয়া অবাক্ হইলেন। আবার কখনও কখনও স্নানকালে বলিতেন "আজ মহোদধি আমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন। আজ যেন ভিতর ও বাহিরের ময়লা সব পুঁছিয়া নিয়াছেন।"

কখন কখন জল ঈষৎ গৈরিক রঙ্ মিশ্রিত জলের ন্যায় দেখাইত। কখন কখন জল বিষাক্ত বলিতেন; কখন কখন সমুদ্রের অতুলনীয় শোভা দেখিয়া বর্ণনা করিতেন, বাল-সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া সমুদ্রজলে যেন অসংখ্য হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে। কখন সূর্য্যোদয়, কখন সূর্য্যাস্ত দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ঠাকুর যখন বসিয়া সমুদ্রের শোভা দর্শন করিতেন—ঠাকুরের পিছনে আসিয়া বিধুবাবু ও সতীশ আনন্দ করিতে করিতে বালিতে লড়াই করিত; আমরা তাহাদের আনন্দখেলা দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইতাম। বিধু-বাবু মাঝে মাঝে স্ফূর্ত্তি করিয়া সানন্দে সমুদ্রের তরঙ্গের সহিতও লড়াই করিতে যাইতেন। ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবাসুখে ইহাদের নিকট সমুদ্রও যেন তুচ্ছ বোধ হইত। ইহাদের শরীরে আর আনন্দ ধরিত না। স্নানের কালে দাদাগোঁসাই, অশ্বিনী বৈরাগী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সঙ্গে থাকিত না; ঠাকুর উহাদিগকে স্বর্গদার ঘাটে যাইয়া স্নান করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। কখনও কখনও ইহারা আমাদের সঙ্গে কাছারীর ঘাটে স্নানে যাইতেন।

ঠাকুর ৮টা ৮৷৽টার সময় ধীরে ধীরে বাসায় রওয়ানা হইতেন; পথে কখন কখন পাণ্ডা ঠাকুরদের সহিত আলাপ হইত; কখন ব্রাহ্মণ-বালকেরা পুস্তক, পয়সা প্রভৃতি যাচ্ঞা করিত; ঠাকুর তাহাদিগকে উহা দিতে আদেশ করিয়া বাসায় প্রবেশ করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন স্নান করিয়া বাসায় আসিতেছেন, পথে দেখিতে পাইলেন, শিকারীরা পথের পার্শ্বে একটি বানর মারিয়া রাখিয়াছে। বানরটির হাত পা শক্ত ও সটান হইয়া রাহিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। ঠাকুর দেখিয়া খুব ক্লেশ পাইলেন; বাসায় আসিয়াও ঐ ক্লেশ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। আর একদিন বাহির দিয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেও ঐরূপ এক ঘটনা ঘটে। তিনি দেখিতে পাইলেন শ্রীমন্দিরের এক দ্বারে রক্ত ছড়ান রহিয়াছে, দেওয়ালে রক্তে লেপিয়া গিয়াছে, উহা দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিলেন।

ঠাকুর জীবহিংসা দর্শন করিতে পারিতেন না। শুনিয়াছি তিনি একবার তাঁহার গুরুদেবের আদেশে গয়ার নিকটস্থ 'বরাবর পাহাড়ে' তান্ত্রিক সাধুদের এক 'চক্র' দর্শন করিতে যান। তথায় এক সিদ্ধ মহাত্মা চক্র করিয়া সেই দিন 'ছিন্নমস্তা' সাধন করিবেন। ঠাকুর তাঁহার গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন শুনিয়া সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাকে চক্রে স্থান দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নির্জ্জন অরণ্যে কয়েকজন তান্ত্রিক সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ চক্রে একটি স্ত্রীলোকও আসিলেন। গৃহদ্বারে নিষ্কাসিত তরবারীহস্তে প্রহরী নিযুক্ত হইল, সকলেই নিস্তব্ধ নীরব। পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হইল। মহাপুরুষটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তখন প্রতি মন্ত্র যেন জীয়ন্ত হইয়া দেবীকে আকর্ষণ করিতেছে অনুভব করিলাম। দেবী সাক্ষাৎ প্রকাশিত হইলেন ও পূজা গ্রহণ করিলেন। যখন সেই মহাপুরুষটি তরবারীহস্তে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঐ তরবারী শন্ শন্ করিয়া ঘুরাইয়া স্বয়ং চক্রে ঘুরিতে লাগিলেন, আমি দেখিতে পাইলাম, মন্ত্রপ্রভাবে আমি একটি চার পাঁচ বৎসরের বালক হইয়াছি। আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে, সেই চক্রস্থিত স্ত্রীলোকটির নিকটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইয়া তাঁহার স্তনপান করিতে লাগিলাম। মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে দেবী নিজ মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া রুধির পান করিতে লাগিলেন। চক্র শেষ হইয়া গেল, যথাবিধানে বলি প্রভৃতির দ্বারা পূজা হইল, দেবী অন্তর্দ্ধান করিলেন।"

চক্রশেষে সেই মহাপুরুষটি আমাকে জিজ্ঞসা করিলেন "কেমন দেখিলে?" ঠাকুর বলিলেন, "সমস্তই উত্তম, কিন্তু আপনাদের জীবহিংসা ব্যাপার ভাল লাগিল না।" মহাপুরুষ বলিলেন, "আচ্ছা বলিয়াছ, তোমার গুরু বৈষ্ণব, তোমার ভিতর সে ভাব প্রবল।"

ঠাকুরের সঙ্গে একবার কলিকাতায় কালীঘাটের মহাষ্টমী পূজার দিন দর্শনে গিয়াছিলাম। তিনি দর্শনের পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "দর্শন আর কি করিব? বলি ও রক্ত দেখিয়া চিত্ত যেন শুকাইয়া গেল; দর্শন আর কি হবে?"

একবার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রোহিণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিপদে পড়ায় আমাদের কোন নিকট আত্মীয় কালীঘাটে দেবীর নিকট দুইটি পাঁঠা মানস করিয়াছিল। রোহিণী বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয় জানাইলে ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন "যখন মানস করিয়াছ তখন দিতেই হইবে। ভবিষ্যতে এরূপ মানস করিও না। বলি দিলে উহারাও তোমাকে বলি দিবে।" ইহার পর ব্রহ্মচারী জীবহিংসা না হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি কালীঘাটে পৌঁছিয়া পূজার সময়ে পাঁঠা উৎসর্গান্তে উহা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির অত্যাচার

ঠাকুরের সমুদ্রে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিবার সময়ে কোন কোন দিন উড়িষ্যা দেশবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাসবিহারীবাবুর সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ হইত। রাসবিহারীবাবু একদিন বলিলেন, "দেখুন, সময় ক্রমেই কদর্য্য হইতেছে। পূর্ব্বে মন্দিরে আমার বাবা যখন দর্শনে যাইতেন, গরুকে ঘাস খাওয়াইয়া সাধুদিগকে দর্শন করিয়া প্রবেশ করিতেন। এখন সাধুদিগকে সিংহ দরজা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। শুধু তাহা নয়, গরুদের উপরও নানা উৎপাত শুনিলাম। সিংহ দরজায় অরুণ স্তম্ভের উত্তর পার্শ্বে খালি স্থানে বহুকাল হইতে কাপড়ের একটা প্রকাণ্ড ছাতা ছিল, উহার নীচে ও নিকটস্থ স্থানে বসিয়া সাধুরা ভোজন করিতেন। ঐ স্থান হইতে মিউনিসিপ্যালিটি সাধুদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইদানীং লোকের অনিষ্ট করে বলিয়া গরুদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

কটকের উকিল শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও নানা সদালাপ হইত। ঠাকুর হরিবল্লভবাবুদের পরিবারের বড় প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন "এই একটি ধার্ম্মিক পরিবার; ইঁহাদের নানা সদনুষ্ঠান আছে। শ্রীবৃন্দাবনে এবং দেশে বিগ্রহ সেবা আছে। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা তাহা ইঁহারা প্রস্তুত করাইয়াছেন।

ঠাকুরের বিগ্রহ-পূজা ও দৈনন্দিন কার্য্য

ঠাকুর প্রতিদিন খুব ভোরে সমুদ্র-স্নানে যাইতেন। পথে ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় প্রাতঃশৌচাদি শেষ করিতেন। পরে সমুদ্র-স্নান করিয়া ৮টা ৮॥০ টার সময়ে ধীরে ধীরে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ঠাকুর বাসায় আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন, পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলভদ্র স্বামী প্রভৃতি বিগ্রহ সকলের পূজা করিতেন।

প্রথম প্রথম কোনও বিগ্রহ-পূজা ছিল না। বৈশাখ মাসে একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "সারদা, রাস্তাতে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলভদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী প্রভৃতির বিগ্রহ, ছোট ছোট কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দিরে বিক্রয় হয়, তাহা আমাকে একখানি আনিয়া দিতে পার ?" আমি বাজারে যাইয়া ঐরূপ একখানা কিনিয়া আনিয়াছিলাম। তদবধি তিনি সকালে জল খাইবার পূর্ব্বে প্রতিদিন উহা পূজা করিয়া চা প্রভৃতি সেবা করিতেন। প্রতি বিগ্রহের পদতলে সচন্দন তুলসী পত্র দিয়া, 'অয়রা' ও 'কুন্দ' ফুল দ্বারা বিগ্রহ সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিতেন।

কোন কোন দিন সকালে পূজার সময় যাঁহারা সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বিগ্রহ দেখাইয়া বলিতেন "দেখেছ, আমার ঠাকুরের গায়ে যে সকল ফুল ছিল তাহার একটিও ম্লান হয় নাই, সকল ফুলগুলিই সজীব রহিয়াছে।" তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেন "আপনারা ঠাকুরকে ভোগ দেন না ?" তিনি বলিতেন "আমি যাহা খাই আমার ঠাকুরও তাহাই খান।" কখনও কখনও পাখা দিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেন। কখনও বলিতেন "যে ঠাকুর আমার সহিত কথা না বলেন, তাঁহাকে আমি পূজা করি না।"

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলদেব ও সুভদ্রা মায়ীর পূজা হইলে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের একখণ্ড দন্তকাষ্ঠে সচন্দন তুলসী ও পুষ্প দিয়া আসনের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ চৌকির উপরিস্থিত গ্রন্থ সকলে ও গুরু নানকের 'গ্রন্থসাহেবে' ফুল তুলসী দিতেন। তৎপরে সম্মুখস্থ পটে নাগাবাবা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সচন্দন তুলসী দিয়া ও তুলসী বৃক্ষমূলে পুষ্প দিয়া পূজা সমাপন করিতেন।

তিনি বলিতেন "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সংস্পর্শযুক্ত এই যে 'দন্তকাষ্ঠ' দেখিয়াছ, ইহাও গুণাতীত ব্রহ্ম পদার্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহা কিছু ব্যবহার করেন, তাহাই নিগু'ণ চিৎ পদার্থ হইয়া যায়। তিনি যে অন্ন ভক্ষণ করেন উহা 'অন্নব্রহ্ম'। উহা বিগ্রহের ন্যায় চৌকিতে রাখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা করা যায়। তিনি যে পদার্থ, তাঁহার প্রসাদ অন্নাদিও সেই পদার্থ।"

পূজা শেষ হইলে তিনি চা ও কিছু মহাপ্রসাদ দ্বারা জলযোগ করিতেন। তৎপরে জগবন্ধুবাবু বা অমৃত পাঠ করিতেন। নিত্য পাঠের গ্রন্থ :— শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা, শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ ও অন্য কিছু। আমাদের পাঠ শেষ হইলে তিনি নিজে গ্রন্থসাহেব ও অন্যান্য সংস্কৃত ও হিন্দি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ভোর কীর্ত্তনের সময় হইতেই একটি তুলসী বৃক্ষ গ্রন্থ সকলের সম্মুখে আসনের নিকটে রাখা হইত। রাত্রি কীর্ত্তনের পর বৃক্ষটিকে বারান্দায় রাখিতাম। তুলসী গাছের নীচে চড়ুই পাখীদের রোজ চাউল দেওয়াইতেন, চড়ুইগুলি সর্ব্বদাই আসিয়া ঐ চাউল নির্ভয়ে খাইত। বানরের বাচ্ছাগুলিও ঐ চাউল খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে থাকিত এবং গ্রন্থ সকলের চৌকীর নীচে যাইয়া নিঃশঙ্কভাবে পূর্ব্বদিনের হরির লুটের বাতাসা খাইয়া আনন্দ করিত। ঠাকুর প্রতিদিনই ইহাদের জন্য লুটের বাতাসা রাখিয়া দিতেন। অতি প্রত্যূষে বড় রাস্তায় পাখীদিগকে চাউল ও মাটির গামলায় জল দেওয়াইতেন।

পাঠ শেষ হইলে ১১৷৷০টার সময় পায়খানায় যাইতেন। তথায় প্রায় ১ ঘণ্টা কি ততোধিক কাল বিলম্ব হইত। ঠাকুরের শরীর অশক্ত বলিয়া বারান্দায় পায়খানার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। পায়খানার কার্য্য শেষ হইলেই সুন্দররূপে বারান্দা 'ফিনাইল', 'চূণ' প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্কার করা হইত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে একদিন সমুদ্রে ঠাকুরের পা ভাঙ্গিয়া যায়, সমুদ্রের একটি বড় ঢেউ আসিয়া হাঁটুর গ্রন্থি আলগা করিয়া দেয়; আবার আর একটা ঢেউ আসিয়া যথাস্থানে উহা সংলগ্ন করে। এই দুর্ঘটনায় প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন মাস কাল ঠাকুরের পায়ে বল ছিল না; তিনি কোথাও বাহির হইতেন না। এই সময় হইতে প্রতিদিন দুই কলসী সমুদ্রের জল ঠাকুরের স্নানের নিমিত্ত আনা হইত; দুই প্রহরের সময়ে তিনি উহাতে স্নান করিতেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার ও বিধুভূষণ ঘোষ এই সময় ঠাকুরকে স্নান করাইতেন; তাঁহারা চলিয়া গেলে অশ্বিনী ও আমি স্নান-কার্য্যে ঠাকুরকে সাহায্য করিতাম।

ঠাকুর মধ্যাহ্নকালে পায়খানা হইতে আসিয়া ইদানীং চন্দন দ্বারা তিলক করিতেন, পরে ঔষধ খাইয়া 'পাকাল মহাপ্রসাদ', মুড়কী, দধি প্রভৃতি দ্বারা সামান্যরূপ জলযোগ করিতেন। ফলমূল, ডাবের জলও সংগ্রহ হইলে খাইতেন। সরলনাথ এই সকল ও নানারূপ উৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ সংগ্রহ করিতেন এবং সর্ব্বদা মন্দিরে থাকিয়া জগন্নাথদেবের সেবা পূজাদির সমস্ত ব্যাপার জানিয়া আসিয়া ঠাকুরের নিকট গল্প করিতেন।

আহারান্তে ঠাকুর কিছু সময়ের জন্য ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন, কখন কখন বারান্দায় রৌদ্রে বসিতেন। এই সময়ে প্রায়ই অশ্বিনী নিকটে থাকিয়া জটা বাছিত।

অতঃপর ২টা বাজিলে শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ অসিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ বাঙ্গালা মহাভারত পাঠ করিতেন; ৩টা ৩॥০টা পর্য্যন্ত পাঠ হইত। বানরগুলি এই সময়ে প্রায়ই আসিত; তাহাদিগকে নানারূপ আহার দেওয়া হইত। শ্রীমন্দির হইতে এই সময়ে মহাপ্রসাদ আসিত। ঠাকুর হাত মুখ ধুইয়া, ঔষধ ও কন্দের সরবৎ খাইয়া মহাপ্রসাদ আহার করিতেন।

ঠাকুর পুরীতে আসিলে শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আদেশ-ক্রমে তাঁহার অন্য রোজ ঔষধ তৈয়ার করিয়া খাইতে দিতেন।

এই সময়ে কাঙ্গালীদিগকে দুইটি 'বাইহাণ্ডি' মহাপ্রসাদ ও তিন চারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুড়িয়া ডাল তরকারী দেওয়া হইত। এক একটা বাইহাণ্ডিতে পাঁচ ছয় সের চাউলের অন্ন ধরে। তিনি আহার করার পূর্ব্বে কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ দিতে বলিতেন। সরলনাথ, অমৃত প্রভৃতি উহা বাঁটিয়া দিত। মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদও কাঙ্গালীদিগকে দেওয়া হইত। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম উঠিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে, জগন্নাথ বল্লভ মঠের ছাত্রদিগকে, পণ্ডিতজী প্রভৃতিকে এবং ছেলেপিলেদিগকে আম দেওয়াইয়া তবে আম খাইতেন। কাঙ্গালীদিগকে এবং রোজ বানরগুলিকেও আম দেওয়াইতেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কিশোরীবাবু, জগৎবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আসিতেন। ইঁহারা প্রতিদিন না আসিয়া যেন থাকিতে পারিতেন না, কীর্ত্তনান্তে চলিয়া যাইতেন। কীর্ত্তনান্তে প্রায়ই ঠাকুর কিশোরীবাবু প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। রাত্রি ৯৷৷০টা হইলে ঔষধ ও যৎসামান্য কিছু মিষ্টি জলযোগ করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। রাত্রি ১০টা হইতে ব্রহ্মচারী সারারাত্রি জাগিয়া ঠাকুরের প্রয়োজন মত সেবা করিতেন। ঠাকুর সাড়ে ১২টা বাজিলে হাত মুখ ধুইয়া প্রস্রাব করিয়া যৎসামান্য মিষ্টি মুখে দিয়া জল খাইতেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। পরে ৩৷৷০টা ৪টা বাজিলে বারান্দায় হাত মুখ ধুইতে উঠিতেন। ব্রহ্মচারী আমাকে এই সময়ে নিদ্রা হইতে তুলিয়া দিত। ঠাকুর ঘরে আসিলে আমি পরিধেয় কৌপীন দিব বলিয়া, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতাম। ব্রহ্মচারী হোমের নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া প্রস্তুত থাকিত। ঠাকুর আসনে আসিয়া হোমের মন্ত্র পাঠ করিতেন। ব্রহ্মচারীও ঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকিতেন। তৎপরে ঠাকুর 'করতাল' সহযোগে ভোর সংকীর্ত্তন করিতেন। কখন কখন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে, রেবতীবাবু প্রভৃতিও গান গাহিতেন। ঠাকুর করতাল সহযোগে প্রতিদিনই স্বরচিত নিম্নলিখিত গানটি গাহিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ গাও রে।
গাও শ্রীমধুসূদন, যশোদা নন্দন, গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে ॥"

কখন কখন তাঁহার রচিত এই গানটিও গাহিতেন, যথা :—

"বৃন্দাবিপিনে মঙ্গল আরতি, হেররে নয়ন আনন্দে।
আরতি হোতেছে, নাচিছে সখীবৃন্দে ॥
কুঞ্জ কুঞ্জ হ'তে ধাইছে সবে দেখিতে শ্রীগোবিন্দে ॥"

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ঠাকুরদের ও কেশীঘাট, বংশীবট, দ্বাদশাদিত্যের টীলা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভগবৎ লীলাস্থলী সকলের, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ প্রভৃতি ঠাকুরগণের, ইহলোকবাসী, পরলোকবাসী হরিভক্তবৃন্দের "জয় জয়" ধ্বনি প্রদান করিয়া কীর্ত্তন সমাপন করিতেন। ঠাকুর 'প্রতিনিয়ত ঘড়ি ধরিয়া চলিতেন।

ঠাকুরের ঘরে ব্রহ্মচারী, সরলনাথ, যোগজীবন দাদা, সতীশ, বিধু মজুমদার, কুঞ্জ (অসুখের পূর্ব্বে) প্রভৃতি এবং আমি রাত্রে শয়ন করিতাম ও তাঁহার সম্মুখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

স্নান ও রথযাত্রা মহোৎসব

স্নানযাত্রা ও দ্বৈতাদের সহিত কলহ

আজ ২২শে জ্যৈষ্ঠ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। জগন্নাথদেব আজ স্বয়ং রত্নসিংহাসন ছাড়িয়া বলভদ্র স্বামী, সুভদ্রামায়ী ও চক্র সুদর্শনের সহিত স্নান করিতে স্নানবেদীতে আসেন। শাস্ত্রে আছে যে জগন্নাথদেবের স্নানের সময়ে সমস্ত দেবতারা উপস্থিত হন এবং পূজারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্নান করান। আমরা স্নানবেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে ঠাকুরের সহিত অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিলাম। আজ 'দ্বৈতা' সেবকদিগের সহিত আমাদের ঝগড়া হয়। 'দ্বৈতা' অর্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চণ্ডাল সেবক; ইহারাই জগন্নাথদেবকে বহন করিয়া স্নানবেদীতে নিয়া আসে এবং রথযাত্রার সময় ঠাকুরকে রথে উঠায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। জগন্নাথদেব ও বলভদ্র স্বামী প্রভৃতি স্নানবেদীতে আসনে বসিলে আমরা ঠাকুরের সহিত দর্শন করিতে যাই। অনেকেই তখন দর্শন করিতেছিল। 'দ্বৈতারা' ঠাকুরের গতিরোধ করিয়া বলিল, "টাকা না দিলে দর্শন করিতে দিব না"; জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইল। ঠাকুর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তেজের সহিত বলিলেন, "বিধু চল; ঠাকুর কৃপা করিলে অন্যত্রও দর্শন হইবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন এবং নাটমন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় একটা দরজার নিকট বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে দ্বৈতারা ঠাকুরের নিকট আসিল, স্নানবেদীর নিকট যাইবার জন্য ঠাকুরের পা ধরিয়া সাধাসাধি করিতে লাগিল এবং নিজেদের অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা চাহিল। ঠাকুর অনেকক্ষণ পরে উহাদের অনুরোধে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিলেন এবং স্নানের সময় ভগবানের স্নান দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। দ্বৈতারা কিছু দর্শনী চাহিল। ঠাকুর উহাদিগকে ৪০৲ টাকা দিতে চাহিলেন। দাদাগোঁসইয়ের হাতে টাকা নাই, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার পাথেয় বাবদ ৪০৲ টাকা রাখিয়াছিলেন, তিনি উৎফুল্লচিত্তে উহা দিয়া দিলেন। পরে দ্বৈতারা খুব যত্ন করিয়া দর্শনাদি করাইয়া দিল।

কুঞ্জের জ্বর ও ঠাকুরের চিকিৎসা

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহের এ সময়ে জ্বর ছিল। তিনি আমার কাঁধে ভর করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার জ্বরের চিকিৎসা ঠাকুর নিজে করেন। এই চিকিৎসায় একটু বিশেষত্ব আছে। জ্বর প্রকাশ হইবার দুইদিন পূর্ব্ব হইতে ঠাকুর ইঁহাকে মহাপ্রসাদ না খাওয়াইয়া বার্লি খাইতে আদেশ করেন। এইরূপ অকারণ আদেশে একটু ত্রস্ত হইয়া বিধুভূষণ ঘোষ কুঞ্জকে বলিলেন, "তোর বোধ হয় কোন অসুখ করিবে, তাই উনি তোকে বার্লি খাওয়াইতেছেন।" যে দিন প্রথম জ্বর হয় সেদিন শান্তিদিদির ছেলের মলস্পর্শ হওয়াতে, সে নরেন্দ্রে যাইয়া স্নান করিয়া আসে। পথেই জ্বর হয়, বাসাতে আসিলে জ্বর খুব বেশী হয় এবং একরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। ঠাকুর সমুদ্র-স্নান হইতে আসিয়া কুঞ্জের জ্বরের কথা শুনিলেন, এবং স্নানের কথা শুনিয়া বলিলেন, "স্নান না করিয়া গাত্রের ঐ স্থানটুকুতে একটু জল দিলেই হইত।" পরে বলিলেন, "কুঞ্জের যে জ্বর হইবে ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম; তাই, যাহাতে না হয় তজ্জন্য ২।৩ দিন বার্লি খাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু যাহা হইবার তাহা এড়াইবার যো নাই। অদ্য প্রাতে স্নান করিল ও জ্বর আসিল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

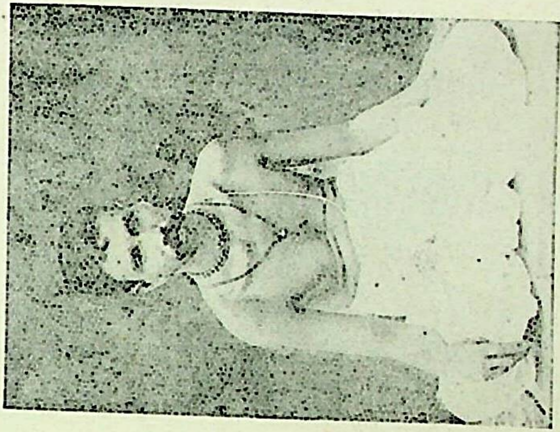

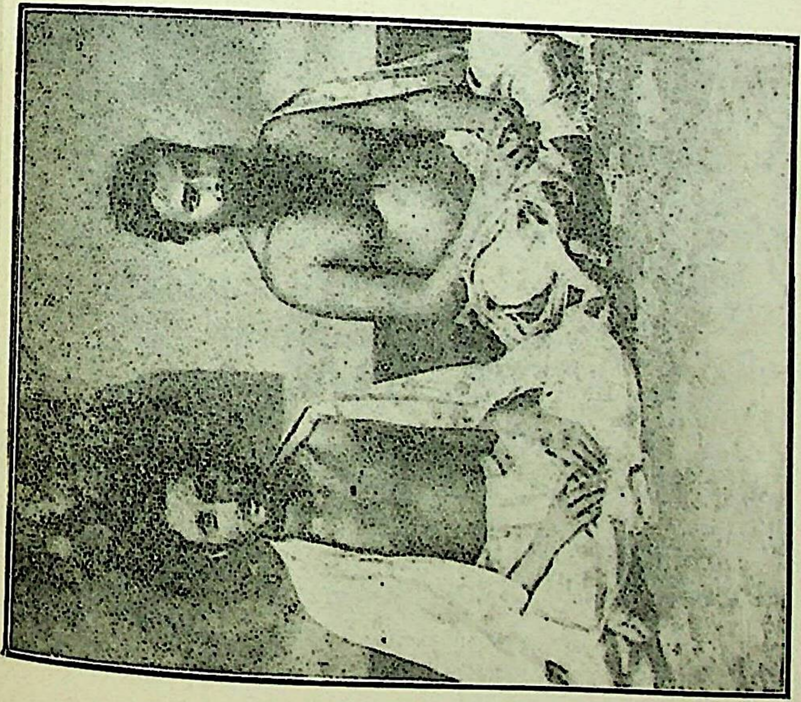

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরেবতীমোহন সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, এখানে ভাল ডাক্তার কবিরাজ নাই, ঔষধে কিছু হয় না, আমার ইচ্ছা তুমি কোন ঔষধ না খাও।" কুঞ্জ বলিল, "আমার ঔষধ খাইবার ইচ্ছা নাই।" পরে ঠাকুর কোন ঔষধ না দিয়া খাওয়ার মাত্র এই বন্দোবস্ত করিলেন। প্রাতে 'পাকাল মহাপ্রসাদ,' বৈকালে 'মহাপ্রসাদ' ও রাত্রে তাঁহার প্রসাদী আম, ক্ষীর ও মিছরী।" ১০৪।১০৫ জ্বরের উপর এইরূপ পথ্য চলিতে লাগিল। ব্যারাম অনেকটা ভাল হইল। একদিন রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি হয় এবং দরজা খোলা থাকায় ঠাণ্ডা লাগিয়া আবার জ্বর হইল। ইহাতে রামকৃষ্ণ ঠাকুরতা প্রভৃতি কেহ কেহ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, "বিনা চিকিৎসায় কুঞ্জ হয়ত মারা যাইবে।" এই কথা ঠাকুরের কানে উঠিল, তিনি উহা শুনিয়া ডাক্তারী ঔষধ খাওয়াইবার জন্য বলিলেন এবং কুঞ্জকে কহিলেন "তুমি ঔষধ খাও, সত্যকুমারের (১) চিকিৎসা হইল, তোমাদের গ্রামে প্রচার, বিনা চিকিৎসায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" কুঞ্জ ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইল না। তথাপি ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ ঘোষ ডাক্তারের দ্বারা প্রেস্কৃপ্‌সন করাইয়া এবং নিজে দেখিয়া ঔষধ দিতে বলিলেন এবং আবার বার্লি খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

ইহাতে ব্যারামের কিছুই হইল না। একদিন রাত্রে কুঞ্জ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। ১০৩।১০৪ ডিগ্রি জ্বর। কুঞ্জের কথামত সতীশ

(১) বানরীপাড়া নিবাসী ৺সত্যকুমার গুহ, কুঞ্জ ঠাকুর তাঁরই আত্মীয়। তিনি শান্তিপুরে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুরের নিজ বাড়ীতে তাঁহার সম্মুখে দেহ-ত্যাগ করেন। তিনি খুব ভজনশীল ও বিনয়ী ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ইহার দেহত্যাগের পরই পুনরায় গঙ্গার তীরে কোন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হইয়াছে। ইহার গর্ভক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। লোকের কদাচিৎ এরূপ সৌভাগ্য হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইয়া বলায় ঠাকুর তখনই রাত্রি ১১টার সময় 'পাকাল' দিতে বলিলেন। কুঞ্জ এক হাঁড়ি পাকাল খাইল এবং খুব আরাম বোধ করিল। তৎপরে পূর্ব্বের মত পাকাল ও মহাপ্রসাদ দ্বারা পথ্য করিতে লাগিল। ব্যারাম ক্রমে ক্রমে সারিয়া গেল। ইহার বাঁচিবার আশা ছিল না। অনেক দিন ডাক্তার প্রভৃতিরা মনে করিতেন, রাত্রে মরিয়া থাকিবে। ব্যারাম ভাল হওয়ার পর ঠাকুর বলিয়াছেন যে, কুঞ্জের বাঁচা, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড, কি যে হইয়াছিল, লোকে তা ত জানে না; তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

শনি ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ

ইহার পর একদিন কুঞ্জ ঠাকুরের নিকট বসিয়া বলিল, "আজ আপনি যখন বৈকালে মহাপ্রসাদ আহার করিতেছিলেন তখন আমি ঘুমাইতেছিলাম। স্বপ্নে দেখি শনি ঠাকুর আপনার খাওয়া শেষ হওয়ামাত্রই আপনার পাত হইতে প্রসাদ নিয়া যাইতেছেন। আমার দেখিয়া রাগ হইল। আমি দৌড়াইয়া গিয়া শনি ঠাকুরকে বলিলাম "আপনি কি রকম লোক, কাহাকেও না বলিয়া এইরূপ প্রসাদ নিয়া যাইতেছেন?" শনি ঠাকুর কিছু উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। তখন আমি আবার দৌড়িয়া গিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলাম, "তুই দরজার ধারে বসিয়া আছিস্, দেখছিস্ না যে-সে আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদ নিয়া যায়?" ইহার পরই আমার ঘুম ভাঙ্গিল। আমি দেখিলাম যে তখনই আপনার প্রসাদ ঘর হইতে বাহিরে আনা হইল। ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, যা দেখেছ তা ঠিকই, শনি ঠাকুর এসেছিলেন।"

মাঠাকুরাণীর কৃপা ঃ দর্শন

কুঞ্জ আরও বলিল—কয়েকদিন হইল স্বপ্নে দেখিলাম লতাপুষ্পদ্বারা সজ্জিত অতি সুন্দর একটি কুঞ্জের ভিতরে একখানা অপূর্ব্ব সিংহাসন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্তেশ্বরী-মাঠাকুরুণ শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার উপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বামে মাঠাকুরাণী বসিয়া আছেন। সিংহাসনে উঠিবার সিঁড়ির নীচে বাম দিকে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন। আপনাকে নীচে দাঁড়ান দেখিয়া ভাল লাগিল না। ইচ্ছা হইল আপনি যাইয়া মাঠাকুরাণীর দক্ষিণে বসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া নীচে দাঁড়ান।” ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “তাতে দোষ কি?”

কুঞ্জের এই সব কথা শুনিয়া মাঠাকুরাণী সম্বন্ধে আমার একটি প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয় মনে হইল। এক দিবস মধ্যাহ্নকালে গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে মাঠাকুরাণীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দরজার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলাম। উঠিতেই দেখি চতুর্ভুজা শ্যামা শূন্যে সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। অঙ্গের বর্ণ নীলকান্ত মণির ন্যায়। বুঝিলাম মাঠাকুরাণী কৃপা করিলেন।

মাঠাকুরাণী সম্বন্ধে ঠাকুর গেণ্ডারিয়ার আম গাছের নীচে শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ ঘোষ ও কুঞ্জকে বলিয়াছিলেন, “লোকে সাধন ভজন করিয়া ভগবানকেও লাভ করিতে পারে, কিন্তু উঁহার কৃপা না হইলে উঁহাকে কেহ পান না। যাহারা উঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা যথার্থই সৌভাগ্যবান।”

নবযৌবন দর্শন

স্নানযাত্রার পনর দিন পরেই রথযাত্রা। এই পনর দিন জগন্নাথদেব নির্জ্জনে থাকেন। এই কয়দিন কাহারও দর্শনের অধিকার নাই, কেবল দৈতা সেবকেরা সেবা করেন। এই দেশে প্রবাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান করিয়া জ্বর হয় এবং এই পনর দিন তজ্জন্য নির্জ্জনে থাকেন ও পানা ভোগাদি গ্রহণ করেন। পনের দিন অন্তে যে দিন সকলকে দর্শন দেন সেই দিন ৺জগন্নাথদেবের ‘নবযৌবন’ দর্শন। ইতিপূর্ব্বেই শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গরাগাদি হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথযাত্রার অব্যবস্থা ঃ একাদশীর নূতন মত

এবার ৬ই আষাঢ় ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন। ঠাকুর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন সেবকেরা দ্বিতীয়া তিথির ভিতর প্রায়ই জগন্নাথদেবকে রথে তোলেন না। ঠাকুর বলিলেন দ্বিতীয়ার মধ্যে রথে না উঠাইলে, রথে 'বামন' দর্শনে যে সদ্যমুক্তির কথা আছে তাহা হয় না। সহস্র সহস্র লোক ব্যাকুল হইয়া এই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিতে বহু অর্থব্যয় ও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া দূরদেশ হইতে আসেন, আর এই সেবকদিগের ও রাজার ত্রুটীতে যথাশাস্ত্র দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহা অত্যন্ত ক্লেশ ও দুঃখের বিষয়। ঠাকুর ডেপুটী জগৎবাবু ও কিশোরীবাবুকে অনুরোধ করিলেন—"আপনারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বলিয়া যে প্রকারে হউক দ্বিতীয়ার মধ্যে যাহাতে জগন্নাথদেব রথে উঠেন তাহার চেষ্টা করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার কর্ত্তা, রথে ঠাকুর উঠাইবার সময় তিনি পুলীশ সঙ্গে শান্তিরক্ষা করেন। তাঁহার আদেশে রাজাকে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কিশোরীবাবু ও জগৎবাবু দুইজনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বলিয়া হুকুম বাহির করিলেন যে দ্বিতীয়ার ভিতর ঠাকুর যে প্রকারে রথে উঠেন তাহা করিতে হইবে।

কিন্তু যখন উড়িষ্যাবাসী, ডেপুটী রাসবিহারীবাবু ও জগন্নাথদেবের সেবকেরা শুনিলেন যে জটিয়া বাবার চেষ্টায় দ্বিতীয়ার মধ্যে ঠাকুরকে রথে উঠাইবার হুকুম হইয়াছে, তখন সেবকেরা গোপনে রাসবিহারীবাবুকে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন "এ বৃহৎ ব্যাপার; দ্বিতীয়ার ভিতর ঠাকুরকে রথে উঠাইতে পারা যাইবে না, যে দিন দ্বিতীয়া সেই দিন ঠাকুরকে রথে উঠাইলেই হইল। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ প্রত্যাহার করুন।” সাহেব তাহাই করিলেন, দ্বিতীয়ার ভিতর জগন্নাথদেব রথে উঠিলেন না।

সাহেবের নিকট উঁহারা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন—ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন “এতো বালকের মত কথা, একি একাদশীর উপবাস পাইয়াছেন যে, যেদিন একাদশীতে কিঞ্চিৎমাত্রও দ্বাদশী থাকিবে সেইদিনই উপবাস করিতে হইবে?” শাস্ত্র হইতে উহাদের অযৌক্তিকতার প্রমাণস্বরূপ ভুরি ভুরি শ্লোক দেখাইতে লাগিলেন। শুনিলাম এ দেশে একাদশীর এক নূতন মত কয়েকটি মঠ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। রাধাকান্ত মঠ, গঙ্গমাতার মঠ, জগন্নাথদাস বাবাজীর পাপুরিয়া মঠ এইরূপ কতিপয় মঠে এই অভিনব মতে একাদশী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহারা না স্মার্ত্ত মতে মন্দিরের একাদশীর দিনে উপবাস করিবেন, না গোস্বামী মতে করিবেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর সতীশ ও স্বামীজিকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন এবং শাস্ত্র হইতে নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই সম্বন্ধে ঐ সকল মঠে আলোচনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সকলেই কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়। শাস্ত্র শোনে কে? ঠাকুর অদ্বৈতবংশের প্রথানুসারে স্মার্ত্ত মতেই একাদশী করিয়া থাকেন।

ঠাকুর রথযাত্রার ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, “অন্য সময়ে জগন্নাথদেব দর্শনেও যে ফল এই অ-তিথিতে রথে ঠাকুর দর্শনেও সেই ফল। দ্বিতীয়ার ভিতর যখন উঠান হইল না তখন এত ভিড়ের ভিতর দর্শনে যাওয়া নিস্প্রয়োজন।” তিনি আর সেই দিন রথে জগন্নাথদেব দর্শনে গেলেন না। বারান্দায় দাঁড়াইয়া রথ টানার সময়ে জগন্নাথদেব দর্শন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে একদিন সমুদ্র-স্নানকালে ঢেউয়ের আঘাতে ঠাকুরের হাঁটুর সন্ধিস্থান চ্যুত হইয়াছিল। তাই তিনি কোথায়ও যাতায়াত করিতে অতিশয় ক্লেশ পাইতেন। সকালবেলা বিধুবাবু ওভারসিয়ার সুরেনবাবুর দোলা চাহিয়া আনিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ঠাকুর উহাতে চড়িয়া দর্শনে যান। দোলা ঘরের ভিতর আনিয়া ঠাকুরকে উহাতে চড়িতে সকলে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও কৌতুক করিয়া উহাতে চড়িলেন। বিধু ঘোষ প্রভৃতি দোলা কাঁধে লইলেন। তখন মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন "এই আমাদের রথে জগন্নাথ দর্শন করা হইল।"

জগন্নাথদেবের পট্টডোরী

মহাপ্রভুর আদেশে কুলীনগ্রামের বসু রামানন্দ রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের পট্টডোরী যোগাইতেন। সেই সময় হইতে তাঁহার বংশধরেরা ঐ পট্টডোরী নিয়মিত প্রতি বৎসর দিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাহা বন্ধ হইয়াছে জানিয়া ঠাকুর রামানন্দ বসু মহাশয়ের বংশের কুলীনগ্রামের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস বসুকে উহা পূর্ব্ববৎ দিতে আদেশ করেন। তিনি তদনুসারে ১৩০৩ সন হইতে উহা দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ঠাকুর অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ঐ পট্টডোরী তাঁহাদের পাণ্ডা ভুবন মিশ্র রাজসরকারে জমা না দিয়া বিক্রয় করিয়া খাইতেছিলেন; ঠাকুর ইহা হরিদাসবাবুকে জানাইলেন। হরিদাসবাবু রাজার ম্যানেজার 'প্রাইচ সাহেব'কে এই বিষয় অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। প্রাইচ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া ভুবন পাণ্ডা হইতে গত দুই বৎসরের টাকা আদায় করিয়া লইলেন এবং তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন। ভুবন পাণ্ডা হরিদাসবাবুকে ধরিয়া রক্ষা পাইলেন, পরন্তু আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন।

জগন্নাথদেবের সেবার ত্রুটি

ইদানীং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিয়মিত সেবার খুব ত্রুটি হইতেছিল। ঠাকুর উহা দর্শন করিয়া বড় দুঃখ করিতেন। কখন কখন ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরতি দুই প্রহরের সময় হইত, বাল ভোগ তিন প্রহরের সময়, রাজভোগ সন্ধ্যাকালে ; পূর্ব্বদিনের ফুল শ্রীবিগ্রহে দুই প্রহর পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত। এই সকল সেবার ত্রুটি দেখিয়া ঠাকুর ক্লেশে অধীর হইতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শরীর আরশোলায় ও ইন্দুরে কাটে শুনিয়া একদিন খুব মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ইহারা জগন্নাথ-দেবকে বিশ্বাস করে না ; যাহার বিশ্বাস আছে সে কি আর—জগন্নাথদেব অনাহারে রহিয়াছেন, আরশোলায় অঙ্গ কাটিতেছে, পূর্ব্বদিনের ফুল শ্রীঅঙ্গে ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত রহিয়াছে, এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারে ? এখন জগন্নাথদেব সেবকদের এক উপার্জ্জনের বিষয় হইয়াছেন, ঝগড়া-বিবাদ করিয়া অনায়াসে ইহার সেবার ও ভোগের ত্রুটি করে। রাজারও এদিকে দৃষ্টি নাই।"

শুনিলাম শাস্ত্রে আছে পূর্ব্বরাত্রের ফুল বিগ্রহের অঙ্গ হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ফেলিতে হয়। সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্তের ভিতর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিগ্রহ-শরীরে ফুল কণ্টক হইতেও ক্রমশঃ তীব্ররূপে বিদ্ধ হইতে থাকে। অতঃপর ঐ পুষ্প বিগ্রহ-শরীর বজ্রবৎ বিদ্ধ করে। সূর্য্যো-দয়ের দুইমুহূর্ত্ত পরে ফুল উন্মোচন করিলে আর উহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। নারদ পঞ্চরাত্রে আছে :—

"অরুণোদয় বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ
প্রাতস্তু স্যান্মহাশল্যং ঘটিকা মাত্র যোগতঃ
অতিশল্যং বিজানীয়াত্ততো বজ্র প্রহারবৎ ॥
অরুণোদয় বেলায়াং শল্যং তৎক্ষমতে হরিঃ
ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ।
মুহূর্ত্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণং পাতকমুচ্যতে।
অতি পাতকমেবস্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুহূর্ত্তে ত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে।
ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতক পঞ্চকং।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো নহি ॥ (১)

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস। ৩য় বিলাস, ৭৯৮।

(অর্থাৎ অরুণোদয় কাল হইতে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ৪ দণ্ড হইতে বিগ্রহ-শরীরে পুষ্প শল্য, মহাশল্য এবং সূর্য্যোদয়ের পর বজ্র-প্রহারবৎ অতিশল্যরূপে বিদ্ধ করে। চারিদণ্ডের পর অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত পর কিম্বা অরুণোদয় হইতে এক প্রহরের পর পুষ্প রাখিলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।)

ঠাকুর বলিলেন "সুযোগ্য লোকের হাতে মন্দিরের ভার থাকা প্রয়োজন। দুইজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিতকে শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থার নিমিত্ত নিযুক্ত করা উচিত। প্রতি কার্য্যে তাঁহাদের ব্যবস্থামত চলা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জগন্নাথদেবের সেবা পূজাপদ্ধতি অনুসারে শাস্ত্রদৃষ্টে যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, সুযোগ্য কর্ম্মচারী তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবেন।"

ঠাকুর আরও বলিলেন, "মন্দিরের চারিদিকে দেওয়াল সংলগ্ন যে দোকান সকল রহিয়াছে, উহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। পরিক্রমার সময় ঐ সকল দোকানদার পসারীকেও প্রদক্ষিণ করিতে হয়; এইরূপে শ্রীমন্দিরের দেওয়ালের গায়ে দোকানঘর প্রভৃতি থাকায় ভক্তেরা প্রাণে বড়ই ক্লেশ পান।" ঠাকুর মাঝে মাঝে মন্দিরের বাহিরের রাস্তা ধরিয়া শ্রীমন্দিরে পরিক্রমা করিতেন।

ঠাকুরের আকাশবৃত্তি

দাদাগোঁসাই ঠাকুরকে একদিন জানাইলেন, "অর্থের টানাটানি, এখন কি করা যায়? আমার ইচ্ছা রঙ্গপুর যাইয়া, আমাদের যে সম্পত্তি আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বিক্রয় করি।" ঠাকুর বলিলেন, "ভগবান দাতা, তিনি না দিলে কিছুতেই কিছু হয় না। বিষয় বিক্রী করিয়া জোর দুই হাজার টাকা পাইবি, তাহাতে কয় দিন চলিবে? তাঁর উপরই নির্ভর কর, তবে ভগবানের দান যথার্থরূপে ব্যয় না হইলে, তিনি গুটাইয়া নেন, যদি না কুলায় ব্যয় সংক্ষেপ কর্।" কাঙ্গালীদের ভোজনের নিমিত্ত মাসিক যে ১২০৲ টাকা ব্যয় হয়, ইহা দাদাগোঁসাই কমাইতে চাহিলে বিধু মজুমদার ও মোক্ষদাকুমার বসু বলিলেন, "আজ অবধি এক মাসের খরচ আমরা দিব।"

ঠাকুরের আশ্রম বরাবর আকাশবৃত্তি দ্বারা চলিত। আকাশবৃত্তি শব্দের অর্থ, একান্তভাবে ভগবানের মুখপানে তাকাইয়া পড়িয়া থাকা, তিনি যাহা দিবেন তদ্দ্বারাই আহারাদি নিষ্পন্ন করা।

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥

যে সকল মনুষ্য অনন্যচিন্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, সে সকল নিত্যযুক্ত লোকদের ভরণ-পোষণের ভার আমি বহন করি।

ঠাকুর সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন, তাই তাঁহার আকাশবৃত্তি কখনও ভঙ্গ হয় নাই। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বাস করা কালে এক দিবস শ্রীযুক্তা দিদিমাতাঠাকুরাণী (ঠাকুরের শাশুড়ী) বলিলেন, "নবকুমারবাবু, আজ তো হাতে কিছু নাই, খাবার কি হবে?" তাহাতে নবকুমারদাদা চাউল ডাল প্রভৃতি কয়েক টাকার খাবার জিনিষ ধারে আনিলেন। সেই দিনই আহারের পর ঠাকুর নবকুমারবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বাজার হইতে ধারে কিছু জিনিষ আনিয়াছেন?" তাহাতে নবকুমারবাবু বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হাঁ, আমরা অনেক লোক এখানে আছি, তাহাদের কষ্ট হইবে, বুড়ো ঠাকুরাণীর হাতে কিছু নাই বলাতে—আমি ধারে জিনিষ আনিয়াছি।" ঠাকুর বলিলেন, "আপনি ভালর জন্যই করিয়াছেন, তবে আপনাকে আমার ব্রতের কথা জানাই। আমার আকাশবৃত্তি, আমার আহ্বানও নাই বিসর্জ্জনও নাই। এখানে যাঁহারা আছেন ভগবান যেদিন যাহা উপস্থিত করিবেন তাহাই সকলের সমানভাবে খাইতে হইবে। কিন্তু নিজে সে ভার নিলে আমার আকাশবৃত্তি রক্ষা হয় না।" তাহাতে নবকুমারবাবু জোড়হাতে বলিলেন, "আমি জানি না, তাই এই অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন।"

বিশ্বাস মহাশয় (নবকুমার) আরও গল্প করিয়াছেন। ঠাকুর যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন আটার রুটি খাইতেন। কলিকাতায় ভাল আটা মিলিত না। বিশ্বাস মহাশয় বাঁকিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে কিছু আটা পাঠাইতে লিখেন, তিনিও কিছু পাঠাইয়াছেন। ঠাকুর ঐ আটার রুটি খাইয়া প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "এ আটা কোথায় পাইলেন ?" যখন জানিলেন বিশ্বাস মহাশয় চিঠি লিখিয়া আনাইয়াছেন, তখন ক্ষুণ্ণ হইয়া বিশ্বাস মহাশয়কে বলিলেন, "আর এরূপ করিবেন না। ভগবান যাহা দেন তাহাই আহার করিব। গুরুজি আমাকে আকাশ-বৃত্তি দিয়াছেন, আমি কাহারও মুখাপেক্ষী নহি।"

ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত নির্ভরতা

ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালে কিছুদিন মাসহারা যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন বটে, কিন্তু তাহাও অতি সামান্য। যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া শূন্যহস্তে কেবলমাত্র ভগবানের দিকে তাকাইয়া চলিতেন, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "তোমার নিরাশ্রয় পরিবার অনাহারে শুকাইয়া মরিবে।" এই কথার উত্তরে তিনি বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন, "যিনি মরুভূমিতে তৃণগুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীর মধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, কোন্ অবিশ্বাসী বলিবে যে, তিনি অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন।" ঢাকার ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি ঠাকুরের একখানা চিঠিতে দেখিয়াছিলেন, "আমি ভগবানের পবিত্র নাম প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাতে তিনি যদি এই নিরাশ্রয় পরিবারকে অনাহারে মারেন, তবে তাহাতে আমার আক্ষেপ নাই।"

তিনি ঢাকাতে যখন প্রচার করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি করিতেন। কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। রোগীর নিকট হাঁটিয়া যাইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন। দর্শনী ইচ্ছা হইলে দিত, নচেৎ নহে। তিনি অনেক সময় পরিবারবর্গকে শূন্যহস্তে রাখিয়া প্রচারে বহির্গত হইতেন। শিশুকাল হইতেই ঠাকুরের নির্ভরভাব খুব প্রবল ছিল। একজন কর্ত্তা আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহার উপরই সমস্ত অর্পণ করিয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রচারক অবস্থায় একবার আসাম অঞ্চলে প্রচার করিতে যান। এক কপর্দ্দকও সঙ্গে নাই, কেবলমাত্র জাহাজ ভাড়া সংগৃহীত হইয়াছে। উহা লইয়াই টিকেট খরিদ করিয়া জাহাজে চড়িলেন। দুই তিন দিন চলিয়া গেল, কিছুই আহার হয় নাই। জাহাজ কোন স্থানে থামিলে ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ি জাহাজ হইতে নামিয়া কতকগুলি পলি মাটী জল দিয়া গুলিয়া খাইয়া ফেলিলেন। যাত্রী মুনসেফ, ডেপুটী প্রভৃতির সহিত জাহাজে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি করিলেন?" ঠাকুর বলিলেন, "ভগবান যাহা দিলেন, তাহাই প্রণাম করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম।" তখন তাঁহারা বলিলেন, "আমাদিগকেও ত জানাইতে পারিতেন?" ঠাকুর বলিলেন, "আপনাদিগের উপর নির্ভর করিয়া আর ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির হই নাই, যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া বাহির হইয়াছি তিনি যাহা দিলেন তাহাই গ্রহণ করিলাম।"

শুনিয়াছি কাঁধে একটা ব্যাগ ও হাতে একটা মোটা লাঠি এইমাত্র অবলম্বন করিয়া পদব্রজে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে প্রচার করিতেন। সঙ্গে কপর্দ্দকও নাই, সামনে ছোট ছোট নদী পড়িয়াছে, অদম্য-উৎসাহে উহা সাঁতরাইয়া পার হইয়া যাইতেন। শরীরে অসীম শক্তি ছিল; কেবলমাত্র চাউল পাইলেন, তাহাই চিবাইয়া খাইয়া হাঁটিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, ঢাকা হইতে যখন চাঁটগা যান, তখন রাস্তায় দোপাটী ফুল খাইয়া দিনে ৪৮ মাইল হাঁটিয়াছেন।

প্রচারের সময় আহারাভাবে বহু ক্লেশ পাইতেন। ভাত হইয়াছে, ডাল নাই, কখন লবণ নাই, তাহাই সাদরে ভগবানের দান ভাবিয়া মাথায় ছোঁয়াইয়া গ্রহণ করিতেন। একদিন কেবলমাত্র গ্যাঁদা ফুল ভাজা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।

এইরূপ ঘোর দৈন্যাবস্থায়ও কাঙ্গালী দেখিলে বেহুঁস হইয়া যাইতেন। কতদিন নিজের অন্ন কাঙ্গালীদের দিয়া উপবাস করিয়াছেন; পরিবার-দিগকেও তৎসঙ্গে ক্লেশ পাইতে হইত।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যখন প্রচারক ছিলেন, তখন তিনি ধর্ম্মপিপাসু হইয়া নানা সম্প্রদায়ের ভিতর ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেন। এই অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি ১২৯০ সনের ভাদ্র মাসে মানস সরোবরের পরমহংসজীর নিকট গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন গয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছিদ্রান্বেষী নববিধান সমাজের কোনও ব্রাহ্ম বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গোঁসাই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও কয়েকটি মাসহারার টাকার লোভে নিজকে গোপন করিয়া চলিতেছেন। নবকুমার বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের নিকট এই কথা শুনিয়াই ঠাকুর তাঁহার জিনিষ-পত্র স্থানান্তরিত করিলেন এবং সিটি কলেজগৃহে এক সভা আহ্বান করিয়া প্রচারকের কাজ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় পড়েন এবং কলিকাতা হইতে বাগ-আঁচড়ায় যাইয়া কিছুদিন নির্জ্জন বাস করেন; পরে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের মতের বৈলক্ষণ্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে তাঁহাদের প্রচারক-পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মতের অনৈক্যহেতু তাহাও ছাড়িয়া ঢাকার এক্রামপুরে বাস করেন। এইরূপে নিঃসম্বল অবস্থায় কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একমাত্র ভগবানেই নির্ভর করিয়া তিনি বিচরণ করিতেন।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষার পর তাঁহার গুরুদেবের আদেশে এই আকাশবৃত্তি পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

দাদাগোঁসাই : সাধুসেবা

প্রথমঃ এই আশ্রমের ভার দিদিমাতা ঠাকুরাণীর হাতে ছিল, তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত নানারূপ অভাবের অবস্থায় পড়িয়াও দক্ষতার সহিত খরচ চালাইতেছিলেন। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে কিছুদিন শ্রীযুক্ত ভারত পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে এবং প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের হাতে ভার ছিল। কলিকাতায় সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় ঠাকুর মহাপুরুষদের অনুরোধে উহা শ্রীযুক্ত দাদা যোগজীবন গোঁসাইয়ের হাতে ন্যস্ত করেন।

পূর্ব্বে যখন দিদিমাতা ঠাকুরাণীর হাতে ভার ছিল, তখন তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক খরচ করিতেন, অর্থও কম আসিত। দাদাগোঁসায়ের হাতে খরচ দেওয়া অবধি স্রোতের ন্যায় অর্থাগম ও ব্যয় হইতে লাগিল। যেমন ঠাকুরের আকাশবৃত্তি, তাঁহার ভাণ্ডার ভগবানের ভাণ্ডার। যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনে সমস্ত ভগবানের প্রদত্ত, ইহাতে ভগবৎ-আশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই অধিকার। তদ্রূপ যিনি ভাণ্ডারী হইয়া এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক অহৈতুকী বিশ্বজনীন প্রেম ও ভালবাসায়, সমস্ত অর্থ সাধারণের প্রয়োজনে অকাতরে ব্যয় হইতে লাগিল। বস্তুতঃ মহাপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রেই এই ভগবানের ভাণ্ডার মহেন্দ্রক্ষণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

৺প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী, ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। তাঁহার শারীরিক গঠন অনেকটা ঠাকুরের ন্যায় ছিল। ঠাকুর আদর করিয়া ইঁহার নাম যোগজীবন রাখিয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যাবধি সৎসঙ্গে ও সৎশিক্ষা প্রভাবে অন্তর্নিহিত পৈত্রিক ধর্ম্মভাব অল্পবয়সেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যিনিই তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, "এ তো দেবতা, ইনি সংসারের লোক নহেন।" সংসারের বিষয় ইনি বড কিছু বুঝিতেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে দাদাগোঁসাইকে "তুই এ বিষয়ে কি বুঝিস্?" বলিয়া মৃদু ভৎর্সনা করিতেন।

ঠাকুরের নিকট বসিয়া দাদাগোঁসাই মাঝে মাঝে তাঁহার ভজন সাধন দর্শনাদি সম্বন্ধে গল্প করিতেন। যখন ঠাকুর ঢাকা প্রচারক আশ্রমে ছিলেন, তখন অতি অল্পবয়সে একদিন তিনি রাজা রামমোহন রায়ের দর্শন পান এবং ঠাকুরকে ইহা বলেন। ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রবাবুর সহিত একদিন এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

একদিন শুনিলাম, দাদাগোঁসাই ঠাকুরের নিকট বসিয়া বলিতেছেন, "সমুদ্রে স্নানে যাইতেছি, যাই মান্দিরের কোণে গিয়াছি অমনি শ্রীবৃন্দাবনের কেশীঘাট রাস্তা, গলি প্রভৃতি দৃষ্টিতে পড়িল; ময়ূরগুলি "ক্যাঁকা" "ক্যাঁকা" করিয়া ডাকিতেছে সেই ধ্বনি পরিষ্কার কানে শুনিলাম।"

ব্রহ্মচারীর মুখে শুনিলাম, একদিন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দাদাগোঁসাই বলিলেন, "দেখ, আজ ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মজা হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে খুব জব্দ ক'রে দিয়েছি।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি? কি করেছিস্?" দাদাগোঁসাই কহিলেন, "আসনে বসিয়া আছি, অসংখ্য ঋষি মুনির সহিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইল। আমি প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার দর্শন বৃথা হয় না, তুই বর প্রার্থনা কর্।" আমি কহিলাম, "আমাকে ৫০ লক্ষ কোটী টাকা দেও। যেমনি এই কথা বলা শ্রীকৃষ্ণ অমনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়, আর ফিরেও তাকালেন না।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত বড় বোকা দেখ্‌ছি! তুই প্রেম ভক্তি চাইতে পার্‌লি না?" দাদাগোঁসাই বলিলেন, "তুমি বোকা না আমি বোকা; ও জিনিষ আমি চাব কেন? ওত আমার হাতের মুঠে।" ঠাকুর শুনিয়া একটু হাসিলেন।

দাদাগোঁসাই পরের দুঃখ কিছুমাত্রও সহিতে পারিতেন না, দুঃখী কাঙ্গালদিগকে যাহাতে অজস্র দান করিতে পারেন তজ্জন্যই এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ দাদাগোঁসাই, সাধন ভজন, চিত্তের উদারতা, অনাসক্তি, সর্ব্বজীবে প্রীতি, অর্থাদিতে নির্লিপ্ততা, আস্তিক্য বুদ্ধি, দয়া, সাধুসজ্জনে অপরিসীম ভক্তি ইত্যাদি বহুগুণে ভূষিত ছিলেন। এরূপ একাধারে বহুগুণ ইহাতে বর্ত্তমান ছিল। এক সময়ে আমার সেবা অভিমান আসিয়াছিল। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, ঠাকুর আসনে বসিয়া বলিতেছেন, "যোগজীবনই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক।" অপর এক সময়ে একটি সাধু আসিয়াছিলেন; দাদাগোঁসাইএর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে 'দাতাদের' গল্প করিলেন। ঘটনাক্রমে আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দাদাগোঁসাইএর চোখ দিয়া দরদরধারে জল পড়িতেছে। তিনি কিছু পরে আমাকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, সাধুদিগকে আমার গায়ের এক এক টুক্‌রা মাংস কাটিয়া দেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা গম্ভীরনাথ ১৬।১৭ জন সাধু সঙ্গে একবার পুরীতে আসেন ও পাণ্ডার বাড়ীতে থাকেন। দাদাগোঁসাই ইহা জানিতে পারিয়া বাবাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রমে আনেন এবং একশত টাকা ধার করিয়া আনিয়া সেবা করেন এবং বাকীতে রেশমী ও কাঠিয়া-বস্ত্র আনিয়া উঁহাদের মর্য্যাদা করেন। বাবাজী দাদাগোঁসাইর ব্যবহারে খুব প্রীত হইয়া ছয় দিন কাল আশ্রমে ছিলেন। একবার মহোৎসবের সময় দাদাগোঁসাই একটি গুরুভাইকে গোপনে বলিলেন, "আশ্রমস্থিত সকলের চরণামৃত লইয়া আইস।" পরে উহা সংগৃহীত হইলে তিনি উহা পান করেন।

তিনি অনেক সময় নিজের কম্বলে শুইয়া পড়িয়া নিঝুমে নাম করিতেন। তাঁহার ভিতরে বিলাসিতার নামমাত্রও ছিল না। পরিধানে সামান্য সাদা বস্ত্র ও কৌপীন, গায়ে মোটা একখানা মাত্র চাদর, শয়নে একটা বালিশ ও দুই একখানা মাত্র কাল কম্বল ছিল, অথচ অজস্র অর্থ ইঁহার হাত দিয়া ব্যয় হইত। টাকা পয়সা যাহা কিছু আসিত সমস্ত তিনি নিজ আসনের নীচে ফেলিয়া রাখিতেন। তাঁহার বাক্স সর্ব্বদা খোলা থাকিত। যে যাহা কিছু প্রার্থনা করিত, নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবিচারে দিয়া দিতেন। ইঁহার চিত্তের ঔদাসীন্য দেখিলে মনে হইত, কলির কাঠিন্য ও মলিনতা যেন পদদলিত করিয়া ইনি ভগবানের নাম করিতে করিতে চলিয়া যাইবেন।

পুরীতে দাদাগোঁসাই একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "গুরুতে প্রেম জন্মে কি প্রকারে?" ঠাকুর বলিলেন, "মায়িক সম্বন্ধের গন্ধ থাকিতে তাহার আভাষও পাওয়া যায় না।" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন কথোপকথনের সময়ে দাদাগোঁসাইকে বলিলেন, "তোমার ভিতর যে সমুদ্রের (শক্তির) ঢেউ খেলে যাচ্ছে দেখ্‌ছি, দৈন্য করূছ কেন?" তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদাগোঁসাই হাসিয়া বলিলেন, "এমন অবস্থায়ই গুরু রেখেছেন, বুকের উপর দিয়া গাড়ী চলে গেলেও টের পাই না।" মহেন্দ্রবাবু আরও বলিলেন, হ্যারিসন্ রোডের বাসায় ঋণ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে একদিন দাদা-গোঁসাই বলিয়াছিলেন, "আমার বৃদ্ধ পিতা, এই লোকগুলি না খাইলে খাবেন না, তিনি মুখ শুকাইয়া বসিয়া থাকিবেন, এ কি আমি দেখিতে পারি ? এজন্য যত ঋণ পাব তত ঋণ করবো। এতে যদি আমায় নরকস্থ হইতে হয়, তাও রাজি আছি।" ঠাকুর যখন হ্যারিসন রোডের বাসায় ছিলেন, তখন দাদাগোঁসাইকে বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা নেওয়ার অনুমতি চাহিয়া কেহ চিঠি লিখিলে তুই যেরূপ ইচ্ছা উত্তর দিস্ সেইরূপই হইবে।" প্রেমে উভয় আত্মা এক হইয়া যায়। একজনের মনোগত অভিপ্রায় অপরে টের পায়। ঠাকুরকে দাদাগোঁসাই ভালবাসিয়া কিরূপ আপন করিয়া ফেলিয়াছিলেন উপরোক্ত ঘটনা তাহার নিদর্শন।

দাদাগোঁসাইএর জন্মকালে ব্রাহ্ম জালালমিয়া বলিয়াছিলেন, "একজন মহাপুরুষ জন্মাইতেছেন, সংকীর্ত্তন কর।"

শ্যামল শাঁর গল্প

দাদাগোঁসাই ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মাঝে মাঝে সেবার নিমিত্ত কিছু কিছু ঋণ করিতেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার যে বিষয় আছে তাহা বিক্রয় করিলে যত টাকা শোধ হইতে পারে তত পর্য্যন্ত ঋণ করিতে পার।" ঠাকুর শেষকালে ভক্তমাল প্রভৃতি হইতে শ্যামল শাঁর গল্প পাঠ করিয়া দাদাগোঁসাইকে শুনাইয়াছিলেন। শ্যামল শাঁ সাধুদের সেবার জন্য পুনঃপুনঃ ঋণ করেন। পরে ঋণ শোধ করিতে না পারায় মহাজনেরা তাঁহার নামে টাকার ডিক্রি করেন এবং ঐ ডিক্রিজারী দিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিবেন ঠিক করেন। যেদিন জারী দিবার কথা তৎপূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রে একটি লোক মহাজনদের নিকট যাইয়া সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া আসেন। পরদিন মহাজনেরা শ্যামল শাঁকে বলিল যে, তাহারা সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়াছে। শ্যামল শাঁ কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমরাই ভাগ্যবান, তোমরা ভগবানকে দর্শন করিয়াছ।" দাদাগোঁসাই মনে করিতেন ঠাকুর তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই (ভবিষ্যতে ঐরূপ লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার নিমিত্ত) উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। একবার শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধ কুম্ভের সময় বাজার ধার করিয়া প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন, দোকানদারেরা টাকার জন্য তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন ও উৎপীড়ন করিয়াছিলেন।

কুঞ্জের বিদায় ঃ কর্ম্ম

স্নানযাত্রার কয়েকদিন পরে আমার খুব জ্বর হইয়াছিল। ঠাকুর নিজেই ঔষধের ব্যবস্থা করেন ; ঐ ঔষধ খাইয়া আমি অবিলম্বেই সুস্থ হই। কুঞ্জ রথ দেখিয়া তাহার মাতার সহিত বাড়ী চলিল। বাড়ী যাইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে কুঞ্জ ও সতীশ রাত্রিতে একদিন ঠাকুরে পদসেবা করিতেছিল। তখন সতীশ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি কর্ম্ম আছে ?" তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "না, তোমার আর কর্ম্ম নাই। তবে যদি তোমার মা কিছু অর্থ চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কিছু অর্থ দিতে পারিলে ভাল হয়।"

অতঃপর কুঞ্জও জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি কর্ম্ম আছে ?" তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "তোমার অল্প কিছু কর্ম্ম আছে। কর্ম্ম থাকিতে যদি কোন উচ্চ অবস্থাও লাভ হয় তাহা বিড়ম্বনামাত্র। দেখ ভূতানন্দ স্বামী ও জগন্নাথদাস বাবাজী এত বড় লোক হইয়াও কর্ম্ম থাকাতে তাঁহারা কেমন জড়াইয়া পড়িয়াছেন। দেশে যাইয়া বেশ করিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন এই তোমার কর্ম্ম। তাহা হইলে ঝাঁ করিয়া কর্ম্ম কাটিয়া যাইবে। সাধন ভজন অপেক্ষাও এখন ইহাতে তোমার অধিক কল্যাণ হইবে। এক সময়ে কুঞ্জ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কি নিয়মে চলিব ?" ঠাকুর কহিলেন, "এখানে যেরূপ দেখছ ?"

কুঞ্জ যেদিন যাইবে, দেখিলাম ৯টা ১০টার সময় আসিয়া সে ঠাকুরের নিকট বিমর্যভাবে বসিল। ঠাকুর তাহাকে খুব আদর করিয়া বলিলেন, "কুঞ্জ দেখ্ তো আমার জটায় কি হইয়াছে। ইহাতে একটু কর্পূর দিতে পার ?" কুঞ্জ তাহাই করিল এবং বামপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বাতাস করিতে লাগিল এবং নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। কুঞ্জের সহিত ঠাকুরের এই শেষ দেখা। যাইবার দিন কুঞ্জের সহিত ঠাকুর এমনই ব্যবহার করিলেন যে, চিরজীবন আর ভুলিতে না পারে। মহাপ্রসাদ দেশে লওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন, "মহাপ্রসাদ খুব পবিত্র-ভাবে নিতে হয়, যেন যবন-স্পর্শ না হয়, যবন-স্পর্শে উহার গুণ নষ্ট হয়। উহা গলায় বান্ধিয়া নিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পূর্ব্বে ভারী দ্বারা উহা দূরদেশে লওয়া হইত।"

কুঞ্জের স্বপ্ন ঃ মহাবীরের কৃপা

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথম যখন কুঞ্জ রাধাকুণ্ডে যাইবে, তাহার কিছু পূর্ব্বে রাত্রে স্বপ্ন দেখিল, ঠাকুর ইহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া রাধাকুণ্ড দেখাইতেছেন। রাধাকুণ্ডের একটি বৃক্ষ, ভাঙ্গা দেওয়াল প্রভৃতি বিশেষভাবে চক্ষে পড়িল। রাধাকুণ্ডে যাইয়া দর্শনে বাহির হইয়াছে, দেখিল ঠিক্ সেই বৃক্ষ, সেই ভাঙ্গা দেওয়াল, সেই বিচিত্র দৃশ্য। এই স্থানটি দাস গোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামীর সমাধিস্থান ছিল। একদিন কলিকাতায় আমার সহিত আমাদের ঝামাপুকুরের বাসায় বসিয়া কথাবার্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিতেছে, কুঞ্জ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "ঐ একটি সুন্দর মন্দির, আহা উহাতে গণেশ বসিয়া পাঠ করিতেছেন।" একটু পরে আবার বলিল, "একটি বালগোপাল আমার পানে তাকাইয়া হাসিয়া অন্তর্ধান হইল।"

কুঞ্জ একদিন কালীঘাটের নিকট এক বাসায় স্বপ্নে অনুভব করিতে লাগিল—কে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। তখনই জাগিয়া উঠিয়া বসিল এবং চক্ষু মুদিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, "কে দয়া করিয়া শক্তি সঞ্চার করিতেছেন, কৃপা করিয়া প্রকাশ হউন।" প্রার্থনা করামাত্র চক্ষু মুদিয়া দেখিল—একটি হনুমান কপিলবর্ণ দু' তিন হাত শূন্যে অবস্থিত, শরীর হইতে কাঞ্চনবর্ণ তেজ নির্গত হইতেছে। সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়াছে ও জিনিষ-পত্রও তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্ষু মুদিয়াও চক্ষু মেলা অবস্থার ন্যায় সুন্দর দৃষ্ট হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

বানরবধ প্রসঙ্গ

শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ

বানরবধের বিরুদ্ধে আন্দোলন

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরী সহরের সম্ভ্রান্ত লোক সকল বানরবধ অশাস্ত্রীয় বলিয়া উহা বন্ধ করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট একখানা দরখাস্ত করেন। অমৃতবাজার, মিরার প্রভৃতি পত্রিকায়ও এই বিষয়ের আন্দোলনের নিমিত্ত 'তার' করা হইয়াছিল। এই পুণ্যক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে শুনিয়া পত্রিকা সকল খুব তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। একে স্থানীয় উড়িষ্যাবাসী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালীদিগকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে আবার ইহাদের কার্য্যকলাপ সংবাদপত্রে উঠাইয়া আলোচনা করা হইতেছে, ইহা দেখিয়া এ দেশীয় মিউনিসিপ্যাল কমিসনারগণ ও কতক লোক ঠাকুরের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিলেন। আমাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ভিতর ভিতর নানারূপ চেষ্টা চলিল। ইহারা সংবাদপত্রে ঠাকুরের নামে কুৎসা রটাইতে লাগিল—ঠাকুর একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী, দোতলা বাড়ীতে থাকে, সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে। এই সব প্রচার করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন আমরা সমুদ্র-স্নান হইতে বাসায় আসিয়া শুনিলাম, একটা চোরের সহিত একটি হেড্ কনেষ্টবল আমাদের বাসায় আসিয়া চোরাই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। চোর বলিল, "এখানে জটিয়া বাবার নিকট আমি ঘটী রাখিয়া গিয়াছি।" পুলিস জিজ্ঞাসা করিল, "জটিয়া বাবা কে?" চোর ব্রহ্মচারীর মাথায় জটা দেখিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ জটিয়া বাবা, এরই নিকট আমি ঘটী রাখিয়াছিলাম।" কনেষ্টবল আর জিনিষপত্র অনুসন্ধান না করিয়াই তাহাকে কয়েক ঘা মারিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ এই সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানীয় লোকদের সহিত মিশিয়া কে কি বলে খবর সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরকে জানাইত। একজন উড়িয়া কমিসনার পান্নার নিকট বলিল, "অমৃতবাজার পত্রিকা আমাদিগকে Timid Urias (ভীরু উড়িয়া) বলিয়া গালি দিয়াছে, আচ্ছা দেখিব কি করিয়া তোমরা বানর মারা বন্ধ কর। এদিকে চেয়ারম্যান সাহেব দরখাস্ত পড়িয়া বানর মারা শাস্ত্রসঙ্গত কি না এ বিষয়ে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহার্থ, একমাসকাল বানর মারা বন্ধ রাখিলেন।

মন্দিরের গাত্রের পায়খানা ভঙ্গ

শ্রীমন্দিরের গায়ে পায়খানা হইতেছে শুনিয়া সংবাদপত্রওয়ালারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, কমিসনার সকল ও চেয়ারম্যান সাহেব বেগতিক দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র সভা আহ্বান করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে স্থির করিলেন। একদিন ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পট্টনায়ক মহাশয় ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমরা শীঘ্রই পায়খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এ বিষয়ে আপনারা আর আন্দোলন করিবেন না।"

চেয়ারম্যান সাহেব পায়খানা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে স্থানীয় ভদ্রলোকদের আবেদন পত্রের যে উত্তর দেন তাহার নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Copy of Magistrate's order on the memorial of the inhabitants of the Puri town about removal of the latrine which is now being built touching the southern wall of the temple of Jagannath, Puri.

I have considered the memorial and need hardly say that I am in no way desirous of hurting the feeling or offending the religious prejudices of the Hindus. I ordered the privies to be constructed because the Superintendent of the temple neglected to take measures for the prevention of what was a real nuisance and danger to the health of the town. I should be glad to know if the memorialists have any suggestion to make as to the manner in which the present insanitary condition of the temple can least be remedied. Perhaps the construction of privies near the temple gate would meet the difficulty though I am inclined to doubt it. I await any proposals the memorialists may desire to make. Meanwhile I have ordered the construction of the privies to be suspended, I should be glad of a reply by the 26th.

Sd/- W. N. Delvinge

14. 9. 98.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বানরবধের বিরুদ্ধে পাতি সংগ্রহ

এক মাসের জন্য বানর মারা বন্ধ হইল। এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধি চেয়ার-ম্যান সাহেব জানিতে চাহেন, এই মর্ম্মে সংবাদপত্রসমূহে তার করা হইল।

এই সময়ে স্থানীয় জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের সহিত একদিন সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি জাতিতে উড়িয়া ব্রাহ্মণ। ঠাকুর বানর মারা শাস্ত্রসঙ্গত কিনা এ বিষয় উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন, "আমাদের দেশে বানর ত দূরের কথা, আরশুলা মারিলে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

স্বামী দেবপ্রসাদ ও সতীশচন্দ্র বানর মারা বন্ধ করাইবার নিমিত্ত খুব খাটিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় মত বানর মারা অশাস্ত্রীয় ও অন্যায় উল্লেখ করিয়া আরও বহুলোকের স্বাক্ষর সহ আর একখানা দরখাস্ত করা হইল। স্বামী দেবপ্রসাদ মঠে মঠে যাইয়া নাম সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সতীশও বহু লোকের নাম স্বাক্ষর করাইলেন। এই সময়ে স্বামী দেবপ্রসাদ একখানা অতি সুন্দর পাতি (সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্র) তৈয়ার করিলেন। উহাতে শাস্ত্র হইতে বানরবধ অন্যায় এইরূপে বহু যুক্তি ও প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। স্থানীয় পণ্ডিতেরা উহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন। এইস্থানে গঙ্গামাতার মঠে, রাজগোপাল মঠে, গোবর্দ্ধন মঠে ও অপরাপর মঠে স্বামীজি পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করিলেন। গঙ্গামাতার মঠের একজন ভাল পণ্ডিত ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বহু বহু সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

একদিন সতীশকে ঠাকুর কটকের উকিল হরিবল্লভ বাবুর নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরীতে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইলেন। হরিবল্লভ বসু মহাশয় সমগ্র উড়িষ্যার মধ্যে একজন সম্মানিত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাঁহার কথা সকলে একবাক্যে গ্রহণ করে। ঠাকুর উকিল ছোট হরিশবাবুকে ও ভাইস্-চেয়ারম্যান জগবন্ধু পট্টনায়ককে বলিয়া-কহিয়া এ কার্য্য করাইতে পারেন কি না, এই অভিপ্রায়ে সতীশকে হরিবল্লভবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হরিবল্লভবাবুও বানর বধ অন্যায় বলিয়া দুঃখ করিলেন এবং এইজন্য ভাইস্-চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করিবেন বলিলেন। কিন্তু মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে কেন পায়খানা হইবে না তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সতীশ হরিবল্লভবাবুর সহিত অনেক যুক্তি-তর্ক করিলেন। তাঁহার যুক্তি এমন পরিষ্কার এবং সুন্দর হইল যে, হরিবল্লভবাবু তাঁহার উত্তর দিতে পারিলেন না।

বানরবধের পক্ষে পাতিসংগ্রহ

ইতিমধ্যে দুই তিনজন প্রসিদ্ধ কমিসনার বানর বধ করিতেই হইবে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্থানীয় লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত কমিসনারগণ জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিতকে ধরিলেন, "তোমার এ বিষয়ে পাতি করিতে হইবে।" তিনি ১৬ পৃষ্ঠা ভরিয়া বানরবধের যৌক্তিকতা দেখাইয়া এক পাতি তৈয়ার করিলেন এবং ঐ পাতি শনিবারে স্কুলগৃহে সকলের নিকটে পাঠ করা হইল। শুনিলাম উহারা ঐ পাতির বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিল। কমিসনারগণের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তি অন্যান্য পণ্ডিতদিগের নাম ঐ পাতিতে স্বাক্ষর করাইতে ব্যস্ত হইলেন ; ভাল পণ্ডিত না পাইয়া কয়েকজন ছাত্র পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষর করাইয়া কমিসনারগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে এই হেড্ পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের নিকট যাহা বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই স্মরণ আছে। একদিন পুনরায় ইনি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠাকুর স্থানীয় বড় বড় পণ্ডিত সকল স্বামিজীর পাতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া উঁহাকে তাঁহাকেও স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় অম্লানবদনে আজ কহিলেন, "এ বিষয়ে আমায় নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, যথার্থই বানরবধ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কিনা।" ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের ভ্রাতার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে এবং পরিবারে নানা উৎপাত বিপদ-আপদ উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে উৎকট পাপের ফল আশু ভোগ করিতে হয়।"

মিউনিসিপ্যাল সভায় বানরবধের প্রস্তাব গ্রহণ

স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিসনার। সতীশ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বানর-বধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিধুবাবু তাঁহার যুক্তি-তর্কে সন্তুষ্ট হইয়া বানর মারার বিপক্ষে সভাস্থলে প্রতিবাদ করিবেন স্বীকার করিলেন। বিধুবাবু একজন ভাল উকিল, সজ্জন লোক ও জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি অতঃপর এই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্র সংক্রান্ত যৌক্তিকতা শুনিতে ২।৩ দিন আমাদের বাসায় আসেন এবং ঠাকুরের নিকট আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করেন। ঠাকুর তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বানরবধ নিবারণের চেষ্টা করিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আশীর্ব্বাদ পাইবেন বলিলেন। ইনি ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে বানরদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত দুটা কথা বলে, এমন আর কেহই ছিল না।

শ্রীমান সতীশচন্দ্রও ও বহু যত্ন করিয়া শাস্ত্র হইতে বানরবধ অসঙ্গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এ সম্বন্ধে নানাবিধ বাক্য সংগ্রহ করিয়া এক পাতি তৈয়ার করিলেন। উহা খুব উত্তম হইল। ঠাকুর এই পাতি শুনিয়া খুব সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে 'তত্ত্ববাগীশ' উপাধি দিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামী দেবপ্রসাদ সমুদ্রে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইহা শুনিয়া বানরবধের পক্ষীয় দল উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, "মরিবে না? আমাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা? দেখ ধর্ম্ম আছে কি না?"

যেদিন বানর মারা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা লইয়া আলোচনা হইবে তাহার পূর্ব্বদিন বিধুবাবু আমাদের বাসায় আসেন। বিধুবাবুকে পুরীর প্রসিদ্ধ সাতজন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত স্বামী দেবপ্রসাদের ব্যবস্থাপত্র, সতীশের শাস্ত্রোদ্ধৃত কথা সকল ও মহাভারতের অহিংসা সংক্রান্ত হরগৌরী সংবাদ সভাস্থলে পাঠ করিবার জন্য দেওয়া হইল। বিধুবাবু কাছারীতে যাইবার সময় ঐ সকল সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং অন্যান্য উকিলদিগকে দেখাইলেন। ভুলক্রমে দেবপ্রসাদের পাতি টেবিলের উপরে রাখিয়া, তিনি মোকদ্দমা করিতে যান। আসিয়া দেখেন কে উহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে সভা বসিল, জনৈক কমিশনার একদল লোকসহ সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। "এই স্থানীয় পণ্ডিত সকল বানরবধের পাতি দিয়াছেন" এই বলিয়া তিনি পুনরায় বানরবধের জন্য প্রস্তাব করেন। যেই প্রস্তাব করা অমনি বিধুবাবু ছাড়া সকলেই একবাক্যে বানরমারা সঙ্গত বলিয়া প্রস্তাবে ভোট দিলেন। তৎপর দিবস যুক্তি করিয়া যে প্রকারে অতি সত্বর বানর বংশ ধ্বংস করা যায় তাহার উপায় স্থির করিয়া চারি পাঁচজন শিকারীকে বানরবধের জন্য নিয়োগ করা হইল। পুনরায় বানরের রক্তে পুরীধাম কলঙ্কিত হইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় বানরবধ আরম্ভে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন

সতীশ বিধুবাবুর নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আসিল। মেম্বরগণ তাড়াতাড়ি প্রস্তাব করিয়াই উহা নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। বিধুবাবুকে একটি কথাও বলিতে দেন নাই। এই ঘটনা শুনিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঠাকুরের আদেশক্রমে সমস্ত ঘটনা তার করিয়া 'অমৃতবাজার', 'মিরার', 'বেঙ্গলী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠান হইল। সমস্ত বঙ্গদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

যেদিন এক মাস বানরমারা বন্ধ থাকার পরে পুনরায় মিউনিসিপ্যালিটি বানর মারিতে আরম্ভ করিল, সেদিন এক শোকাবহ ঘটনা ঘটিল। আমি ১১টার সময় বাহির হইতে আসিয়া দেখিলাম কতকগুলি বানর ঠাকুরের দক্ষিণপার্শ্বে সতরঞ্চির উপর বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। ছানাগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরও ম্লানমুখে বসিয়া আছেন। বানরগুলি কোথাও স্থান পাইতেছে না; বানর বধ চলিতেছে তাই কোথাও উহারা লুকাইয়া রক্ষা পাইতেছে না। তাড়াইলেও আজ ইহারা বাহির হইতেছে না, আহার দিলেও খায় না। শিকারীরা বাহির হইতে ঠাকুরকে দেখাইয়া বন্দুক লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকে ধরিতে লাগিল।

একদিন আমাদের বাসার উপরের চালায় একটা বানরকে গুলি করিয়া মারিল, রক্তে রক্তাকার। কোলের বাচ্ছাটিশুদ্ধ গুলিতে মরিয়াছে। ঠাকুর মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন এবং বাসার ভিতরে গুলি করা বে-আইনী, এরূপ যেন আর না হয়, তজ্জন্য দরখাস্ত করিতে বলিলেন।

নানা স্থানে সভা করিয়া বানরবধ অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় এই মর্ম্মে ছোট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাটের নিকট আবেদন হইতে লাগিল। কাশী হইতে পণ্ডিতগণ সভা করিয়া ছোটলাটকে জানাইলেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ঐ সভার একজন উদ্যোগী ছিলেন। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ও পণ্ডিতদিগের এক সভা করাইয়া ঐরূপ আবেদন করাইলেন। মান্দ্রাজ হইতে, কলিকাতা হইতে, ও অন্যান্য বহু স্থান হইতে ঐরূপ আবেদন পুরীতে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট করা হইল।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় উহাদের এই কার্য্যের জন্য মিষ্টভাবে তিরস্কার করিয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় 'মিরার' পত্রিকায় লিখিলেন, 'অমৃতবাজার' ও অন্যান্য অনেক পত্রিকায় ইহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া প্রবন্ধ লেখা হইতে লাগিল। এই বিষয়ে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায়ও প্রবন্ধ চলিল। অপর পক্ষও ঠাকুরকে গালি দিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে আমাদের গুরুভ্রাতা 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এম্.এ., বি.এল্.) কলিকাতা হইতে বানরবধের অযৌক্তিতা দেখাইয়া পণ্ডিত সকলের স্বাক্ষরসহ পাতি পাঠাইলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত আর একখানা পাতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার ছাপাইয়া পাঠাইলেন। তিনি উপরি-উক্ত পণ্ডিতদের মতসহ আরও বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পাতি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া পুরীর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং আমাদিগকে তাহার দুই চারি খণ্ড প্রেরণ করিলেন। ঐ গ্রন্থখানায় বহু দেশ ও নানা স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মত ছিল। সকলেই একবাক্যে ইহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে গুরুভ্রাতৃগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা স্থানে থাকিয়া পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কটক হইতে জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত এবং তথাকার গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত অধ্যাপকের স্বাক্ষরযুক্ত ব্যবস্থাপত্র গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন।

ছোটলাটের আদেশে বানরবধ বন্ধ

বঙ্গবাসী পত্র তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। বঙ্গবাসী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আদৃত। ছোটলাট সাহেব এইরূপ নানা স্থানে ভয়ানক আন্দোলন দেখিয়া কটকের কমিশনার সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ বানরবধ বন্ধ করিতে তার করেন। কমিশনার সাহেব এরূপ আদেশ পুরীতে মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির নিকট পাঠাইলেন, বানরবধ এইরূপে বন্ধ হইল। ছোটলাট উড্বার্ণ (Sir John Woodburn) সাহেবের আদেশে পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠাইয়াছিলেন :—

No. 2000

PURI MAGISTRACY

The 4th November, 1898.
(১৯শে কার্ত্তিক, ১৩০৫ সাল)

From the Magistrate of Puri.

To
The Chairman, Puri Municipality, Puri.

Sir,

With reference to para 1 of your No. 269 of the 15th October last, I have the honour to state that L. G. has directed that monkey killing should be stopped.

I have &c.
Sd/- Offy. Magistrate, Puri

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোটলাটের পুরী আগমন

যখন উড্‌বার্ণ সাহেব পুরী আসেন তখন ষ্টেশনে সম্ভ্রান্ত লোকদের নিকট বলিয়াছিলেন, "দেখুন, আমি যখন অযোধ্যার কালেক্টার ছিলাম তখন একদিন একটা বানর মারি, উহার মৃত্যুকালীন অবস্থা দর্শনে আমি এতদূর মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলাম যে, তিন বৎসর পর্য্যন্ত উহা ভুলিতে পারি নাই। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করি আর কদাচ বানরবধ করিব না। এই স্থানের বানরবধ লইয়া বহু আন্দোলন হইয়াছে। সকলেরই ইচ্ছা বানরমারা বন্ধ হউক।"

পরদিন সকালবেলা যখন ছোটলাট সাহেব হাতীতে চড়িয়া শ্রীমন্দির দর্শন করিতেছিলেন তখন কতকগুলি লোক "মাকর মার", "মাকর মার" (বানর মার) বলিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে চীৎকার করিতে লাগিল। পরে শুনিলাম বিরুদ্ধ দলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের কেহ কেহ পয়সা দিয়া লোক ভাড়া করিয়া এরূপ করাইয়াছিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত লোককে মন্দিরের পশ্চিমের দরজায় ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বানরমারা উচিত ?" ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন 'না'। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন "সাচ্চা বলিয়াছ।" এইরূপে এই পুণ্যভূমি শ্রীক্ষেত্রে বানরবধ বন্ধ হইল।

ছোটলাটকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দান

উড্‌বার্ণ সাহেব পুরীতে আসিয়া কালেক্টার সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের কয়েকজন পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন, "উড্‌বার্ণ সাহেব অতি সৎলোক, তিনি বানরমারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজপ্রতিনিধি, তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভাল ভাল মিষ্ট মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীমালা উপহার দেওয়া আপনাদের কর্ত্তব্য।"

ইহা শুনিয়া কয়েকজন পাণ্ডা প্রসাদী মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিয়া আসিলেন। উড্‌বার্ণ সাহেব উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া খুব আদরে গ্রহণ করিলেন এবং পাণ্ডাদের নাম লিখিয়া নিলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনাদিগের কোন দরকার হইলে আমাকে জানাইবেন।" পাণ্ডারা পরদিন ঠাকুরের নিকট আসিয়া একথা বলিলেন। ঠাকুর আমাদিগের নিকট বলিলেন, "উড্‌বার্ণ সাহেব তাঁহার পুণ্যফলে এখন এই ভারতবর্ষে জন্মিবার অধিকার পাইলেন।" উড্‌বার্ণ সাহেব কিছুদিন পরে বঙ্গোপসাগরে আমাশয় রোগে জাহাজে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

ঠাকুরের জন্মোৎসব

ঝুলন পূর্ণিমা

১৮ই শ্রাবণ, ঝুলন পূর্ণিমা। আজ ঠাকুরের জন্মতিথি। শ্রীযুক্তা দিদিমাতা ঠাকুরাণী, দাদাগোঁসাই, বিধুভূষণ ঘোষ ও অন্যান্য গুরু-ভ্রাতাগণের ইচ্ছা হইল খুব উত্তমরূপে ঠাকুরের জন্মোৎসব করেন। ঠাকুরকে এ বিষয়ে জানান হইল। ঠাকুর বলিলেন, "তোমরা যদি কাঙ্গালীদিগকে ভাল করিয়া আহার করাইতে পার তবে আমি বড় প্রীত হই।" দাদাগোঁসাই টাকার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বিধু ঘোষ বলিলেন, "আমি তোমাকে এই উৎসবের সমস্ত খরচ দিব, আমি ভার লইলাম।" দাদাগোঁসাই চারি পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া কাঙ্গালীদিগকে উত্তমরূপে কানিকা, পিঠা, দধি ও নানারূপ উৎকৃষ্ট প্রসাদ আনিয়া ভোজন করাইলেন। অল্প কয়েকজন ব্রাহ্মণও ভোজন করিলেন। ঠাকুর কানিকার গন্ধ পাইয়া বলিলেন, আজ যথার্থই জগন্নাথদেব ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। দেখ, কানিকা হইতে কি আশ্চর্য্য সুগন্ধ নির্গত হইতেছে।" কাঙ্গালী সকল পরিপূর্ণভাবে উত্তম উত্তম প্রসাদ পাইয়া "জটিয়া বাবার জয়" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। উহারা বলিতে লাগিল আমাদিগকে আদর করিয়া ভাল ভাল প্রসাদ দ্বারা কেহ কোন দিন খাওয়ায় নাই। কত জম্বুর রাজা আসিল, এমন কেহ কর্‌বে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমের দিনেও খুব উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম কাঙ্গালীদিগকে আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ করিয়া খাওয়াছিলেন।

জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

এবার ২৫শে শ্রাবণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি, পরদিন নন্দোৎসব।

এই নন্দোৎসবের দিন প্রায় ২টার সময় ভূতানন্দ স্বামী, স্থানীয় একটি ৭।৮ বৎসরের "আকড়াপিলা" (নর্ত্তক বালক) নিয়া আসিলেন। ঐ আকড়াপিলাটি ঠাকুর ও ভূতানন্দ স্বামীর নিকট নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে দধি হরিদ্রা-জলে মিশ্রিত করাইয়া আনাইলেন এবং গৃহের ভিতর একে অন্যের অঙ্গে আনন্দ সহকারে নিক্ষেপ করিয়া বেশ উৎসব করিলেন। আকড়াপিলাকে ৫৲ টাকা দেওয়াইলেন। স্বামী দেবপ্রসাদ খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং উৎসব শেষ হইলে নিজের গাত্রবস্ত্র দ্বারা ঠাকুরের গৃহ মার্জ্জনা করিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিলেন।

দয়ালনিধি পূজারী অপর পাঁচজন পূজারী পাণ্ডা সহ আসিয়া ঠাকুরকে জন্মাষ্টমীর সময়ে স্নুবর্ণপাতে অঙ্কিত যে বালক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরে পূজা হইয়াছিল, তাহা ও তৎসহ একখণ্ড গোলাকার রৌপ্যপাতে অঙ্কিত বিগ্রহ আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা সকলে পায় না, আপনাকে সুযোগ্য পাত্র জানিয়া দিলাম, প্রতিদিন পূজা করিবেন।" ঠাকুর উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং ছয়জন পাণ্ডাকে ১৬।১৭ টাকার এক একখান রেশমী বস্ত্র সম্মান সহকারে প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে ঠাকুর সচন্দন তুলসীমঞ্জরী ঐ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির চরণে অর্পণ করিতেন এবং অয়রা কুন্দ ফুল দ্বারা উহা সুন্দররূপে সাজাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদাস ঠাকুরের উৎসব

১৫ই ভাদ্র ১৩০৫ সাল, আজ শ্রীশ্রী৺হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব দিন।

জগন্নাথ বল্লভ মঠের একজন বৈষ্ণব, নাম 'রায় মহাশয়' হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব উপলক্ষে বিগ্রহাদির বস্ত্র ও একখানা চন্দ্রাতপ প্রস্তুতের জন্য কাপড় প্রার্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানের কণ্টকপূর্ণ আগাছাদি কাটাইয়া পরিষ্কার করাইতে ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও ২।৩ বার কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ প্রাতে ৮।৯টার সময় গোবিন্দ দাস বাবাজী ৫।৬ জন বাবাজী সহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের আসনঘরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর কীর্ত্তন শুনিয়াই 'হরিধ্বনি' করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিদ্যুৎবেগে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সমুদ্রের ঢেউয়ে তিনি দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার চলিতে খুব ক্লেশ হইত কিন্তু সংকীর্ত্তনকালে তিনি স্বাভাবিক মানুষেরই মত নৃত্য করিলেন। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব শক্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, অমৃত, শ্রীধর, বিধু ও সরলনাথও নৃত্য করিলেন। ঠাকুর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়া গলার ফুলমালা গোবিন্দ দাসকে পরাইয়া অবসন্ন হইয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন।

গোবিন্দ দাস ঠাকুরকে বলিলেন, "অদ্য শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাবের দিন, ভুবনপাবন হরিদাস ঠাকুর," এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

একটু পরে ঠাকুর, দাদাগোঁসাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস ঠাকুরের উৎসবে যা পার দাও। তিনি ৫৲ টাকা দিলেন। বাবাজীরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীধরকে বলিলেন, "এই ছেলেটিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(দ্বারিক দাসকে) সঙ্গে নিয়া তুমি হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবে যাইবে।" দ্বারিকদাস বাবাজী, ঠাকুরের কৃপা লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া ৪।৫ দিন হইল আশ্রমে আসিয়া, জগন্নাথ বল্লভ মঠে আছেন, ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, দেখনা আমি ধৈর্য্য ধরিয়া এখন নৃত্য না করিতাম তাহা হইলে এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না।"

উপদেশ সংগ্রহ

"উপদেশ সংগ্রহ" নাম দিয়া ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত "বক্তৃতা ও উপদেশ" নামে গ্রন্থ ঠাকুরের অভিপ্রায় মত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ ও রেবতীমোহন সেন এবং উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় যত্ন পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া ছাপাইয়া পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। ঠাকুর উহা পাইবামাত্র খুব আনন্দ করিলেন এবং আসনের পার্শ্বে নিত্য পূজিত গ্রন্থের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে উহা মুন্সেফ কিশোরীবাবুকে নিত্য পাঠের নিমিত্ত সাদরে প্রদান করিলেন। গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া কোন কোন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন যে সংশোধনের সময় কোন বক্তৃতার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। যেমন যে স্থানে চারিবার "মা", "মা" ধ্বনি করিয়াছেন সে স্থানে দুইবার দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "বক্তৃতার সময় যাহা কিছু বলা যায় তাহা আবেশে, ঐ সকল অপরিবর্ত্তনীয়, তোমরা পূর্ব্বের সংস্করণই পাঠ করিও।" পরবর্ত্তী যখন ছাপা হইবে তখন বক্তৃতার অংশ পূর্ব্ববৎ ঠিক ঠিক রাখিতে হইবে।"

ব্রাহ্মসমাজে যখন তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তখন ঠাকুর শ্রদ্ধেয় শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরজী, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্যারীবাবু লিখিয়াছিলেন, পরে উহা পুনরায় ঠাকুরকে শুনাইয়া সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

মনোরঞ্জনবাবুর এমন শক্তি ছিল যে, তিনি কথাগুলি অবিকল লিখিয়া যাইতে পারিতেন।

অমৃতের স্ত্রীর সদ্গতি

এই সময়ে শ্রীমান অমৃতের উপর তাহার স্ত্রীর পিণ্ডদান করিতে গয়ায় যাইতে ঠাকুরের অনুমতি হইল। অমৃতের স্ত্রীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইনি স্বপ্নাবস্থায় ঠাকুরের নিকট মন্ত্র পাইয়াছিলেন। হ্যারিসন রোডের বাসায় এই ঘটনা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমাকে পুনরায় বলিও। অমৃতের নিকট শুনিলাম ঠাকুরের নিকট পুনরায় এ বিষয় নিবেদন করিলে ঠাকুর তাঁহাকে বিমলাদেবীর একটি বিশেষ নাম বলিয়াছিলেন এবং কহিলেন তুমি বিমলামায়ীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তোমার স্ত্রীর কল্যাণ কামনায় এই মন্ত্র জপ করিবে। অমৃত তাহাই করিল। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু-জনিত শোক তিরোহিত হইয়া গেল এবং প্রাণে শান্তি ও আরাম আসিল। ঠাকুরের নিকট ইহা নিবেদন করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার স্ত্রী শান্তিলাভ করিয়াছেন আর কিছু করার দরকার নাই। তোমার মন্ত্রজপকালে বিমলামায়ী তোমার স্ত্রীকে আনিয়া শান্তি দিয়াছেন, তথাপি গয়ায় যাইয়া পিণ্ড দিবে। শাস্ত্র ও ঋষি মুনিদের বাক্যে মর্য্যাদা করিলে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ হয়।"

এই সময়ে ঢাকার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাস, দাদাগোঁসাইকে লিখিলেন "প্রতিদিন দুই প্রহরের সময় আমার মনে হয় যে আমি শীঘ্র মরিয়া যাইব। একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, আমি ১৫ই জানুয়ারী দেহত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিব। আপনি এ সকল ঠাকুরকে নিবেদন করিবেন এবং তিনি কি বলেন জানাইবেন। আমার চিত্ত এই ঘটনা লইয়া বড়ই অস্থির হইয়াছে।" দাদাগোঁসাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন যেন একটি সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা মহাভারত পাঠ শুনে এবং এক হাজার তুলসীপত্র যেন শালগ্রামে সমর্পণ করা হয়।

মর্য্যাদা লঙ্ঘনে ঠাকুরের বিরক্তি

একদিন আমাদের তীর্থগুরু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া প্রসাদী তুলসী দিতে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য পৃথক্ আসন প্রদান করেন। হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া মহাশয় উহাতে উপবেশন করিলে উঁহার গোমস্তা ভুবন ছড়িদারও যাইয়া ঐ আসনে বসে। এই মর্য্যাদা লঙ্ঘন দর্শন করিয়া ঠাকুর ভুবন ছড়িদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ব্রাহ্মণ? তুমি পাণ্ডার আসনে বসিলে কেন?" ছড়িদার বলিল, "আমি শূদ্র।" ঠাকুর ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তখনই উহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

স্বামিজীর দেহত্যাগ ও সমাধি

স্বামী দেবপ্রসাদ

স্বামী দেবপ্রসাদ ২১শে ভাদ্র সোমবার পঞ্চমী তিথিতে সমুদ্র-স্নানে যাইয়া, প্রায় আটটার সময়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ব্রহ্মচারী ও স্বামিজী তীরের দিকে পেছন করিয়া স্নান করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটু দূরে গিয়া পড়িলেন। হঠাৎ জোয়ার আসিল এবং একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, আর থাই পাইলেন না। তীরের দিকে চাহিয়া দেখেন অনেক দূরে যাইয়া পড়িয়াছেন। তখন প্রাণপণে ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বামিজীকে চক্রতীর্থের দিকে এবং ব্রহ্মচারীকে হরিদাসের সমাধির দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ব্রহ্মচারী অনেক কষ্ট করিয়াও তীরে আসিতে না পারিয়া অবশেষে শরীর ভাসাইয়া দেওয়াতে ক্রমে ক্রমে ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে আসিয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বামিজী আর আসিতে পারিলেন না। কতবার জল হইতে হাত তুলিয়া তুলিয়া দেখাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিল, "শেষকালে 'জয়গুরু', 'জয়গুরু', 'জয়গুরু' বলিয়া তিনবার লম্ফ দিয়া অদৃশ্য হইলেন। তিনি সমুদ্রের ঢেউয়ের সহিত লড়াই করিতে করিতে ডুবিয়া গেলেন।"

যোগজীবনদাদাকে ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুনিতে পান নাই এবং প্রথমে স্বামিজীর বিপদাপন্ন অবস্থাও বুঝিতে পারেন নাই। পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে পারিয়া, অমৃতবাবুকে 'জেলে' প্রভৃতি ডাকিতে পাঠাইলেন। স্বামিজী এত দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, জেলে ভিন্ন আর কাহারও সে স্থানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। জেলেরা আসিয়াও টাকা পাইবে না ভয়ে প্রথমে নামিতে চাহিল না, পরে গিয়া তাঁহার মৃতদেহ সমুদ্র হইতে টানিয়া তুলিল।

প্রাতঃকালে ঠাকুর পায়খানায় আছেন এমন সময় অমৃত সমুদ্র হইতে আসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "সমুদ্র ব্রহ্মচারী ও স্বামিজীকে ভাসাইয়া নিয়াছে। ব্রহ্মচারী উঠিয়াছে। স্বামিজীকে পাওয়া যাইতেছে না। জেলে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" বিধুভূষণ ঘোষ শুনিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। ইতিমধ্যে দিদিমাতা আসিয়া বলিলেন, "এখন আর নাই, তবে শরীর গরম আছে, বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।" পরক্ষণেই কে আসিয়া বলিল, "স্বামিজী আর নাই। আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।" শুনিয়া ঠাকুর নিজেকে সামলাইতে লাগিলেন কিন্তু যেই জগবন্ধু বলিলেন, "স্বামিজী আর নাই।" অমনি তিনি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই আত্ম-সম্বরণ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ত্বরা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত জগবন্ধুবাবু ভূতানন্দ স্বামীর নিকট যাইয়া জানিয়া আসিলেন, স্বামিজীকে সমাধি দিতে হইবে। কপালে "নমঃ শিবায়ঃ" লিখিয়া সমাধির উপরে গোবরের শিব স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিয়া আসিতে হইবে। জগবন্ধুবাবু, সরলনাথ, অমৃত, অশ্বিনী এবং আমি ক্রমে ক্রমে যাইয়া সমুদ্রের পাড়ে উপস্থিত হইলাম। দারোয়ান কিছু দড়ি ও পাঁচ সিকার লবণ মুকুন্দ চাকরের মাথায় দিয়া অনেকক্ষণ পরে তথায় পৌঁছিল। স্বামিজীর মৃতদেহ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও স্পর্শ করিতে নাই। ভূতানন্দ স্বামী বলিলেন, "এখানে যাঁহারা আছেন সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ। আপনারা সকলেই শব স্পর্শ করিতে পারেন।" সমুদ্রতীরে যাইয়া স্বামিজীর মৃতদেহ বালির উপর পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। মুখে স্থির ও গম্ভীর ভাব বিরাজ করিতেছে। কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। তাঁহার মাথা মন্দিরের দিকে, পা সমুদ্রের দিকে, দেহ চিৎভাবে শয়ান। অদূরে পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। স্নানান্তে উহা পরিবেন। মনে হইল পা ধরিয়া ঝাঁকাইয়া চেষ্টা করিয়া দেখি, বাঁচেন কি না। শুনিলাম ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন দেহে আর প্রাণ নাই। এমনই শরীর অবিকৃত রহিয়াছে যে ঐ কথাও বিশ্বাস হইতে চায় না। কতক্ষণ পরে শরীর বিকৃত হইতে আরম্ভ হইল। রক্ত দাগ্ড়া দাগ্ড়া হইয়া উঠিল। পুলিস ইনস্‌পেক্টর আসিয়া শব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমতি দিলেন, মঙ্গলাঘাটে নিয়া সমাধি দাও। অনেক চেষ্টার পরে শব মঙ্গলাঘাটে লইয়া চলিলাম। সরলনাথ গাড়ী আনিতে গেল, পাইল না! বাঁশ পাওয়া যায় না। নিকটে সমাধি হইতে দুইটি পুরাতন বাঁশ লইয়া বাঁধিয়া কাঁধে লইয়া চলিলাম। জগবন্ধুবাবু কিছুক্ষণ থাকিয়া লোক সংগ্রহার্থ বাসায় গেলেন। দারোয়ান, অমৃত, সরলনাথ, অশ্বিনী ও আমি বহিয়া লইয়া চলিলাম। বহুক্লেশে অনেকক্ষণে মঙ্গলাঘাটে আসিলাম। ডোম দ্বারা গর্ত্ত খনন করা হইল। বিধুবাবু, বড় ললিত, ছোট ললিত প্রভৃতি এই সময় আসিলেন। স্বামিজীর কমণ্ডলুতে জল আনিয়া শব স্নান করান হইল। অতঃপর কপালে "ওঁ নম শিবায়ঃ" এবং উহার উপরে ৺ চিহ্ন বিভূতি দ্বারা লিখিলাম। শব গর্ত্তে স্থাপন পূর্ব্বক কমণ্ডলু রাখিয়া বালি দেওয়া হইল। উপরে স্তূপ করিয়া বালি রাখা হইল। গোবরের শিবলিঙ্গ উহার উপরে স্থাপন করিয়া বিল্বপত্র ও ফুল দিয়া পূজা করিলাম এবং তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলাম। শিবের মাথায় অশ্বিনীও ফুল বিল্বপত্র দিল। এইরূপে স্বামিজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিলাম। স্বামিজীর দেহ-ত্যাগের ত্রয়োদশ দিনে ত্রিশটি লোককে মহাপ্রসাদ, ডাল ও পয়সা দেওয়া হয়। স্বামিজীর জন্য এই আমাদের শেষ কার্য্য।

স্বামিজীর সদ্গতি

দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে স্বামিজীর নিদ্রা হয় নাই। সংস্কৃতে ভজনাবলী গান করিয়া রাত্রি কাটাইয়া ছিলেন। ইহার দুই চারিদিন পূর্ব্ব হইতেই স্বামিজীর একটা উদাস ও চঞ্চলভাব দেখা গিয়াছিল। "আমার আর এ স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না, কোথায়ই বা যাই?" এ সকল কথা পুনঃপুনঃ বলিতেন। অশ্বিনী বলিল, "স্নানের পূর্ব্বে স্বামিজী চুপ করিয়া সমুদ্রের পাড়ে স্থিরভাবে চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "স্বামিজী, এভাবে রহিলেন কেন? স্নান করিবেন না?" স্বামিজী বলিলেন, "আমার আর উঠিয়া স্নান করিতে ইচ্ছা হয় না, এ স্থানে বড় আরাম লাগিতেছে। কাণের কাছে থিয়েটারের কনর্সার্টের ন্যায় মধুর রাগ রাগিণী সমন্বিত গান শুনিতেছি।" আমি বলিলাম, "শরীর দুর্ব্বল ও বায়ু প্রবল হইলে কাণের কাছে এইরূপ আওয়াজ হয়।" স্বামিজী বলিলেন, "তা নয়, অতি সুমধুর শব্দ, আমার উঠিতে ইচ্ছা হয় না। একটু পরেই স্নান করিব।" ঠাকুর এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে যে যোগী সন্ন্যাসীদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গ-বিদ্যাধরী, কিন্নর প্রভৃতিরা নৃত্যগীত করিয়া আনন্দ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এসব শুনিতে শুনিতে চলিয়া যান। এই ঘটনা যে আকস্মিক নহে ইহাই তাহার প্রমাণ। ইনি পরম পদ লাভ করিয়াছেন।"

স্বামিজীর দেহত্যাগের পর ঠাকুর একদিন বলিলেন, "পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে এইরূপ সমুদ্র যাঁহাকে নিজে টানিয়া লইয়া যায় তাঁহার আর জন্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। স্বামিজীকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি একেবারে বিরজা পার হইয়া গিয়াছেন। তিনি বাস্তবিক ক্ষেত্রবাসী এবং জগন্নাথদেবের সহচর হইয়া থাকিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়াছে। তাঁহার বাসনা কামনা সমুদায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সমুদায় কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। নির্ব্বাণের অবস্থাই তাঁহার হইয়াছিল। ভগবান তাঁহাকে এই উপায়ে লইয়া গেলেন।" যোগজীবন-দাদা বলিলেন, "এইরূপ নির্ব্বাণ অবস্থা লাভই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। বৌদ্ধ নির্ব্বাণের কথা তিনি অনেক সময় বলিতেন।" ঠাকুর বলিলেন, "স্বামিজীকে যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, মহাপ্রভুকেও ঐ দিকেই লইয়া গিয়াছিল। তিনি সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। জলে পড়িলে কুম্ভক করিয়া থাকিতে পারিলে রক্ষা পাওয়া যায়। তাহা হইলে শরীর ভাসাইয়া রাখে, পেটেও জল ঢোকে না। বোধ হয় এ দু'জনের সমুদ্রে ডোবার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "স্বামিজী শেষ সময়ে তিনবার 'জয় গুরু' বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন; পরে ডুবিয়া গেলেন।" যোগজীবন-দাদা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন কি তুমি সেখানে গিয়াছিলে?" ঠাকুর কিছু উত্তর করিলেন না। যোগজীবনদাদা বলিলেন, "আমি দেখিলাম, ছায়ার মত একটি মনুষ্যাকৃতি জল হইতে উঠিয়া গেল।"

স্বামিজীর মৃত্যুতে শোক

২৪ ভাদ্র ১৩০৫।

আজ চারিদিন হইল স্বামিজী আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। সকলেরই মুখ তাঁহার শোকে ম্লান। মৃত্যুতে এমন কাতরতা ও কালিমা বড় দৃষ্ট হয় না। সরলনাথ সন্ধ্যাবেলা শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু কষ্টে তাঁহার চেতনা হইল। বিধুভূষণ ঘোষ, সরলনাথের নিকট বলিয়াছেন, "আমর বোধ হইতেছে, আমি পাগল হইয়াছি।" আজ সকালে উঠিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কাল ঠাকুর বলিলেন, "বিধুর প্রাণ বড় কোমল, বড় লাগিয়াছে।"

স্বামিজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ভূতানন্দ স্বামী পুনঃপুনঃ আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। স্বামিজীর কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। স্বামিজীর গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। জগবন্ধুবাবু বলিলেন যে ভূতানন্দ স্বামী রাস্তায় জগন্নাথ দাস বাবাজীকে দেখিয়া বলিলেন, "স্বামিজী সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এমন ভক্তিমান লোক বড় দেখা যায় না। সেদিন শ্রীমন্দিরে পরীক্ষার জন্য বলিলাম, 'দেখুন, স্বামিজী! আপনি সন্ন্যাসী, জগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অপরাধ করিয়াছেন।' স্বামিজী যোড়হাতে বলিলেন, "আপনারা উচ্চ অধিকারী, আমার তো ঐ অবস্থা হয় নাই, আমি কেবল পন্থায় প্রবেশ করিয়াছি মাত্র। আপনারা আমাকে শিক্ষা দিবেন ও কৃপা করিবেন।"

সেদিন গঙ্গামাতার মঠে একজন পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর বিয়োগে ক্লেশ পাইয়া বলিলেন, "আহা! তিনি যেমন বিদ্বান, তেমন ভক্তিমান ছিলেন। সেদিন আমরা আপনার সমীপে কত আলোচনা করিলাম। মুখে কথাটি নাই। আমরা বাহিরে যাইতেই তিনি বাহিরে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। অথচ আপনার সমীপে কিছুই বলিলেন না। গুরুজনের এইরূপ মর্য্যাদাই প্রশংসনীয়।"

তাঁহার জন্য ঠাকুর তিনবার শব্দ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। ভক্তবিচ্ছেদে যে ক্লেশ, ইহা মায়া নহে। জীবনে ধর্ম্মবন্ধু বিহনে কে সুস্থির থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে ? ঠাকুরের যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদপ্রার্থী হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ যাজ্ঞা করিতেন এবং ঐজন্য রাত্রি ৯টার সময় তুলসীতলায় বসিয়া থাকিতেন তাহা স্মরণ করিয়া এখনও মন শোকাতুর হইতেছে।

স্বামিজীর স্মৃতি-রক্ষা

ঠাকুর স্বামিজীর সমাধিস্থানটি একটু উঁচু করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সুবিধা হইলে উহাতে একটি তুলসীমঞ্চ করা হইবে। তিনি ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "স্বামিজীর যে সকল জিনিষ আছে লইয়া আইস।" ব্রহ্মচারী পুস্তকাদি আনিলে বলিলেন, "ইহার একখানাও যেন নষ্ট না হয়। যত্ন সহকারে রক্ষা করিও। পুস্তকের ভিতর একখানা কাগজে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি ছিল :

কে দরদী ভাবের ভাবী, আপনার খেয়ে আমার হবে।
বিশুদ্ধ প্রেম সেই জেনেছে, নির্হেতু যেজন ভাবে।
যে ছেড়েছে সুখের আশা, তার নির্হেতু ভালবাসা।
নিস্পৃহ তার নাইক আশা, সেই আশাতেই বসে রবে।
চাতক ধর্ম্ম গোঁসাই দোষে, চার মেঘের জল খায় সন্তোষে।
ব্যভিচারী ধর্ম্ম হয় সে, গ্রন্থকারে কয় তবে।
ক্ষেপাচাঁদ বাউলে বলে, সে প্রেম, না মরিলে কি আপনি মিলে।
দরদিনীর হলে কৃপা জ্ঞান কবাট খুলে যাবে॥

ঠাকুর এই সঙ্গীতটি লইয়া গান করিলেন। প্রথম দুই চরণ পুনঃপুনঃ গাইলেন। সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, "সতীশ, স্বামিজী না কোন দুইটি শ্লোক খুব ভাল বাসিতেন,—অবৈষ্ণবের লক্ষণ ? উহা লিখিয়া আনিয়া সম্মুখের দেওয়ালে লাগাইয়া দাও। এ তাঁহার চিহ্ন, ইহা দেখিয়া তাঁহার কথা মনে হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীশ উহা লিখিয়া ঠাকুরের সম্মুখের দেওয়ালে লাগাইয়া দিল। শ্লোক দু'টি যথা :

শুভচরিতমপি দ্বিষন্তি পুংসাং স্বয়মিহ দুশ্চরিতানুবদ্ধচিত্তাঃ।
মহদকুশলমপ্য বাপ্য সুস্থা ভগরস রসিকা অবৈষ্ণবাস্তে। (১)
পরম সুখ পদং হৃদম্বুজস্থং ক্ষণমপি নানু সজ্জন্তি মত্তভাবাঃ।
বিতথ বচন জগ্মনৈরজস্রং নিদধতি নাম হরেরবৈষ্ণবাস্তে। (২)

বানর মারার পক্ষে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে তাঁহার মৃত্যুতে উৎফুল্ল দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "স্বামিজী দেহত্যাগে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার আর গর্ভবাস নাই।" এই বলিয়া শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক দু'টি একখানা কাগজে লেখাইয়া, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পার্শ্বে লাগাইয়া রাখিলেন। শ্লোক দু'টি এই :

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎপরমং মহৎ।
পুরুষাখ্যং সকৃদ্দৃষ্ট্বা সাগরান্তঃ সকৃৎমৃতঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাং সকৃৎ জপ্ত্বা গর্ভবাসো ন বিদ্যতে। (৩)
ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরণ্
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং। (৪)

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামিজীর বস্থে হইতে আনীত 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' গ্রন্থখানা ঠাকুর অতি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, ঠাকুর স্বামিজীকে ঐ অবস্থা দান করিলেন। স্বামিজী কাশী হইতে 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

পুরীতে স্বামিজীর দৈনন্দিন কার্য্য

স্বামিজী ভোরবেলা সাড়ে তিনটা চারটার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া সমুদ্র-স্নানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রওনা হইতেন। পথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া কাশী মিশ্রের বাড়ী (মহাপ্রভুর বাড়ী), সিদ্ধবকুল প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে সমুদ্র-স্নান করিতেন। সমুদ্র হইতে আসিবার সময় শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া বাসায় আসিতেন। ব্রহ্মচারী বলিল, "স্বামিজী কখন কখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন। একদৃষ্টে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।" প্রায়ই এইরূপ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন ব্রহ্মচারীর চক্ষে পড়িত। পরে বাসায় আসিয়া ঠাকুরের 'চা' প্রসাদ পাইতেন। তৎপরে ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া এগারটা সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। অতঃপর গ্রন্থপাঠে সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। ইতিমধ্যে কিছু পাঁকাল, দুধ ও অন্ন মহাপ্রসাদ পাইতেন। তিনি মৌনী হইয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন এবং ঠাকুরের প্রসাদের জন্য যোগজীবনদাদা গোঁসাইর ঘরে অপেক্ষা করিতেন। এইরূপে পাঠাদিতে সময় কাটাইয়া স্বায়ংকৃত্য সমাধা করিতেন। সন্ধ্যার পরে পুনরায় ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শান্তভাবে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুরের ঔষধ ও জল খাওয়া হইলে তিনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া নিজের গৃহে যাইতেন। ঠাকুরের মত সারারাত্রি বসিয়া সাধন ভজন করিতে স্বামিজীর একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। দুর্ব্বল শরীরে বসিবার সুবিধার জন্য তাকিয়ার পরিবর্ত্তে একটা বড় মেটে হাড়ি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন।

বানরবধ নিবারণে স্বামিজীর চেষ্টা

বানরবধের সময় এক একদিন তাঁহার নিদ্রা হইত না। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কোথায় কি আছে, চিন্তা করিতেন। তাঁহার কোমল প্রাণ ইহাদের ক্লেশে গলিয়া গিয়াছিল। উহাদের জন্য নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের ন্যায় হইতেন। "ইহাদের জন্য পাগল হব না কি ?" একদিন এইরূপ বলিলেন। বানর বধ ও শ্রীমন্দিরের দেওয়ালে সংলগ্ন পায়খানা নির্ম্মাণ বন্ধ করাইবার জন্য অক্লান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার দুর্ব্বল শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই দু'টি কার্য্যই তাঁহার জীবনের শেষ ও মহত্তম কার্য্য। তিনি আহার নিদ্রা অগ্রাহ্য করিয়া রুগ্ণশরীরে যেরূপ খাটিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কখনও সন্ধ্যাবেলা কখনও বা সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া আহার করিতেন। বাড়ী বাড়ী, মাঠে মাঠে যাইয়া নাম স্বাক্ষর করাইতেন। সতীশ বলিতেন, "তিনি এমনি তেজের সহিত শাস্ত্রীয় কথা বুঝাইয়া বলিতেন যে, কেহ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। তাহাদের ভিতর একটা 'ছাপ' পড়িয়া যাইত।" কোথায় কোন্ পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান, বানরবধ সম্বন্ধে আলোচনা, নাম স্বাক্ষর প্রভৃতি কার্য্যে বহু সময় কাটাইতেন। তাঁহার চেষ্টায় বানরবধের বিরুদ্ধে ৪২২ ও পায়খানা নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে ৫০০ নাম সহি হইয়াছিল। এ সকলের ফলাফল তিনি দর্শন করিয়া যান নাই। ঠাকুর স্বামিজীকে ঐ পাতিতে নাম স্বাক্ষর করিতে বলেন। তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে, যেন নাম স্বাক্ষর করিতে না হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহার ভাব দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং "ঐরূপই হউক বলিয়া" তাঁহার ভাবে অনুমোদন করিলেন। তাঁহার ভিতরে প্রতিষ্ঠার ভাব মোটেই ছিল না।

স্বামিজীর অবস্থা : দূরদর্শন

বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বামিজী একখানা পাতি লিখেন। উহা এখন বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধেক অনুবাদ করা হইলে, "আর লিখিতে পারি না" বলিয়া স্বামিজী কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে উহা লিখিতে উৎসাহিত করিবার জন্য আমি বলিলাম, "ঠাকুর যখন লিখিতে বলিয়াছেন, অথচ আপনি লিখিতে চাহেন না, তাহাতেই বুঝেতেছি আপনার আমিত্ব রহিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "আমি টামি কিছু নাই, একমাত্র পরব্রহ্মই সব।" তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিশ্বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তাঁহার উপাস্য। তিনি যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্বাসী। তিনি বলিতেন, "গুরুই সর্ব্বস্ব, গুরুই পরব্রহ্ম, গুরুই সব। এক গাছা তৃণও তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন উত্তোলিত হয় না, জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁহার হাত দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।"

স্বামিজীর ভিতরের অবস্থা বড়ই সুন্দর ছিল। সতীশ বলিলেন, "এমন সরল বিশ্বাসী লোক প্রায় দেখা যায় না। কোন কথা বলিলেই ছেলে পেলের মত বিশ্বাস করিয়া লইতেন। তাঁহাকে ইদানীং কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। অনন্ত চাকর সেদিন রাত্রে জল দেয় নাই। পরদিন সকালে দুঃখ করিয়া দাদাগোঁসাইকে বলিলেন, "আমার জন্য এরা এত ক্লেশ পায়।"

কাহাকে কোনও বিষয়ে ক্লেশ দিতে, বৃথা আলোচনা করিয়া সময় যাপন করিতে, কি নিজের সুখসাধন করিতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। নিজে একটা ভিজা ঘরে থাকিতেন। কতদিন বলিয়াছি বিছানাগুলি রৌদ্রে দিন। কিছুতেই তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। সর্ব্বদাই উদাসীন। স্বামিজীর মূর্ত্তি এমনি শান্ত ও গম্ভীর লক্ষিত হইত যে তিনি যেন সমস্তই জয় করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন। কখনও তিনি কাহাকে কুবাক্য বলিয়াছেন শুনি নাই। সেদিন কেবল বানরবধের পক্ষে শাস্ত্রের কুব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছেন, "এ চণ্ডালের ন্যায় ব্যাখ্যা।" তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা বড়ই চমৎকার। বানরবধের বিরুদ্ধে নাম স্বাক্ষর করাইতে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন এমন তেজের সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া কয়েকটি ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা দিন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিই।"

স্বামিজীর সাধন জীবনের অবস্থা অতীব সুন্দর। একদিন শ্রীবৃন্দাবনে নরহরি দাসের কুঞ্জে শ্রীযুক্ত দাদাগোঁসাইয়ের ঘরে আমি, দাদাগোঁসাই ও স্বামিজী দুপ্রহরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটু মৃদু হাসিয়া স্বামিজী বলিলেন, "আজ রাখালবাবু আসিবেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপে জানিলেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "তাঁহাকে আসিতে দেখিতেছি।" পরে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে রাখালবাবু সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সেইদিন আসিবার খবর আমরা কিছুই জানিতাম না।

শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি স্বামিজীর দূরদর্শনের ক্ষমতা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সময়ে কানপুরের মন্মথবাবুর বাসায় উঠেন। তখন স্বামিজী কানপুরে তাহার পিতার সঙ্গে ছিলেন। বৈকালবেলা মন্মথবাবু পণ্ডিত মহাশয়কে লইয়া স্বামিজীর নিকট যান। স্বামিজীর এইরূপ শক্তির পরিচয় মন্মথবাবু অনেকবার পাইয়াছিলেন। তাই পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনাকে দেবেন্দ্রবাবুর (স্বামিজীর) একটু শক্তির পরিচয় দিই।" স্বামিজী বাড়ীর ভিতর ছিলেন। মন্মথবাবু বাহির হইতে স্বামিজীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আর একটি লোক আসিয়াছেন, বলুন তিনি কে?" স্বামিজী ভিতর হইতে উত্তর করিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় আপনার সহিত আসিয়াছেন তাহা আমি জানি।"

স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্বামিজীর নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জন্মভূমি চন্দননগর, পিতা ৺রামতারক চক্রবর্ত্তী। তিনি বি. এল্. পাশ ছিলেন কিন্তু ওকালতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন নাই। স্ত্রীর দেহত্যাগের পর ইনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কাশীতে 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাশী হইতে হরিদ্বার, বদরিকাশ্রমাদি দর্শন করিয়া পুরীতে আসেন। তিনি অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ছেলে কোলে করিয়া ও তাহার দুধের বাটী নিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অতঃপর ছেলে মরিলে উহার ন্যাকড়া-গুলি ও স্ত্রীর চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার বস্ত্রাদি একটা গাঁটরি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহাদের বাটীতে বহুদিনের পালিত স্ত্রীর একটি টিয়া পাখী ছিল। তাহাও সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। ১৩০০ সালের কুম্ভমেলার সময়ও তিনি সেই টিয়া পাখীটি নিয়া প্রয়াগধামে গিয়াছিলেন। টিয়াটি সহরের বাসায় থাকিত। (১) এই বিষয় কেহ কেহ কটাক্ষ করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে নাই। তাহাদের রক্ষাই ধর্ম্ম। এখন ইহাকে কোথায় ফেলিয়া দিবে।" ইদানীং স্বামিজীর অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র কমণ্ডলু ও যৎকিঞ্চিৎ অত্যাবশ্যক বস্ত্রাদি থাকিত।

ঠাকুরই যেন স্বামিজীর প্রাণ ছিলেন। তিনি কখন কি করেন, কি ভাবে চলেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া নিজেও তদ্রূপ চলিতে প্রয়াস পাইতেন। ঠাকুর জটা রাখিয়াছিলেন। স্বামিজীও তাহা রাখিয়াছিলেন।

তিনি বি. এ. মাত্র পাশ ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিদ্যা অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। বিজ্ঞানে, দর্শনে, সংস্কৃত, হিন্দি, গুরুমুখী ও প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল।

---

(১) বাসায় এই পাখীটিকে ঠাকুরের কন্যা কুতুবুড়ি (প্রেমসখী) আহার দিতেন ও সেবা করিতেন। দিদিমা বলিলেন, "একদিন ভোরে দেখিলাম, পাখীটি ঠিক মানুষের মত পড়িতেছে "কালী কল্পতরু, শিব জগৎগুরু, শিব, শিব, শিব, শিব রাম।" কুতুবুড়ি নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, উহা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন কঠিন দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ ঠাকুর তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। সতীশ সেদিন বলিল, "আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর থাকা ভাল, এমন (mystic) বৈজ্ঞানিক কূট কথা বলেন যে, কেহ বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া থাকে।" পরে সুস্বরে এক-আধটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেই সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। স্বামিজী অত্যন্ত সুমিষ্টস্বরে পাঠ করিতে পারিতেন। তিনি "শিবোঽহং, শিবং কেবলোঽহং" সুস্বরে আবৃত্তি করিয়া যে গান করিতেন তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইত। পাহাড়ী বাবা তাঁহাকে নাকি মহাপ্রভুর সময়ের প্রসিদ্ধ প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠের সময়ে তিনি একখানা শঙ্করাচার্য্য কৃত গ্রন্থ উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া খুব গৌরব করিতেন।

তাঁহার জীবন বড় ক্লেশময় ছিল। লোকের নিকট সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক, অনেকের নিকট প্রাণের কথা বলিয়া আঘাত পাইতে পাইতে উহা বলিবার প্রবৃত্তিও যেন লুপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করায় দরুণ পিতা রুষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন। স্ত্রী, পুত্র, মাতা মৃত। খুব শান্ত, ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতেন। ঠাকুর যখন কলিকাতা সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে স্বামিজী মনের ক্লেশে ছট্‌ফট্‌ করিয়া সারা ঘর গড়াগড়ি দিতেন। তাহা স্মরণ করিয়া এখনও অধীর হইতে হয়।

দাদাগোঁসাই ঠাকুরের নিকট বলিলেন, "ইদানীং স্বামিজী বেশ একটা শান্তির অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। আমি একটু খোঁচাইয়া দেখিয়াছি, বস্তুতঃই তাঁর ভিতরে ঐরূপ একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সম্পূর্ণ রূপে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পৃথিবীর কি দুর্গতি! যেই একটা লোক তৈয়ারী হইতেছে আর ভগবান লইয়া যাইতেছেন।" ঠাকুর বলিলেন, "বৃক্ষে ফল পক্ক হইলে পড়িয়া যায়। ভগবান তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের ক্লেশ ও যন্ত্রণায় আর রাখিলেন না। জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু না হইলেও কোন উৎকট ব্যাধি হইয়া মারা যাইতেন। 'ডকে' জাহাজ তৈয়ারী হইলে আর কি থাকে? চলিয়া যায়।"

অশ্বিনী খুঁজিতে খুঁজিতে স্বামিজীর জিনিষ-পত্রের মধ্যে একটি সিন্দুরের কৌটা পায়। উহা তাঁহার স্ত্রীর বলিয়া বোধ হইল। ঠাকুর একথা শুনিয়া বলিলেন, "বিশুদ্ধ প্রেমের এইরূপই লক্ষণ! স্বয়ং মহাদেবও সতী-দেহ স্কন্ধে করিয়া দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন।" বহুদিন পরে স্বামিজীর জিনিষ-পত্র সমুদ্রে দেওয়ার জন্য এই কৌটাটিও লইয়া যাওয়া হয়। হঠাৎ এই কৌটাটি খুলিয়া উহার মধ্যে ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত তিনখানা পত্র পাওয়া যায়। স্বামিজী নানাস্থানে, নানা অবস্থায় অত্যন্ত দরদের সহিত এতকাল উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। পত্র তিনখানা নিম্নে দেওয়া গেল :

ঠাকুরের প্রথম পত্র

ওঁ হরি

সবিনয় নিবেদন, চৈত্র। ঢাকা।

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পরিবার ইচ্ছা করিলেই সাধন পাইবেন। যতদিন অর্থের প্রয়োজন আছে, অর্থোপার্জ্জন করিবেন। কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম কাটিয়া যাইবে। সাধনে অধিক সময় দিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবেন।

যেখানেই থাকুন না কেন, সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাণের যোগে দূর নাই, নিকট। আপনার তপস্যার কুশল হউক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের দ্বিতীয় পত্র

ওঁ হরি

ঢাকা।

সবিনয় নিবেদন,

অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অর্থোপার্জ্জন করিতেই হইবে। স্কুলের কার্য্য সুবিধা না হইলে অন্য কার্য্য গ্রহণ করিলে হয়। সকল বিষয়েই সময় আছে। সময় হইলে ঘরে বসিয়া কর্ম্ম হইবেক। সময় না হইলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হয় না।

তথাপি চেষ্টা করিতে হয়, কারণ ইহারই নাম কর্ম্মভোগ। কর্ম্মভোগ না করিলে শুভ সময় আসে না। সাধনে অগ্রসর হইতেছেন ইহাই প্রকৃত লাভের কথা। যত আত্মহারা হইয়া নির্ভর করিবেন ততই উন্নতি।

যেখানে থাকুন আমরা সর্ব্বদা নিকটেই আছি। গুরু কৃপাতে আপনি সপরিবারে সুখে থাকিয়া সাধনে দিন দিন উন্নতি লাভ করুন।

নিবেদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ঠাকুরের তৃতীয় পত্র

ওঁ হরি

পৌষ, ১৮০৯ শ

ঢাকা, এক্রামপুর

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব্ব পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। ধর্ম্ম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথার ব্যাপার থাকে না। কোন বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হয় না। সকলই প্রত্যক্ষ।

পত্র লিখুন বা না লিখুন ক্ষতি নাই। যাঁহারা সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিকটে। সম্প্রতি ঢাকাতেই আছি। শীঘ্র কোন স্থানে যাওয়া হইবে বোধ হয় না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

ঠাকুরের স্বপ্ন ঃ মহাবিষ্ণুবাবুর নামামৃত পান

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গণপুর নিবাসী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহাবিষ্ণু যতি মহাশয় এ সময়ে পুরী আসিলেন। তিনি মুঙ্গেরে কাজ করিতেন। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয়ও এ সময়ে মুঙ্গেরে কাজ করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "মহাবিষ্ণুবাবু মধ্যে মধ্যে মুঙ্গের হইতে জামালপুর যাইয়া কয়েকটি বৈষ্ণবের সঙ্গে রাত্রি কাটাইতেন। আমি ওরূপ করিতে বিষ্ণুবাবুকে নিষেধ করিতাম, কারণ আমাদের সাধন গোপনীয়। তদুত্তরে বিষ্ণুবাবু বলিতেন 'দীক্ষা গোঁসাইজীর নিকট পাইয়াছি, শিক্ষার আবশ্যক, তাই অমুক বাবুর নিকট যাই।" আমি বলিলাম, "আমাদের শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন নাই।" এক গুরুদত্ত নামে সাধনে সমস্ত হইবে। বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দীক্ষা গুরু ও শিক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছে।" এই সময় একদিন তিনি বলিলেন, "আমার ভারি রোগ হইয়াছে, ক্ষুধা মাত্রই হয় না।" তখন বিষ্ণুবাবুর চেহারা খুব লাবণ্যযুক্ত ছিল তাই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যারাম করিয়াছে?" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "মুখে একরূপ মিষ্ট রস জন্মায়, তাহাই খাইয়া আমার নেশা হয় আর ক্ষুধা হয় না।" আমি বলিলাম, "এরূপ কেন হয়?" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ নাম জপ করিয়া এইরূপ হইয়াছে।" আমি তখন বলিলাম, "আপনি হরেকৃষ্ণ নাম জপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, সেইজন্য নামামৃত পান করিয়া এইরূপ হইয়াছে, ইহাকে ব্যারাম বলে না। কিন্তু আপনি 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করেন কেন? সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাকে ইহা জপ করিতে বলিল ?” বিষ্ণুবাবু তদুত্তরে বলিলেন, “কেন, মহাপ্রভু আপামর সাধারণকে ঐ নাম জপ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।” আমি বলিলাম, “তাহা অদীক্ষিতের জন্য, দীক্ষিতের জন্য নহে।” আপনি দীক্ষা পাইয়াছেন, আপনাকে গুরুদত্ত নামই জপ করিতে হইবে! এখনও গোঁসাই বর্ত্তমান আছেন। আপনি সত্বর পুরীতে চিঠি লিখুন।” তদনুসারে বিষ্ণুবাবু পুরীতে চিঠি লিখিলেন। বিষ্ণুবাবুর প্রথম পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত দাদাগোঁসাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানাইলেন। আমাদের শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন নাই, গুরুদত্ত নামেই সব হইবে। গুরুদত্ত নাম জপ করিবেন। মহাপ্রভুর প্রদত্ত নামও জপ করিতে পারেন। তাহাতে আমি বলিলাম যে আপনার পক্ষে কি করা উচিত তাহার উত্তর জানিতে চাহেন। বিষ্ণুবাবু তাহাই করিলেন। তদুত্তরে দাদাগোঁসাই পূর্ব্ববৎ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলেন “তোমার পক্ষে গুরুদত্ত নাম জপ করাই উচিত।”

মহাবিষ্ণুবাবু গৌড়িয় বৈষ্ণবদের সহিত খুব মিশিতেন এবং তাহাদের ভাব, আচার-ব্যবহারও তাঁহাতে খুব সংক্রামিত হইয়াছিল। তিনি পুরী আসিলে দেখিতে পাইলাম, তিনি একটি ‘হরিনামের ঝোলা’ লইয়াছেন। ঐ ঝোলা বুকে ঝুলাইয়া ঠাকুরঘরে আসিতেন এবং দক্ষিণ হস্ত উহার মধ্যে ন্যস্ত করিয়া, আমাদিগকে যেন দেখাইয়া দেখাইয়া মালাজপ করিতেন। সতীশ উহা দেখিয়া সহ্য করিতে পারিল না। চটিয়া মহাবিষ্ণুবাবুকে বলিল, “দেখুন, এই ঝোলা সমুদ্রে ফেলিয়া না দিলে আপনার কিছুই হইবে না।” মহাবিষ্ণুবাবু এ কথা শুনিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন, “দেখুন, সতীশবাবু বলেন আমার হরিনামের ঝোলা সমুদ্রে না ফেলিয়া দিলে কিছুই হবে না। আপনি কি বলেন ?” ঠাকুর ঝোলা রাখিতে বলিলেন। ঐ সঙ্গে আরও কি কি যেন বলিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাবিষ্ণুবাবু খুব সুন্দর গান রচনা করিতে ও গাহিতে পারিতেন। পরদিন সকালে পাঠের পর তিনি নানারূপ রাগিণী ভাঁজিয়া ও ওস্তাদ গায়কের মত গান ধরিলেন কিন্তু কিছুতেই গান জমিল না। তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "আজ গান জমিতেছে না কেন?" তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "ভগবানের দিকে তাকাইয়া গান করুন, তাহা হইলেই গান ভাল হইবে।" পরে তিনি তাহাই করিলেন এবং গানও বেশ জমিল। তিনি মনের আবেগে গান গাহিতে লাগিলেন:

যিন্‌কা দেল্‌মে হরিনাম বস্‌তে হ্যায়।
আউর সাধন সো করে না করে॥
ভূতে দয়া যিন্‌কো দেল্‌মে হ্যায়।
কোটী দান সো করে না করে॥
সাধু চরণরজঃ যো পরশ পায়া হ্যায়।
তীরথ নীর সো পিয়ে না পিয়ে॥

এই গানটি যখন তিনি সুমধুরস্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া গাহিতেছিলেন, তখন সরলনাথ স্নানে যাইতেছিল। সে দেখিল, আমাদের পরিচিত নেংটা ছেলেটি করযোড়ে দাঁড়াইয়া উহা শুনিতেছে এবং দরদর ধারে তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজল পড়িতেছে।

মহাবিষ্ণুবাবুর দীক্ষা

মহাবিষ্ণুবাবু যখন ভাগলপুরে আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের কেরাণী ছিলেন, তখন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু, সচ্চিদানন্দ স্বামী, লালজী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, দাদাগোঁসাইজী প্রভৃতির সহিত ঐ বাসায় তাঁহার পরিচয় হয় এবং বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। ঠাকুরের কথা তিনি উঁহাদের নিকট শুনিয়াই তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। দোল পূর্ণিমার দিন তিনি সাধন পাইবার জন্য সন্ধ্যার সময় গেণ্ডারীয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন গান হইতেছিল, ঠাকুর মগ্ন ছিলেন, ব্রহ্মচারী তখনই মহাবিষ্ণুবাবুকে গান করিবার জন্য কুটীরে ঢুকাইলেন। একটু পরে তিনি গান ধরিলেন, "চললো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে……" (১) গান খুবই জমিয়া গেল। বহুক্ষণ ধরিয়া গান হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে

চললো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে মৃগমদে আজি সাজাব লো ;—
(আজি আবির চন্দনে সাজাব লো, আজি আবির কুঙ্কুমে সাজাব লো
আজি মনোসাধ সব পুরাব লো, আজি প্রাণে প্রাণে বন্ধু বান্ধিব লো)

১। আয়লো ললিতে, চল চম্পকা—ডাকে প্রাণসখা আয়লো বিশাখা।
আয় শুক সারি, সব পরিহরি, হরিসনে হরি খেলিব লো ॥

২। হাঁসি হাঁসি জ্যোছ্না রাশি, ঢালে শশি প্রেমাভিলাষী।
পিক্ কুহু বলে, পবন দোলে, ঐ শোন্ বাঁশী ডাকিছে লো ॥
(রাধা বলে ঐ শোন্ বাঁশী ডাকিছে লো)

৩। বকুল বেল যুথি মালতী, চামেলি চাঁপা কনক জ্যোতি।
তুলি অতুল তমাল ফুল, বনমালী গলে দিব লো ॥
(গাঁথি মালা ফুলে বনমালী গলে দিব লো)

৪। আয় আয় যত আভীর পিয়ারী আবির চন্দনে নে লো থালা ভরি।
ক্ষীর, সর, ননী বেন্ধে নে যতনে, গোপনে সে ধনে খাওয়াব লো ॥

৫। হাতে ধরি ধরি, নাথে ঘেরি ঘেরি, নাচিব গাইব সব সহচরী।
মনপ্রাণ ভরি, হেরিব মুরারি, গলা ধরি বামে দাঁড়াব লো ॥
(মোদের প্রাণ বঁধুয়ার গলা ধরি বামে দাঁড়াব লো)

৬। হরিদাস ভালে নয়ন জলে, লুটাইয়ে গোপীর চরণতলে।
বলে ব্রজবালা সে চিকনকালা, কৃপা করি মোদের দেখাবি লো ॥
(তোদের প্রাণ বঁধুয়ায় মনচোরায়, কৃপা করি মোদের দেখাবি লো)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেহুঁস অবস্থায় তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। গানটি শুনিয়া সকলেই এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, গুরুকন্যা কুতুবুড়ি, পাড়ার মেয়েরা আরও অনেকে উহা লিখিয়া লইল এবং গাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল।

তিনি পরদিন সাধন পাইলেন। আশ্রমের দক্ষিণে অনতিদূরে একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সেই স্থান হইতে একটি সুন্দর গোলাপ ফুল লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে উপহার দিয়া প্রণাম করিলেন। বিষ্ণুবাবুর ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সঙ্গে কুটীরে দীক্ষা হইল।

মহাবিষ্ণুবাবুর স্বপ্ন ঃ যুগলরূপ দর্শন ঃ পাপপুরুষের শ্রাদ্ধ

দীক্ষার পর একদিন সকালে পাঠের পর দেখিলাম তিনি ঠাকুরের সহিত নিজের ভজন-সাধন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "দীক্ষার পর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নটি এই ঃ প্রভুপাদ কোন একটি উত্তরদ্বারী বাড়ীর বহির্দরজায় বসিয়া যেন কি করিতেছেন। নিকটে কতকগুলি পত্রপুষ্প ও আরও কি কি রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোঁসাই কি করিতেছেন ?" আপনি বলিলেন, "শ্রাদ্ধ করিতেছি।" আমি বলিলাম, "শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কুশ কৈ ?" আপনি বলিলেন, "সব সময় কি কুশ পাওয়া যায় ?" আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে আসুন, আমি কুশ দেখাইয়া দি।" এই কথা বলিতে আপনি আমার পেছনে পেছনে আসিতেছেন। আমি আপনাকে লইয়া একটি বিল কি বাদাবনের মধ্যে যাইতে লাগিলাম, যাইয়া বলিলাম, "এই কুশ লউন।" অতঃপর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিলেন, স্বপ্নটি সত্য ঘটনা। সদ্‌গুরু যখন কৃপা করেন, তখন শরীরস্থ পাপপুরুষের মৃত্যু হয়, গুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার শ্রাদ্ধ করেন।" বিষ্ণুবাবু আরও বলিলেন, "একদিন স্বপ্নে দেখিলাম : আমাদের বাড়ীর পুরুষানুক্রমে পূজিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ জীবন্তভাবে আমাকে দর্শন দিলেন। রাধাকৃষ্ণ একত্র একদেহে স্থিত—স্বপ্নে দেখিলাম। শ্রীমূর্ত্তির সমস্তই দর্শন পাইলাম কিন্তু চরণ দর্শন হইল না। তাতে মনে হইল বাড়ীর ঠাকুরদেরও দূর হইতে দর্শন করিলে চরণ দর্শন হয় না। তাই বোধ হয় চরণ দর্শন পাইলাম না। এই ভাবিয়া সিংহাসনের সম্মুখের রেলিং তুলিয়া দিলাম। যথার্থই কি রাধাকৃষ্ণ আমাকে এইরূপ কৃপা করিলেন?" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "যাহা দর্শন পাইয়াছেন সমস্তই সত্য। আপনার আর জন্ম হবে না।" মহাবিষ্ণুবাবু অল্প দুই একদিনের মধ্যেই গেণ্ডারিয়ার সকলের নিকট সুপরিচিত ও আদরণীয় হইলেন। সাধন পাওয়ার পর তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ ভক্তিমান ছিলেন। একবার ভগবানের রূপ বর্ণনা করিয়া একটি গান রচনা করেন। তিনি বলিলেন যে, ঐ গান রচনা করিয়া দিবা সাড়ে দশটা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ভাবাবেশে কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন।

ঠাকুরের প্রথম স্বপ্ন : ভগবানের প্রকাশ

একদিন ঠাকুর আমাকে বলিলেন, "আমার কতকগুলি স্বপ্ন লেখা আছে, উহা কোথায়?" আমি কহিলাম, "আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখি।" অনুসন্ধানে জানিলাম ঐ সকল জগবন্ধুবাবুর নিকটে আছে। তিনি উহা পুরীতে লইয়া আসেন নাই। ঠাকুরকে ইহা জানাইলাম। ঠাকুর বলিলেন, "উহা ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়।" ঐ স্বপ্নের মধ্যে দুইটি সম্প্রতি সংগ্রহ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম স্বপ্নটি যথা :

"আমি একটি প্রকাণ্ড নদীতীরে বসিয়া আছি। লক্ষ লক্ষ লোক সহস্র সহস্র নৌকায় পার হইতেছে। আমাকে কেহ ডাকিতেছে না। একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া নৌকায় উঠাইল। নৌকাযোগে পরপারে উপস্থিত হইয়া কতিপয় পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে একটি বাগানে লইয়া গেলেন। বাগানে বিবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ আছে। তথাকার প্রাচীরে লতায় এক অপূর্ব্ব পুষ্প দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে আমি অচেতন হইলাম। তখন ঐ পুষ্প সকল পরমাসুন্দরী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন, "হে ভদ্র! তোমার হৃদয়নাথকে অন্বেষণ কর।"

আমি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ উদ্যানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে একটি কুকুর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "আতিথ্যস্বরূপ এই ফল ভক্ষণ কর।" আমি ফলটি ভক্ষণ করিবামাত্র কুকুরটি চলিয়া গেল। একটি জটাধারী ঋষি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎস! আমার হস্ত ধারণ কর।" আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র উভয়ে আকাশপথে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ অতিক্রম করিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় ধামে উপস্থিত হইলাম। সেস্থানের জ্যোতি এত অধিক যে আমাদের চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। ক্রমে যাইতে যাইতে একটি সুন্দর স্থানে যাইয়া দেখি, কতকগুলি মহর্ষি উজ্জ্বল তারার ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন। আমার পথ-প্রদর্শক মহর্ষি আমার হস্তত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ঐ সাধুমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কস্ত্বং!" আমি উত্তর করিলাম, "অস্তি পৃথিব্যাং ভাগীরথী তীরে শান্তিপুর নামা কশ্চিৎ জনপদঃ। তস্মিনপুরে শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য নামা প্রসিদ্ধ সিদ্ধ পুরুষোহভূৎ। তস্য কুলে জাতো বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামঃ অকিঞ্চিনোহং ভবতাম সমীপে সমাগতঃ। ভগবদ্দর্শন লালসয়া কাতরতয়া মম প্রাণা বিদীর্য্যন্তে। হে সত্তমা! মাং কৃপাং কুরু।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কথা শুনিয়া কৃপালু সাধু বলিলেন, "বৎস! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, উপবিশ।" আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। সাধুগণ সমস্বরে "ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভগবানের প্রকাশ হইল। সে শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি অচেতন হইলাম। চেতন হইয়া দেখি, আমি পৃথিবীর সেই উদ্যানে রহিয়াছি। তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিলাম। হায়! কেন আমি প্রভুকে দেখিয়া অচেতন হইলাম। হে প্রাণ! তুমি কেন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে? তখন আমাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বৎস! স্থির হও। প্রভুর চরণ ধ্যান কর। আশা পূর্ণ হইবে। প্রভু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।" ইহার পরই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

ঠাকুরের দ্বিতীয় স্বপ্ন : মহাবীর দর্শন : ব্রহ্মের প্রকাশ

১৮০৩ শক। ২রা আষাঢ়, রবিবার। সাহেবগঞ্জ। গয়া।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত শরীর কিছু কাতর হইল, শয়ন করিলাম। অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। চারটার পর হঠাৎ নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম, কোথাকার একটি ব্রাহ্মসমাজে সাম্বৎসরিক উৎসব। উৎসবের আয়োজন হইতেছে। একজন বলিল, "সাধারণ সমাজকে নিমন্ত্রণ না করিলে নিন্দাভাজন হইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। পথের মধ্যে কতকগুলি ভদ্রলোক দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দীনবেশ পণ্ডিত আমার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র বিচার আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বিচার করিয়া তুষ্ট হইলেন। এমন সময় একজন বলিল, "ইনি ব্রহ্মজ্ঞানী।" এই কথা শুনিয়া একটি পণ্ডিত ক্রোধ পূর্ব্বক আমার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। সম্মুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের প্রশস্ত পথে দেখি অসংখ্য বানর। প্রথম অনেক বানর দেখিয়া মনে একটু ভয় হইল। তথাপি সেই পথে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "জয়রাম, শ্রীরাম" বলিতে বলিতে যাইতেছেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ "ওঁ তৎসৎ", "ওঁ তৎতৎ" উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। আমাকে পশ্চাতে দেখিয়া সে বৃদ্ধ এক বীরপুরুষ হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে চেন?" আমি কোন উত্তর না দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ক্রমে আমরা উভয়ে একটি ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে উদ্যান, সরোবর এবং মধ্যে ৪।৫টি মন্দির। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে চেন?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না।" তিনি বলিলেন, "আমি বীর হনুমান।" একথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমাকে বলিলেন "কি জন্য আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।" তিনি বলিলেন, "আমি কি ব্রহ্মজ্ঞানী নহি! আমি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পূজা করি না। আত্মারাম পরব্রহ্মকে পূজা করিয়া থাকি। রমতি ইতি রামঃ, আত্মারাম, প্রাণারাম।" এই দেখ বলিয়া বক্ষঃস্থল চিরিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম হৃদয়ে, "ওঁ রাম", "ওঁ রাম" এইরূপ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" তিনি বলিলেন, "তোমাকে যোগ শিক্ষা দিব, চল যাই।" এই বলিয়া তিনি হস্তে একটি কোদালি লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর গিয়া সরোবরের তীরে একটি বৃক্ষতলে ছোট একটি কুটীর দেখাইয়া বলিলেন, "এই কুটীরে তোমার তপস্যা হইবে। কেমন, হইবে না?" আমি বলিলাম, "আচ্ছা হবে।" তিনি বলিলেন, "দেখ, আমি মনে করিলে এক মুহূর্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারি। যদি প্রয়োজন থাকে, বল।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা ইহাতেই যথেষ্ট হইবে, আর প্রস্তুত করিতে হইবে না।" তিনি বলিলেন, "তবে এস, উপদেশ গ্রহণ কর। 'ওঁ রাম তৎসৎ' এই নামের ভাব ধারণা কর ও ইহা জপ কর। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা ব্রহ্ম, তিনি প্রাণারাম, হৃদয়-রমণ, তিনিই সত্য—এই মন্ত্রের অর্থ।" এই মন্ত্র সাধন কর। আমি সাধন করিতে করিতে, অনেক দিন গত হইল, একদিন বীর হনুমান আসিয়া বলিলেন, "তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়া আনন্দস্রোত বহিয়া যাইতেছে। আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ অবিশ্রান্ত হইতেছে। কেমন আত্মাপূর্ণ হইয়াছে তো?" আমি বলিলাম, "সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "তবে উঠ, অন্য সাধনের উপদেশ গ্রহণ কর।" আমি বলিবাম, "অন্য সাধন কি?" তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মে প্রবেশ। ইহাকেই সন্ন্যাস বলে।" আমি বলিলাম "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। দেশেও ধর্ম্মের অভাব।" তিনি বলিলেন, "এখন কিছুদিন আনন্দ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সর্ব্বদেশে ব্রহ্মানন্দ বিস্তার কর। সংকীর্ত্তন কর।" ইহা বলিয়া প্রকাণ্ড বানরদেহ ধারণ করিলেন, মস্তক ও লেজ আকাশে উঠিয়াছে। চক্ষু দু'টি চন্দ্র ও সূর্য্য। দেখিলে ভয় হয়। তাঁহার লোমে "ওঁ রাম", "ওঁ রাম"। মস্তকে, চক্ষুতে, কর্ণে, সর্ব্বশরীরে "ওঁ রাম", "ওঁ রাম" অঙ্কিত। এত উজ্জ্বল যেন ছোট ছোট ফুঁকো শিশির আলোর মত বোধ হইতে লাগিল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বানরদেহের মুখখানি, কি জান?" আমি বলিলাম, "না।" তিনি বলিলেন "আমার মুখখানি 'ওঁ'। এই 'ওঁ' পুরুষ ও আমার লেজ প্রকৃতি। এইজন্য লেজ দ্বারা রাবণের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমার শরীরটা পুরুষ প্রকৃতি। সাধন করিলে, অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে তুমিও বানরদেহ লাভ করিবে। কারণ বানর না হইলে মুখ 'ওঁ' হয় না।" আমি বলিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মহাশয়, আমারও কি লেজ হইবে?" তিনি বলিলেন "অবশ্য। পুরুষ প্রকৃতি এক না হইলে ব্রহ্মে প্রবেশের অধিকার হয় না। এস কীর্ত্তন করি।" ইহা বলিয়া দুই বাহু উর্দ্ধে বিস্তার করিয়া, "ওঁ রাম তৎসৎ" এই নাম গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া এই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। গণেশ খোল করতাল চারি হাতে বাজাইতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শিবের জটা খসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী জটা ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ইহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রকাশিত হইল। সকলেই করযোড়ে ব্রহ্মের স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ব্রহ্মের জ্যোতির মধ্যে লুটাইতে লাগিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিতেছ?" আমি বলিলাম, "মাখিয়া লইতেছি।" তিনি বলিলেন, "খুব মাখ, খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া লও।" আমি বলিলাম, "নিরাকার কিরূপে বাঁধিব।" তিনি বলিলেন, "সে কাপড় জড় নহে, হৃদয় কাপড়।" ক্ষণকাল পরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। দেবতাগণ কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত হনুমানকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। হনুমান আমাকে বলিলেন, "এ স্থানে প্রতিদিন এরূপ হয়। এত দিন তপস্যায় ছিলে, কিছুই জানিতে পার নাই।" আমি বলিলাম, "আমার নিতান্ত অভিলাষ আমি এখানে বাস করি; কিন্তু কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের বড় অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা নিবারণের জন্য যাইতেই হইবে।" হনুমান বলিলেন, "কেশববাবু ছিলেন ভাল কিন্তু এখন তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অন্যকে অন্ধকূপে ফেলিতেছেন। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করিতাম, তবে কেশববাবুকে সংশোধন করিয়া আসিতাম। মহাভারত পড়িয়াছ ত! ভীমের অহঙ্কার কেমন নির্ব্বিবাদে নষ্ট করিয়াছিলাম।" আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব?" তিনি বলিলেন, "অসত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নষ্ট কর, আর প্রেম কর; প্রেম, প্রেম, প্রেম।" ইহার পর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

দুর্গাপূজার ছুটীতে ভক্তগণের আগমন

এবার ৫ই কার্ত্তিক দুর্গোৎসব আরম্ভ। শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার ছুটীতে বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দাস, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচরণ সেন, কলিকাতা হইতে শ্রীমান ভূতনাথ গোপ এবং ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে প্রভৃতি আসেন।

ভোলাদাদা ঠাকুরের সেবাকার্য্যে লাগিয়া গেলেন। ঠাকুরের বস্ত্রাদি ধুইতেন ও কিছু কিছু অন্য সেবার কার্য্যও করিতেন। কিন্তু যাহা করিতেন অতি নিষ্কিঞ্চন ভাবে। ঠাকুর ভোলাদার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। অতি সাত্ত্বিক লোক। যে স্থানে বসে যে স্থানে যেন সত্ত্বগুণ বিকীর্ণ করে। পূর্ব্বে ইনি যখন হ্যারিসন রোডের বাসায় প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন একদিন ইনি ঠাকুরের ঘরের একটি কোণে বসিয়া ছিলেন। উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর মোহিনীবাবুকে বলিলেন, "ঐ লোকটি যে ওখানে বসিয়া আছেন, তাহাতে যেন সমস্ত প্রাণ শীতল হইয়া যাইতেছে। উঁহাকে বুকে ধরিলেও বুক শীতল হয়।"

বরিশালের উকীল গোরাচাঁদবাবু একদিন ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করযোড়ে ঠাকুরকে বলিলেন, "আমার যাহা কিছু সমস্তই আপনার।" তাঁহার বিনীত ভাব দেখিয়া খুব ভাল লাগিল।

শ্রদ্ধেয় লক্ষ্মীচরণ সেন আমাকে বলিলেন, "আমি বাড়ী হইতে ভাবিয়া আসিয়াছিলাম, ঠাকুরকে প্রশ্ন করিব, আমাদের কোন কর্ত্তব্য আছে কি না? আমাকে আর প্রশ্ন করিতে হইল না। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "চাষী যেমন ক্ষেতে হাল দেয়, মই দেয়, বীজ বপন করে, আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত করে, পরে জলের নিমিত্ত আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে ; তদ্রূপ তোমাদিগকেও ভজন সাধনাদি সমস্ত করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে, তৎপরে ভগবানের কৃপার নিমিত্ত তাঁর পানে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।"

ভূতনাথের প্রতি ঠাকুরের ব্যবস্থা

শ্রীমান ভূতনাথ গোপ পথে অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিয়া পুরীতে আসিল। ঠাকুরের আদর ও সস্নেহদৃষ্টিতে তখনই তাহার তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তিন চার দিন অবস্থানের পর একদিন ভোরে ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূতনাথ, কোথায় কি কি দর্শন করিলে?" ভূতনাথ বলিল, "আমি কেবল সমুদ্র-স্নান করিয়াছি, কোথাও দর্শনে যাই নাই।" ঠাকুর কহিলেন, "গিয়ে জগন্নাথদেব দর্শন কর ; আর আর ঠাকুর দর্শন কর। আর এখানে মহাপ্রসাদ দিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাও করিও।"

ভূতনাথ পরদিন এ স্থানের সমস্ত বিগ্রহাদি দর্শন করিল। ভূতনাথ পরদিন ভোরবেলায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া বসিলে ঠাকুর বলিলেন, "ভূতনাথ, কি কি দর্শন করিলে?" ভূতনাথ কহিল, "সমস্ত দর্শন হইয়াছে।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "আজ সাক্ষীগোপাল গিয়েছিলে?" ভূতনাথ কহিল, "না।" ঠাকুর বলিলেন, "আজ সাক্ষীগোপাল যাও। দর্শন করে শীঘ্র বাড়ী চলে যাও।" তাহাতে ভূতনাথ বলিল, "আমি এখানে এক মাস থাকিব বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।" ঠাকুর বলিলেন, "দর্শন, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সব হ'ল ; সংসারী লোক শীঘ্র বাড়ী যাওয়াই ভাল।" ভূতনাথ বলিল, "আপনি এ কথা বল্‌ছেন কেন? শ্রীবৃন্দাবনে সমস্ত ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম, তাতেও আপনি খুব আনন্দ প্রকাশ করে থাক্‌তে বলেছিলেন। আর এখন সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি এত শীঘ্র যাইতে বলিতেছেন কেন? ঠাকুর বলিলেন, "সংসারী লোক ; সংসার ছেড়ে এসেছ। দর্শনাদি হলো, আবার সংসারে যেয়ে কাজকর্ম্মাদি দেখ।" ভূতনাথ কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইল। বাড়ী পৌছিয়া দেখিল এক বৎসরের একটি ছেলের ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছে। যাহা হউক, কোন প্রকারে ছেলে রক্ষা পাইয়াছিল।

বানরগণ ও কচুর মিঠাই

বরিশাল হইতে যাঁহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের নিমিত্ত 'কচুর মিঠাই' আনিয়াছিলেন। বরিশালে উত্তম কচু পাওয়া যায়। কচু ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া মিষ্ট দ্বারা উহা পাক করিয়া ঠাকুরকে উপহার দিবার জন্য অতি যত্নের সহিত লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভাণ্ডারে উহা দিলে, ঠাকুর আমাকে বলিলেন, "এই মিঠাইয়ের কিছু বানরদের দেও।" আমি তাহাই করিলাম। বানরেরা উহা পাইয়াই খুব ব্রস্ত হইয়া আহার করিল কিন্তু একটু পরেই একটা বানর ঠাকুরের মুখের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া নখ দিয়া গলা আঁচড়াইতে লাগিল। ঠাকুর তখনই ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র মিষ্ট ও তেঁতুল দিয়া সরবৎ করিয়া দেও। কচুর মিঠাই খাইয়া ইহার গলা ধরিয়াছে।" ইনি কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া ইহাই বলিতেছেন, "তোমাকে বিশ্বাস করিয়া খাই, এ কি দিয়াছ?" বানর সরবৎ খাইয়া শান্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

সতীশচন্দ্র

সতীশের দেহত্যাগ ও সৎকার

নিশাবসানে উজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ যেমন একে একে অদৃশ্য হয়, তেমনি করিয়া আমাদের প্রাণের প্রিয়তম বন্ধুগণ ধীরে ধীরে অন্য পবিত্র লোকে প্রয়াণ করিতেছেন। ইহলোকে অন্ধের ন্যায় বিচরণ করিতেছি, তাই দুঃখ। এই সকল লোকের চিরাভিলষিত নিত্যধাম লাভেও আমরা অশ্রুমোচন করিতেছি। ভগবানের কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কে হৃদয়ঙ্গম করিবে? কেনই বা (মনুষ্য চক্ষে) অসময়ে এই সুন্দর কুসুমগুলি ছিন্ন করিয়া তিনি গ্রহণ করিতেছেন? কয়েকদিন হইল ভাই সতীশচন্দ্র দেড় দিন মাত্র জ্বর ভোগ করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তিনি ১৩০৪ সালের, ৯ই অগ্রহায়ণ, একাদশী তিথিতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দু'দিন পরে আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।

৮ই অগ্রহায়ণ, সোমবার সমুদ্র-স্নান হইতে আসিয়া জ্বরে পড়িলা। মঙ্গলবার বৈকালে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন নাড়ী নাই; অথচ কেন যে নাড়ী পাওয়া যায় না, বুঝিতে পারিলেন না। সাধারণতঃ শরীরের কোন বিশেষ যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয়, কিন্তু সতীশের তদ্রূপ কিছু পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গেল না। সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ত্বরায় বাসায় যাইয়া ঔষধ দিলেন কিন্তু উহা খাইতে না পারায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করা হইল। সতীশ ডাক্তারী ঔষধ একেবারেই খাইতে চাহিত না।

রাত্রি দুইটার সময় ব্রহ্মচারী ও সরলনাথ আসিয়া ঠাকুরের নিকট বলিল, "সতীশের শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হইয়াছে, চক্ষু টানিতেছে, আর কেমন করিতেছে।" ঠাকুর বলিলেন, "সতীশকে এখনও তোমরা ঘরে রাখিয়াছ ? শীঘ্র বাহির করিয়া ফেলো। সে যে অনেকক্ষণ হয় আমার নিকট আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সরলনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অবিলম্বেই ঠাকুরের বাক্যে ধৈর্য্য ধরিল। উহার পরেই ব্রহ্মচারী, সরলনাথ ও জগবন্ধুবাবু আসিয়া সতীশকে বাহির করিয়া সম্মুখের রোয়াকের উপর রাখিলেন, মৃত্যুকালেও সতীশের মুখ প্রসন্ন। পরদিন সকালে শান্তিদিদি দেখিয়া বলিলেন, "উহার মুখ যেন স্বাভাবিক প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে।" ব্রহ্মচারী, সরলনাথ ও শ্রীমতী ভূষণ শেষকালে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সতীশের সেবা করিয়াছিলেন।

সতীশ যে এত শীঘ্র দেহত্যাগ করিবে ইহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। দিদিমাতা তখন নিদ্রিতা ছিলেন। স্বপ্নে দেখেন, বিমলাময়ী সতীশকে কোলে করিয়া কম্বল জড়াইয়া লইয়া গেলেন। দাদাগোঁসাই সন্ধ্যাকালে আমাকে বলিলেন, "দেখ, সতীশ আর বাঁচবে না ; কয়দিন যাবৎ আমার বোধ হচ্ছিল, সতীশের আয়ু নাই।" তিনি পরে বলিলেন, "মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই সতীশ আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর আমাকে অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।"

সতীশ সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহার মৃত্যুতে কাহারও মুখে শোকের ছায়া দৃষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর পরে আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি আশ্চর্য্য, স্বামিজীর মৃত্যুতে এত ক্লেশ পাইয়াছি, ইহার মৃত্যুতে হৃদয়ে কোন উদ্বেগ আসিতেছে না কেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বিনী, জগবন্ধুবাবু ও এখানকার সকলের মুখেই ঐ একই কথা। ইহা অদ্ভুত বটে।

মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য উদ্যোগ চলিল। বাঁশের মাচায় করিয়া অশ্বিনী, ব্রহ্মচারী, নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয়, সরলনাথ প্রভৃতি শব লইয়া স্বর্গদ্বারঘাটে গেলেন; ব্রহ্মচারী সতীশের দেহ সমুদ্র-জলে ধৌত করিয়া গব্যঘৃত সর্ব্বাঙ্গে লেপন পূর্ব্বক ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুরূপ মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র দেহ হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন। শুনিলাম সংস্কারাগ্নির অপূর্ব্ব একপ্রকার রং হইয়াছিল।

বিশ্বাস মহাশয় বাসায় আসিয়া বলিলেন, "সতীশের দাহ সময়ে সকলেই আমরা একটা আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। মুর্দ্দফরাশ পর্য্যন্তও আনন্দ করিতে করিতে কাষ্ঠ বহিতে লাগিল।"

শবদাহ চলিতে লাগিল। অশ্বিনী ব্রহ্মচারীকে বলিল, "চল, একবার নিকটে গিয়া, কিরূপ দাহ হইতেছে, দেখিয়া আসি।" উহারা চিতায় শব চাপাইয়া রৌদ্রের জন্য দূরে বিশ্রাম করিতেছিল। উভয়েই নিকটে যাইয়া চিতাধূমে অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাইয়া মোহিত হইল। জগবন্ধু-বাবুও এক অপূর্ব্ব সৌরভ দিঙ্‌মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে অনুভব করিলেন। অশ্বিনী বলিল, "তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ আসিল। ভগবানের 'নাম' ও গুরুদত্ত 'শক্তি' আপনা আপনি প্রবলভাবে খেলিতে লাগিল।" ঠাকুরের নিকট আসিয়া অশ্বিনী, ব্রহ্মচারী ও জগবন্ধুবাবু এ সকল কথা বলিলেন।

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "যাহাদের দেহ ভগবান স্পর্শ করেন, তাহাদের শব দাহ হইলে ঐরূপ সুগন্ধ নির্গত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুতনার দেহ স্পর্শ করিয়াছিলেন। তাহার শবদাহকালে গোপ সকল উহা হইতে 'চতুঃসনের' গন্ধ পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সতীশের দেহও যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান স্পর্শ করিয়াছিলেন, এই চিতাধূমের সুগন্ধই তাহার একটি নিদর্শন।"

মাঠাকুরাণী যোগমায়া দেবী ইহাকে আদর করিয়া একটি কোর্ত্তা দিয়া গিয়াছিলেন। সতীশ কদাচ ওটিকে সঙ্গছাড়া করিত না। দেহ-ত্যাগের কালেও উহা গায়ে ছিল—যেন জানিয়া-শুনিয়া উহা গায়ে পরিয়াই দেহ রাখিয়াছিলেন।

সতীশের কামনা : ভাগবতী তনু লাভ

যাহার যে আন্তরিক কামনা ভগবান তাহাই তাহাকে প্রদান করেন, বিশেষত ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি কখনও অপূর্ণ রাখেন না। সতীশের মনোগত অভিপ্রায় এই ধামে ঠাকুরের সমীপে দেহত্যাগ হয়। ঠাকুর তাহার সেই অভিলাষই পূর্ণ করিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সতীশ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুনঃপুনঃ বলিয়াছিল, "আপনার এইরূপ শরীর, প্রায়ই জ্বর হয়। কখন যে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন বলা যায় না। স্বামিজীর পরম সৌভাগ্য পূর্ব্বেই তিনি এই ধামের কৃপা লাভ করিয়াছেন। আমারও তাহাই ইচ্ছা হয়।"

জগন্নাথ বল্লভ মঠের পণ্ডিত বলিলেন, "সতীশ পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকটে এই পরম পবিত্রধামে দেহপাত হয়, এইজন্য আশীর্ব্বাদ চাহিতেন। বলিতেন, 'এই ধাম পরম পবিত্র, ইহার রজের অসীম পাবনীশক্তি, আপনারা কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই ধামে স্থান পাই।' একদিন তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্দিরে সতীশ জগন্নাথদেবের অগ্রে যোড়হস্তে সজলনয়নে প্রার্থনা করিতেছেন, 'যেন এই পবিত্রধামে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।'

সতীশ আমার নিকটও বলিয়াছিলেন, "তোমরা যে আমাকে এই স্থান হইতে আর ফিরাইয়া নিতে পার, বোধ হয় না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বিনী সতীশের মৃত্যুর পর শয়ন করিল, সে তন্দ্রাবস্থায় দেখিতে পাইল, সতীশ কূপের জলে স্নান করিয়া উহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। অশ্বিনী বলিল, "তোকে বের্ করে আসলাম, তুই মরা মানুষটা আমার কাছে আস্‌লি কেন?" সতীশ বলিল, "যা বেটা, আমরা মরি নাই। আমার এই ক্ষমতা আছে যে, আমি সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারি।" অশ্বিনী বলিল, "আয়, তোকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া শ্মশানে লইয়া যাই।" সে বলিল "ঐ মৃতদেহটা নিয়া সৎকার করিয়া আয়।" অশ্বিনী আমাদিগকে বলিল, "অতঃপর সতীশ আমার সহিত হাতাহাতি করিতে লাগিল।" আমি বলিলাম, "তোকেই নিয়া যাই।" সতীশ বলিল, "আমার হাত ছাড়িয়া দে, চল ঠাকুরের ঘরে যেয়ে বসি।" সতীশ যেয়ে ঠাকুরের আসনের সম্মুখে বসিল। ঠাকুর উহাকে রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়া কপালে তিলক করিয়া সাজাইলেন। পরে আর কিছু মনে নাই।"

ঠাকুর এই স্বপ্ন শুনিয়া বলিলেন, "আমি বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিতে না। মৃত্যুর পরে সতীশ টক্ করিয়া আমার কাছে আসিল। আমি ঝোলা হইতে রাধাকুণ্ডের রজঃ দ্বারা কপাল সাজাইয়া দিলাম। সতীশ অপ্রাকৃতিক ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন। এক বৎসর পরে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য রাসস্থলীর এক কোণে দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিতে অধিকার লাভ করিবেন। সতীশ ব্রজাঙ্গনা হইয়াছেন, কর্ণে কুণ্ডল দুলিতেছে, ঘাগ্‌রা পরিয়াছেন। আমি বলিলাম, 'বেশ একটু নৃত্য কর দেখি?' সে অমনি হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়া দেখাইল।"

দাদাগোঁসাই বলিলেন, "মৃত্যুর পরক্ষণেই সতীশ হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, চল্লাম।"

জগন্নাথ বল্লভ মঠের পণ্ডিতজী বলিলেন, "রাত্রে, আমাকেও স্বপ্ন দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে, "দেখুন, এতদিন প্রসাদ দিয়াছি, এখন আর পারব না, কৃপা করিবেন।" এই পণ্ডিতটিকে ঠাকুরের আদেশক্রমে সতীশ রোজ মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন।

পুরীতে সতীশের দৈনন্দিন কার্য্য

সতীশের প্রতিদিনের জীবনী অতি সুন্দর। ইনি কদাচ বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। কখন পাঠে, কখন শাস্ত্রালোচনায়, কখন সৎপ্রসঙ্গে, কখনও বা অন্তের সেবায় দিন কাটাইতেন।

আজকাল সতীশ খুব ভোরে চারিটার সময়ে উঠিয়া ঠাকুরের ভোর কীর্ত্তন শুনিতেন। সকালবেলা ঠাকুর যখন সমুদ্র-স্নান করিতে যাইতেন, সতীশ ঠাকুরের বসিবার জন্য কম্বল, ঘটী, গামছা লইয়া পিছনে পিছনে দৌড়িতেন। পথে প্রতিদিন দশ পয়সা কবীরপন্থী বাবাজী ও আর একটি সাধুকে দিয়া সমুদ্রপারে পৌঁছিতেন। সমুদ্র-স্নান করিয়া বাসায় ফিরিবার সময়ে সতীশচন্দ্র অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া মন্দিরে যাইতেন। তথায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া, এক অধ্যায় গীতা পাঠ করিতেন। পরে এক পয়সার মুড়কি প্রসাদ কি কখন আম খাইয়া বাসায় আসিতেন।

স্নানান্তে আসিয়া আনন্দ-কলহযোগে মুড়কি ও কখন কখন ক্ষীর প্রসাদ পাইতেন। সমুদ্রের পারে যাইয়া ব্রহ্মচারী অশ্বিনীর সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া কলহ করিতেন। 'পাকাল মহাপ্রসাদ' পাইয়া ঠাকুরের জন্য 'পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য' নকল করিতেন, কখনও মুনসেফবাবুর বাড়ী ছেলেপিলে পড়াইতে যাইতেন। ছেলে পড়াইয়া যে অর্থ পাইতেন তদ্দ্বারা মাতৃসেবা ও ধার শোধ করিবেন, এই অভিপ্রায় ছিল। বানরের জন্য ছোলা, কলা, পেয়ারাও ঐ পয়সা হইতে দিতেন।

একদিন সতীশ আমাকে বলিলেন, "দেখ, চরিতামৃত পাঠ শুনিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার গরম মাথা স্নিগ্ধ হয়, নচেৎ অস্থিরতার সীমা থাকে না, তাই শত প্রযত্নে পাঠের সময় উপস্থিত হই।”

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির পাঠ শুনিয়া সতীশ পুনরায় পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য নকল করিতেন। পরে এগারটার সময়ে আমরা উভয়ে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে স্নানার্থ যাইতাম। নির্জ্জনে এই সময়ে আমরা পরস্পরের ভজন সংক্রান্ত অনেক কথাবার্ত্তা বলিতাম। একদিন সতীশ বাগান হইতে কুড়াইয়া কতকগুলি চন্দনবীজ, ধানের শীষ, বন্যফুল আনিয়া ঠাকুরকে উপহার দিলেন, তিনি উহা অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন।

সতীশ স্নান করিয়া কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ করিতেন। “দুর্গা”, “দুর্গা” বলিতেন। নিদ্রা হইতে উঠিবার সময়ে এবং অন্য সময়েও মধ্যে মধ্যে “দুর্গা” নাম আওড়াইতেন, স্নানের সময় আমরা বড়ই আনন্দ করিতাম, জলে পা ধরিয়া টানিতাম ও নানারূপ কৌতুক করিতাম।

এদিকে ঠাকুরের মধ্যাহ্ন আহার শেষ হইলে শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ আসিয়া মহাভারত পাঠ করিত। সতীশ ঠাকুরের কিছু প্রসাদ পাইয়া পাঠ শুনিতে বসিতেন। সতীশ এই সময়ে মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের সহিত ধর্ম্মা-লোচনাও করিতেন, ইহা বড়ই মধুর লাগিত। একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন “সতীশ, কেমন আছ?” সতীশ আবদার করিতে করিতে বলিলেন, গুরু যদি কৃপণ হন, তবে আর আনন্দ কোথায়?” ঠাকুর শুনিয়া হাসিলেন। সতীশ বলিল “অতঃপর সারাদিন আনন্দে কাটাইলাম।”

অপরাহ্নে প্রসাদ পাইয়া সতীশ জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের পণ্ডিতজীকে ও নরেন্দ্রের পারের গোঁসাই প্রভুকে মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন। গোঁসাই প্রভু বলিতেন “আহা! এমন লোক, প্রসাদ দিয়াই নমস্কার করিয়া যোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া থাকে, চরিত্র ও ব্যবহার কি সুন্দর!”

ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া হইলে তাঁহার সমীপে বসিয়া সতীশ গল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন ও শুনিতেন। অতঃপর সন্ধ্যা হইলে মুন্সেফবাবুর ও ইন্সপেক্টর-বাবুর ছেলেদিগকে পড়াইতে যাইতেন। আটটা সাড়ে আটটার সময়ে আসিয়া কিছু মুড়কি প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেন। পরে দশটার সময়ে তাহাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া দিতাম। তখন ঠাকুরের নিকটে 'ষট্সন্দর্ভ' 'বৃন্দাবন বিহার' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। আমরা শয়ন করিয়া ইহা শুনিতাম। ঐ সময়ে ঠাকুরের সহিত যেরূপ কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদ সহকারে ভগবল্লীলা চর্চ্চা করিতেন উহা শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইতাম।

ঠাকুর রাত্রিতে কখন কখন সতীশের লিখিত 'শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা' শুনিতেন। শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। শাস্ত্রের কথা আলোচনায় সতীশ বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। এইজন্য ঠাকুর নিজে শাস্ত্রোদ্ঘাটন না করিয়া সতীশের দ্বারা করাইতেন। সতীশের প্রণীত 'বৃন্দাবন-পরিক্রমা' আসনের গ্রন্থের মধ্যে যত্ন সহকারে রাখিয়া দিয়াছিলেন; বানরবধের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি ছাপাইয়া দিতে প্রোৎসাহিত করিতেন।

শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া সতীশ কিছুদিন সকলের সেবার উদ্দেশ্যে পায়খানা পরিষ্কার করাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেথর ডাকিয়া পুনঃপুনঃ উহাদের দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করাইয়া লইতেন, চূণ দেওয়াইতেন, ফিনাইল দেওয়াইতেন।

সতীশের প্রতি মহাপ্রসাদের কৃপা

সতীশ পাকালের ভিতর ডাল, তরকারী, টক প্রভৃতি একত্র করিয়া রাখিতেন; সতীশের মুখ হইতে খুব লাল পড়িত। কিছু কিছু খাইয়া উহা আবার পুনরায় খাইবেন বলিয়া রাখিয়া দিতেন। ঘৃণাতে উহা অপর কেহ খাইত না, যখনই ক্ষুধা লাগিত সতীশ অমনি দুই গ্রাস খাইয়া আসি-তেন। তাঁহার পাকাল প্রসাদ সর্ব্বদাই থাকা চাই; দুইদিনের বাসিই বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে জানে আর চারদিনের বাসিই বা কে জানে। একদিন তাঁহার ঐ কৃপণের ধনের ন্যায় গলিত মহাপ্রসাদে পোকা দেখা দিল। সতীশ ঐ পোকা বাছিয়া বাছিয়া পরম আদর ও শ্রদ্ধার সহিত ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন "সতীশকে মহাপ্রসাদ কৃপা করিয়াছেন।"

একদিন পচিয়া ও পোকা পড়িয়া পাকাল এমনি খারাপ হইয়াছিল যে, সতীশ ঠাকুরের নিকটে দুঃখ করিয়া বলিলেন "আজ আর পারলাম না।" কিন্তু সতীশ ঐ প্রসাদই পরম প্রীতির সহিত প্রণাম করিয়া কিছু কিছু খাইতে লাগিলে দুই একদিন পরে দেখা গেল কি আশ্চর্য্য ঐ প্রসাদে আর পোকা নাই। সতীশ বলিত, "মহাপ্রসাদ খাইলে মন প্রসন্ন হয়।" আমি একদিন উহাকে বলিলাম,"ভাই প্রসাদ তো খাইতে পারি না, কি করব!" সতীশ বলিল, "জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ পাস্। তাহলে আর অরুচি থাকিবে না।" সতীশকে দেখিতাম প্রতি গ্রাসে নমস্কার করিয়া প্রসাদ পাইতেছে। একদিন বলিল, "সুভদ্রা মায়ীর কি কৃপা; তিনি আজ প্রকাশিত হইয়া আমাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন।" বস্তুতঃ মহাপ্রসাদে সতীশের যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও দেখি নাই।

শুধু মহাপ্রসাদ পাইতে পাইতে সতীশের শরীরে একরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। মহাপ্রসাদ মাত্র খাইয়া এইরূপ অপূর্ব্ব সুস্থতা ও সতেজভাব কাহারও দেখি নাই। তাঁহাকে সর্ব্বদা আনন্দে প্রফুল্ল দেখিয়াছি। রথের সময়ে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় না; ঐ কয়েকদিন ঠাকুরের জন্য ব্রহ্মচারী ও দিদিমাতা রান্না করিতেন। সতীশ ঠাকুরের প্রসাদই পাইতেন, এই নিয়মের কদাচ লঙ্ঘন করিতেন না। প্রথমবার জ্বরে কেবল পাঁকালের জল খাইতে খাইতে আরোগ্য হইলেন। অতঃপর আবার কালজ্বর আসিয়া গ্রাস করিল। আর আমাদের প্রাণের বন্ধু নীরবে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীশের শাস্ত্র-বিশ্বাস ঃ ব্রহ্মচারীর সহিত কলহ

সতীশ শাস্ত্রে অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা বেদবাক্য, নিজের প্রত্যক্ষ হইতেও শাস্ত্র অধিক প্রামাণ্য, এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। একদিন ঠাকুরের নিকট বলিলেন, "শাস্ত্রে যে আছে, 'যুক্তি-হীন বিচারেণ বুদ্ধিনাশঃ প্রজায়তে' এস্থানে যুক্তি অর্থ শাস্ত্রীয় যুক্তি। নিজের বুদ্ধি বিদ্যা কিছু নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ। আজ যাহা সিদ্ধান্ত করিলাম, কাল তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। শাস্ত্র সৎ, অপরিবর্ত্তনশীল, সত্য,—যোগী ঋষিরা উহা দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন। বিচারের সময়ে শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইবে।"

সতীশ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন একটি ঘটনা ঘটিল। ব্রহ্মচারী, সতীশ প্রভৃতি সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিতে-ছেন। শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া সতীশ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "চল ভাই, জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আসি।" ব্রহ্মচারী ত্রস্ত হইয়া আসিতেছেন, ঠাকুরের 'চা' খাইবার সময়ে বাতাস করিবেন। তাঁহার ঐ কথা ভাল লাগিল না; বলিলেন "যা, যা, আমাদের ওসব কিছুর প্রয়োজন নাই। আমাদের যিনি লক্ষ্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে কত জগন্নাথ, বলদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই, ঘুরিতেছেন।" সতীশ উহা শুনিয়া রাগিলেন এবং তখন চুপ করিয়া দর্শনে গেলেন। বাসায় আসিয়া ঠাকুর যখন আহারান্তে বসিয়াছেন, তখন বলিলেন "দেখুন, কৃষ্ণ কি ভগবান নন?" ঠাকুর বলিলেন, "একথা বল্‌ছ কেন? আমি কি কখনও এ রকম বলিয়াছি।" তখন সতীশ বলিলেন "ব্রহ্মচারী বলিল, 'আপনি নাকি এরূপ কথা বলিয়াছিলেন।'" ঠাকুর তখন ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "কি ব্রহ্মচারী, রাধাকৃষ্ণ ভগবান নন এরূপ কথা আমি তোমাকে বলিয়াছি বলিয়া তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাকি সতীশকে বলিয়াছ ?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি ওরূপ কথা কিছু বলি নাই।" এই সময়ে সতীশ ও ব্রহ্মচারীতে ঝগড়া বাধিল। অনেক তর্কাতর্কি হইল; তখন ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে বলিলেন, "আমাদের যিনি লক্ষ্য তাঁর চারিদিকে কত জগন্নাথ, বলদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি ঘুরিতেছেন, এরূপ কথাই আমি বলিয়াছি। গেণ্ডারিয়াতে আহার করিতে করিতে আপনি ভাবাবেশে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন; তাহা এখনও আমার ডায়েরী হইতে দেখাইতে পারি।" ঠাকুর বলিলেন; "তুমিই বল তোমাদের লক্ষ্য কি ?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "সদ্‌গুরুই আমাদের এক-মাত্র লক্ষ্য, আর তাঁহার আদেশ প্রতিপালনই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য। এই সদ্‌গুরুর চতুর্দ্দিকে কত দেব, দেবী, ঋষি, মুনি এমন কি স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইলেও না ঘুরিয়া নিস্তার পান নাই।" ঠাকুর আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, "আমার ভাবাবেশের অনেক কথা তোমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছ। ঐ সমস্ত পোড়াইয়া ফেল। কোন্ সময়ে কি ভাবে আমি কি বলি তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার গোলমাল করিবে।" এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীর খুব ক্লেশ হইতে লাগিল। পরে রাত্রি ২টার সময়ে ঠাকুর ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "যেমনটি লিখে যাচ্ছ, লিখে যাও, তোমাকে বলা শুধু আমার উদ্দেশ্য নয়।"

বিদেহমুক্ত অবস্থা : মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ

একদিন জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে সতীশ আমাকে বলিলেন, "পূর্ব্বে আমাদের সাধনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিত। কেহ কেহ মন্ত্র জপ করিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে পারিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালজী (আমাদের গুরুভাই, শান্তিপুরে বাড়ী ছিল) এক একটি মন্ত্র একদিনে সাধন করিতে পারিতেন। সকালবেলা হইতে সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত একখানা কপাটের উপর একভাবে শয়ন করিয়া 'গোপাল মন্ত্র' সাধন করিয়াছিলেন। অনেকে লালকে গুরুর মত দেখিত। আমি ঐরূপ করিতাম না, তার কাছেও ঘেঁসিতাম না। মনে করিতাম একজনের আবার দুই গুরু, ব্যভিচার। একদিন দাঁড়াইয়া আছি, দেখিলাম লালজী আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কান দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, লাল আমাকে আয়ত্ত করিতেই এরূপ করিল।"

আমি বলিমাম, ঠাকুর বলিয়াছেন, প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময়ে তিনি একদিন রাত্রিতে প্রস্রাব করিবার জন্য, গঙ্গার চড়ায়, তাঁবুর বাহিরে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে ক্ষেপাচাঁদও তাঁবুর বাহিরে যান এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাঁহাকে সশরীরে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান দর্শন করাইয়া আট দশ মিনিট মধ্যে আবার তাঁবুর কাছে লইয়া আসেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, "ইহারা বিদেহমুক্ত, ইহারা নিজে সশরীরে তো যথা ইচ্ছা যাইতে পারেনই, অধিকন্তু ইচ্ছা হইলে অপরকেও সশরীরে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন।" সতীশ বলিলেন, "এসব খুব সত্য। একদিন গুরুজী কৃপা করিয়াছিলেন। দেখি শরীর হইতে বাহির হইয়া রাস্তা, ঘাট, বাগানগুলি পরিষ্কাররূপে দর্শন করিতেছি। দিব্য নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী, ঐ রাস্তা, ঐ গুবাক্ষ বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

আমি বলিলাম, "দেখ, কুতু (ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা) যেদিন দেহ-ত্যাগ করে, সেদিন জামালপুরে উঁহাকে স্বপ্নে দেখি ; বলিলাম, "কুতু আমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ?" কুতু বলিলেন, "হাঁ"। সতীশ বলিল, "আমি ময়মনসিংহে থাকিয়া স্কুলে পড়াইতেছিলাম, এমন সময় উহার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ এমন একটা টান অনুভূত হইল যে আর পড়াইতে পারিলাম না, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কুতু দেহত্যাগের সময়ে আমাকে কৃপা করিয়া জানাইয়া ছিলেন "তোমার ব্রজ প্রেম লাভ হইবে"। ইঙ্গিতে জানাইলেন তাহারও উহা লাভ হইবে।

একদিন আমি বলিলাম, "চন্দ্রাবলী ও রাধারাণীর সহিত ঝগড়া ছিল, তাই বোধ হয় চন্দ্রাবলীর প্রেম সকাম বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রজে সকাম প্রেম নাই।" সতীশ বলিল, "আরে থু, থু, থু! চন্দ্রাবলী শ্রীমতীর দাসীর উপযুক্তাও নহে।" এই বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিতে উদ্যত হইল।

সতীশ বলিল, "একটু ভাব হইল, চক্ষের জল পড়িল, উহাতে কিছু হয় না। আমারও ঐরূপ ঢের হইয়াছে, সাধন যখন পাই একটি ধর্ম্মের কথা শুনিলেই অনর্গল চক্ষে জল পড়িত। চারি পাঁচ মিনিট এভাবে চলিত, নাক দিয়া পোঁটা পড়িত; ঠাকুর একবার সমুখস্থ এক ব্যক্তির নাকের কফ মুছাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন।"

সতীশের পরিচয়

সতীশচন্দ্র ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর, বাখরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন। এন্ট্রান্স এবং এফ্. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া উচ্চবৃত্তি পাইয়াছিলেন কিন্তু কোনও আকস্মিক কারণে বি. এ. পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে তীব্র ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সতীশচন্দ্র উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরে ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন ১২৯৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার নিকটে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি সমস্তিপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্তিপুরে স্কুলে থাকা সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। উহা শুনিয়াই কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবস্ত্রে ঠাকুরের নিকট শ্রীবৃন্দাবনের দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে যাইতে যাইতে একটি সাধু দর্শন করেন। তাঁহার প্রতি সতীশের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঐ সাধুটি সতীশকে শিষ্য করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ বুজরুকি দেখাইল। শতীশকে দিয়া তাহার বোঝা টানাইতে লাগিল। একদিন পথে যাইতে যাইতে ঐ সাধুটি বলিল "এই ঝোলা ভূতে টানিত।" সতীশ ইহা শুনিয়া এবং ইহার অভিপ্রায় ভাল নহে অবগত হইয়া, বোঝা ফেলিয়া দৌড় দিলেন। ঐ সাধুটিও পিছনে পিছনে ছুটিল এবং সতীশকে চিম্‌টা দিয়া খুব প্রহার করিতে লাগিল। সতীশ একটা কূপে লম্ফ দিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। কয়েকটি রাখাল সতীশকে বহুক্লেশে উঠাইয়া একটি বৃক্ষতলে রাখিয়া গেল। সতীশও ঐ সময়ে প্রহারের আঘাতে অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় ঐ বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। সতীশ বলিয়াছেন, ভগবানের বিশেষ কৃপা তখন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া ঐ বৃক্ষের নিকটে আহারের জন্য প্রার্থনা করিলেন। হঠাৎ ঐ বৃক্ষ হইতে একটি সুপক্ক ফল সতীশের সম্মুখে পড়িয়া দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। সতীশ উহা খাইয়া সুস্থ হইলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়াও ঐ বৃক্ষে কোন ফল দেখিতে পাইলেন না। সতীশ ঐ বৃক্ষমূল হইতে উলঙ্গ অবস্থায় চলিলেন, পরিধেয় বসন কূপে পড়িয়া গিয়াছিল। অনন্তর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিলেন, অঙ্গের বস্ত্র নাই, ছেলেরা গায়ে ধূলা দিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। একদিন একটি স্ত্রীলোক ইহার এই অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া একখানা পরিধেয় বস্ত্র দিল ও কিছু আহার করাইয়া ইহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল। এই স্থান হইতে রওনা হইয়া সতীশ শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের নিকট পৌছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল ঘটনা শুনিয়া আমরা উহাকে আদর করিয়া 'পাগল' বলি ডাকিতাম। সতীশের চরিত্র ঠিক একটি বালকের মত ছিল। অনে সময় তাহার বালকোচিত চাঞ্চল্য বড় মিষ্ট লাগিত। একদিন মোহি বাবুকে দেখিয়াই তাঁহার তিলক চাটিয়া নিল। সরলনাথ শ্রীবৃন্দা হইতে সকলের জন্য খাদ্য লইয়া আসিতেছে; হাতে এক কামড় দ যাই উহা পড়িয়া গেল উহা লইয়া দৌড়িল। কোনও সময়ে পাঁচ সাত মাস পর্য্যন্ত কেবল জল ভাত আহার করিত। মিষ্ট খাইবে কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিল।

ইলিস মাছ খাইতে ইচ্ছা হইল, কয়েক মাস কেবল ভাত আর ইলি মাছ আহার করিত। এইরূপ কিছুদিন কেবল বেগুন, কেবল ঘৃত কেবল পিঠা খাইত। এখানে আসিয়া জগন্নাথদেবকে নারিকেল জল করিয়াছিল, কিন্তু সে নারিকেল খাইতে ছাড়িবে না। জিজ্ঞাসা করি বলে, "হাঁ বেটা, আমিতো নারিকেল জল দান করিয়াছি, নারিকে কি?" একবার চশমার টাকার জন্য উহাকে চিঠি লিখিয়াছি, চিঠি চশমা আঁকিয়া দিল। মোহিনীবাবুকে বড় ভালবাসিত; তাহার কা চুরি করিবে, গাত্রবস্ত্র নিবে। মোহিনীবাবুও উহাতে খুব সন্তুষ্ট। ঠাকু বৃন্দাবন-পরিক্রমার সময় প্রায়ই বৃষ্টি হইত এবং তাহাতে তাঁহার বস্ত্র কম্বলাদি ভিজিয়া যাইত। সতীশ ঠাকুরের সিক্ত বস্ত্র ও কম্বল মিঠা ওয়ালার দোকান হইতে আগুনে সেঁকিয়া শুকাইয়া আনিয়া দিতে ঠাকুর কতবার গল্প করিয়া বলিতেন, "সতীশ বড় যত্ন করিয়া শুকাইয়া আনিয়াছিল।"

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামা মহকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গু পরিবারকে নিজ পরিবার হইতেও আপন মনে করিতেন। প্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যস্থান হইতে তৈল, ঘৃত, বেগুন প্রভৃতি ভাল জিনিষ ঠাকুরের জন্য লইয়া আসিতেন। পার্শ্বেলে জিনিষ পাঠাইবার জন্য খালি টিনগুলি লইয়া যাইতেন; হ্যারিসন রোডের বাসায় এক সময়ে বড়ই অর্থাভাব হইয়াছিল, সতীশ তিন শত টাকা ধার করিয়া পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া ছেলে পড়াইয়া উহা শোধ করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন।

অকস্মাৎ ঠাকুর পুরুষোত্তম যাত্রা করিবেন শুনিয়া সতীশ পাগলের মত হইলেন। তখনই কোট প্যাণ্ট্‌লেন পরা অবস্থায় পদব্রজে জামালপুর হইতে হাঁটিয়া মৈমনসিংহে আসিলেন। ওখানে তাঁহার ছোট ভাই শ্রীশ প্রভৃতি তাঁহাকে ঐ বেশে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের সহিত পুরী যাত্রা করেন।

সতীশ তাঁহার ছাত্রদিগকে পিতামাতার ন্যায় যত্ন করিয়া পড়াইতেন। কলিকাতা হ্যারিসন রোডের বাসায় দেখিয়াছি, নিজের অর্থে ছেলেদের জন্য নানারূপ সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ কিনিয়া দিতেন। তাঁহাকে ছেলেরা অত্যন্ত ভালবাসিত। মুন্সেফবাবুর ছেলেরা বলিত, "আমাদিগের এত মাষ্টার হইয়াছে, কিন্তু এমনটি আর হয় নাই।" তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীতে হেড্‌ মাষ্টার প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

একদিন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় দেখিলাম, ঠাকুর দোতলায় হাত মুখ ধুইয়া স্নান করিতেছেন। ঐ জল নর্দ্দমা দিয়া পড়িতেছে। সতীশ ঐ নর্দ্দমার নীচে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ জলেই সতীশের স্নান হইয়া গেল। সতীশ আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন, "দেখিস্‌, এই কথা কাহাকেও বলিস্‌ না।"

শ্রীক্ষেত্রে বাসকালে সতীশের বানরমারার বিরুদ্ধে ও মন্দিরের গায়ে পায়খানা ভাঙ্গার জন্য পরিশ্রম বড়ই অদ্ভুত। স্বামিজী ও সতীশ উভয়েই প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু সতীশ স্বামিজীর অভাবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারও ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর বানরের চিন্তায় ঘুম হইত না; সতীশ উহাদের ক্লেশে জ্বর হইয়া দশ বার দিন ভুগিয়াছিলেন। আমি একদিন বলিলাম, "সতীশ, তুই যে বানরের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জ্বর হইয়া পড়িয়াছিলি, তুই যদি মরিস্ তবে তোর চরিত্র লিখিলে ইহা লিখিব।" সতীশ বিনয় সহকারে বলিল, "স্বামিজী আমার চেয়ে বে পরিশ্রম করিয়াছেন।" সতীশ প্রায় সমস্ত বড় বড চিঠি টেলিগ্রাম প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। প্রায়ই এই সম্বন্ধে কোথায় কি আলোচনা হইতেছে খবর রাখিতেন।

একদিন উকিল বড় হরিশবাবু, মালা তিলকাদি বৈষ্ণব লক্ষণ ধারণ করিলেই ধর্ম্মজগতে বিশেষত্ব লাভ করা যায়, এরূপ বলিলে ইহার বিরুদ্ধে সুন্দর শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়া সতীশ বলিলেন যে, ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, শাস্ত্রেও আছে:

নাবিরতো দুশ্চরিতান্ না শান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তো মানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ॥

দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত না হইলে, প্রাণ অপবিত্র থাকিলে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

সৃষ্টিতত্ত্ব

একদিন কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ঠাকুর অবস্থিতি করিতেছিলেন। সমস্ত দিন ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ ছিল; রাত্রিতে ভক্তগণ অনেকেই চলিয়া গেলে পর, সতীশ, শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার এবং আরও দুই চারিজন ঠাকুরের কাছে রহিয়া গেলেন। রাত্রি গভীর হইলে সতীশ, হরিমোহনবাবু ও বিধুবাবু ব্যতীত আর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঠাকুর বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন, "মা আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার আর অভাব নাই, আর হইবেও না। পরিবারের লোকেরা কেন বলে, ইহা নাই, উহা নাই। মা বলেছেন, সব অভাব পূর্ণ হইবে, আর চিন্তা নাই।" সতীশ ও অন্য তু'টি ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তোমরা বড় অজ্ঞ। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন মানস পুত্রের উৎপত্তি করিলেন। কিন্তু দেখিলেন তাহারা জন্মমাত্র বিষয়ে অনাসক্ত ও ধ্যান-পরায়ণ। তখন বিন্দুপাত দ্বারা প্রচলিত প্রণালীতে সন্তান উৎপাদন করিলেন। সেই হইতেই এক লোক সৃষ্টি। সেই বিন্দু আমাদের শরীরেও আছে। এই বিন্দু রক্ষা করিতে পারিলে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।" তাহার পর উহা রক্ষা করিবার উপায় বলিলেন ও একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন। তুই একবার উচ্চারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেবর্ষি নারদ এই গুহ্য বস্তু প্রকাশ করিতে বাধা দিতেছেন। দেবর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন নারদ, বীণাযোগে হরিগুণ গান করিয়া তুমি পরমানন্দে দিন কাটাও, তুমি জীবের তুঃখ কি বুঝিবে? মা আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি এই গুহ্য তত্ত্ব বলিলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

পুরী অবস্থান

জগন্নাথদেবের আগমন ও কৌতুক

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ সাল।

আজ বেলা ২টার পর ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছি। ঠাকুর বলিলেন, "জগন্নাথদেবের কত কৃপা। তিনি বলিলেন 'আমিই রো আসিয়া তোকে দেখা দি, তোর যাওয়ার দরকার কি?' জগন্নাথদেব সকালে পূজার পর প্রায়ই আসেন। কখন আচারীদের ন্যায় তিলক, কখনও ছেলেপিলের মত, কখনও অন্যরূপ। কাল রাত্রে তোমার পাঠে সময় আসিয়াছিলেন। আমি তাতে এত বিব্রত হইয়া পড়িলাম যে তোমার পাঠ শুনা হইল না। তিনি কত কৌতুক করেন, পাগলের মত কত বলেন। তিনি বলিলেন, 'তুই বৃন্দাবনে মাড়োয়ারীদের সেই ঠাকুর দেখেছিস্?' আমি বলিলাম, 'হাঁ কেন?' তিনি বলিলেন, 'আয়নায় তোর মুখ দেখেছিস্ তো? আমি সেখানে তুই হয়ে বসে আছি।'

ঠাকুর বলিলেন, 'মাড়োয়ারীরা কতবার ফরমাইস দিল, কিন্তু প্রতি বারেই বিগ্রহ একরূপই হইল।' শুনিলাম বিগ্রহের মুখশ্রী ঠিক ঠাকুরের ন্যায়। উহা শেঠদের মন্দির হইতে মিঠায়ের দোকানগুলি যে গলিতে তথায় গোবিন্দবাজারের নিকট তীর্থমণির কুঞ্জের পথে। ঠাকুর ঐ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর আবার বলিলেন "জগন্নাথদেব রাজরাজেশ্বর, তাঁহার দরবারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইয়া মাথা ঠুকিয়া আসিতে হয়। জগন্নাথ আরও বলিলেন, তোকে এত বুঝাই, তবু বুঝিস্ না। ঢেউ কাটাইয়া কাটাইয়া যাইতে হয়। সতীশের উপর দিয়াই বুঝি কাটিয়া গেল। কিছু বুঝিও না, পাগলের মত কত বলেন। আমাকে এই কয়মাস ঘরে বসাইয়া রাখিলেন বোধ হয় এই জন্য।"

মিষ্টবাক্য ও ভক্ত হনুমান

ঠাকুর বলিলেন, "মিষ্ট বাক্য বলা অতি প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, হনুমানকে ভাণ্ডারী রাখিলেন; হনুমান প্রাণ ভরিয়া দান করিলেন। হনুমান, যে ব্রাহ্মণ যাহা চাহিতেন, তাহাই দিতেন। তবে মুখে ভেঙ্‌চি দিতেন। খেচর-মেচর করিতেন। উহাতে ব্রাহ্মণেরা ভয় পাইতেন। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি হনুমানকে বলিলেন, "তুমি নীলপদ্ম আহরণের নিমিত্ত হিমালয়ে যাও।' হনুমান অমনি তথায় যাইয়া উপস্থিত। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি স্বর্ণকায় পুরুষ বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ শূকরের মত। ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণময় কিন্তু মুখ শূকরের মত কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন:

নানা দানং ময়া দত্তং রত্নানি বিবিধানি চ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শূকরমুখঃ॥

হনুমান বুঝিলেন, তাঁহার শিক্ষার নিমিত্তই শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ করিয়াছেন। তখন সমীপে যাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, মুখে বলিলেই তো চলিত, তজ্জন্য আর পাহাড়ে পাঠাইলেন কেন? শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন "চাক্ষুষ এ ঘটনা দেখিয়াছ, তাহাতে যেরূপ প্রতীতি জন্মিল, কথায় ততটা হয় না।" পরে হনুমান দর্শন করিলেন, শ্রীরামের গলায় মালা অর্পিত হইবামাত্র উহা নিজের গলায় দুলিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে দর্শন ঃ শতস্কন্ধ রাবণ

২১শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর প্রায় চার পাঁচ মাস পরে বাহির হইলেন। সরলনাথের স্কন্ধে ভর দিয়া চলিলেন। আমিও কিছু সাহায্য করিলাম। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তিনি চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "বুধবার বাহির হইও।" পথে যাইতে যাইতে 'হরেকৃষ্ণ' বাবাজীকে কিছু পয়সা ও মন্দিরের সম্মুখে গরুকে ঘাস কিনিয়া দিয়া অরুণস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইলেন। উহা অষ্টধাতুদ্বারা এরূপ উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত, যেন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। 'ফতে মহাবীরের' পূজারীকে বলিলেন, "আমরা বানরবধ বন্ধের নিমিত্ত মহাবীরের নিকট দশ টাকার ভোগ মানস করিয়াছি। আপনাদের এখানে কিছু দেওয়া হইবে। জগন্নাথ বল্লভ মঠে পাঁচ টাকা ও অন্যান্য স্থানে পাঁচ টাকা ভোগ দেওয়া হইবে। ভূতানন্দ স্বামী এখন এখানে নাই বলিয়া অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু মহাবীর এখনই ভোগ পাইতে চান। এজন্য অচিরে উহা দেওয়া হইবে।" মন্দিরে প্রবেশকালে বামদিকে পতিতপাবন দর্শন ও নমস্কার করিলেন। পরে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন ও চরণামৃত লইলেন।

মহাদেবের নিকট হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীরামসীতার বিগ্রহ দর্শন করিয়া ঠাকুর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন "আজ প্রত্যেক বিগ্রহই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সীতাঠাকুরাণী বীরাসনে বসিয়াছেন, হস্তে ধনুর্ব্বাণ। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তেও ধনুর্ব্বাণ। সীতাঠাকুরাণীর আসন দর্শনে ঠাকুর বলিলেন, "অদ্ভুত রামায়ণে আছে শ্রীরামচন্দ্র শতস্কন্ধ রাবণকে ধ্বংস করিতে গিয়াছিলেন। তাহার এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, যে অস্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র দশস্কন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাবণকে বিনাশ করেন, তাহা নিক্ষেপ করিলে শতস্কন্ধ উহা এক হাতে লুফিয়া অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলে। 'আমাকেও কি দশস্কন্ধ পাইয়াছ' বলিয়া অস্ত্রাঘাতে শ্রীরামচন্দ্রকে মূর্চ্ছিত করে। ঐ সময় সীতাঠাকুরাণী কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন। তাঁহার লোমকূপ হইতে কত শত ডাকিনী যোগিনী বাহির হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সৈন্য বিনাশ করে ও তিনি শতস্কন্ধকে বধ করিয়া আকাশ-পাতাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। এমন সময়ে ভগবতীর স্পর্শে শ্রীরামচন্দ্র সংজ্ঞালাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র বিচলিত হইলে পুনরায় সীতা নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। যিনি কালী তিনিই সীতা।' অতঃপর ঠাকুর নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন ইঁহাকে দর্শন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। তাহার পরে একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মহাবীর দর্শন করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এ কোন্ মহাবীর?" একজন সেবক বলিল, "ইনি অষ্টপালের একজন।" তৎপরে বামপার্শ্বস্থ শিবলিঙ্গ দর্শনানন্তর সত্যনারায়ণের বিগ্রহের সমীপে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। তৎপরে বর্দ্ধমানের রাজাদের রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া 'বটকৃষ্ণ' ও 'অক্ষয়বট' দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন "এই সেই বটবৃক্ষ যাহার পত্রে ভগবান ভাসিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় উহা দর্শন করিয়া তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করেন। লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক এই সেই বটবৃক্ষ। তাহার পরে দক্ষিণ দরজার নিকট দিয়া মুক্তিমণ্ডপের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানের ব্রাহ্মণেরা কিছু ভোজন প্রার্থনা করিলে দোকান হইতে ধার করিয়া ৬৲ ও সরলনাথের নিকট হইতে ৪৲ এই দশ টাকা দিলেন। পরে আবার চারি টাকার সিকি দুয়ানি ধার করিয়া আনিতে বাহির হইলাম। ইত্যবসরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগবন্ধুবাবু ও সরলনাথ ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করাইয়া আনিলেন।

পাণ্ডারা, ছড়িদারেরা, রাজার কর্ম্মচারীরা, ব্রাহ্মণেরা ও দীনদুঃখীরা নানারূপ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অতঃপর ঐ স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজারীদিগকে ৫৲ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়া নিকটস্থ লোকদিগের মধ্যে কাহাকেও আট আনা, কাহাকেও চারি আনা ও কাহাকেও দুই আনা দিয়া সকলকে মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপরে রোহিণীকুণ্ড ও চতুর্ভুজ কাক দর্শন করিয়া ঐ স্থানের পাণ্ডাকে দুই টাকা দিবেন বলিয়া, বিমলাদেবীর মন্দিরের দিকে চলিলেন; তথায় প্রবেশ করিয়া সাড়ে সাত আনার মালা ও এক টাকা দক্ষিণা দিয়া সেবার্থ পূজারীকে পাঁচ টাকা ও আর এক ব্যক্তিকে এক টাকা দিবেন বলিলেন। ঐ লোকটি ঠাকুরকে বিমলাদেবীর কণ্ঠ হইতে মালা আনিয়া দিলেন এবং পূজারী চরণ দর্শন করাইলেন। ঠাকুর এই সময় বিমলাদেবীকে সোণার পাগড়ী পরিয়া বসিয়া আছেন দেখিতে পাইলেন। ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, "পাগড়ী পরিয়া দেখাইলেন তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও তাঁহাতে কোন ভেদ নাই।"

পরে ঠাকুর গোপীনাথের পাণ্ডাদের দুই টাকা দিবেন বলিয়া অন্যান্য দেবমন্দিরের পাণ্ডাদিগকে বলিলেন "আমার অন্তরের অভিপ্রায় প্রত্যেক বিগ্রহের নিকট একটি করিয়া টাকা প্রণামী দেই। আপনারা জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করুন, অর্থ আসিলেই আপনাদের সেবা করিতে পারি।" অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন করিয়া বাসার দিকে চলিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহের শৃঙ্গারের প্রশংসা করিলেন। ইতিমধ্যে ঠাকুরের হাতে ও পায়ে খিঁচুনি (spasm) হইতেছিল। সরলনাথ টানিয়া দিল। পরে বাসায় আসিয়া সরবৎ ও শাঁক আলু সেবন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরম তৈল দিয়া পা রগ্ড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বিশেষ উপকার পাইলেন। বাসায় আসিতে বারোটা বাজিল।

পশুপক্ষীদিগকে আহার দান

৩২শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

ভোরবেলা পায়খানা হইতে আসিয়া ঠাকুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর ঠাকুরকে ঘি গরম করিয়া দিলাম। শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ এখন তিনি গরম ঘি সেবন করেন। অনন্তর কাক, পায়রা, শুক প্রভৃতির জন্য চাউল ও জল বড় রাস্তার পাশে দেওয়া হইল। প্রতিদিন দেড় সের চাউল পাখীদিগকে দেওয়া হয়। বারেন্দায় বানরদিগকে গামলা ভরিয়া জল দেওয়া হয়। দুপ্রহরের সময়েও পাখীদিগকে চাউল ও জল দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কিছুদিন উহাদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইত।

একটু বেলা হইলে রোজই বানরেরা আইসে। তাহাদিগকে কলা, ছোলা, চাউল ও মুড়কি দেওয়া হয়। বানরদের মধ্যে 'সরলচিত্ত', 'পাকাটা', 'ভাল্লুকীগোদা', 'দাদামহাশয়' প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের মধ্যে দাদামহাশয়ের একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি কোন দলভুক্ত ছিলেন না। একাকী থাকিতেন। বড়ই সংযমী—নিকটে বানরী দেখিলে চাপড় মারিয়া তাড়াইয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন 'লেজকাটা', 'কানকাট্টা', 'লালমুখ', 'কাণী', 'দুঃখিনী', 'বুড়ি' প্রভৃতি অন্যান্য বহু বানর দলে দলে এখানে আসে। এই সকল নাম ঠাকুর তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। উহাদের জন্য ।৵০ কি ॥০ আনার কলা ও এক সের ছোলা রোজ আসে। চাউলও প্রতিদিন এক সের আন্দাজ দেওয়া হয়। অধিকন্তু মুড়কি, মহাপ্রসাদও দেওয়া হয়। ইহারা প্রায় সারাদিনই আসে। রাত্রে আসিতে আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিতে আর খাদ্য দেওয়া হইত না। সেজন্য এখন আর আসে না। একদিন 'সরলচিত্ত' রাত্রি ৮টা ও অন্যদিন রাত্রি ৯টা এবং কখন কখন প্রদীপ জ্বালিলে আসিত। এই সকল বানর হাত হইতে খাদ্য লইয়া যায়। ঠাকুর প্রতিদিন হরির লুটের বাতাসা ইহাদের জন্য রাখেন। ঠাকুরের পার্শ্বে আসনেই কোন কোন বানর বসিয়া থাকে। নিঃসঙ্কোচে গ্রন্থ রাখিবার চৌকীর নীচে যাইয়া উহারা মুড়কি ও বাতাসা নেয়। কখন কখন ঠাকুরের হাত হইতেও নিয়া খাইতে থাকে। 'সরলচিত্ত' কলা খাওয়ার সময় এক একটি করিয়া হাত হইতে লইবে এবং আমরা কলা হাতে করিয়া কাছে দাঁড়াইয়া থাকিব। 'দাদামহাশয়'ও তাহাই। সেদিন 'দাদামহাশয়' শ্রীধরবাবুর খাওয়ার সময় তাঁহার সহিত একত্র যাইয়া বসিল। শ্রীধরবাবু হাত তুলিয়া বসিলেন। 'দাদামহাশয়' খাইয়া চলিয়া গেলে, পুনরায় আহার করিলেন। আমার ও অশ্বিনীর আহারের সময়ও একদিন ঐরূপ হইয়াছিল। তবে ডাউলের বাটী উহার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়াছিলাম বলিয়া রাগিয়াছিল। 'সরলচিত্ত' ও 'দাদামহাশয়ের' প্রকৃতি একরূপ ;—তবে 'সরলচিত্ত' অধিক বলবান। অনন্তর একদল ভেড়া (চৌদ্দ পনেরটা হইবে) দরজায় বারান্দার নীচে আসিয়া 'ভ্যা', 'ভ্যা' করিতে আরম্ভ করিত। যতক্ষণ খাবার না পাইবে ততক্ষণ ক্ষান্ত হইবে না। উহাদিগকে প্রথমতঃ চাউল, পরে বানরের খাদ্যাবশিষ্ট ছোলা, কলার খোসা দেওয়া হয়। ফুলের মালাও খায়। অতঃপর ঘর ও বারান্দা পরিষ্কার হইলে ঠাকুর পায়খানায় গিয়া থাকেন। সেই সময় আমরা ঘর দরজা ও আসনাদি পরিষ্কার করি এবং ফুল চন্দন ঘষিয়া পূজোপকরণ ঠিক করিয়া রাখি।

অদ্য বৈকালে শ্রীবৃন্দাবনের একটি বাবাজী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটিন 'চা' দিলেন। অর্থাদি পাথেয় খরচ দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বাবাজীর সংসর্গে একটা সদ্ভাব বিকীর্ণ হইল।

অদ্য মাদ্রাজ হইতে মেদিনীপুরের উকিল গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষ আসিলেন এবং ঠাকুরের সহিত নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলিলেন। খালিয়ার একটি উকীল রাত্রিকালে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে চাহিলে লণ্ঠন মুখের নিকটে লইয়া দর্শন করান হইল। ইঁহারা মাদ্রাজ কংগ্রেস হইতে দেশে ফিরিবার পথে পুরী আসিয়াছিলেন। প্যারীবাবু সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া গেলেন। আজ রাত্রে নূতন ডেপুটী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ডেপুটী কালীবাবু, ডেপুটী জগৎবাবু এবং মুন্সেফ বাবুও আসিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "বহুজন্মের সুকৃতিতেই জগন্নাথদেবের দর্শন হয়। সমুদ্র-স্নান, মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি ও জগন্নাথদেব দর্শনে পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

চন্দনতালাওয়ের পরমহংসজী

২৩শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ বাহির হইয়া প্রায় ১০টার সময় চন্দনতালাওয়ের পরমহংসজীর আশ্রমে গেলেন। আশ্রমটি বেশ সুন্দর। পরমহংসজী, ব্রহ্মচারী কাহাকে বলে, সন্ন্যাসীর লক্ষণ প্রভৃতি সংস্কৃতে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন 'সর্ব্বভূতেই ভগবান', 'সকলই ভগবান' সন্ন্যাসীরা নিত্য দর্শন করিবেন।" ঠাকুরের বিনয়বাক্যে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। পথে আসিতে আসিতে চন্দনতালাও পুকুর দর্শনে ঠাকুর বলিলেন "এখানে চন্দনযাত্রাতেই বিশেষ আনন্দ হয়। এটি উড়িষ্যা-বাসীদের জাতীয় উৎসব। উহাতে পাণ্ডারা নিজে অর্থব্যয় করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে নরেন্দ্রে 'গঙ্গা', 'যমুনা' ও 'সরস্বতী'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়।" আমরাও চন্দনযাত্রার সময়ে ঠিক নীলবর্ণ যমুনার জল ও পরিষ্কার সাদা গঙ্গার জলের ন্যায় দুইটি ধারা দেখিয়াছিলাম। অতঃপর চন্দনতালাওয়ের কোণে রাধাকৃষ্ণ দর্শনে ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া জগন্নাথ বল্লভ মঠে নূতন ছোট মহাবীরের মন্দির দর্শনানন্তর ফিরিলেন।

নেংটা ছেলে

২৫শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

গতকল্য পায়ের বেদনার জন্য ঠাকুর বাহির হয়েন নাই। অদ্য নিয়মিত কার্য্য ও জগবন্ধুবাবুর পাঠ শেষ হইলে দশটার সময়ে বড় রাস্তা দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। রাস্তায় যাইয়া মন্দির দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন। পথে সিংহদ্বারে গরুকে ঘাস কিনিয়া দিয়া, টিনওয়ালা সাধুর সহিত আলাপ করিয়া অগ্রসর হইলে দক্ষিণ দরজার সমীপে মন্দিরের গায়ে ঠেস দিয়া যে পায়খানা তৈয়ারী হইতেছিল, তাহার দাগ দু'টি এখনও মন্দিরের গায়ে আছে দেখিতে পাইলেন। তখন বলিলেন "এই পায়খানা নির্ম্মাণের কথা শুনিয়া জগন্নাথদেবকে বলিলাম 'ঠাকুর, তুমি সব সইতে পার। এই পায়খানা যদি ভাঙ্গা না হয় তবে আর মন্দির দর্শন করিব না।' ঠাকুরের সকলই সমান। কিন্তু ভক্তেরা তাঁহার অনাদর সহিতে পারে না।" তৎপরে অগ্রসর হইতে হইতে একটি বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স কত?" ঠাকুর বলিলেন, "অনন্তকালের মধ্যে আমরা এক একটি বুদ্‌বুদ্‌মাত্র। বাহাত্তর যুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মের একদিন হয়। সকলই নষ্ট হইয়া যায়। কেবল গুরুপাদপদ্মে যাঁহার মতি তিনিই জীবিত।" অনন্তর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে দু'টি ডাব সরলনাথ কিনিয়া লইল। পথে জগন্নাথ দাস বাবাজীর আশ্রমের সমীপে আসিয়া নত হইয়া নমস্কার করিলেন। জগন্নাথ দাস বাবাজী আহ্বান করিলেন, কিন্তু সময় নাই বলিয়া ঠাকুর বাসার দিকে চলিলেন। পথে নেংটা ছেলেটির সহিত সাক্ষাৎ হইল। নেংটা ছেলেটি হাসিতে হাসিতে রাস্তায় গড়াইতে লাগিল। ছেলেটি বড়ই অদ্ভুত। বয়স ১২।১৩ বৎসর। প্রায়ই হাসিখুসি ভাব। চাহনিতে একটু নূতনত্ব আছে, অতি মিষ্ট। একটু হাসিতে হাসিতে যখন আমাদের দিকে চায় তখন হৃদয়ে আনন্দ খেলিতে থাকে। বাহ্যে করিয়া মল গায়ে মাখে। বাহ্যে করিতে করিতে দৌড়িতে থাকে। এখানে প্রতিদিন উহাকে পাঁকাল প্রসাদ ও গরম মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়, কিন্তু তজ্জন্য কোন বন্ধন নাই। আহারের সময় অনেক দিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদিন ঠাকুর উহাকে একখানা লাল কম্বল দিলেন, কতই আদর করিয়া কতভাবে উহা গায়ে দিল। কিছুদিন পরে উহা আর নাই। রাত্রে খালি গায়ে এই ভয়ানক শীতে বুকে হাত দু'খানা দিয়া রাস্তায় ঘুমাইয়া থাকে। আমাদের বাসা হইতে বড় রাস্তায় যাইতে প্রশস্ত ড্রেনের উপরে ছিদ্রযুক্ত একখানা বড় লোহার পাত আছে। মাঝে মাঝে এই নেংটা ছেলেটি উহার ভিতরে লুকাইয়া থাকিত এবং ঠাকুরের চলাফেরার সময়ে উহার ভিতর দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিত। ইহাকে দেখিলে শুকদেবের কথা মনে হয়। ঠাকুর বলিয়াছেন, "ইনি একজন মহাপুরুষ। এই বেশে এই স্থানে ঘুরিতেছেন। কাহাকে কাহাকে কখনও ঢিল ছোড়ে কিন্তু উহা কাহারও গায়ে লাগে না।" প্রায়ই মেথরের গাড়ী হাঁকাইয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। নেংটা ছেলেটিকে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন "ছেলেটির এই রাস্তায়ই ঘর, ইহাই তাহার বাড়ী, গড়াগড়ি দিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিলেন।" ছেলেটি বোবা, মারিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চীৎকার ও আনন্দে একরূপ শব্দ করিয়া থাকে। চাকর বুঝিয়া উহাকে 'তেলী' বলে।

শশীবাবুর সহিত বানরবধ প্রসঙ্গ

ঠাকুরের বাসায় আসিবার পরে শশীবাবু সস্ত্রীক সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন—"বানরবধ অশাস্ত্রীয়, লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর অযোধ্যায় একটি বানরবধ করিয়া তিন বৎসর তজ্জন্য অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন এবং আর বানরবধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বানরদিগকে তাঁহার বন্ধু, ভ্রাতা এমন কি নিজের স্বরূপ বলিয়াছিলেন; ইন্দ্রের নিকট তাহাদের জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।" আরও বলিলেন, "শ্রীরামচন্দ্র শিশুকালে, 'আমায় বানর দাও', 'আমায় বানর দাও' বলিয়া কাঁদিলে বশিষ্ঠদেব ধ্যান প্রভাবে রুদ্রদেবকে স্মরণ করিলে, তিনি বানর হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের ক্রীড়নক হইয়া কোলে বসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করিয়া গোপনে বানরদিগকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াইতেন।" আমার এখানে বানরেরা কিরূপ সদ্ভাবে মিশিতেছে তিনি উহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। 'সরলচিত্ত' ঐ সময় গৃহের ভিতরে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে আরাম করিতেছিল এবং অন্যান্য বানরেরাও গৃহমধ্যে স্বচ্ছন্দে ছোলা প্রভৃতি খাইতেছিল।

অদ্য ঠাকুরের নিকটে ভোরে একটি স্বপ্ন দেখিলাম। কিন্তু ভুলিয়া গেলাম। বহু চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারি নাই। পরে নর্[illegible] মন্দিরে নমস্কার করা মাত্র উহা স্মরণ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম এক মহাপুরুষ বলিতেছেন "বহু লোক এক কথা ও গুরু অন্য কথা বলিলে গুরুবাক্যই গ্রহণীয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দেশের দুরবস্থা

২৬শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর গুঞ্জবাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে এদেশের দুরবস্থার কথা শুনিলাম। মঠের পাশের ঘরেই বেশ্যার বাস। ঐ সকল ঘর মঠধারীরাই ভাড়া দিয়াছেন। রাত্রিকালে মুন্সেফবাবু আসিলেন, "শক্তি ও ভগবান এক" এই বিষয়ে ঠাকুর বলিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন গুঞ্জবাড়ী যাওয়ার সময় সরলনাথ ঘুমাইয়াছিল। আমরা ডাকিলাম। ঠাকুর নিকটে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া বলিলেন। "সরলনাথ, আগে ছিলে সরলনাথ, আজি হইতে আমার 'নাথ' আমারই হইলে।" সরলনাথ পরে বলিয়াছে, তাহার ভিতর একটা যন্ত্রণা ছিল, উহার পরে তাহার শান্তি হইল।

ব্রজবাসী

২৭শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

অদ্য ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। বাসার বাহিরে আসিয়া মন্দির দর্শন করিয়াই প্রণাম করিলেন এবং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফিরিবার সময় জগন্নাথ দাস বাবাজীর আশ্রমে গেলেন এবং পায়ে বেদনাহেতু নীচের আঙ্গিনাতেই রৌদ্রে বসিলেন। এসময় তথায় একটি ব্রজবাসী ও তাহার সঙ্গে আরও দু'টি লোক ও কালীয় হ্রদের নিকটবর্ত্তী সেই সীতারামোপাসক বাবাজীটি ছিলেন। ব্রজবাসী কেবল 'চকাচক', 'চকাচক' উচ্চারণ করিয়া খাইতে চাহিল এবং নিজের খাওয়ার ব্যাখ্যা পুনঃপুনঃ করিতে লাগিল। একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির করিবে তাহাতে 'ঝাকি' দর্শন হইবে। বলিল, শ্রীবৃন্দাবন হইতে বহুদিন যাবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছে, তথায় যাইবার খরচ নাই। লোকটি এরূপ উত্তেজিতভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল যেন নেশা করিয়া আসিয়াছে।

অপর ব্রজবাসী বৈষ্ণবটি অতি মৃদুস্বভাব। ঠাকুর তাঁহাকে নিজ আসনের উপর বসিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি বসিলেন না। জগন্নাথ দাস বাবাজী তাহার 'জমায়েৎ' সহ নানাস্থানে ভ্রমণকাহিনী বলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে ঠাকুর বিদায় হইলেন। পথে নানা লোকে নানারূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

শ্রীমতীর মানরক্ষা ঃ পুরীবাসীর কর্ত্তব্য

২৮শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর 'চা' সেবার পর দশটার সময় গুণ্ডিচার দিকে চলিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইতে সোজাসুজি যে রাস্তা আছে ততদূর যাইয়া ফিরিলেন।

রাস্তায় বলিলেন, "শ্রীশ্রীরাধারাণী সহস্র ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল আনিতে যাইয়া ভগবানকে একান্তমনে ডাকিতে লাগিলেন। ভগবান সহস্র মূর্ত্তি হইয়া ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া রহিলেন। এক মূর্ত্তিতে শ্রীমতীর চরণ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলেন। এইরূপে শ্রীমতীর মানরক্ষা হইল।"

ঠাকুর বলিলেন, "এখানে মহাপ্রসাদ পাওয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন, সমুদ্র-স্নান, পঞ্চমহাদেব দর্শন ও বিমলামায়ী দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্য কার্য্য করিলেও হয়, না করিলেও হয়। এখানকার রজের প্রভাব অত্যন্ত অধিক।" আজ বিধুবাবু, দেবেন্দ্রের মামী ও অমৃত কলিকাতা হইতে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথদেবের মকরবেশ

২৯শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ প্রায় দশটার সময় অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুর বিধুবাবুর সাহায্যে বাহির হইলেন। পুনরায় ৩টা ৪টার সময় বাহির হইবেন ইচ্ছায়, মন্দিরের সিংহদরজার নিকট হইতেই ফিরিলেন। পথে পুরুষোত্তম সংক্রান্ত একখানা বই ও একখানা উড়িয়া শিক্ষার বহি খরিদ করিয়া লইলেন। বিধুবাবুকে বলিলেন "একদিন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া বলিলাম, 'ঠাকুর পায়খানা ও বানরবধ বন্ধ না হইলে, আর তোমার মন্দিরে যাইব না।' অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধের হুকুম আসে।"

আজ মকর সংক্রান্তি। তাই ঠাকুরের মকরবেশ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মকরবেশের টোপর (মুকুট) ও মালা সেবকেরা ঠাকুরকে দিয়া গেল। ঠাকুর দেখিয়া আনন্দ করিলেন। এই মুকুট রক্ত-গাঁদা, তুলসীপত্র ও হরিদ্রাবর্ণ গাঁদা দ্বারা তৈয়ারী। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব চৌরাশী রকম ব্যঞ্জন আহার করেন। রাত্রিকালে গণেশ পাণ্ডা ও পান্নাদের পাণ্ডা এক রকম সুস্বাদু প্রসাদ লইয়া আসিল। উহার নাম 'মকর চাউল'। উহা চাউল, কন্দ, লবঙ্গ, আদা, এলাচি, কর্পূর প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত। ঠাকুর কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট আগামী কল্যের জন্য রহিল।

আফিংখোর বানর

৩০শে পৌষ, ১৩০৫ সাল।

আজ সংক্রান্তি। ঠাকুর গুণ্ডিচাবাড়ী গেলেন। পথে শান্তিপুরের আফিংখোর বানরের গল্প করিলেন। আমাদের শান্তিপুরে একটি বানর ছিল। সে একটি আফিংখোর ভদ্রলোকের নিকট আফিং খাইতে শিখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় মত আফিং না পাইলে কোন ভদ্রলোককে রাস্তায় যাইতে দেখিলেই পয়সার জন্য কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিত এবং পয়সা পাইলে আফিংএর দোকানে যাইয়া পয়সাটি দিয়া আফিং কিনিয়া খাইত।

শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া একটি গাভী দ্বারে দ্বারে ফিরিত আমাদের তীর্থমণির কুঞ্জে তাহাকে সন্ধ্যার পর অনেকদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আর একটি গরুকে পুরাণ পাঠকালে একস্থানে দাঁড়াইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতে দেখিয়াছি।

অন্য একজন পাণ্ডা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মকরবেশ কালীন কর্ণাভরণ আনিয়া ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুর তাহা দেওয়ালে জগন্নাথদেবের বিগ্রহের উপরে পেরেক দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন।

আমার মৃত পুত্র দর্শন

ইতিমধ্যে একদিন ভোর চারটার সময় ঠাকুর হোম কীর্ত্তন নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আসনে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। আমি নিকটে বসিয়া "নাম" করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ দেখিলাম, আমার ৮।১০ বৎসর বয়স্ক মৃত পুত্রটি * শূন্যে প্রকাশিত হইয়া

* এই ছেলেটি ৭।৮ বৎসর বয়সের সময় গেণ্ডারিয়ায় ঠাকুরের নিকট সাধন পায়। গত বর্ষাকালে ওলাউঠা রোগে দেহত্যাগ করে। দেহত্যাগের সংবাদ পুরী আসিলে ব্রহ্মচারী আমাকে না বলিয়া ঠাকুরকে জানায়। ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে বলেন, "এ সংবাদ সারদাকে বলিও না। আমি বলিলে তখন জানাইও।" পরে ঠাকুরের অনুমতি লইয়া এ সংবাদ আমাকে জানায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রিয় পুত্রমৃত্যুজনিত শোক মোটেই আমাকে স্পর্শ করিল না। চিত্ত শোকে আচ্ছন্ন হইল না বটে, কিন্তু হৃদয় মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় ভার ও মলিন হইয়া রহিল। কিছু পরে ৺জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলাম। জগন্নাথদেবের কি অপার মহিমা—তাঁহাকে দর্শনমাত্রে চিত্তের সমস্ত মলিনতা তৎক্ষণাৎ মুছিয়া লইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি উহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ছেলেটিও দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান হইল। তখনই ঠাকুরকে বলিলাম, "আমার ছেলেটিকে দেখিলাম।" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ এসেছিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছেলেটিকে নেংটা দেখিলাম কেন?" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "ইনি তোমাকে বলিয়া গেলেন, 'সঙ্গে কিছুই যায় না। নেংটা আসিয়াছিলাম, নেংটাই চলিয়া গেলাম'।"

ঠাকুর আরও বলিলেন, "এই ছেলেটি খুব সুকৃতিবান, যোগভ্রষ্টের ন্যায় ছিলেন। মৃত আত্মার এখানে আসা তো দূরের কথা, বিরজাই পার হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশে কিছু সোণা দান করিয়া গয়াতে প্রেতশিলায় পিণ্ড দিও, পরে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিবে।"

জগন্নাথদেবের অযত্নে ঠাকুরের ক্লেশ

১লা মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ নিয়মিত সময়ে বাহির হইয়া দর্শনে গেলেন। গরুকে ঘাস দিয়া নিয়মিত পতিতপাবন, মহাদেব, শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহদেব প্রভৃতি দর্শন করিয়া অগ্রসর হইলেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল", "হরিবোল", "জয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। পরে অন্যান্য দেবতাদি দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। তিনি পথে আসিতে আসিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ, অযত্নহেতু ইঁদুর তেলাপোকায় কাটিতেছে বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাদের গঙ্গাধর পাণ্ডা প্রথমতঃ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া পরে উহা স্বীকার করিলেন এবং ইহার জন্য রাজ-সরকার হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে বলিলেন। ছয় হাণ্ডি গুড় উঁহার জন্য ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যিনি উহার সেবক তিনি ঐ সকল মিষ্ট আত্মসাৎ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর আরও বলিলেন, "জগন্নাথদেব দারুব্রহ্ম। যেমন সূর্য্যরশ্মি জমাট হইয়া সূর্য্য, তদ্রূপ ইনি দারুরূপে জমাট ব্রহ্মপদার্থ। অতঃপর বাসায় ফিরিলেন। 'দাদামহাশয়' কলা, খাজা, চাউল প্রভৃতি পাইলেন।

আজ রাত্রিকালে সতীশকে স্বপ্নে দেখিলাম। সতীশ বলিল "তুই পরলোক সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলি, তাহা সবই সত্যি।" আমি বলিলাম, "তোমার নাম কি সতীশ আছে?" সে যেন নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিল।

পুরীর সমুদ্র-স্নানের ফল : কৃষ্ণানন্দ স্বামী

২।৩ মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ নিয়মিত সময়ে বাহির হইয়া ঠাকুর সমুদ্রের দিকে যাইতে লাগিলেন। 'পুরী'-নামে ও অন্য তুখানা জাহাজ যাত্রী ভরিয়া বঙ্গোপসাগর হইয়া এখানে আসিয়াছে। আমরা যাইতে যাইতে সেই সকল যাত্রীর বিভিন্নরূপ বেশভূষা ও অবস্থা দর্শন করিলাম। ব[illegible] যাত্রী আসিয়াছে। মন্দির হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। যাত্রীদের সংখ্যা ৪।৫ হাজারের কম নহে। ঠাকুর তাহাদিগকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ সকলকে দর্শন করিলে পুণ্য হয়। ইহারা উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। গঙ্গাদেবী সগর রাজার ভস্মীভূত সন্তানদিগকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

জগবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্থানের সমুদ্র-স্নান অপেক্ষা কি সাগর-স্নানের (গঙ্গাসাগর) মাহাত্ম্য অধিক?" ঠাকুর বলিলেন, "তাহা নহে, এ স্থান মহাতীর্থ। সপ্ত নদী—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, কাবেরী, গোদাবরী ও নর্ম্মদা এ স্থানে প্রবাহিত হইতেছেন। এ স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কথিত আছে। দেখ, গঙ্গাসাগর-স্নান করি[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ স্থানে আইসে।” ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, “বিশেষ বিশেষ যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যে ফল, মহোদধিতে স্নানে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে।”

অদ্য শ্রীধরবাবুদের দেশের তিনটি লোক আসিয়াছেন। উঁহারা ঠাকুরের জন্য পেয়ারা, কুল, বেদানা, কমলালেবু প্রভৃতি আনিয়াছেন। অদ্য পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ আমাদের বাসাতে উঠিয়াছেন। ঠাকুর স্বামিজীর বিস্তর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “দেখ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে কত লোক কত গালাগালি দিতেছে, কত কি বলিতেছে। কিন্তু ইঁহার নিষ্ঠা কি চমৎকার, ইনি অনায়াসে সে সকল সহ্য করিয়া লইয়া আশ্রমটি রক্ষা করিতেছেন। একালে এরূপ লোক বড় দেখা যায় না।”

রাত্রিকালে মুন্সেফ্‌বাবু ছেলে ও স্ত্রীর সাধনের জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “আপনি যাহাদিগকে আনিবেন, তাহারাই সাধন পাইবে।” আজ ঠাকুর গুণ্ডাবাড়ীর দিকে গেলেন। কামাখ্যাবাবুর সহিত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর সম্বন্ধে আলোচনা হইল। কামাখ্যাবাবু স্বামিজীর বিরুদ্ধে প্রচারিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন। সক্রেটিস্, গ্যালিলিও মিথ্যা অপবাদে প্রাণ হারান।

নানক সাহেবের কথা

৪ঠা মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে একজন বাঙ্গালী ঠাকুরের যাতায়াতে বড়ই ক্লেশ হইতেছে দর্শন করিয়া বলিলেন, “পাল্কী চড়িয়াও তো যাইতে পারেন।” ঠাকুর বলিলেন, “এ স্থানের বালুকা স্বর্ণ বালুকা, ইহা দ্বারা সমস্ত শরীর পবিত্র হইয়া যায়। বরং শরীরপাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ইহার সহিত মিশিয়া যাওয়া ভাল, তবু পাল্কীতে চড়িয়া যাওয়া উচিত নয়।" বিশ্বাস মহাশয় ঘটীতে করিয়া জল লইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। বিধুবাবুকেও চারি ঘটী জল দিতে বলিলেন। স্নানের সময় বিধুবাবু ঠাকুরকে ধরিয়া রহিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকেও স্নান করাইয়া দেওয়া হইল।

আজ রাত্রিকালে মুন্সেফ্ বাবু, জগৎবাবু, কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও হরিদ্বার হইতে আগত কয়েকজন সাধু ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার রচিত পদাবলী ও সঙ্গীত শুনাইলেন, এবং উহা ছাপাইবার অনুমতি চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "পদগুলি বেশ হইয়াছে; ছাপাইতে পারেন।" অন্য একজন লোক গোপাল পাণ্ডার হাতে পড়িয়াছে। এখানে গোপাল পাণ্ডা কেহ নাই, সে ছড়িদার। একদল লোক এরূপ পাণ্ডা ও তাহার কর্ম্মচারী সাজিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। ঠাকুর বলিলেন, "হরিদ্বারের সাধুদিগকে সেদিন সমুদ্র-স্নানের সময় দেখিলাম। পুনরায় তাঁহাদের দেখিবার একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। ভগবান কাহারও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহারা আসিয়া ১১টার সময় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পুনরায় অপরাহ্ণ ৪।৫টার সময় আসিয়া দর্শন দিলেন।"

জগৎবাবু প্রভৃতির নিকট নানক সাহেব ও তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। "গুরু নানক এক দিবস পথে যাইতে যাইতে একটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া নিজের সন্তান শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মী-চাঁদকে বলিলেন, 'ইহা অতি অপূর্ব্ব পদার্থ, ইহা খাও।' তাহারা বলিল, 'এ মরা মানুষ, কি করিয়া খাইব?' নিজেরা বলাবলি করিতে লাগিল, 'বাবার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, নচেৎ এরূপ মরা মানুষ খাইতে বলেন কেন?' অতঃপর নানকজী শিষ্য অঙ্গদকে বলিলেন, 'অঙ্গদ ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার কর।' তখন অঙ্গদ করযোড়ে বলিলেন, 'সত্যি মহারাজ, কোন্ দিক্ হইতে আহার করিব? মাথার দিক্ কি পায়ের দিক্ হইতে?' গুরু নানক বলিলেন, 'ইহার উপর তোমার অঙ্গ-বস্ত্র বিছাইয়া দাও।' কিছু পরে বস্ত্র উঠাইয়া দেখেন উৎকৃষ্ট কড়াপ্রসাদ (মোহনভোগ) রহিয়াছে। নানকজীর পাঞ্জার ছাপ উহার উপর পড়িয়াছে। ঐ প্রসাদ অঙ্গদ পাইলেন।"

"এক দিবস অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে; শিষ্যগণ ক্ষুধায় পীড়িত। কিছুই আহার করিবার নাই। কাহারও অন্যত্র যাইয়া আহার সংগ্রহের ক্ষমতা নাই। ঐ সময় গুরু নানক বলিলেন, 'শ্রীচাঁদ, লক্ষ্মীচাঁদ তোমরা ঐ বৃক্ষের নিকট যাইয়া আহার্য্য প্রার্থনা কর, পাইবে।' শ্রীচাঁদ, লক্ষ্মীচাঁদ বলিলেন, 'বাবা এরূপ বাক্য বলিবেন না। বৃক্ষ হইতে কি কখন আহার্য্য পাওয়া যায়?' তখন অঙ্গদকে বলিলেন, 'অঙ্গদ, ঐ বৃক্ষ সমীপে আহার প্রার্থনা করিয়া লইয়া আইস।' তখন অঙ্গদ বড় ধামা খুঁজিতে লাগিলেন, আহার্য্য পড়িলে কিসে রাখিবেন। তখন গুরু নানক বলিলেন, 'অঙ্গবস্ত্র বিছাইয়া দাও। বৃক্ষ ধরিয়া ঝাঁকি দিলেই আহার্য্য পড়িবে।' অঙ্গদ বলিলেন, 'সত্যি মহারাজ,' এই বলিয়া বৃক্ষের নিকট হইতে প্রচুর আহার্য্য —লুচি, মালপোয়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সকলকে ভোজন করাইলেন।"

"গুরু নানক কিছুদিন পরে শিষ্যদিগকে বলিলেন, 'আমি আজ দেহত্যাগ করিব। তোমরা শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদকে লইয়া আইস।' 'এই সুস্থ লোকটি কি করিয়া হঠাৎ মরিয়া যাইবে' ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন গুরু নানক অঙ্গদকে নিজ গদীতে বসাইয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন, অঙ্গদের অপূর্ব্ব শোভা হইল। এই সময় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মী-চাঁদ আসিয়া বলিল, 'বাবা, আপনি অঙ্গদকে গদী দিলেন; আমাদিগকে কেহ মানিবে না। আমাদের আহারাদি কিরূপে চলিবে?' তখন গুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানক বলিলেন, 'ভগবানের দরজার কুকুরটাও অনাহারে মরে না। তোমাদের অভাব হইবে না'। "

"অঙ্গদ একদিন গুরু নানকের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, 'প্রভুজী, আমি আপনার পূর্ব্বে মরিব। দেখুন সরু কাঠগুলি অগ্নিতে পূর্ব্বে পুড়িয়া যায়। মোটা কাঠগুলি অনেকক্ষণ জ্বলে। অতএব আমাকে কৃপা করুন।' নানকজী কৃপা করিলেন।"

জগৎবাবুকে উপদেশ

৫ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিলেন। কামাখ্যাবাবু প্রভৃতি আজ পুনরায় 'পুরী' ও 'উড়িয়া' জাহাজে কলিকাতায় গেলেন। ঠাকুর দুই প্রহরের সময় করঙওয়ালা সাধুকে চাউল ঠোঙ্গা ভরিয়া দেওয়াইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "শুন সাধুটি গাইতেছে, 'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'।"

রাত্রিকালে কিশোরীবাবু, জগৎবাবু* ও আর একটি উকীল আসিলেন। জগৎবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এক বৎসরের ছুটী

---

*ডিপুটি শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র রায় ঠাকুরের অন্তর্ধানের কয়েকদিন পূর্ব্বে দীক্ষাপ্রার্থী হন। ঠাকুর বলিলেন, "এখন শরীর অসুস্থ। কলিকাতা যাইয়া আপনাকে দীক্ষা দিব।" ইতিপূর্ব্বে জগৎবাবুর হাত অবশ হইয়া পড়ে। নানারূপ চিকিৎসাতেও আরোগ্য হয় না। তিনি চিকিৎসার্থ আমাদের সঙ্গে কলিকাতা যাইবেন স্থির করিয়া ছুটী লন। একদিন তিনি ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন এমন সময় ঠাকুর হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি একদিন নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখেন, হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপই ঘটনা নয়?" জগৎবাবু বলিলেন "হাঁ।" ঠাকুর বলিলেন, "ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবে।" জগৎবাবু বলিয়াছেন তৎপর দিন হইতে হাতে আর কোন ক্লেশ বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়াছি, কি ভাবে চলিব ?" ঠাকুর বলিলেন, "সকালে উঠিয়া ব্রাহ্মণের কৃত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া কিছু 'চরিতামৃত' পাঠ করিবেন। পরে আহারান্তে মহাভারত কি রামায়ণ পাঠ কিংবা শ্রবণ করিবেন। বৈকালে সমুদ্রের তীরে কিছু বেড়াইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বড়বাজার গরাণহাটা ষ্ট্রীটের এডিসন প্রায় ঠিক অনুবাদ। মহাভারত কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ও শ্রীশ্রীচরিতামৃত কেদার বাবুর এডিসন্ ভাল।"

অর্থদ্বারা সাধুদের মুক্তি

৬ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে করঙ্গওয়ালা সাধুর গল্প হইল। ঠাকুর বলিলেন "ইনি এরূপ নানা রোগে পীড়িত থাকিয়াও সন্তুষ্ট। ভিক্ষা করিয়া মায়ের সেবা করেন। লোকনাথের পথে বাসা। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন। ফকিরী ভাব। কাল গাহিয়াছিলেন 'সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'।"

সমুদ্র স্নানের সময় বিধুবাবু ও জগবন্ধুবাবুকে অবলম্বন করিয়া স্নান করিলেন। সরলনাথ ও বিশ্বাস মহাশয় মাথায় জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। উপরে উঠিলে অঙ্গ পুঁছিতে ও কাপড়াদি পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিলাম।

করেন নাই! ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর জগৎবাবু একদিন শ্রীমন্দিরে যান। বাহির হইয়া আসিবার সময় একটি 'নাম' ঠাকুর যেন বলিয়া দিলেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া মনে মনে সন্দেহ হইল, যথার্থ কি তিনি কৃপা করিয়া এই 'নাম' দিলেন? রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখেন, ঠাকুর তাঁহার নিকট প্রকাশ হইয়া বলিতেছেন, "অবিশ্বাস কর কেন? ঐ নাম আমিই তোমাকে দিয়াছি।" ঠাকুর শেষকালে প্রায়ই দীক্ষায় যে 'নাম' দিতেন, জগৎবাবু সেই নামই পাইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ তিনজন পুলিশ কয়েকজন সাধুকে লইয়া আসিয়া বলিল, "ইহারা টিকিট করিয়া আসে নাই। বারজন লোক, পনর টাকা ভাড়া, ইহা না দিতে পারিলে ইহাদিগকে হাজতে দেওয়া হইবে।" ঠাকুর পনর টাকা দিয়া ইহাদিগকে খালাস করাইয়া মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন। সাধুদের কাল হইতে ভোজন হয় নাই। আহারান্তে সাধুরা বিদায় হইলেন। একজন বাঙ্গালী কেবল ভস্ম মাখিয়া সাধু হইয়াছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু?" কিছুই জানেন না। ইহাকে যথাশাস্ত্র গুরু করিয়া কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইতে বলিলেন। আরও বলিলেন "মনোমুখী হইয়া চলিলে কিছুই লাভ নাই।"

মহাপ্রসাদ বন্ধ

আজ ঠাকুর গুণ্ডাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ পোলের উপর বসিলেন। আজ আর মহাপ্রসাদ পাওয়া যাইবে না। সোয়ারেরা একজোঠ হইয়া সংকল্প করিয়াছে, মঠধারী কি অন্য লোকের প্রসাদ পাক করিবে না। ইহা আমাদের সোয়ার বলিয়া পাঠাইয়াছে। সোয়ারদের 'ডাল' তৈয়ারের উপর টেক্‌স বসিয়াছে। কুম্ভকারেরাও অধিক দরে 'আইট্‌কা' বিক্রয় করে। শান্তিদিদি ঠাকুরের জন্য পাক করিলেন। ঠাকুর জগন্নাথদেবকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কৃপা করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছেন।" সন্ধ্যার সময় সরলনাথ দশ আইট্‌কা খিচুরী প্রসাদ আনিলেন। জগন্নাথবল্লভ মঠের দু'জন এখানে প্রসাদ পাইলেন। আর সকলকে ডাল ও চাউল দিতে অনুরোধ করা হইল। পণ্ডিতজী ও নরেন্দ্রের গোঁসাই এক আইট্‌কা প্রসাদ পাইলেন।

কাশ্মীরের একটি পণ্ডিত আসিয়া ঠাকুরকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন এবং কুঙ্কুম, বিভূতি ও অমরনাথের প্রসাদ প্রভৃতি দিলেন। রাত্রিকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডেপুটীবাবু ও কিশোরীবাবু আসিলেন। কিশোরীবাবুর বিরুদ্ধে একখানা বেনামী দরখাস্ত লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের নিকট কাহারা পাঠাইয়াছিল। সেখান হইতে উহা হাইকোর্টে পাঠান হয়। হাইকোর্ট হইতে জেলার জজের নিকট আইসে। জজ্‌ সাহেব কিশোরীবাবুর কৈফিয়ৎ তলব্‌ করেন। ঠাকুর সেই সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন ও বলিলেন, "কোন ভয় নাই। যখন মন নির্ম্মল, তখন সমস্ত জগৎ বিরুদ্ধ হইলেই বা কি?"

কিশোরীবাবুর স্ত্রীর দান

৮ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। পথে কয়েকটি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে অর্দ্ধ পয়সা ও পাই পয়সা ও একটি ছোট ছেলেকে রুমাল ও চাদর দান করিলেন। আজও মহাপ্রসাদ আসিল না। জগন্নাথবল্লভ মঠের বৈষ্ণব সকল এখানেই ঘরের প্রসাদ পাইলেন। ছাত্রদিগকে চাউল, ডাল ও তরকারী দেওয়ার কথা হইল। আজ পুনরায় কাশ্মীরি পণ্ডিত আসিয়াছেন। তিনি অতি সুমিষ্ট স্বরে কয়েকটি ভজন গান করিয়া ঠাকুরকে শুনাইলেন। সন্ধ্যাকালে দাদাগোঁসাই অর্থাদি অপ্রতুল হেতু দোকানদারের পাওনা দিতে পারিতেছেন না, ইহা ঠাকুরকে জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "শান্তির অলঙ্কার বন্ধক দিয়া আপাততঃ দুই শত টাকা আনিয়া খুচরা দেনা শোধ কর।" আরও বলিলেন, "জগন্নাথদেব বেশ শিক্ষা দিলেন, 'অর্থ দিব বলিয়া যে পাণ্ডাদিগকে বলিয়াছিলাম তাহারই শিক্ষা।' যখন হাতে টাকা নাই তখন কিছুই বলা উচিত ছিল না। সকলই ভগবানের হাতে। তিনি যাহা দেন, তাহা হইতেই অন্যকে দিতে হয়।"

ইহার পর যোগজীবনদাদা শান্তির গহনা বন্ধক দিয়া টাকা আনিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিশোরীবাবুর নিকটে গেলেন। তিনি কহিলেন, "জিনিষ বন্ধকের প্রয়োজন নাই, আমার স্ত্রীর পোষ্টাপিসে টাকা আছে, তাহা হইতে ২০০ টাকা তুলিয়া দিব, পরে দিলেই হইবে।" কিছু ঠাকুরের আবশ্যক জানিয়া এবং তাঁহার স্বামীরও ইচ্ছা থাকায় কিশোরীবাবুর স্ত্রী সমস্ত টাকাই দান করিলেন, এবং পরে বলিয়াছিলেন "এই টাকা ঠাকুর গ্রহণ করায় তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহা তাঁহারই দয়া।"

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও কামিনী-কাঞ্চন

৯ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। বিশ্বাসমহাশয় ঠাকুরের স্নানের জন্য দু'টি হাঁড়ি কিনিয়া লইলেন। পথে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কাজেও তাহাই করিতেন। ঐ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ঐ কামিনী-কাঞ্চন লইয়া খেলা করিতেছেন। হইতে পারে, উহাতে ইহারা একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারেন। মথুর-বাবু পরমহংসদেবকে পরীক্ষা করিতে কয়েকটি বেশ্যা পাঠাইয়াছিলেন; বেশ্যারা তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া নানারূপ ভাবভঙ্গী এবং কেহবা বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরমহংসদেব ঐরূপ ভাব ভঙ্গী দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'মা', 'মা', 'মা' বলিয়া তিনবার চীৎকার করিলেন। ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! ভক্তকে কি ভাবে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ সকল বেশ্যা ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছু পরে চেতনা পাইয়া তাহারা পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরমহংসদেব বলিলেন "মা, তোদের ভয় নেই; আমাকে সখি সাজাইয়া দে, চল মা'র আরতি করি।" উহাদের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান বেশ্যাটি পরমহংসদেবকে নিজে ঘাগ্‌রা তৈয়ার করিয়া গোপিনী সাজাইয়া দিয়াছিলেন। একটি বেশ্যা ঘর-দুয়ার বিক্রয় করিয়া কাশীধামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরবাবু নিজের পরিবারের ভিতর তাঁহাকে (পরমহংসদেবকে) আনিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী মিলিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেন। মুখে ঘোম্‌টা; দাড়ি গোঁপও রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া মথুরবাবু কত কৌতুক করিতেন। এ দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক। পরমহংসদেব বলিতেন "তাও আছে; শ্রীবৃন্দাবনে রাসস্থলীতে মহাদেব সখী সাজিয়াছেন। তাঁহার গোঁপ রহিয়াছে।"

জগন্নাথদেবের ভিক্ষা : হরিবল্লভবাবু

সোয়ারেরা এক জোট হইয়া রান্না না করায় পাঁচ ছয় হাজার লোক কিছুই খাইতে পায় নাই, এই বলিয়া ঠাকুর টেক্স দারোগার কাছে আক্ষেপ করিলেন। পরে হরিবল্লভবাবুর নিকট ক্লেশ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবান নিজেই 'আমাকে খেতে দাও, বলিয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়াছেন" এই বলিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিবল্লভবাবু বলিলেন, "কাল মন্দিরে যাইয়া স্পষ্ট মনে হইল ঠাকুর আর মন্দিরে নাই, সকলেই বিমর্ষ ও মলিন।" ঠাকুর বলিলেন, "এই সকল কথা বলিতে নাই, কিন্তু সত্যের অনুরোধে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; কাল রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় একটি ভিক্ষুক চীৎকার করিল 'খেতে দাও', 'খেতে দাও'। ডিপুটীবাবু ও মুন্সেফ বাবু এবং আমি উহা শুনিলাম। বামুনঠাকুর বলিল, 'কে ডাকিয়া ঐ দিকে চলিয়া গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই সময়ে বাহিরে অনেক দূর অন্বেষণ করিয়াও কাহাকেও পাওয়া গেল না'।"

"হরিবল্লভবাবুকে জগন্নাথদেবই এখানে আনিয়াছিলেন" ঠাকুর এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলায়, তিনিও তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছেন বলিলেন। ঠাকুরের পায়ের ধূলা পুনঃপুনঃ লইলেন। এই ধাম তাঁহার প্রাপ্তি হয় এই আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান কখনই অপূর্ণ রাখেন না। আপনার দ্বারা ভগবান বিশেষ কিছু করাইবেন, তাই তিনি এখানে আনিয়াছেন। ভগবানই ভিতরে সদ্ভাবের উদ্রেক করাইয়া সদ্বুদ্ধি দিবেন। হয়ত সুমহৎ ভার আপনার উপর সমর্পিত হইবে।" পথে আসিতে আসিতে বলিলেন, "জগন্নাথদেব টানিলে ওকালতি ছাড়িতে কতক্ষণ?" পথে এই স্থানের পোষ্টমাষ্টারবাবু বড় রাস্তায় পড়িয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে একটি গল্প করিলেন। পিতা সরকারী কার্য্য করিতেন। কার্য্য করিতে করিতে একদিন বলিয়া উঠিলেন, 'শ্রীবৃন্দাবন হইতে রাধারাণী আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।' এই বলিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ছুটিলেন, তথায় তাঁহার রজঃ প্রাপ্তি হয়।"

নারদের মায়াজয়ের গল্প

ঠাকুর আজ নারদের মায়াজয়ের গল্প করিলেন। অনেকদিন পরে নারদ ভগবান ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারদ এতদিন তোমাকে দেখি নাই কেন?" নারদ বলিলেন, "বহু তপস্যা করিয়া মায়া জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং আপনাদের প্রসাদে একপ্রকার কৃতকার্য্যও হইয়াছি।" ব্রহ্মা বলিলেন, "কি, তুমি মায়া জয় করিয়াছ না কি? যাউক, আমার নিকট এই কথা বলিলে কিন্তু বিষ্ণুর নিকট এরূপ বলিও না।" অতঃপর নারদ শিবলোকে গেলেন; মহাদেবের সহিতও ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইল। তিনিও "আমার নিকট বলিলে, কিন্তু বিষ্ণুর নিকট এ কথা বলিও না।" এই বলিয়া নিষেধ করিলেন। পরে নারদ ভগবান বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কি নারদ, এত দিন ত তোমাকে দেখি নাই, কোথায় ছিলে?" নারদ মায়াজয়ের কথাটা যেন না বলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। বলিলেন, "ঠাকুর এত দিন তপস্যায় ছিলাম, মায়াটা জয় করিতে পারি কি না—তা যাউক, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে একরকম......।" বিষ্ণু বলিলেন, "কি, তুমি মায়া জয় করিয়াছ না কি? ভাল, ভাল, চল একবার বেড়াইয়া আসি।" ইত্যবসরে ভগবান বিষ্ণু মায়াপ্রভাবে এক রাজকন্যার স্বয়ম্বর প্রকটিত করিলেন। তাহাতে নারদ সুন্দর রূপ প্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবান তাঁহার সমস্ত শরীর সুন্দর করিয়া দিলেন। কিন্তু মুখটি বানরের মত করিলেন। রাজকন্যা সভায় আসিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। নারদ ভাবিলেন "আমাকে দেখেন নাই।" এই বলিয়া মুখ উঠাইয়া উঠাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু সব বৃথা হইল। নন্দী ভৃঙ্গী ঠাট্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগকে নারদ অভিসম্পাৎ দিলেন। কন্যা বিষ্ণুর গলে মাল্য দিলেন। পরে নিজের আকৃতি জলে দেখিয়া নারদ বিষ্ণুকে অভিসম্পাৎ ও গালাগালি করিতে লাগিলেন। "এই স্ত্রীর জন্য দেশে দেশে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইবে। যেমন বানর মুখ দিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, ইহাদেরই সাহায্যে বহুক্লেশে স্ত্রীর উদ্ধার হইবে।" ইত্যবসরে ভগবান মায়া অপসৃত করিলেন। নারদ বলিলেন, "ঠাকুর, একি? আমি যে সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আপনাকেও অভিসম্পাত করিলাম?" বিষ্ণু বলিলেন, "কিছু ভাবিও না, আমার রামলীলার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমিই তাহার সূচনা করিয়া দিলে।" মায়া জয় কি সহজ?

ভগবতীর তপস্যা

আজ সমুদ্রে যাইয়া একটি কচ্ছপ দর্শন করিয়াছিলাম। জেলে পয়সা চাহিল, পয়সা পাইলেই উহা ছাড়িয়া দিবে। তাহাকে পয়সা দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কচ্ছপটিকে জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আজ বড় বড় দুই হাঁড়ি জ
দিয়া ঠাকুরকে স্নান করাইলাম। আসিবার সময় হরিবল্লভবাবুর স
সাক্ষাৎ হইল। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই আস্তে আস্তে লাঠি
দিয়া আসিলেন। আজ নূতন রাস্তায়, বড় হরিশবাবুর বাসার পার্শ্ব দি
বাসায় আসা হইল। রাস্তাটির দুধারে গাছপালা দেখিয়া ঠাকুর আন
করিলেন।

পথে আসিতে আসিতে ঠাকুর বলিলেন, "ভগবতী দুর্গা মহাদেবে
পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। মহাদেব ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া শিবে
নিন্দা করিতে লাগিলেন। ভগবতী বলিলেন, "কে তুমি? ভগবান বৃ
ধ্বজকে নিন্দা করিতেছ? চলিয়া যাও।" ব্রাহ্মণ কহিলেন "তুমি 'কা
মহাদেব কালমেয়ে বিবাহ করিবেন না।" ভগবতী বলিলেন, "তাই
কি?" এই বলিয়া এক ডুব দিয়া উঠিলেন। অমনি তিনি গৌরাঙ্গী হ
লেন। তাঁহার রূপের কি ছটা! ভগবান আর সামলাইতে পারিলেন না।

বলিলেন, "ছোট বয়সে যে সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, বজ্রের মত
হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অধিক বয়সে আর সেরূপ হয় না।" শা
কালে কাশ্মীরি বাবাজী আসিয়া অনেক ভজন শুনাইলেন, ঠাকু
বহু স্তবস্তুতি করিলেন। "এই ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও ঠাকু
দর্শনীয়" এরূপ বলিলেন।

রাজা বিষ্ণুর অবতার

১০ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ সকালে ঠাকুর গুঞ্জাবাড়ীর দিকে গেলেন। পথে যাইতে
যাইতে রাজভক্তির কথা উল্লেখ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "রাজা
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবশক্তি অবস্থিত আছে। বেণ রাজাকে ঋষিরা হি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার বলিয়া স্তুতি করায় তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, "অন্য কাহাকেও পূজা করিতে পারিবে না ; আমাকেই মাত্র পূজা করিবে।" ঋষিরা কত নিষেধ করিলেও তিনি শুনিলেন না। তখন অথর্ব্ববেদোক্ত ক্রিয়া করিয়া বেণকে মারিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন গত হইলে হঠাৎ ঋষিরা দেখিলেন ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, তথাপি মহা ধূলিরাশি চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহার কারণ কি ? ধ্যানে দেখিলেন, রাজ্যে বহু বহু দস্যুর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে ; এই ধূলিরাশি তাহাদেরই উৎপাতের ফল। ঋষিরা বেণকে তৈল হইতে উঠাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন উহা হইতে এক পাপপুরুষ উত্থিত হইল। উহা হইতে নিষাদবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর পুনরায় ঘষিতে ঘষিতে পৃথুরাজার জন্ম হইল। ঋষিরা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি প্রথমতঃ সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া পিতাকে ক্ষমা করিতে এবং তাঁহার সৎগতির জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঋষিরা "তথাস্তু" বলিলেন। পরে রাজা ও প্রজা ঋষিদের কার্য্যাকার্য্য আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি ধনু ধারণ করিয়া পৃথিবীকে বিদ্ধ করিতে গেলে, অনন্যগতি হইয়া পৃথিবী তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঋষিরা ও কৃষকেরা পৃথিবী দোহন করিলেন। পর্ব্বতশ্রেণী সমভূমি করিলেন। কৃষিতত্ত্ব তিনিই প্রথম শিক্ষা দেন।"

পরে ঠাকুর সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া দরজীপুকুর গগনবাবুর বাসার নিকট দিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলেন। পথে গাছপালা নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী দর্শন করিয়া বড় আনন্দ পাইলেন। দুইদিকে একরূপ বাঁশগাছের বেড়া, মাঝে মাঝে কৃষকদিগের বাড়ী। একটি ছোট পুকুর দর্শন হইল। বুধিয়া নামে একটি কাঙ্গাল বালক আমাদের পথপ্রদর্শক। গতকল্য কোকিলের ধ্বনি শুনিয়া বলিলেন, "এই স্থানে চিরবসন্ত বিরাজিত বলিয়া খ্যাতি আছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগল ব্রাহ্মণের শিবস্তোত্র পাঠ

১১ই মাঘ, ১৩০৫ সাল। আজ পুনরায় সমুদ্র-স্নানে গেলেন। বিধুবাবু ও সরলনাথ ঠাকুরকে ধরিল। আমি ও ললিত জল ঢালিয়া স্নান করাইতে লাগিলাম। শ্রীধর জটা ধরিলেন। বিধুবাবু ও সরলনাথকেও জল ঢালিয়া স্নান করাইলাম। আজ যাওয়ার সময় পথে একটি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্ অথচ পাগল, শিবস্তোত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ঠাকুর এক আনা দিলেন। লোকটি কোন দেবতা-সিদ্ধি করিতে যেয়ে নাকি পাগল হইয়া গিয়াছেন।

১২ই মাঘ। আজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু ও বরিশালের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, রাজকুমার সমাদ্দার ও তাঁহার স্ত্রী ক্ষীরোদাসুন্দরী সাধন পাইলেন। সাধনে অনেক কথা বলিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া সাধন হইল। ঠাকুর প্রমথবাবুকে খুব সৎলোক বলিয়া প্রশংসা করিলেন। ইনি এখানকার পোষ্টাপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পরীক্ষা দিয়া এ কাজ পাইয়াছেন।

কিশোরীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সাধনা প্রাপ্তি ঃ পঞ্চযজ্ঞ

১৩ই মাঘ। আজ মুন্সেফ্ কিশোরীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, ভাগিনেয় ও শান্তিদিদির ছেলে জগদানন্দ (পুণ্টি) সাধন পাইলেন। সাধনের জন্য মুন্সেফ্ বাবুরও বড় একটা ব্যগ্রতা হইয়াছিল। সমুদ্রে স্নান করিতে ভয়, পাছে হাঙ্গরে কাটে, তাহলে আর সাধন পাওয়া হইবে না। ছেলেপিলে মূর্খ হইয়া থাকুক, তথাপি তাহারা সাধন পাউক। উহাদের ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে। উহাদিগকে কুঙ্কুম ও চন্দন ঘষিয়া দিলাম। ছেলেদিগকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। সাধন হইলে চা খাইলেন। তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রী জগন্নাথ দর্শন না করিয়া চা খাইবেন না। সকল ছেলেপিলেকে প্রসাদী খাজা দেওয়া হইল। এখানে প্রমথবাবু ও মুন্সেফ্ বাবু এবং কয়েকটি ছেলে প্রসাদ পাইলেন। আজ দশজনের সাধন হইল। সাধনের সময় পঞ্চযজ্ঞের কথা এ দু'দিনই উপদেশ করিলেন। এখন আর কেহ উহা করে না। উহা করিলেই সমস্ত অনুষ্ঠান করা হয়। দেবযজ্ঞ—পূজা, অর্চ্চনা, যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি। পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি। ঋষিযজ্ঞ—শাস্ত্র-পাঠাদি। নৃযজ্ঞ—অতিথিসৎকারাদি। ভূতযজ্ঞ বা প্রাণীযজ্ঞ—কীট, পতঙ্গ ও পশুপক্ষী প্রভৃতিকে আহার ও পানীয় দান। পূর্ব্বে এ সকল, গৃহস্থের প্রতিদিনের করণীয় ছিল। ঠাকুর অসুস্থতা সত্ত্বেও সাধন দিলেন। মুন্সেফ্ বাবুর সাধনের জন্য আগ্রহ বড়ই চমৎকার দেখিলাম।

ঠাকুরের পুরীধাম আসার পর কিশোরীবাবু প্রত্যহই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ঠাকুরের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ইহাতে এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। তাঁহার স্ত্রী কুলগুরু ত্যাগ করিয়া অন্যত্র দীক্ষা গ্রহণ করিলে বংশলোপ হইবে, এই আশঙ্কায় উহাতে বাধা জন্মাইলেন। তিনি দেশ হইতে কুলগুরুকে আনাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র নিতে অনুরোধ করিলেন। কিশোরীবাবু এই সঙ্কটে পড়িয়া ঠাকুরকে সমস্ত জানান এবং কহিলেন, "আপনার আশ্রয় লওয়াই আমার সঙ্কল্প। ইহাতে যদি আমার বংশনাশ হয় হউক, আমার সঙ্কল্প আমি ত্যাগ করিব না।" ঠাকুর বলিলেন "যে গুরুর দ্বারা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়, তিনি কুলগুরু। বাঙ্গালা দেশে 'কুলগুরু', 'কুলগুরু' বলিয়া কথা। কেহ কৌলিক গুরু ত্যাগ করিতে চাহে না।" পরে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি অনুমতি দিতেছি আপনারা কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নেন, তারপর ইচ্ছা হয় আমার নিকট নিবেন।" ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেই দীক্ষার দিন, সময়, সমস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। কুলগুরুর নিকট তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর দীক্ষা হইল। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুরের নিকট দীক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া, তিনি দাদাগোঁসাইকে তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে বলিলেন। ঠাকুর মাঘ মাসে সাধন হইবে বলিয়া অনুমতি দিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার স্ত্রীও একদিন কহিলেন "আমিও তোমার সঙ্গে সাধন লইব।" কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন যে মাঝে মাঝে তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন এবং তাঁহার নিকট মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার পর কিশোরীবাবু একদিন ঠাকুরের নিকট স্ত্রীর সাধন প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর কহিলেন, "আপনি লওয়ান নাই তো?" তদুত্তরে কিশোরীবাবু বলিলেন, "লওয়াই নাই তো নিশ্চয়ই, বরং গুরুত্যাগের বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়াছিলাম।" তখন ঠাকুর সাধনের অনুমতি দিয়া আজ্ঞা করিলেন, "আপনি যাহাকে আনিবেন, তাহারই সাধন হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধন প্রসঙ্গ

দীক্ষার তাৎপর্য্য ঃ এই সাধনের অধিকারী

আমলাগাছির জমিদারেরা গোস্বামী মহাশয়ের পৈতৃক শিষ্য ছিলেন। এক সময়ে ঐ বাড়ীর একজন কর্ত্রী শ্রীমতী জয়তারা চৌধুরাণী ঠাকুরকে ও মাঠাকুরাণীকে একত্রে বসাইয়া যুগলপূজা করেন। পূজা শেষ হইলে শ্রীমতী জয়তারা করযোড়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"প্রভো, আমি ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাকে দয়া করিয়া উদ্ধার করুন।" উপরি-উক্ত কথায় ঠাকুরের চিত্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'আমি কি কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারি?' আমি নিজেই ভবসন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছি। হায়! আমি আর কপটতা পোষণ করিতে পারিব না। যদি যথার্থ অন্যের ক্লেশ দূর করার ক্ষমতা জন্মে তবে গুরু হইব। গুরুকে দীক্ষাকালে শিষ্যের নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিতে হয়। কুলগুরু তাঁহারাই, যাঁহারা এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিতে সক্ষম। মূলাধার চক্রে এই শক্তি নিদ্রিতাবতায় বর্ত্তমান আছেন। এই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, এই ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক সহস্রারে পৌছে। দীক্ষাকালে গুরু এই শক্তি জাগ্রত করিয়া দেওয়ায় সাধক নানারূপ অবস্থা সম্ভোগ করেন।

ঠাকুরের নিকট সাধন নেওয়া বড় কঠিন ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেদের সাধন লইতে হইলে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের অনুমতি লইতে হইত। বহু বহু বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাতরে যাজ্ঞা করিয়াও এই সাধনা পান নাই। বানরীপাড়ার কেহ সাধনপ্রার্থী হইয়া চিঠি লেখায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে "তাহার আমার এখানে আসার কোন দরকার নাই।" ইহাতে কুঞ্জ ঠাকুরের নিকট তাহার সদ্‌গুণ বলিতে আরম্ভ করিলে, ঠাকুর হাসিয়া বলিয়াছিলেন "যাহারা সাধন পাইবে তাহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। তার থেকে একটুও বেশী নয়। তাঁহারা যদি না আসেন তবে তাঁহাদের বাড়ী গিয়া সাধনা দিতে হইবে। যদি আমাকে ঠেঙ্গা মারিতে থাকে তবুও মার খাইয়াও তাহাদিগকে সাধন দিয়া আসিব।" ঠাকুর এক সময় বলিয়াছিলেন "এই শক্তি সেই, যাহা মহাপ্রভু সাড়ে তিনজনকে দিয়াছিলেন।"

সদ্‌গুরুশক্তির মর্য্যাদা দান

মোহিনীবাবু বলিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রী কলিকাতা হ'তে দীক্ষা নিয়ে বাড়ী যান। ইহার কিছুদিন পরে আমি গেলে তিনি একদিন বলিলেন, "আমি আহারের পর একদিন ঘরের বারান্দায় কাপড় পাতিয়া শুইয়াছিলাম। ভিতরে নাম চলিতেছিল। দেখিতে পাইলাম হাঁসে-চড়া একজন চতুর্ম্মুখ পুরুষ আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি কিছু বুঝিলাম না। কলিকাতা গিয়া ঠাকুরের নিকট ইহা বলিলাম। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা আসিয়াছিলেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্রহ্মা কেন আসিয়াছিলেন ?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "এই শক্তির মর্য্যাদা দিবার জন্য। যিনি যে লোকেই থাকুন না কেন, সকলকেই নিজ নিজ লোক ত্যাগ করিয়া এই জিনিষের (সদ্‌গুরুশক্তির) মর্য্যাদা দিতে আসিতে হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি সাধন লইলে পর নাম করিতে বসিলেই দেখিতে পাইতেন 'গণেশ' সম্মুখে আসিয়া মুখের নিকট শুঁড় নাড়িয়া কৌতুক করিতেছেন। সাধন পাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার শরীরটা দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ও শরীর পৃথক্। তিনি বলিয়াছিলেন, "গুরুজী কৃপা করিয়া শরীর ও আমি যে পৃথক্ তাহা দেখাইলেন।" এইরূপ আরও অসংখ্য ঘটনা আছে।

নামই শক্তি : বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ

ঠাকুর যে 'নাম' দিতেন তাহার শক্তি অসীম। 'নাম' কতকগুলি শব্দ বা অক্ষর নহে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে :

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নাত্মানামনামিনোঃ॥"

নাম 'চিৎ স্বরূপ', 'চৈতন্যরসবিগ্রহ'; 'নাম' 'নামী' অভেদ। তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, সদ্‌গুরু প্রদত্ত এই শক্তি আপনা আপনি বিকাশ পাইবে ও অনন্তকাল চলিবে।

গুরুদেব 'আশাবতীর উপাখ্যানে' লিখিয়াছেন, ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে। স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি। আমি যে নাম করি তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শমাত্র যদি প্রেমভক্তি পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটি অক্ষর। এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর :—

এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, "হে বিপ্র, তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হে পরাশর-পুত্র, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও যে আমি যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারি।" ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিল্বপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন "হে দ্বিজ, এ বিল্বপত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার সৌরবিহারে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ সেই পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কখন ইন্দ্রলোক, কখন চন্দ্রলোক, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন 'পত্রটি' শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন 'পত্রটি শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ লইয়া যাইবে, অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহা একটা নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটি খুলিয়া দেখেন, তাহাতে লেখা আছে 'ওঁ রামঃ'। আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নয়, হিজিবিজি। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন "ও হরি! এই সঙ্কেত! 'ওঁ রামঃ!!!' লেখারও শ্রী দেখ! দূর হউক শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি? আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর মুক্তার মত।" ইহা বলিয়া একটা বিল্বপত্রে দিব্য অক্ষরে 'ওঁ রামঃ' লিখিলেন। শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বহস্তে লিখিত পত্রটি হস্তে লইয়া মনে করিলেন, 'মন চল একবার কাশী যাই।' ওঃ একি! উঠি না কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন সমস্ত বিফল হইল। কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। ব্যাস কহিলেন, "হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরুসেবা পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুশক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে, সেই শক্তি আমার দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারিত করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সে শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছা ভ্রমণ করিয়াছ। 'ওঁ রামঃ' এই কয়েকটি অক্ষরের কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই।" ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন। কিন্তু ব্যাস অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে, সময় হয় নাই বলিয়া, আর শক্তি সঞ্চার করিলেন না।

এই সাধনের বিশেষত্ব

কানপুরের উকীল গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ধামরাইএর খাঁ সাহেবদের ও আমাদের সাধনে পার্থক্য কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "তাঁহাদের সাধন পুরুষার্থ ও গুরুকৃপা-সাপেক্ষ ; আর আমাদের সাধন সম্পূর্ণ গুরুকৃপাসাপেক্ষ।"

ঠাকুর শুধু 'শ্বাসে শ্বাসে নাম' জপ করিতে বলিতেন। বিশেষ কোনও দেবতার উপাসনা, কি ভগবানের কোনও বিশেষরূপ ধ্যান, কি গুরুকে দেবতা জ্ঞান, কি অন্য কোনরূপ বিশ্বাস কাহাকেও করিতে বলেন না। তিনি বলিতেন, "যাহা সত্য তাহা সময়ে হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে একটা কল্পনা করা থাকিলে যথার্থ সত্য প্রকাশের ব্যাঘাত হয়।" কোনরূপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। সাধন সময়ে 'নামের' তাৎপর্য্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। এই শক্তি লাভ করিয়া নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণও অন্যপ্রকার হইয়া গেলেন এবং ক্রমে ঋষি প্রণীত শাস্ত্র ও সদাচারের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান্ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন হইলেন। "যাহা সরলভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর তাহাই করিয়া যাও" সকলকে এইরূপ উপদেশ দিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের অসাম্প্রদায়িক ভাব

ঠাকুর একবার গয়াধামে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, আজকাল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-প্রচারের বড় প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি আশাবতী গ্রন্থে লিখিয়াছেন "এক গয়ায় চল্লিশটি বৈষ্ণব আশ্রম। উদাসীন সন্ন্যাসীর প্রায় ছত্রিশটি, কবীরপন্থীর পাঁচটি। এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হইলে কি পবিত্রতা রক্ষা করা যায়।" এই সকল দলের ভিতর কিরূপ হিংসা, বিদ্বেষ, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। কালীর মন্দিরে বৈষ্ণবেরা প্রাণান্তেও যাইবে না। হরিহরমন্ত্রে মহাদেবের পূজা হইলেও তাঁহার প্রসাদ রামাইত বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করিবেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা পরস্পর ঘৃণা করিয়া থাকেন। ঠাকুর কলিকাতায় সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসাতে একখানা কাগজে নিম্নলিখিত অনুশাসন বাক্য লিখাইয়া তাঁহার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন—

"এখানে যাঁহারা আছেন বা আসিবেন, তাঁহারা কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা করিতে পারিবেন না।"

ঠাকুর সাধন দেওয়ার সময় সকলকে এই উপদেশ দিতেন,—ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রাখিবে না। তিনি কখনও কাহাকে স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে নিষেধ করিতেন না। তবে ঐ সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাকালীন যাহা বলিয়া দিতেন, তাহার অনুষ্ঠান করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন "শাস্ত্রে আছে প্রাণী বহুজন্ম ঘুরিয়া পরে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যজন্ম পাওয়ার পরেও বহুজন্ম ভূত, প্রেত, পিশাচ ও উপদেবতা সকল পূজা করিয়া তৎপরে গুরুর নিকট দীক্ষার অধিকারী হন। গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রথম তিন জন্ম সূর্য্যোপাসনা, পর তিন জন্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণেশ, পর শত জন্ম শক্তি, পরে তিন জন্ম শিব, তৎপরে তিন জন্ম বিষ্ণু উপাসনা করিয়া সত্ত্বগুণ বৰ্দ্ধিত হইলে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করেন। সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগ এবং সর্ব্বশেষে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এ সকল বিষয় বিবৃত আছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন ঃ

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

অতএব যাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই পঞ্চ উপাসনা করিয়া ইহা লাভ করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে কোন সম্প্রদায়ের বিরোধ নাই। সকল দেবতাকেই তাঁহারা নমস্কার করেন। সকল দেবতাকেই তাঁহারা উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। এক ভগবানকেই এই পঞ্চ সম্প্রদায় পঞ্চভাবে উপাসনা করিতেছেন।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সন্ন্যাসী ও ফকির প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। গুরুদেবের কৃপায় তাঁহাদের যে সমস্ত অলৌকিক অবস্থা ও তৎসহ অসাধারণ দিব্যদর্শন শ্রবণাদি শক্তি লাভ হইয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঢাকার আলিজান ফকির ও খৃষ্টান কেম্বেল সাহেব তাঁহার শিষ্য ছিলেন। কেম্বেল সাহেব 'ঢাকেশ্বরী দেবীর' দর্শনে যাইয়া তাঁহাতে যীশুখৃষ্টের দর্শন পাইয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করেন। এই ঘটনা কেম্বেল সাহেব গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ঠাকুরকে বলেন।

প্রায় প্রতিদিন হরিসংকীর্ত্তনের পর তাঁহার নিকট শ্যামাসঙ্গীতাদি হইত। তিনি তাহা শুনিয়া ভাবে অধীর হইয়া পড়িতেন। তিনি বলিতেন, "যিনি রাধারাণী তিনিই আদ্যাশক্তি।"

ভোরবেলা গুরুভ্রাতা ৺অচিন্ত্য চক্রবর্ত্তী, 'শ্রীশ্রীরামচন্দ্র' সম্বন্ধে, কখন 'শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে গান করিতেন। ঠাকুর মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খরিদ করিয়া আনাইয়া উহা পাঠ ও যত্নের সহিত তাঁহার গ্রন্থ সকলের মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার একখানা বাঙ্গালা 'কোরাণ' আমার নিকট অনেক দিন ছিল। এখন উহা তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে রহিয়াছে। তিনি কলিকাতায় মুসলমানদের পর্ব্ববিশেষ উপলক্ষে, 'কারবালা' পুকুরে যাইয়া পয়সা দিয়া জল দেওয়াইতেন। ঢাকার কুটীরে এবং কলিকাতায়ও সময়ে সময়ে তিনি 'বাইবেল' পাঠ করিতেন। 'তুলসীদাসের রামায়ণ', 'কবীরজীর গ্রন্থ', 'সমস্ত পুরাণ', 'উপনিষদ', 'বৈষ্ণব ও শাক্ত গ্রন্থ সকল', গুরু নানকের 'গ্রন্থ সাহেব' এবং হিন্দুশাস্ত্র সকল তিনি সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া ইচ্ছামত পাঠ করিতেন। তাঁহার নিকট 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' হইয়াছিল।

ঠাকুরের গলায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ চিহ্নস্বরূপ রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, তুলসী, স্ফটিক, প্রবাল, বিল্বমূল ও চন্দনের মালা ছিল। এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার গলায় তুলসীর সহিত রুদ্রাক্ষ ও পদ্মবীজ দেখিয়া বৈষ্ণব বাবাজীরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি, বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ—হরিভক্তিবিলাস * হইতে দেখাইয়া দেন যে, বৈষ্ণবের পক্ষে তুলসী, নলিনী ও অক্ষমালা ধারণের ব্যবস্থা আছে।

* শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত নারদীয়ে—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসী নলিনাক্ষ মালাঃ।
যে বাললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলোপরি চিহ্নিত শঙ্খচক্রা॥
স্তে বৈষ্ণবাঃ ভুবনমাশু পরিত্রায়ন্তে॥

এই স্থানের ব্যাখ্যায় ঠাকুর বলিয়াছেন, 'নলিনাক্ষ' অর্থ পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষ।

ঠাকুর মৌনাবস্থায় স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, "বৈষ্ণবের রুদ্রাক্ষ মালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কম্বল অতি বিশুদ্ধ। হরিভক্তিবিলাসে, তুলসী, পদ্ম, রুদ্রাক্ষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এককণ্ঠি মালা পরিতে নাই। দুইকণ্ঠি অথবা তিনকণ্ঠি পরিতে হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বলিতেন, "আধুনিক বৈষ্ণবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলনে মহাপ্রভুর ধর্ম্মযাজন করা যায় না। শাস্ত্রে যাহা আছে তাহার সঙ্গে কোনটার গরমিল নাই।" তিনি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিতে নিজেকে, "শাস্ত্র ও সদাচার রক্ষাকারী সর্ব্ব সজ্জনগণের দাসানুদাস" লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

ঠাকুর সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের নিকট যাইতেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধুরাও তাঁহার নিকট আসিতেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব উপদেশ সংগ্রহে লিখিয়াছেন "হরি, রাম, দুর্গা, কালী, খোদা, আল্লা, যা বলুক, আমার প্রভুকে যদি কেহ ডাকে অমনি আমার প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁহাকে যা ব'ল, জল বল, সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, এই ব্রহ্মাণ্ডকে আমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁকে চাই! প্রাণ কাঁদে তাঁর জন্য।"

'হরি' একটি শব্দমাত্র নহে। যে নামে যাহার পাপহরণ হয়, তাহার পক্ষে তাহাই হরিনাম। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী হরিনাম। হরি, দুর্গা, বিষ্ণু, রাম, কালী, শিব, গায়ত্রী সমস্তই হরিনাম।

সাধনের সময় উপদেশ : বিধি ও নিষেধ

হ্যারিসন রোডের বাসায় ঠাকুর সাধন দেওয়ার সময়ে দীক্ষার্থীকে সাধারণতঃ যে যে উপদেশ দিতেন তাহার সংক্ষিপ্তাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। দীক্ষাস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে থাকিয়া উপদেশ শ্রবণ করিয়া তখনই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

ঠাকুরের উপদেশ :

"গুরুদেব কৃপা করিয়া তোমাদিগকে এই সাধন দিচ্ছেন। এই সময় যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। সত্য কথা বলিতে হইবে।

উহা বলা সহজ নয়, যাহারা দলাদলির ভিতর থাকে, তাহারা উহা বলিতে পারে না। প্রতিবন্ধক আসে।

২। পরনিন্দা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মুনি ঋষিদের মতে অন্য পাপের সহজে মুক্তি কিন্তু পরনিন্দুকের নয়। দোষের কথা বলিলেই নিন্দা হয় না, শিক্ষক ছাত্রকে, পিতা পুত্রকে, দোষের কথা বলেন। অন্তকে ছোট করিতে চেষ্টা, অপমানিত করিতে চেষ্টা—নিন্দা, পরনিন্দা মহাপাপ, নরহত্যা অপেক্ষাও অধিক পাপ। হত্যা করিলে একবারেই মৃত্যু, নিন্দা করিলে অন্তের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে উহাদিগকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যেথানে উহা হয় সেখানে থাকিতে নাই। পরনিন্দুকের মত কুসঙ্গ আর নাই। পরনিন্দুকের হৃদয় এত অন্ধকার যে ভগবান তাহাতে বাস করিতে পারেন না।

৩। সর্ব্বজীবে দয়া করিতে হইবে।

অন্তের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ,—দয়া। উহা সকলকে সেবা করিতে করিতে উৎপন্ন হয়।

(i) বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে জল দেওয়া—তাহাদের সেবা। কখনও পা ধোওয়া জল দিতে নাই। যেমন 'তুলসী বৃক্ষে', 'নারায়ণকে', 'শিবকে' পবিত্র জল দিতে হয় তদ্রূপ।

(ii) পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গকে কিছু কিছু খাবার দিতে হয়।

(iii) ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দিবে।

(iv) অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে।

অতিথি তাঁহাকে বলি, যিনি অন্য কোন তিথিতে আসেন নাই। যাঁহার জন্য স্থান নাই, আশ্রয় নাই। তাঁহাকে ভক্তি করিয়া সেবা করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাই। এইরূপ করিতে করিতে সর্ব্বজীবে দয়া হয়। উহা হইলে প্রাণে অশান্তি থাকে না।

৪। পিতা, মাতা, গুরুজনকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সেবা করতে হবে। পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা। পিতৃ-মাতৃসেবা দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। মহাভারতে আছে—এক ব্যাধ এইরূপে ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। মুনি ঋষিরাও তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষার্থ আসিতেন। তাঁহাদের চরণে ফুল চন্দন দ্বারা পূজা ও চরণামৃত পান করিতে হয়। দেহটি পিতামাতার। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। পিতামাতার মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি করিতে হয়। অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি করিতে হইবে।

৫। সাধুদিগকে ভক্তি করিতে হইবে।

বেশ সাধু নয়। সাধুর লক্ষণ যথা—

(ক) সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়।

(খ) কখনও যাচ্ঞা করেন না। যেমন কুকুর দ্বারে পড়িয়া থাকে। পীড়িত হইলেও দ্বার ছাড়ে না। তাঁহারা তদ্রূপ ভগবানের দ্বারে পড়িয়া থাকেন।

(গ) পরনিন্দা করেন না। কোন ব্যক্তির এমন কি কীট পতঙ্গের পর্য্যন্ত নিন্দা করেন না।

(ঘ) আত্মপ্রশংসা করেন না। তিনি আপনাকে দাসানুদাস দেখেন, কারণ সকলের মধ্যেই নারায়ণ। সাধুর পক্ষে অন্যের নিন্দা অমৃত, অন্যের প্রশংসা বিষ। নিন্দা দ্বারা উপকার হয়—আত্মদৃষ্টি। প্রশংসা দ্বারা অভিমান হইলে সর্ব্বনাশ। নিন্দুকের বাক্য অমৃত।

(ঙ) সাধুরা মনগড়া কথা বলেন না। যাহা শাস্ত্রানুযায়ী—মুনি ঋষিদের বাক্য—কেবল তাহাই বলেন এবং তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চ) কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মান না।

"তোমার মত ভাল নয়, আমার মত ভাল। এরূপ আচরণ করা এরূপ বলা বুদ্ধিভেদ।

(ছ) বৃথা সময় নষ্ট করেন না।

ভগবদ্ধ্যানে, শাস্ত্রপাঠে কালহরণ করেন।

৬। যাঁহারা গৃহী তাঁহারা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। স্ত্রী ভগবৎ শক্তি, স্বামী নারায়ণ ; স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণ জ্ঞানে ভক্তি করিবেন। স্বামীও স্ত্রীকে ভগবানের শক্তি মনে করিবেন। যেমন সাবিত্রী, লক্ষ্মী, ভগবতী তদ্রূপ। যে পরিবারে স্ত্রীপুরুষে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেখানে কোনও অকল্যাণ হয় না। এইরূপ হইলে পরিবারে ভগবল্লীলা দর্শন হইবে। এ সকল বিধি।

নিষেধ

৭। (ক) অন্যের উচ্ছিষ্ট খাইবে না।

(খ) নেশা করিবে না।

(গ) মাংস খাবে না।

মাংস খাইলে শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আমোদ করার জন্য নেশা করা নিষেধ। ঔষধার্থে চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঐ সকল গ্রহণ করা যায়—তাহা ঔষধ। তামাক নেশার মধ্যে নহে। গুরুজনের এঁটো 'প্রসাদ'। পঞ্চম বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেদের এঁটো উচ্ছিষ্ট নহে।

৮। প্রাণায়াম আর একটা বিধি।

প্রাণায়াম 'সাধন' নহে। সাধনের বিশেষ অঙ্গ। উহাতে শরীরের জড়তা নষ্ট করে। শ্লেষ্মা কমাইয়া দেয়। সাধনের সাহায্য করে, যাঁহারা এই সাধন করেন না, তাঁহাদের জ্ঞাতসারে উহা করা হইবে না। পতিপত্নী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্র প্রাণায়াম করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোক অন্য পুরুষের সঙ্গে এক ঘরেও প্রাণায়াম করিবে না। এক আসনে ত নয়ই। স্ত্রী পুরুষ * বিশেষ সতর্কভাবে চলিবে। স্ত্রীলোক সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে। শরীর ও মন পবিত্র রাখিবে।

৯। শাস্ত্রে যাহা নাই তাহা যদি কোন মহাপুরুষেও বলেন, তাহা অগ্রাহ্য—তাহা কখনই করা হইবে না। কারণ কখন কখন মহাপুরুষেরাও পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু লাভ করা যায় তাহা 'নাম' দ্বারা। নামই সাধন। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তাহার কোনটার সহিত কোনটার বিরোধ নাই। শ্বাস পড়্ছে ও উঠ্ছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা মনে মনে নাম জপ করিবে। পরে 'নাম' দান ও নামের ব্যাখ্যা।

দীক্ষার সময়ে নানারূপ অদ্ভুত দর্শন

ঠাকুরের দীক্ষাদান সময়ে কখন কখন মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, কখনও শিব, শ্যামা, গণেশ, মহাবীর প্রভৃতি দেবদেবীগণ প্রকাশিত হইতেন। সাধনকালে কেহ কেহ ইঁহাদের দর্শন পাইতেন। কখন কখন ফকির সাহেবেরা আসিতেন। ঠাকুর 'হজরৎ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেন।

সাধন সময়ে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত। ঠাকুর যখন মধুরস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শক্তি সঞ্চার করিতেন, তখন প্রায়ই এক অপূর্ব্ব

---

* ভাগবতে আছে—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনে বসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

অর্থ—মাতা, ভগিনী কিম্বা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে বসিবে না। বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ এমন কি বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তড়িৎপ্রবাহ গৃহস্থিত জনমাত্রকে চঞ্চল করিত। কুলবধূ স্বামীর নিকট, সর্ব্বসমক্ষে আনন্দবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়াছেন। কেহ সাধন পাওয়ামাত্র পূর্ব্বপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কাহারও শক্তিসঞ্চারে সংজ্ঞালোপ হইত। কেহবা বায়ুহিল্লোলে বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতে থাকিত। কেহবা প্রাণায়াম ও কুম্ভকের জোরে উপবিষ্ট অবস্থায়ই শূন্যে উঠিয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা দেবদেবীর দর্শন পাইয়া আশ্চর্য্য হইতেন। দীক্ষাকালে এক হুলস্থূল ব্যাপার হইত।

হুগলী জেলার অন্তর্গত রনবাগপুরের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় কলিকাতায় হরিনারায়ণ রায় মহাশয়দের মেছোবাজারস্থ ভবনে দীক্ষা পান। তিনি বলিয়াছেন, "আমি রাত্রি ১টার সময় দীক্ষা পাইয়া পরদিন প্রত্যুষে যেমন নীচে নামিয়াছি, অমনি হঠাৎ সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব তড়িৎপ্রবাহ সর্‌সর্ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত শরীরের প্রতি পরমাণুতে গুরুদত্ত 'নাম' মিষ্ট হইতে মিষ্টতর হইয়া চলিতে লাগিল। আমি এক আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলাম। যেদিকে তাকাই সমস্তই আনন্দক্ষরণ করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, পাতা, সমস্ত পৃথিবী স্বুবর্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমি মধুময় হইয়া গেলাম। শরীরে আর আনন্দবেগ ধারণ করিতে পারি না। পাখীগুলি ডাকিতেছে, যেন মধুবর্ষণ হইতেছে। সমস্তই মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। এই অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন প্রায় একমাস ভোগ করিয়াছিলাম। মোহিনীবাবু একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম ছিলেন।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজাবাদের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন্ শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্যামবাজারের বাসায় দীক্ষা পান। দীক্ষার পর আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "ঠাকুর যখন সুস্বরে 'হরিনাম' ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জয় গুরু', 'জয় মহাদেব' বলিতেছিলেন, আমার বোধ হইল স্বয়ং মহাদেব আমাকে হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন।"

আমাদের মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী দীক্ষাকালে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দর্শন পাইয়া অজ্ঞান হইয়া যান। গেণ্ডারিয়ায় ৺মনোহরাদিদি দীক্ষাকালে মৃত পিতা প্রভৃতির দর্শন পাইয়া চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। ঠাকুর তাঁহার কাণে 'নাম' দিতে দিতে প্রায় ১৫ মিনিট পরে তাঁহার চৈতন্য হয়। তিনি তখন ঠাকুরকে কাঁদিয়া বলিলেন, "আমাকে আবার এদেহে আনিলেন কেন? আমি পরম সুখে ছিলাম।" তিনি খুব কাতরভাবে এ আনন্দময় অবস্থার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পুনরায় প্রাণায়াম করিতে বলিলেন। তিনি প্রাণায়াম করিয়া পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহার কাণে 'নাম' দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল।

আমার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে দীক্ষালাভের সময় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী নির্ম্মলা তিব্বতীয় ভাষায় কথা বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সাধনের শেষে ঠাকুরের মুখে শুনিলাম একজন তিব্বতী-লামা উহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ঐ ভাষায় ঠাকুরকে করযোড়ে স্তুতি করেন ও কথাবার্ত্তা বলেন।

শ্রীমতী নির্ম্মলার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে তিব্বত-দেশবাসিনী সাধিকা ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহার কথা কিরূপে বুঝিলেন?" ঠাকুর বলিলেন, "সে সময় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতে যে আমি একটি অঙ্গুলি দ্বারা একটা নাক চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। এরূপ করিয়া শক্তি একটা বিশেষ স্থানে স্থাপন করিলে যে-কোনও ভাষা বুঝিতে পারা যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকের জীবনে সদ্‌গুরুশক্তির খেলা

ঠাকুরের নিকট সাধন লাভ করিয়া বহুলোক সদ্‌গুরুশক্তিপ্রভাবে যে অলৌকিক দেবদুর্ল্লভ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

(১) মনোরমা ঠাকুরাণী

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী মনোরমা ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যে সকল অলৌকিক অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আমি দেখিলাম তিনি এক সময়ে আসনে সমাধিস্থ হইয়া ২৮ ঘণ্টাকাল বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া এক অপূর্ব্ব নিরাময় অবস্থা ভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মনোরমাকে আমি এই প্রথম দর্শন করি। দেখিলাম তিনি একখানা ছোট আসনে যোড় হস্তে চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। যথার্থই যেন একটি দেবী। তাঁহার মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব লাবণ্য খেলিতেছে। চক্ষু হইতে মাঝে মাঝে টস্‌টস্‌ করিয়া অশ্রুজল পড়িতেছে। চারিদিকে আনন্দপ্রবাহ উছলিয়া উঠিতেছে। কখন আসনে একটু একটু ঘুরিতেছেন। এক তড়িৎপ্রবাহ শরীর হইতে নির্গত হইতেছে। স্বামী ছোট ছেলেটিকে স্তন হইতে দুগ্ধপান করাইয়া লইলেন। জ্ঞান নাই। শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলেন। খোল বাজাইয়া কীর্ত্তনাদি করিলেন। কিন্তু এ শব্দে ও সঙ্গীতে তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একটি মৌমাছি যেন মধুপানে বিভোর হইয়া মধুতে ডুবিয়াছে। তিনি সমাধিভঙ্গে উঠিলে সকলের প্ররোচনায় স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে খোল বাজাইয়া কীর্ত্তনাদি করিলাম, তুমি কি তাহা জানিতে পারিয়াছিলে?" তিনি বলিলেন, "কাণে একটু একটু প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিল বটে কিন্তু সেই আনন্দের নিকট এ সকল স্থান পায় না।"

মনোরমা ঠাকুরাণীর চেহারা শ্যামবর্ণ ছিল। কখন কখন ভাবে তাঁহার মুখশ্রী পদ্মফুলের মত ফুটিয়া উঠিত। একদিন দেখিলাম প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার মুখ আশ্চর্য্যরূপে অরুণবর্ণ হইয়াছে। তিনি ভাবে বিভোর হইয়াও স্থির আছেন। মুখ ভাবে ডগ্‌মগ্‌, আয়তনে যেন বড় হইয়াছে। তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসে 'নাম' অবিশ্রান্ত চলিত। তিনি স্বামীর নিকট বলিয়াছিলেন, "নাম ভোলে কি করিয়া। নাম চেষ্টা করিয়াও ভোলা যায় না।"

ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে যেরূপ সুগন্ধ ছিল, তাঁহার অঙ্গে একবার সেইরূপ সুগন্ধ পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এ গন্ধ অনেকটা মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। তাঁহার প্রসাদ একবার যাচ্ঞা করিয়া খাইতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। উহা খাওয়ামাত্র ভিতরে এক আশ্চর্য্য শক্তিসঞ্চার হইল। মনোরঞ্জনবাবু বলেন, তিনি এ দ্রব্য নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়াছেন। নিজের প্রসাদ নহে। তিনি খুব মিতভাষিণী ছিলেন। ধর্ম্মের কথা আদৌ তাঁহার মুখে শুনা যাইত না। এমন সত্যপরায়ণা, পতিব্রতা, দয়াশীলা, মৃদু ও শান্তস্বভাবা স্ত্রীলোক দুর্ল্লভ। যে তাঁহার সংস্রবে একবার আসিয়াছে সে-ই ধন্য হইয়াছে। তিনি ব্যবহারে সকলকেই আপন করিয়া লইতেন। তিনি স্বামী, পাঁচ ছয়টি ছেলে ও আত্মীয়স্বজন লইয়া একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থায় নানাস্থানে কেবলমাত্র ভগবানের দিকে তাকাইয়া শ্রীগুরুর উপদেশে, 'আকাশবৃত্তি' অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। এরূপ ভগবদ্‌ বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গৃহস্থাশ্রমে অতি বিরল।

শ্রীমতী মনোরমার মুখে প্রায়ই নিম্নলিখিত গান দু'টি শুনা যাইত। তিনি ভক্তিপরিপ্লুতা হইয়া মাঝে মাঝে গাইতেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়ায় হৃদয়স্বামী।
বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি॥
হৃদয় শ্রীবৃন্দাবনে, গোপজনগণ সনে
নিত্যপদসেবি কবে কৃতার্থ হইব আমি॥"

প্রায়ই ভোরে উঠিয়া সন্তানাদি সহ তাঁহার স্বামীর রচিত নিম্নলিখিত গানটিও গাইতেন:

"এই কর নাথ, এই কর নাথ।
প্রভাতে তোমারে করি প্রণিপাত॥
দিবসের কাজে প্রহরীর সাজে।
এ হৃদয় মাঝে থেকো সাথ সাথ॥
সম্মুখে সংসার-ভব-পারাবার।
কতই তরঙ্গ ছুটে অনিবার।
পাপ প্রলোভনে তরিব কেমনে।
তুমি দয়াময় না ধরিলে হাত॥

যাঁহারা নিকটে থাকিতেন, তাঁহারা এই প্রেমগাথা গান শুনিয়া কৃতার্থ হইতেন। তাঁহার ঠাকুরের উপর নির্ভরতার ও স্বাভাবিক দয়ার দুইটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

তিনি যখন ভবানীপুর চাউলপট্টি রোডের বাসায় থাকিতেন, তখন একদিন কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর যদি আপনাকে এই সকল সন্তানাদি লইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় সুন্দরবনে যাইতে বলেন, আপনি পারেন কি?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ঠাকুর আদেশ করিলে পারি, কোন চিন্তাই আসে না।"

ঠাকুর যখন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় ছিলেন, তখন কুঞ্জের জ্বর হইয়া শরীর কিছু দুর্ব্বল ছিল। তিনি তাঁহার স্বামী মনোরঞ্জনবাবু দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পরে কুঞ্জ তাঁহাদের বাসায় গেলে তিনি বলিলেন, "কুঞ্জ, তোমার শরীর দুর্ব্বল। আমার ইচ্ছা তুমি কিছুদিন আমাদের এখানে আসিয়া একটু একটু দুধ খাও।" কুঞ্জ বলিল, "আমি তাহা পারিব না। আপনার ছেলেদেরই আপনি একটু দুধ দিতে পারেন না, তাতে আবার আমাকে দিতে চান।" তিনি উত্তর করিলেন, "তাতে কি? ছেলেরা অনেক সময় দুধ খায় না।"

(২) শ্রীমতী কুসুমকুমারী

আমাদের আর একটি গুরুভগিনী শ্রীমতী কুসুমকুমারীর সাধনের অবস্থা দর্শনেও অনেকে আশ্চর্য্য হইতেন। দীক্ষার পর তাঁহার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। ঠাকুর যখন কলিকাতায় সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাখালবাবুর বাসায় ছিলেন, তখন দেখিয়াছি, ঐ গুরুভগিনীটি সমাধিস্থ হইয়া ১৮।১৯ ঘণ্টা কাল নিরবচ্ছিন্ন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন। তখন ইঁহার শরীর অন্যরূপ দিব্যশোভা ধারণ করিত। এই অবস্থা দর্শনে অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ব্রহ্মচারীর ডায়েরী পড়িয়া কুসুমের জীবনের অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুমের এ সকল কি সত্য?" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, ঠিকই।" ইহার বহুপূর্ব্বে এক সময়ে ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন, "মেয়েটি বড় ভাল, এখান হইতে যাইবার সময়, বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার মত কাঁদিয়া গিয়াছে।"

ইনি নামের মধুরতা ব্যক্ত করিতে যাইয়া স্বামীকে একবার পত্রে লিখিয়াছিলেন, "একটি নামে যে আনন্দ, স্বামী-স্ত্রী-সংসর্গ-সুখ তাহার সহস্রাংশের এক অংশও নহে।" তিনি সাধন করিতে করিতে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর প্রদত্ত নাম ও ঠাকুর একই বস্তু।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সময়ে গুরুদেবের অসাধারণ কৃপায় তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল। তিন বৎসরেরও অধিক কাল তাঁহার ক্ষুধা ছিল না। যাহা আহার করিতেন, আপনা আপনি বমি হইয়া উঠিয়া যাইত—একটি ভাতও পেটে থাকা পর্য্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিতেন। জল খাইয়া তাহাও বমি করিয়া ফেলিতে হইত। এ সময়ে বাহ্যে প্রস্রাব হইত না। এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বামীর অনুরোধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দিলাম। বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া নামক স্থান হইতে দুর্ভিক্ষের দরুণ একটি ক্ষুৎপীড়িত স্ত্রীলোক কয়েকটি শিশুসন্তান সহ তাঁহাদের গ্রামে ভিক্ষা করিতে আসে। তাহার অবস্থা দর্শনে কুসুমের প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হইত এবং তিনি বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া তাঁহার নিজের মধ্যাহ্ন ভোজনের আহার্য্য অন্ন প্রভৃতি ঐ স্ত্রীলোকটিকে দিতেন। নিজে দিনে মুড়ি প্রভৃতি এবং রাত্রিতে ভাত খাইয়া কাটাইতেন। এইভাবে ছয় সাত দিন গত হইলে আহারের অল্পতায় তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ৩রা ফাল্গুন দুপ্রহরে পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গেলেন। তখন জলের উপর গুরুদেবের প্রকাশ দেখিতে পাইলেন এবং দুই হাতে শরীর হইতে ক্ষুধা আকর্ষণ পূর্ব্বক ঠাকুরের চরণে ক্ষুধাপুষ্পে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার ক্ষুধা একেবারে চলিয়া যায়। যাহা কিছু খাইতেন সমস্ত বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। মুখে অরুচি ছিল না। ইহার পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি তাঁহার পিতার নিকটে যান। সেখানে ক্ষুধাবোধ না থাকিলেও ঠাকুরের আদেশে সন্ধ্যার সময় কিছু ফলমূল খাইতেন। নিরবচ্ছিন্ন অনাহারে থাকিলে লোকে অলৌকিক বোধে ইঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া ধর্ম্মপথে বিঘ্ন জন্মাইবে, তাই ঠাকুর ইঁহাকে সাত দিন অন্তর স্বহস্তে পাক করিয়া ভোগ দিয়া আহার করিতে বলিয়াছিলেন। আমি ও সস্ত্রীক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত একবার এই ভোগের সময় উপস্থিত ছিলাম। তিনি স্বামীর সহিত ঐ প্রসাদ আহার করিয়া তখনই বমি করিয়া ফেলিলেন। জলটুকু পর্য্যন্ত বমি হইয়া গেল। আমি এই সময় কিছুদিন রাখালবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। দুই তিন মাস অন্তর সামান্য মলত্যাগ হইত। ১৩০৩ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। ১৩০৩ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০৪ সালে বৈশাখ পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই। ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ভসঞ্চার হইল। তখন হইতেই তাঁহার ক্ষুধাবোধ হইতে থাকে এবং সাধারণের মত আহারাদি করিতে থাকেন।

অন্নপূর্ণার পাক

১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একদিন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। শ্রীমতী কুসুম সন্ধ্যার সময় রান্না করিতে রান্নাঘরে গিয়াছেন। চুলায় আগুন ছিল না। হাঁড়িতে চাউল ও জল দিয়া সরা দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছেন। উনান ধরাইবার জন্য এক মুঠা খড় লইয়াছেন। 'লেম্পে' খড় ধরাইয়া উনানে দিলেন। কিন্তু কাঠ দিয়া আর উনান ধরাইতে ইচ্ছা হইল না। আগুন তখনই নিবিয়া গেল। চাউল, জল উনানের উপর তেমনি রহিল। ঐ অবস্থায় তিনি নামানন্দে সমাধিস্থ হইলেন। একটু পরে ঠাকুর প্রকাশিত হইয়া কুসুমকে বলিলেন, "আজ তোমার ভাত অন্নপূর্ণা রাঁধিলেন। তোমাকে আর আজ রান্না করিতে হইবে না।" দেড় ঘণ্টা পরে সমাধিভঙ্গে উঠিয়া ভাতের হাঁড়ির ঢাকনি তুলিয়া দেখিলেন, ফেন-শূন্য ঝরঝরা গরম ভাত হইয়া রহিয়াছে।

১৩০০ সালের মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময়ে বরিশালের উকীল গোরাচাঁদ দাস মহাশয়, ইহার সত্যতা নিরূপণের জন্য, প্রাতের পাঠের সময়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কুঞ্জদের দেশে নাকি বিনা অগ্নিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রান্না হইয়াছে ?" ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, "ইহা আর আশ্চর্য্য কি? পঞ্চভূত পড়িয়াই রহিয়াছে, যখন যাহা দ্বারা কাজ হয়।" পুনরায় পাঠের পর গেণ্ডারিয়ায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সামনে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া, ঠাকুর কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ওখানে যে বিনা অগ্নিতে রান্না হইয়াছে, সেই ঘটনাটি কি, বল ত।" তাহাতে কুঞ্জ ঐ বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ইহা অতি সত্য কথা। ইহাকে সত্য বলে। এইরূপ ঘটনা অতি বিরল। এই একটি ঘটনা দ্বারা পরবর্ত্তী কত লোক উদ্ধার হইয়া যাইবে। যুগযুগান্তর চলিয়া যাইবে কিন্তু এই ঘটনা পাহাড়ে অঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরদিন থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে এ সকল ঘটনার কেহ আদর করিতে পারিবে না। হয়ত বলিবে ইহা মিথ্যা, কেহ প্রশংসার জন্য চাতুরী করিয়া এরূপ প্রকাশ করিয়াছে। যদি তোমরা ভক্তি করিতে পায় এবং মর্য্যাদা দাও তবে আরও অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পাইবে। ভগবানের অন্নপূর্ণা শক্তিই রান্না করিয়াছেন।" শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "লোকে কি আর মর্য্যাদা দিতে পারে?" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, তা পারে না।"

(৩) শ্রীমতী সত্যদাসী

শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের ভাগিনেয়ী গুরুভগিনী শ্রীমতী সত্যদাসীর সাধন অবস্থাও অতি সুন্দর। তিনি ভাবাবেশে বিভোর হইয়া কখন কখন ফুল তুলিয়া চন্দন ঘষিয়া ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিতেন। শ্বশুর ও ভাসুর সম্মুখে থাকিলেও জ্ঞান নাই। তিনি অতি স্বামীপরায়ণা। ইহার সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন আমাকে বলিলেন, "সত্যদাসী নয়, কৃষ্ণদাসী" অর্থাৎ ইহার প্রকৃত নাম "কৃষ্ণদাসী"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যদাসী সাধন পাইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার গুরু আসিতেছেন। স্বপ্ন সত্য হইল। ৪।৫ দিন পরে ঠাকুর ঢাকা হইতে কলিকাতা যাইয়া অভয়বাবুদের বাসায় উঠেন ও তথায় তাঁহাকে দীক্ষা দেন। দীক্ষাকালে সত্যদাসী প্রাণায়াম ও কুম্ভকের তেজে শূন্যে উঠিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন।

(৪) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী

আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় ঠাকুরের একজন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিনয় দেখিয়া আমরা অবাক্ হইতাম। তিনি যেন মাটির উপর পা ফেলিতেও শঙ্কিত হইতেন। নিজেকে ধূলিকণা হইতেও লঘু মনে করিতেন। তিনি যখন পথ দিয়া যাইতেন, করযোড়ে বালক, বৃদ্ধ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীব সমূহকে প্রণাম করিয়া চলিতেন। কখনও তাঁহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ, গ্রাম্য কথা আলাপ ও লোকের সহিত অপ্রিয় ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তিনি যে সর্ব্বভূতে কি দর্শন করিয়া এরূপ নিষ্কিঞ্চন বিনয়ী হইয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। ঠাকুরের সাধনের কি অপার মহিমা, ধূলি হইতেও লঘু করিয়া দেয়। বক্সী মহাশয় ২৫৲ বেতনে ঢাকা 'ইডেন' বালিকা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। শত অভাব সত্ত্বেও ঐ টাকার ১৲ টাকা প্রতি মাসে ঠাকুর-সেবায় দিতেন। ঠাকুর আনন্দ করিয়া বলিতেন বক্সী মহাশয়ের টাকাতেই আমি ভোজন করি। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বটব্যাল গুরুভ্রাতার সহিত তাঁহার সময়ে সময়ে গোপনীয় আলাপাদি হইত। অবনীবাবু অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া সময় সময় বক্সী মহাশয়ের জীবনের দুই চারিটি কথা বাহির করিতে পারিতেন। ঠাকুরের কৃপায় অলৌকিক ভাবে তিনি যে কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইয়া সাধুদর্শন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবেণীতে স্নান করিয়াছিলেন এবং জনৈক মহাপুরুষ তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জন্মান্তরের নাম 'দুর্ব্বাসা ঋষি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবনীবাবুর নিকট প্রকাশ করেন। এবার তাঁহার দেহধারণের উদ্দেশ্য পঞ্চমপুরুষার্থ—প্রেম-ভক্তি লাভ।

গৌরীদাস ঠাকুর ও 'নিতাই-গৌর' বিগ্রহ

১৪ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সমুদ্র-স্নানে গেলেন। পথে অম্বিকা-কালনার গল্প হইল। মহাপ্রভুর মাতুল গৌরীদাস ঠাকুর, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে এতই ভালবাসিতেন যে, তাঁহাদের বিরহে কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু, 'নিতাই গৌরের' দুইটি দারুময় বিগ্রহ তৈয়ারী করাইয়া আনাইলেন। উহা তাঁহাদের এতই অনুরূপ হইয়াছিল যে, গৌরীদাস ঠাকুরকে তাঁহাদের চারিটির মধ্যে দুইটি পছন্দ করিয়া লইতে বলাতে, তিনি দারুময় বিগ্রহ দুইটিকেই লইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, এই দুই বিগ্রহ হইতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কথিত আছে যে বিগ্রহ দুইটিকে যখন আনান হইল তখন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু ও বিগ্রহ দুইটি জীবন্তভাবে খেলা করিয়াছিলেন। তাহাতে গৌরীদাস ঠাকুর ভ্রমে পতিত হন। এই বিগ্রহ দুইটি বড়ই জাগ্রত। অধুনা অম্বিকা-কালনার ঠাকুরবাড়ীতে একটি ঘটনা হইয়াছিল। একদিন রাত্রিকালে ঠাকুরবাড়ীতে কয়েকটি যাত্রী আসিল। তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর ছিল। সেখানে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার কেহই ছিল না। এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "আপনারা কি চান?" তাহারা বলিল, "আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, খাবার কোথায় পাইব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে বলিল, "আমি দিচ্ছি।" এই বলিয়া চাউল ও ডাল ভাণ্ডার হইতে খুলিয়া দিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের আর কি কিছুর প্রয়োজন আছে?" তাহারা বলিল, "আমাদের মাছ খাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।" বালকটি বলিল, "এখন রাত্রিকাল, মাছেরা চোখে দেখে না; গঙ্গায় হাত দিয়া একটি ধরিয়া আনুন। গঙ্গার ঘাটে এখন মাছ আছে।" তাহারা গঙ্গার ঘাটে যাইয়া একটা প্রকাণ্ড মৎস্য পাইয়া ধরিয়া আনিল এবং উহা রান্না করিয়া আহার করিল। পরদিন সকালে গোঁসাইরা আসিয়া যাত্রীদিগকে দর্শন করিলেন এবং ভাণ্ডারঘর খোলা কেন, ইহারা কি আহার করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "কেন, আপনাদের একটি গোঁসাইয়ের ছেলে আমাদিগকে ভাণ্ডার হইতে চাউল প্রভৃতি রাত্রে দিয়াছে।" এই সকল শুনিয়া গোঁসাইরা 'ধরণা' দিলেন। তাহাতে আদেশ হইল "হাঁ, আমিই একাজ করিয়াছি; এখন আর এখানে অতিথি-সেবা হয় না। তোরা কি জানিস্ না, পূজারী বেশ্যাবাড়ী পড়িয়া থাকে? উহাকে ছাড়াইয়া দে।" পূজারী ইহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া, 'ধরণা' দিলেন। তাহাতে আদেশ হইল, "পুনরায় এরূপ করিস্ না। গোঁসাইদের নিকট দীক্ষা লইয়া বৈষ্ণব হও।" পূজারী তাহাই করিলেন। তিনি এখন অতি যত্নসহকারে বৈষ্ণব-সেবা করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে স্তব

১৫ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। পতিতপাবনের নিকট কে মলত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে এবং উহা ছাই দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। নমস্কার করিতে যাইয়া উহা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর শিবলিঙ্গ নমস্কার করিয়া একটি বোবা যুবকের নিকট হইতে শিবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণোদক গ্রহণ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমি মহাদেবের নিকটে এক পয়সা ও ঐ যুবককে দুই পয়সা দিয়া ঠাকুরের সঙ্গ লইলাম। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন; "তুমি দামোদর, তুমি কেশব, তুমি নৃসিংহ, বামন, তুমি রুদ্র, বাসুদেব। তুমি এক বিগ্রহ চতুর্দ্ধা বিভক্ত—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।" পুনঃপুনঃ এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। "হরিবোল", "হরিবোল" বলিতে বলিতে কিছু অধৈর্য্য হইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "জগন্নাথদেবের কি অপূর্ব্ব শোভা, নিজের ছটায় নিজেই আলোকিত। তোমরা দীপ দাও কি নাই দাও, তাঁহার আলোতে তিনি উজ্জ্বল।" এই সময় দীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল, পাণ্ডারা ইহা শুনিয়া দীপ উস্কাইয়া দিল।

আজ কোরঙ্গওয়ালা সাধুটি আসিলেন। ঠাকুর তাঁহার শব্দ শুনিয়াই এক ঠোঙ্গা চাউল ও কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। ভাণ্ডারে পয়সা নাই, চাউল দেওয়া হইল। তিনি একটা ঘটী চান। ঠাকুর বলিলেন, "আমার ছোট ঘটীটা দিলে হয় না? আমার একটাতেই চলিবে।" আমি বলিলাম "বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া ভাল। আর তিনি নূতন ঘটীই চান। সরলনাথ বাকী আনিতে পারিবে।" ঠাকুর বলিলেন, "যোগজীবনকে বলিয়া সরলনাথ দ্বারা একটি ঘটী আনাইয়া দেওয়াইতে পারিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম, "এখন যেরূপ অর্থাভাব, তাহাতে দাদাগোঁসাইকে বলিতে ইচ্ছা হয় না।" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "এত ভাবনার দরকার কি? সুসময় ছাড়িয়া দিলে, আর মিলে না। দুর্য্যোধন, শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে সন্ধি করিলে আর বৃদ্ধ পিতামাতাকে দাবাগ্নিতে মরিতে হইত না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রিকালে অচিন্ত্যবাবুর ভ্রাতা ও কাশ্মীরি পণ্ডিত আসিলেন। শুনিলাম অচিন্ত্যবাবুর ভ্রাতা মন্দিরের কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুর ও ডেপুটী জগৎবাবু তাঁহাকে সুপরামর্শ দিলেন—রত্নদেবীর পেছনে একটি দীপ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ঐ স্থানে মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে। মন্দিরে কেহ মলমূত্রাদি ত্যাগ না করে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যথাসময়ে পূজা ও অর্চ্চনা ও যাত্রীদের প্রতি যাহাতে সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পাণ্ডাদের দুর্গতি

১৬ই মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ নিয়মিত শৌচাদি, পূজা, পাঠ ও চা সেবা অন্তে ঠাকুর সমুদ্রে চলিলেন। পথে জগবন্ধুবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, "মন্দিরের ভিতর চন্দন কাঠের নিকট কে মলত্যাগ করিয়া উহার নিকট একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছে। দিদিমা যজ্ঞস্থান ভ্রমে উহা নমস্কার করিয়া আসিয়াছেন। রাস্তায় একটি ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুর এদেশের ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডাদের দুর্গতির কথা বলিলেন। জগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসর এখানে থাকিবেন। তাই এখনও এ স্থান ছাড়িয়া যান নাই। ঠাকুর যখন ইহাদের অত্যাচারে উগ্রমূর্ত্তি ধরিবেন, তখন সব ছারখার করিয়া দিবেন। পাণ্ডাদের অত্যাচারে উহারা নির্ব্বংশ হইত, কিন্তু ঠাকুর "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" অবলম্বন করিয়া জীবের মুক্তির জন্য বসিয়া আছেন। পথে একজন ব্রাহ্মণ (কেহ বলিল জাতিতে সোয়ার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সূপকার) পিঁয়াজ শাক বাজার হইতে কিনিয়া আমাদের নিকট দিয়া লইয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, দেখ কিরূপ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিঁয়াজ গোমাংস তুল্য।" সমুদ্রের পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পোষ্টাফিসের নিকট প্রমথবাবু ও মুন্সেফ্‌বাবু সঙ্গ লইলেন। তাঁহারা হাঁড়ি ভরিয়া জল দিতে লাগিলেন। আমি ও সরলনাথ ঐ জল ঠাকুরের মাথায় ঢালিতে লাগিলাম। তাঁহারাও দুই এক হাঁড়ি জল ঠাকুরের মাথায় ও পিঠে দিলেন।

স্নানান্তে বাসার দিকে ফিরিলাম। একটি লোক মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বাঁধিতেছিল। তাহাকে ৬।৭ বৎসরের বালকের মত দেখাইল। চক্রের অর্দ্ধ পর্য্যন্তও তাহার মস্তক স্পর্শ করিল না। চক্রটির বেড় অনুমান ২২ হাত হইবে। ঠাকুর বাসায় অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া ডাবজল খাইলেন। পরে চন্দন দ্বারা তিলক করিয়া কিঞ্চিৎ 'পাকাল' ও মুড়ি প্রসাদ পাইলেন। আজ প্রমথবাবু মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে খাওয়াইলেন। কিশোরীবাবুও সপরিবারে এখানেই প্রসাদ পাইলেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা ঃ অক্ষয়বট

সায়ংকালে ডেপুটী শশীবাবু আসিলেন। তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। ঠাকুর মার্কণ্ডেয় ঋষির তপোবৃত্তান্ত বলিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি এক বৎসর মাত্র আয়ু আছে জানিয়া, গুরুর আদেশে যোগে মগ্ন হইলেন। ভগবানের নামপ্রভাবে বহির্জগতের সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হইল। কত যুগ যুগান্তর এইভাবে কাটিয়া গেল। অনন্তর ভগবান দর্শন দিলেন এবং "অমর হইবে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভগবান তাঁহাকে সৃষ্টি স্থিতি দর্শন করাইয়া প্রলয় উপস্থিত করিলে, তিনি দেখিলেন সমস্ত জগৎ জলমগ্ন ও অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি সমুদ্র-হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলেন। কত জলজন্তু তাঁহাকে আঘাত করিতে আসিল কিন্তু তিনি অমর বলিয়া রক্ষা পাইলেন। কতকাল এই ভাবে ভাসিলেন। অতঃপর একটি বটবৃক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রে ভাসিতেছে দর্শন হইল। সেই সময়, মার্কণ্ডেয়, "এই দিকে এস," এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, একটি বালক ঐ বটবৃক্ষের একটি পত্রের উপর শায়িত আছেন। মার্কণ্ডেয় অজ্ঞাত-শক্তিপ্রভাবে সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি শ্বাসের সহিত ঐ বালকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেখানে কত বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, জল, স্থল, শূন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কত যুগ-যুগান্তর উহাতে ঘুরিতে-ফিরিতে লাগিলেন। পরে একদিন পুনরায় শ্বাসের সহিত বাহির হইয়া এই সমস্ত জগৎ দর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি সেই বটবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া মন্দিরের ঐ স্থানে নামিলেন। এখন যে কল্প বৃক্ষটি দর্শন হইতেছে উহা সেই বৃক্ষ নাও হইতে পারে কিন্তু উহা তাহার একটি 'বয়া' তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গক্রমে গয়ায় বুদ্ধ মন্দিরের কথা উল্লেখ করিলেন। সেখানেও অক্ষয়বট আছে।

আহার্য্য বস্তু নিবেদন ঃ
মদ্য, মাংস ও বিষয়-স্পর্শে মলিনতা

১৭ই হইতে ২০শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিলেন। পরে ভোর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় সাড়ে চারিটার সময় শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ কন্দের সহিত গরম ঘৃত পান করিলেন এবং ধ্যানস্থ হইলেন। আজ ঠাকুর মন্দির পরিক্রমণ করিতে বাহির হইলেন। দক্ষিণ দরজায় প্রকাণ্ড মহাবীর দর্শন করিলেন। হরচণ্ডিসাইর একটি বালকের সহিত আমাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বালকটির ব্যবহার বড়ই মিষ্ট। এই বালকটিতে লোকনাথ কি বলরাম অবিষ্ট হইয়াছিলেন শুনিলাম। পথে দুইটি পূজারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর উহাদিগকে প্রশংসা করিলেন। ইহারা বড় নিষ্ঠাবান্। উহাদের মধ্যে একজন কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুরকে যন্ত্রে কৃষ্ণমূর্ত্তি দিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতিদিন উহা পূজা করেন। অতঃপর মন্দিরের পশ্চিম-উত্তর কোণে কোরওওয়ালা সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মা মরিয়াছে। তিনি একখানা কম্বল ও একটা টাকা চাহেন। দুঃখের কথা বলিতে বলিতে টস্‌টস্ করিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। ঠাকুরের আদেশে টাকাটি তখনই ধার করিয়া দিলাম। জগদ্বন্ধুবাবু কম্বল বাসায় দিয়া দিলেন।

রাত্রিকালে মুন্সেফ্ কিশোরীবাবু আসিলেন। কিশোরীবাবু মাছ খান। মাছ কি করিয়া নিবেদন করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'যাহা খাইবেন, সমস্তই ভগবানের নিকট ধরিবেন। যখন প্রহ্লাদ বিষ ভক্ষণ করেন, তাহাও ভগবানকে নিবেদন করিয়াছিলেন। কিংবা মৎস্য ছাড়া অন্য জিনিষ নিবেদন করিয়া মৎস্য নিবেদিত জিনিষের সঙ্গে মিশাইয়া আহার করিতে পারেন। জলটুকু খাইতে হইলেও ভগবানের নিকট ধরিয়া মনে মনে গ্রহণ করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনে গৌর শিরোমণি মহাশয়ের পৌত্রটির বড় সুন্দর ভাব দেখিয়াছি। সে প্রসাদী বস্তু ভিন্ন আহার করিবে না। এমন কি জল পর্য্যন্ত প্রসাদী না হইলে পান করিত না। বৃন্দাবনে এ বিষয়ে বড়ই সুন্দর নিয়ম।

প্রহ্লাদের দৈত্যভাব জাগ্রত করিবার জন্য দৈত্যেরা তাঁহার খাদ্যের সহিত মদ্য-মাংস মিশ্রিত করিয়া দিল। মদ্য ও মাংস স্পর্শে তাঁহার তমোভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। যে রাজ্যে যান, সকলেই ভক্ত প্রহ্লাদকে উপঢৌকন দিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। ক্রমে বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানের আসনে উপবেশন করিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন, "ঠাকুর, প্রহ্লাদ এ কি করিল? ইহাতে যে উহার অমঙ্গল হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান বলিলেন, "দেখ, দেখ, প্রহ্লাদকে তো আমি অগ্নিতে, জলে, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতনে ক্রোড়ে করিয়া রক্ষা করিয়াছি, আমার আসনে বসা আর এমন বেশী কি অপরাধ ?" নারায়ণ আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে প্রহ্লাদের তমোভাব বিনষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশ হইল। তখন প্রহ্লাদ, "এ কি করিলাম ?" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, "বৎস! ভয় নাই, দৈত্যেরা তোমাকে কৌশলে মদ্য-মাংস আহার করাইয়া তমোগুণান্বিত করিয়াছিল। তুমি সে সকল জিনিষ নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিলে এরূপ হইত না।" প্রহ্লাদ বলিলেন, "ঠাকুর, আমার নিবেদন করিতে কেন ইচ্ছা হয় নাই বলিতে পারি না।"

ধ্রুবও ভ্রাতৃহত্যাকারীদের ধ্বংসের নিমিত্ত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কত লোক বিনষ্ট হইল। পিতৃপুরুষেরা আসিয়া বলিলেন, "এ কি করিতেছ ? একের দোষে অন্যকে কেন হত্যা করিতেছ ?" ধ্রুবের তখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, "এরূপ কেন হইল ?" পিতৃগণ বলিলেন, "বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে। তুমি পুনরায় তপস্যা কর।"

নরেন্দ্রের গোস্বামী

আজ ঠাকুর নরেন্দ্রের পারে অদ্বৈত পরিবারের গোস্বামীর নিকট গেলেন। মন্দিরে যে সকল অত্যাচার হইতেছে, তাহা বলিলেন। এখান-কার লোক শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করে না। শাস্ত্র বলিবার লোকও নাই। জানিয়া-শুনিয়া অন্যায় দেখিয়া শাস্ত্র না বলিলে পাপ হয়। নরেন্দ্রের গোস্বামী বলিলেন, "মন্দিরে প্রায়ই মানুষ মরিয়া থাকে। সিদ্ধগণেশের নিকট অল্পদিন হইল এক দড়িতে তিন জন ঝুলিতেছিল। দেবতার দিকে মাথা রাখিয়া মৃত পড়িয়াছিল।" ঐ গোস্বামীর বাড়ী হইতে একটি তুলসী গাছ আনা হইল। নরেন্দ্র দেখিয়া চন্দনযাত্রার উৎসবের কথা মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ঠাকুর আনন্দ করিলেন। সম্মুখে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রণাম ও চরণামৃত লইয়া বাসায় অগ্রসর হইলেন। পূজারী একখানা কাপড় প্রার্থনা করিল। একটি বাঙ্গালীও একখানা কাপড় চাহিয়াছিল। তাহার জন্য কাপড় আনা হইল। রাত্রিতে জগৎবাবু, মুন্সেফ্ বাবু আসিলেন। নরেন্দ্রের গোঁসাইর কুটীরে বিগ্রহ আছেন। তিনি কোঠাবাড়ী করিতে চান। ঠাকুর বলিলেন, "পাকাবাড়ী কি করিতে আছে? ইহসংসারে কিছুই পাকা বন্দোবস্ত করিতে নাই।"

সমুদ্রের শোভা

ঠাকুর আজ সমুদ্রে গেলেন। সমুদ্রের শোভা বড়ই মনোরম হইয়াছিল। ঠাকুর উহার নানারূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন লক্ষ্মীদেবীর বস্ত্রে যেন অসংখ্য মণিমাণিক্য জ্বলিতেছে। শ্রীরামচন্দ্রের তনুতে যেন রাশি রাশি মাণিক্যহার ঝল্‌মল্ করিতেছে। পূর্ব্বাকাশে নবসূর্য্য উদিত হইয়াছে। তাঁহার মনোহর রশ্মি সাগরজলে পড়ায় আমাদের বামপার্শ্ব হইতে সমুদ্রের মধ্যদেশ দিয়া প্রায় দুইশত হস্ত প্রশস্ত একটি পথ যেন আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। ঐ পথে অসংখ্য হীরকখণ্ড যেন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। নীল সমুদ্রে এইরূপ কোটি কোটি হীরকের ছড়াছড়ি দেখিয়া চক্ষু যেন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

আসিবার সময় পথে মুন্সেফ্ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আফিসে যাইতেছিলেন। ঠাকুরের নিকট আসিয়া, জুতা ছাড়িয়া, মাটিতে পড়িয়া নমস্কার করিলেন। পথে কত রাজকর্ম্মচারী যাইতেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। রাস্তায় একটি দুঃখা স্ত্রীলোক কাপড় চাহিল। তাহাকে একখানা কাপড় খরিদ করিয়া দেওয়া হইল। আর একটি শ্রীহট্টবাসিনীকে একখানা কাটিয়া কাপড় খরিদ করিয়া দেওয়াইলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোজ ভোরে ফুল তুলিতে, "রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর, রুনুঝুনু বাজে" এই গানটি করেন। ফুল তুলিয়া জগন্নাথদেবকে দেওয়াই তাঁহার নিত্যব্রত। আজ খড়দহের গোস্বামী পরিবারের তিনটি স্ত্রীলোককে বাড়ীওয়ালা এ বাড়ীতে থাকিতে পাঠাইয়াছেন।

লিঙ্গপূজা

অদ্য মাদ্রাজ কংগ্রেস হইতে নানাস্থান দর্শন করিয়া বরিশালের গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত শুনাইবার জন্য তিনি আল্‌মারি হইতে একখানা গ্রন্থ চাহিলেন। আল্‌মারিতে গ্রন্থ পাওয়া গেল না। তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন "যখন নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হন, তখন প্রথম এই 'লিঙ্গরূপ' ধারণ করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ একাধারে বিরাজিত থাকেন। পরে সমস্ত সৃষ্টি আদি সম্পন্ন হয়। যোগী, ঋষি, মুনি সকলেই এই ব্রহ্মস্বরূপ লিঙ্গের উপাসনা করেন। উহাই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। উহা পরব্রহ্মেরই (নির্গুণের) সগুণ রূপমাত্র। যেমন সমুদ্রের ঢেউ হয় হঠাৎ ফেণও হয়। কেন হয় কে জানে? কোন কারণ নাই, অথচ হঠাৎ তরঙ্গ হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের যখন ইচ্ছা হইল (কেন ইচ্ছা হইল কে জানে?) তখন তিনি ঐ 'লিঙ্গমূর্ত্তি' রূপে সগুণ হইলেন। পরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাগ হইয়া পঞ্চদেবতা ও তিনগুণ হইতে তিন দেবতা জন্মিল। এই তিনগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।" তিনি বিদায় হইবার সময় ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর সস্নেহে তাঁহার পিঠে তিনটি চাপড় মারিয়া বলিলেন, "খুব কাজ করিতেছেন, বেশ করুন।" তখন অশ্বিনীবাবু ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুতর অপরাধের শাস্তিঃ জগন্নাথদেবের দর্শন না পাওয়াঃ রামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন

আজ সকালে বাহির হইয়া ঠাকুর গুঞ্জাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে ঢাকার শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চলিল। একটি দুঃখিনী স্ত্রীলোক গতকল্য একখানা কাপড় চাহিয়াছিল। আজ একখানা নূতন কাপড় তাহার জন্য লওয়া হইল। বঙ্কু গল্প করিল, "সেদিন একটি বাঙ্গালীর ছেলে গৈরিক পরিয়া আমাদের বাসায় আসিয়াছিল। সে বহু চেষ্টা করিয়াও জগন্নাথদেবের দর্শন পায় নাই। সে এখন জগন্নাথবল্লভ মঠে আছে।" পাণ্ডারা বলিল, "তাহার বিশেষ কোন অপরাধ আছে।" আশ্চর্য্য এই, মণিকোঠার ভিতর যাইয়াও দর্শন পায় নাই। ঠাকুর বলিলেন, "যাহারা গো-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করে, তাহাদের জগন্নাথ-দেব দর্শন হয় না।" বিধুবাবু বলিলেন, "ঐ লোকটি বোধ হয় আমাদের প্রজা ছিল, জাতিতে চণ্ডাল।" ঠাকুর বলিলেন, "তবে ত তাহার মন্দিরে প্রবেশের অধিকারই নাই। অথচ গৈরিক পরিয়াছে। আজকাল ফেরিওয়ালারা গৈরিক পরে। দেশীয় রাজা থাকিলে ইহার মুণ্ডপাত করিয়া দিত।" রাত্রিকালে কিশোরীবাবু বলিলেন, তাহার 'মাসশাশুড়ি' আজ মন্দিরে গিয়াছিলেন। একজনকে চীৎকার করিয়া বলিতে শুনিলেন, "ওগো আমি গো-হত্যা করিয়াছি, আমার জগন্নাথদেব দর্শন হইল না। সমস্তই অমাবস্যার অন্ধকার।" এই বলিয়া লোকটি ছট্‌ফট্ করিতেছে।

ঠাকুর আবার বলিলেন, "ত্রেতা যুগে রামরাজ্যে একটি ব্রাহ্মণকুমার মরিল। ঋষিরা বলিলেন শূদ্র জাতি তপস্যা করিতেছে। শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মবিপ্লবকারী তপস্বীর মস্তক ছেদন করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণকুমার জীবিত হইল। ঋষিরা ইহা জানিয়াই বহুপূর্ব্ব হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরের্নামৈব কেবলম্" এই মহামন্ত্র কলিতে জীবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিজে ঠাকুরও চুপ করিয়া মণিকোঠায় আসিয়া পলাইয়া আছেন।

গোপিনীদের কাত্যায়নী পূজা

আজ জেল ঘুরিয়া আঠারনালার নিকট হইয়া নরেন্দ্রের পার দিয়া ঠাকুর বাসার দিকে ফিরিলেন। পথে একটি মঠ দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি আছে।" আমরা যাইয়া দেখিলাম শিবলিঙ্গ ও মহাবীর রহিয়াছেন। আঠারনালার পাড়ে যাহারা তালপাতার ছাতা তৈয়ারী করে তাহাদের ছেলেরা আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিল। পথে যাইতে যাইতে প্রায়ই উড়িয়া ছেলেরা ও পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা ঠাকুরকে নমস্কার করে। ছাতিওয়ালারা হিন্দু অথচ মুর্গী খায়। পথে চলিতে চলিতে ঠাকুর বলিলেন, "যিনি আদ্যাশক্তি কাত্যায়নী—তিনিই রাধারাণী। গোপকন্যারা ভোরে উঠিয়া অতি সরলভাবে কাত্যায়নী পূজা করিতেন। তাঁহারা শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বামী হউন" এই প্রার্থনা করিতেন। ভগবান তাঁহাদের সরল প্রর্থনা পূর্ণ করিলেন।

আজকাল ঠাকুর রাস্তায় চলিতে চলিতে এই গানটি গাহিয়া থাকেন:

জান না রে মন, পরম কারণ শ্যামা কখন মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হ'য়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজতনয়ে করে সভয়।
(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ্ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
(কভু) আপন মায়ায়, আপনি বাঁধা যতনে এ ভব-যাতনা সয়॥
যে রূপে যে জনা, করয়ে ভাবনা, সেরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমলমাঝারে করে উদয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাফলের বাগান

ঠাকুর গল্প করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ মুক্তাফলের বাগান করিবেন। সখীদের দ্বারা শ্রীমতীর নিকট একটি মুক্তা চাহিয়া পাঠাইলেন। সখীরা ও শ্রীমতী গালাগালি দিলেন, মুক্তা দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ মা'র নিকট চাহিয়া একটি উৎকৃষ্ট মুক্তা পাইলেন। কতটুকু স্থান চিহ্নিত করিয়া ভাল করিয়া খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া মুক্তাটি পুঁতিলেন। উহার গোড়ায় দুধ ঢালিলেন। পরদিন মা'কে ডাকিয়া দেখাইলেন, অঙ্কুর হইয়াছে, পরে দেখিতে দেখিতে গাছ হইল, রাশি রাশি উৎকৃষ্ট মুক্তা গাছটিকে আলো করিয়া রহিয়াছে। ধামায় ধামায় মুক্তা তুলিয়া আনিলেন কিন্তু শ্রীমতীর সখীরা নিতে আসিলে, আচ্ছা করিয়া বেত মারিতে সখাদিগকে আদেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমতীও গাছ করিবেন মনে করিলেন। চাষ করিলেন, কত কি করিলেন, কিন্তু কোথায় বা বৃক্ষ, কোথায় বা মুক্তা, কিছুই হইল না। তখন ফাঁফরে পড়িয়া সকলে কৌশল আঁটিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া কৌশলে মুক্তা বাগান করাইয়া লইবেন। সখীরা বলিল, 'তোমার ঐ যে মুক্তাবাগান উহা যথার্থ মুক্তাবাগান নহে। আচ্ছা, যদি তাই হয়, তবে আমাদের এই বাগানে মুক্তা পুঁতিয়া মুক্তা ফলাও দেখি?' শ্রীকৃষ্ণ ভঙ্গি করিয়া সখীদিগকে ব্যঙ্গ আরম্ভ করিলেন, 'এই তো কেরামত!' শ্রীমতী বলিলেন, 'আর আস্ফালনের প্রয়োজন নাই, যত করতে পার সব জানি, আমি একটু আড়াল হইলেই সব টের পাওয়া যায়।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্তুতি আরম্ভ করিলেন 'তুমি আদ্যাশক্তি ভগবতী।' তখন শ্রীকৃষ্ণ মুক্তা পুঁতিয়া গাছ করিলেন, রাশি রাশি মুক্তা ফলিল। সখীরা সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'কেমন কৌশল করিয়া তোমা দ্বারা মুক্তাবাগান করাইয়া লইলাম, দেখ্‌লে তো'?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের সৃষ্টি

এইস্থানেই রাধাকুণ্ড হইল, রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া ভক্তিলাভ হয়। একদিন সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি বৎসাসুর বধ করিয়া গো-হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছ, আমাদিগকে আর স্পর্শ করিও না।" তখন ভগবান বংশী দ্বারা শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া সমস্ত তীর্থ আহ্বান করিলেন। সমস্ত তীর্থ তাহাতে আগমন করিল। তিনি তাহাতে স্নান করিলেন। সখীরা তাহা দেখিয়া নিজেরা এক কুণ্ড তৈয়ারী করিলেন, কিন্তু জল নাই, সকলে ফাঁপরে পড়িলেন এবং যুক্তি করিলেন 'শ্যামসুন্দর দ্বারাই এই কুণ্ডে জল আনাইবেন।' সখীরা বলিলেন "উহাতে হইবে না। যদি এই কুণ্ডে সমস্ত তীর্থ আনিয়া স্নান করিতে পার তবে হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন, ইহাই রাধাকুণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণের সেতুবন্ধনলীলা

ঠাকুর পরে সেতুবন্ধের গল্প করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ একদিন সখীদের সঙ্গে ঐস্থানে (সেতুবন্ধে) ক্রীড়া করিতেছিলেন, কতকগুলি বানর রহিয়াছে দর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি শ্রীরামচন্দ্র হইয়া সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলাম, এই আমার বানর সকল।' সখীরা বলিল, 'তাই তো। আচ্ছা যদি তাই হয়, এই জলাশয়ে সেতুবন্ধন কর দেখি ?' তখন তিনি হনুমানকে স্মরণ করিলেন। নল, নীল গুপ্তভাবে ঐ বানরমণ্ডলীর ভিতরে ছিল। তাহারা আসিয়া জলে নামিল। হনুমান নিকটস্থ পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া দিল। সেতুবন্ধ শেষ হইল কিন্তু সখীরা বলেন, 'ইহা সুদৃঢ় নয়, ইহা অধিক ভার বহন করিতে পারিবে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ভগবানের স্মরণমাত্র রুদ্রদেব পাহাড় হইয়া ঐ সেতুতে চাপিলেন। নীচে ভগবান মাথা পাতিয়া সেই ভার বহন করিলেন।"

বাসায় আসিতে আসিতে জগদানন্দ (শান্তিদিদির দ্বিতীয় পুত্র) অতি ভক্তিভরে জগন্নাথদেবকে যে সাষ্টাঙ্গ দিয়াছে, তাহা বলিলেন।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমায় কোন্ কোন্ বন, কুণ্ড, পাহাড়, গ্রাম প্রভৃতি পথে পড়ে বলিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন "শ্রীবৃন্দাবন সহর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'বন' বড়ই মনোরম।"

সমুদ্রে যাইতে যাইতে 'জয় মহাপ্রভু', 'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিয়া একটি মেথরের ছেলে ভক্তিভাবে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠাকুর উহাতে বড় ব্যাকুল হইলেন এবং বলিলেন "শ্রীগৌরসুন্দর হরিনাম দ্বারা এদেশ উন্মত্ত করিয়া গিয়াছেন, আজও সেই ধ্বনি, সেই গৌরসুন্দরের নাম দেশে দেশে হইতেছে। কিই তিনি করিয়া গিয়াছেন!"

২২শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ প্রচণ্ড রৌদ্রে বাসায় আসিতে ঠাকুরের বড়ই ক্লেশ হইল। শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আর পা চলে না। আজ ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে, বাহির হইলেন না, চুপ করিয়া একমনে রহিলেন। সকালে অল্প মুড়কি প্রসাদ পাইলেন। রাত্রে প্রায় কিছুই খাইলেন না। ঠাকুরের অসুখ হইলে নিঝুম মারিয়া একমনে যেমন ধ্যানে থাকেন আজ তদ্রূপ হন নাই, মাঝে মাঝে বানরগুলিকে খাবার দেওয়াইলেন।

ব্রহ্মচারীর শান্তি

২৩শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ সকালে উঠিলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ঠাকুর জ্বরের মুখে আর মুড়কি খাইতে পারেন না। আপনারা অন্য জিনিষ কেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনান না? অন্যের হইলে ত কত আসিত।” সকালে ঠাকুরও বলিলেন, “এখানে পুনঃপুনঃ আর মুড়কি ভাল লাগে না। ফলমূলাদি ভাল কিছু কি মিলে না?” দাদাগোঁসাই বলিলেন, “কেবল ঠাকুরের সুবিধার জন্যই এত ধার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এমন কি শান্তিদের জন্যও দরদ নাই। কেবল এই পৃথিবীতে ঠাকুরের জন্য প্রাণের একটা টান আছে।” এইরূপ ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

ঠাকুর আসিলে পর শান্তিদিদি বলিলেন, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে অপমান-সূচক কথা বলিয়াছে, চলিয়া যাইতে বলিয়াছে। আরও কি কি বলিলেন স্মরণ নাই। ঠাকুর বলিলেন, “যে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা করিতে পারে না সে ত মানুষই নহে, তাহার আবার ব্রহ্মচর্য্য কি? আজ অবধি ব্রহ্মচারী না বলিয়া উহাকে ‘কুলদা’ বলিয়া ডাকিব। সে যেন আমার ঘরে আসে না। বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে কি হইল? সবই ত মিছে দেখ্‌ছি।” অতঃপর ব্রহ্মচারী নিজ হইতে ঠাকুরের গৃহে গিয়া সেবকার্য্য করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পায়খানায় গিয়াছেন। পায়খানা হইতে আসিবার সময়ে “আমি নিজেই ঔষধ তৈয়ার করিব, তোমরা কিরূপ ব্যতিক্রম করিয়া ফেলিবে।” এইরূপ বলিলে ব্রহ্মচারী সম্মুখে আসিল। তখন ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “কে? ব্রহ্মচারী, তুমি? আচ্ছা, ঔষধ তৈয়ার কর।” ব্রহ্মচারী বলিল, “আর ব্রহ্মচারী নহে, ‘কুলদা’ বলিবেন।” ঠাকুর এই সময় হুঁকি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। “আমার বুক দগ্ধ হ’য়ে যাচ্ছিল। তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আনন্দ হইল।” ব্রহ্মচারী পায়ে পড়িয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, “আমার কোন ক্লেশ নাই। আশীর্ব্বাদ করিবেন আপনি যখন যেরূপ অবস্থায় ফেলেন, তাহা আপনার আশীর্ব্বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াই যেন গ্রহণ করিতে পারি। আমার দুই একটি কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, দয়া ক'রে যদি শুনেন।" ঠাকুর বলিলেন, "কিছুই বলতে হবে না, আমি সব জানি, ও কিছুই নয়, আমার সঙ্গে কি যে সম্বন্ধ পরে টের পাবে।" অতঃপর বলিলেন, "দিন বার তের 'কুলদা' বলিয়া ডাকিব।" ব্রহ্মচারী বলিল, "ইহাতে আমার কিছুই ক্লেশ হইবে না।" অতঃপর ঠাকুর আহার করিলেন।

দ্রৌপদীর স্থালী

আজ কথায় কথায় গল্পচ্ছলে দিদিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমাদের যে প্রসাদ আসে ইহাতেই হয়। তবে আমাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া গোলমাল হয়। দ্রৌপদীর স্থালীর কথা মনে করুন।" তখন অশ্বিনী ও দিদিমা বলিলেন, "কেন অল্প এক ঘট দধি দিয়া পঞ্চাশ বায়ান্ন জন লোককে যোগজীবনের বিবাহের সময় তোমাদের ঠাকুর খাওয়াইয়াছিলেন। দু'মুষ্টি পরিমাণ অন্ন দ্বারা প্রয়োগে কুম্ভমেলায় অশ্বিনী, জগবন্ধু বাবু, মহাবিষ্ণুবাবুকে ও ব্রহ্মচারীকে পরিপূর্ণরূপে আহার করাইয়াছিলেন এবং এক বৌকনা অন্নদ্বারাও তোমাদের মাতাঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবনে বহু লোককে খাওয়াইতেন।

'সকলকে দিলেই ভগবান পান'

২৪শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

কাল ফরমাইস দিয়া ভাল প্রসাদী লাড্ডু আনা হইয়াছিল। সকলকে তাহা দেওয়া হইয়াছে কি না আজ প্রাতে ঠাকুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "অনেককেই দেওয়া হইয়াছে, উপরে পাণ্ডা দিগকে কি দেওয়া হইবে?" তিনি বলিলেন, "সকলকেই দিতে হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাকর, বানর, গরু, মেথর এবং যাহারা যাহারা এখানে আছে, সকলকেই দিবে। সকলকে দিলেই ভগবান পান।”

ঠাকুর আজ বাহির হইয়া জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট গেলেন। টীকাদার আসিয়া শান্তিদিদির মেয়ে নারায়ণীর জামা খুলিয়া উহাকে টীকা দিবে কি না অনুসন্ধান লইতেছিল। জগদ্বন্ধুবাবু উপর হইতে আসিয়া বড় গালাগালি করেন। ঠাকুর যাইতে যাইতে বলিলেন, “একটু হইলেই যদি উত্তেজিত হইতে হয় তবে আর কি হইল ? রাগের অবস্থায় স্থিরভাবে কার্য্য করাই মহত্ত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় ত লোকে স্থিরভাবে সর্ব্বদাই কাজ করে।” ঠাকুর বড়ছাতার মহন্তের নিকট গেলেন। তিনি দাদা-গোঁসাইকে বলিলেন, “সমস্তই অসার, কেবল ভগবানের নামই সার। ঠাকুর, ‘আমি ত আপনাদের দাসানুদাস,’ এইরূপভাবে বিনয় করিয়া বাসার দিকে চলিলেন। পথে একটি দরিদ্র সাধুকে একখানা কাপড় খরিদ করিয়া দিতে আগে পাঠাইলেন। আমি মন্দির হইয়া বাসায় ফিরিলাম। সায়ংকালে বড়ছাতার মহন্ত ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং বানর-দিগকে খাওয়াইতেছি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “রাজকর্ম্মচারীরা (মিউনিসিপ্যালিটির) বানর মারা বন্ধ করিবে বলিয়া ফাঁকি দিয়া দু’বার ট্যাক্স নিয়াছে কিন্তু একাজ কে করে ? আপনি আসাতে এটি হইল।”

সন্ধ্যাকীর্ত্তনে ভাবাবেশ

ঐ সময় নূতন পোষ্টেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টবাবু আসিলেন, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি বাসায় না যাইয়াই এখানে আসিয়াছেন। কীর্ত্তন শুনিয়া বাসায় যাইবেন। ঠাকুরকে দেখিতে লোকটি যেন চাতক পক্ষীর ন্যায় হইয়াছিল। ঠেলিয়া বাসায় পাঠান যায় না। ঠাকুরকে লইয়া তিনি জগন্নাথ দর্শন করিবেন, তবেই তাঁহার দর্শন হইবে, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস। রাত্রিতে কীর্ত্তন হইল। যদিও গানের লোক ছিল না, তথাপি আশ্চর্য্য কীর্ত্তন জমিয়া গেল। সরলনাথ ও অমৃত পাগলের মত বেসামাল হইল। পুনঃপুনঃ সরলনাথ অজ্ঞান হইতে লাগিল, অমৃত কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া নাম করিতে লাগিল। ঠাকুর মাঝে মাঝে 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। জগৎবাবু, কিশোরীবাবুও ছিলেন।

২৫শে মাঘ, ১৩০৪ সাল।

আজ সকালে শ্রীধরবাবু ঠাকুরের নিকট গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর কথা বলিলেন, তিনি ঠিক যেন সতীসাধ্বী লক্ষ্মীদেবী, অতি মিষ্টভাষিণী ছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "যদি শান্তি পাইতে চাও, সকলকে মিষ্টবাক্য বলিবে। কাহাকেও নিন্দা করিবে না।" শ্রীধরবাবু বলিলেন, "ঠাকুরমা আমাকে বলিয়াছেন, "যেখানে যাবি এমন বাক্য বলিবি যেন প্রাণ শীতল হইয়া যায়।"

আজ ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ডাকের নূতন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টবাবুর সহিত আলাপ হইল। তাঁহার পরিবার প্রভৃতিরা সাধন পাইবে। তিনি বড় সজ্জন লোক।

একাদশীতত্ত্ব ঃ অম্বরীষ উপাখ্যান

২৬শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ছড়িদারেরা যাইতেছিল, ঠাকুরকে নমস্কার করিল। অনন্তরাম ছড়িদার আসিয়া ঠাকুরকে যোড়হাতে বলিলেন, "অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার কি অপরাধ আছে?" তিনি বলিলেন, "এমন অপরাধ নাই যাহা না করিয়াছি।" তাঁহার বিনীতভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়ই মিষ্ট লাগিল। অমৃত যাইয়া জানিয়া আসিল, এখানে 'গঙ্গামাতার মঠ', 'রাধাকান্ত মঠ' প্রভৃতি মঠে একটা নূতন মত ঘটাইয়া একাদশী স্বেচ্ছামতে প্রচার করিতে চায়। এবারে সোমবার স্মার্ত্ত মতে একাদশী, হরিভক্তিবিলাস মতে ঐ দিনই একাদশী। সোমবার ছয়চল্লিশ দণ্ড একাদশী আছে। ইহারা কিন্তু এখানে মঙ্গলবার দিন একাদশী করিবে।" শ্রীধর-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "একাদশী ব্রতটা কি?" ঠাকুর বলিলেন, "পূর্ব্ব-কালে এক সময়ে ঋষিরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ইহার কারণ কি, ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন 'তোমরা একাদশী ব্রত অনুষ্ঠান না করাতে ঐরূপ ঘটিয়াছে। উক্ত তিথিতে আহারের বস্তুতে কীট কন্মে, ঐ কীট শরীরে যাইয়া বহুতর কীট জন্মায়। ইহাদের প্রভাবে কালে মানুষ কুষ্ঠরোগগ্রস্তও হইতে পারে। এই তিথিতে উপবাসই বিধি। কিন্তু যাহারা অক্ষম তাহারা কেবল কোন জিনিষ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া আহার করিতে পারেন। এই তিথিতে সারাদিন ভজন-সাধন করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিতে হয়। একাদশী ব্রত যাঁহারা অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহারা ঐ দিন কদাচ আত্মপ্রশংসা বা পরনিন্দা করিবেন না।"

একাদশী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আসনস্থ ঈশাদি দশ উপনিষদ গ্রন্থের শেষ অংশে, ২৬৬ পৃষ্ঠায়, স্বহস্তে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই :

"একাদশী—হরিভক্তিবিলাস (১২শ ও ১৩শ বিলাস)।

বিষ্ণুরহস্যে—"সমাদায় বিধানেন দ্বাদশী ব্রত মুত্তমম্।
তস্য ভঙ্গং নরঃ কৃত্বা রৌরবং নরকম্ ব্রজেৎ॥"

অস্যার্থ :—বিধি পূর্ব্বক উত্তম দ্বাদশী ব্রত গ্রহণ করিয়া নর তাহা ভঙ্গ করিলে রৌরব নরকে যাইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে হরিভক্তিবিলাসধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটিও তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন :

"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ ॥
(কাত্যায়ন স্মৃতিষু)"

অস্যার্থঃ—পাপ কর্ম্ম সমূহ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া গুণসমূহের সহিত সকল প্রকার ভোগবর্জ্জিত হইয়া বাস করাকে উপবাস বলিয়া জানিতে হইবে।

হরিভক্তিবিলাসে গুণ শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—

গুণাশ্চোক্তাঃ ভবিষ্যে :

ক্ষমা সত্যং দয়া মৌনং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবপূজাগ্নিহবনং সন্তোষস্তাপ বর্জ্জনং।
সর্ব্ব ব্রতেঽয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধা স্মৃতঃ ॥

ক্ষমা, সত্য, দয়া, মৌনাবলম্বন, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ এবং মানসিক সন্তাপ পরিহার—সাধারণভাবে এই দশ প্রকার ধর্ম্ম উক্ত আছে, ইহা সর্ব্ব ব্রতেই বিহিত।

পাদ্মে চ, শ্রীযমধূম্রকেতু সংবাদে—

দশম্যাং সংযমং কৃত্বা ব্রতাহে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ক্রোধ হিংসা বিহীনশ্চ কৃষ্ণ কীর্ত্ত্যা দিনং নয়েৎ ॥

দশমীতে সংযম অবলম্বনপূর্ব্বক, ব্রতের দিনে সংযতেন্দ্রিয় হইবে এবং ক্রোধ হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক, কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন দ্বারা দিবা যাপন করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তদ্ধ্যানং তজ্জপঃ স্নানং তৎকথা শ্রবণাদিকং।
তদর্চ্চনঞ্চ তন্নাম কীর্ত্তন শ্রবণাদয়ঃ।
উপবাস কৃতোহ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা-মনীষিভিঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ধ্যান (বিষ্ণুর) রূপ, স্নান এবং তাঁহার কথাদি শ্রবণ, পূজন এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ—পণ্ডিতগণ উপবাসী ব্যক্তির এই গুণ-গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একাদশীতত্ত্বে গুণ শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ আছে :

"গুণানাহ গোতমঃ—

দয়াসর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো
মঙ্গলমকার্পণ্যম স্পৃহা চেতি।"

সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, পরনিন্দাবর্জ্জন, পবিত্রতা, চেষ্টাশূন্যতা, মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, দীনতা বর্জ্জন, নিস্পৃহতা—এইগুলিই গুণ।

শ্লোকার্থ 'ভোগ' শব্দের ব্যাখ্যা হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ আছে :

ভোগাশ্চোক্তাঃ শীতাতপেন—

গন্ধালঙ্কার বাসাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবন মঞ্জনম্॥ ইত্যাদি

গন্ধদ্রব্য, অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও অঙ্গরাগ দ্রব্যের ব্যবহার, দন্তধাবন উপবাস দিনে দূষণীয়।

রাত্রিকালে জগৎবাবু ডাকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টবাবু, কিশোরীবাবু প্রভৃতি আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের নিকট একাদশী সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা সকল উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, "জগন্নাথ দাস বাবাজী বলিয়াছেন তিনি দলের খাতিরে মঙ্গলবার একাদশী করিবেন। গঙ্গামাতা মঠ, রাধাকান্ত মঠ প্রভৃতি একমতে চলে। তাহারা মনোমুখী, শাস্ত্র গ্রাহ্য করে না। এ সকল কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কার নিকট বলা যায়, কেই বা কথা গ্রাহ্য করে?"

দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে পারণ—এই বিধি। কথায় কথায় অম্বরীষের গল্প করিলেন। অম্বরীষ রাজার নিকট দুর্ব্বাসা ঋষি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিথি। তিনি সশিষ্য স্নান আহ্নিক করিতে গিয়াছেন। এদিকে দ্বাদশী অতীত হইতে চলিল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি রাজা অম্বরীষকে উপদেশ দিলেন, "কুশাগ্রে করিয়া গঙ্গাজল গ্রহণ করুন।" যেই এইরূপ করা, অমনি দুর্ব্বাসা উপস্থিত। "অতিথির অভুক্ত অবস্থায় আহার করিলে? দেখ, আমি কি করিতে পারি। ইহার ফল পাও।" এই বলিয়া ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া একটি জটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি একটা বিকটাকার রাক্ষস আবির্ভূত হইল। রাক্ষস অম্বরীষকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অমনি ভক্তগণের রক্ষক সুদর্শনচক্র আবির্ভূত হইল। উহার তেজে রাক্ষস অমনি বিনষ্ট হইল। চক্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বাসার পেছনে পেছনে ছুটিল। দুর্ব্বাসা ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের নিকট গেলেন। আশ্রয় পাইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "বিষ্ণুর নিকট যাও। আমরা কি করিব?" অতঃপর তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন বিষ্ণু বলিলেন, "আমি ভক্তের অধীন, আমি অস্বতন্ত্র, অতএব তুমি অম্বরীষের নিকট যাও।" দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আমি ভক্তের মহিমা জানিতাম না।' আজ বিষ্ণু-ভক্তের মাহাত্ম্য বুঝিলাম।" ভক্ত অম্বরীষ দূর্ব্বাসার এক বৎসর-কাল এইরূপ নানাস্থানে ভ্রমণকালীন যোড়হস্তে যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন তথায়ই রহিলেন। অতঃপর দুর্ব্বাসার আহারান্তে নিজে ভোজন করিলেন।

'সন্ন্যাসী' অর্থ সম্যকরূপে ভগবানে যিনি আপনাকে ন্যস্ত করিয়াছেন। 'বৈষ্ণব' অর্থও তাই।

মহাবীরের পূজাদান

২৭শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ জগন্নাথবল্লভ মঠে গেলেন। যাওয়ার সময় পদ্ম করবী ও ভাণ্ডির ফুলের প্রশংসা করিলেন। বাগানের শোভা দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ করিলেন, তৎপরে মহাবীরের নিকট যাইয়া বসিলেন। বানরবধ বন্ধ হওয়ার জন্য ১০৲ টাকা মানস করিয়াছিলেন। এই মহাবীরের নিকট ৫৲ টাকা এবং অন্যান্য মহাবীরের নিকট ৫৲ টাকা ভোগ দেওয়া হইবে। বানরবধের সময় একদিন ঠাকুরের নিকট মহাবীর প্রকাশ হন। ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন, "ইহাদের প্রতি কৃপা করুন।" তৎপর দিনই বানরমারা বন্ধের হুকুম হয়।

মহাবীরের প্রসাদী সিন্দুর নিজে গ্রহণ করিয়া বিধুবাবু, পান্না, জগদানন্দ প্রভৃতির কপালে দিয়া দিলেন। সিন্দূর, কর্পূর, চুয়া, ফুল, মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে ৫৲ টাকা ও কলা, ছোলা প্রভৃতিতে ২৲ টাকা ব্যয় হইবে। পূজারী একখানা রেশমী বস্ত্র চাহিল, তাহা কিনিয়া দিবার নিমিত্ত সরলনাথকে বলিলেন। আরও কহিলেন, "আমরা কেবল পূজারীকেই জানি, পূজারীই—মহাবীরের স্বরূপ।" ঠাকুর আসিবার সময় মহাবীরের সামনে সাষ্টাঙ্গ হইয়া 'রুদ্র', 'রুদ্র', 'মহাবীর' প্রভৃতি অস্ফুট শব্দ করিলেন।

সকালে উপনিষদ সম্বন্ধে কথা হইলে ঠাকুর বলিলেন, "ইহাতে বাজে কথা নাই, সব সিদ্ধান্ত বাক্য।" শ্রীধরবাবু বলিলেন, "এই জন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও ইহার এত আদর করেন। আমি ত কিছু বুঝি না, যাহা পাঠ করেন মনে হয় যেন 'মন্ত্র'।"

সত্যকাম ও ব্রহ্মজ্ঞান

ঠাকুর বলিলেন, "ঋষিকুমার 'সত্যকাম' গুরুর নিকট শিক্ষা করিতেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কার সন্তান জানিয়া আইস।' গুরুস্থানে ফিরিয়া আসিয়া সত্যকাম বলিলেন, 'মা বলিয়াছেন তিনি যৌবনকালে বহুচারিণী ছিলেন ; অতএব ব্রাহ্মণ কি অন্য জাতির ঔরসে জন্মিয়াছি, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে পারেন না।' ঋষি বলিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণকুমার, কারণ এইরূপ সত্য বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না।' তিনি উঁহাকে উপবীত দিয়া পাঁচ শত গোচারণ করিতে দিলেন। মাঠে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি ডাকিয়া ডাকিয়া উঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। গোচারণ করিয়া সত্যকাম আশ্রমে ফিরিলে গুরু বলিলেন, 'তোমার মুখে ব্রহ্মতেজ দেখিতেছি, অতএব তুমি ব্রহ্মজ্ঞান কোথা হইতে লাভ করিলে?' সত্যকাম বলিলেন, 'বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন'।"

গুরু যাহা বলেন শিষ্যের তাহাই অবিচারে করা প্রয়োজন। গুরুনির্দেশে গোচারণ করিতে গিয়া 'সত্যকামের' ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল।

ব্রজনাথের অনিচ্ছায় বাবাজীর মন্ত্রদান

রাত্রিকালে কিরণদের দেশের একটি গুরুভাই, ব্রজনাথ অধিকারী, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় এক বাবাজী জোর করিয়া তাঁহাকে মন্ত্র দেন। শুনিলাম কুলীনগ্রামের ২।৩টি গুরুভাই ঐ বাবাজীর নিকট মন্ত্র লইয়াছেন। এখানে যে মন্ত্র ও যে পদ্ধতিতে উহা প্রদান করা হয়, তাহা বাবাজী মহাশয় উঁহাদের নিকট হইতে শুনিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির আরাধিত নামে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লাভ হয় না।

গোস্বামী মহাশয় কি মন্ত্র দেন, ইহাতে ত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লাভ হইবে না। ব্রজনাথকে না কি জোর করিয়া পাতের প্রসাদও দিয়াছে। ব্রজনাথ ঠাকুরের নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করে। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "বেশ ত এরূপ সাধনে যদি তোমার প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই করিবে। ভগবানকে লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উহার বহু পথ আছে। আমাদের ত কোন দল নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেটি পুনঃপুনঃ কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন, উঁহার নিকট হইতে আমার মন্ত্র লইতে কদাচ ইচ্ছা ছিল না।"

কিশোরীবাবু ঐ সময় আইসেন। তখন ঠাকুর এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, " 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলিলেই কি কৃষ্ণদর্শন হয়? 'নাম' অক্ষর নয়, রেখা নয়, পূর্ণ শক্তি।" এই বলিয়া আজ আবার 'বেদব্যাস ও দরিদ্র ব্রাহ্মণে'র গল্পটি বলিলেন।

জগন্নাথদেবের ঐশ্বর্য্য

২৮শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। পূর্ব্বেই দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসিলাম দরজা খোলা আছে কি না। ভিতরে যাইয়া ঠাকুরের বিশেষ ভাব লক্ষিত হইল। ঠাকুর বলিলেন যে, কৃপা করিয়া জগন্নাথদেব তাঁহাকে তাঁহার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। কোটী কোটী শালগ্রাম তাঁহা হইতে নির্গত হইতেছে ও তাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে। কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত ব্রহ্মাণ্ড এক-একবার বহির্গত হইতেছে। দেখিলেন সমস্ত সেবকমণ্ডলীই চতুর্ভুজবিশিষ্ট।

ঠাকুরের সম্মুখে কোটী কোটী দীপ জ্বলিতেছে। আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "এরূপ সৌন্দর্য্য যেন না ভুলি।" ঠাকুর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে অনেক স্তুতি করিতে লাগিলেন। উহা দেখিয়া সেবক দলের বাক্যরোধ হইল। এত যে টাকা পয়সার জন্য খিচাখিচি, তাহাও আর দৃষ্ট হইল না। আসিবার সময় দুইজন পাণ্ডাকে দুই টাকা ও একটি সাধুকে কম্বলের জন্য পাঁচ সিকা দেওয়া হইল। বলিলেন, "আমি দেই, ইহা কে বলে? জগন্নাথদেবই দেন। তিনি ভিতরে ইচ্ছা না দিলে কেই বা দিতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ ইহা বুঝিলেই গোল মিটিয়া যায়।” শান্তিদিদির গহনা বন্ধক রাখিয়া ইমার মঠ হইতে আড়াই শত টাকা আনিয়া কাপড়ওয়ালার দেনা শোধ করিতে বলিলেন। আমাদের সাড়ে তিন শত টাকার প্রয়োজন, জগৎবাবু অল্প সুদে ঐ গহনা বন্ধক রাখিয়াই টাকা যোগাড় করিলেন। রাত্রিকালে শুনিলাম, গত দিন যে কিশোরীবাবুর মাস্‌শাশুড়ী মন্দিরে চীৎকার শুনিয়াছিলেন, উহা সেই বাঙ্গালী গৈরিকধারী যুবকটিরই। ইনি জাতিতে চণ্ডাল, মন্দির-প্রবেশে অনধিকারী।

২৯শে মাঘ, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। পথে একটি শিশুকে টুক্‌রীতে করিয়া মাথায় বহিয়া একটি স্ত্রীলোক দর্শনে যাইতেছে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে বহন করিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন।”

আজ রাধাকুণ্ডবাসী ‘বেণী’ ব্রজবাসী আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতা হইয়া এখানে আসিয়াছেন। আজ দক্ষিণ দরজার পশ্চিম কোণে একজন লোককে মই বাহিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া দুর্গামাধবের মন্দির হইতে নামিতে দেখিলাম। ঐ স্থান দিয়াই না কি দুর্গোৎসবের সময় বিমলামায়ের জন্য বাহির হইতে মৎস্যভোগ যায়। বড়ছাতার মহন্ত আসিলেন। যোগজীবনদাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দু’মণ দুধ ও শর্করা দিয়া গিয়াছে?” তিনি বলিলেন, “হাঁ, কাল জগন্নাথদেবের পদ্মবেশ হইবে।” ৮টা ৮॥০টার সময় মহন্তজী ঠাকুরকে দর্শনে যাইতে বলিলেন। মহাবীরের পূজার জন্য পূজারীকে জিনিষ-পত্র খরিদ করিতে পাঁচ টাকা দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বস্ত্রদান মহোৎসব

পদ্মবেশ দর্শনে ভাবাবেশ ঃ জগন্নাথদেবের আদেশে দান

১লা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ জগন্নাথদেবের 'পদ্মবেশ'। গত রাত্রি ১টা হইতে আজ ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীঅঙ্গে এ বেশ থাকিবে। ত্রস্ত করিয়া ঠাকুর চা খাইয়া ৮॥০টার ভিতরই দর্শনে বাহির হইলেন। ঠাকুরের সহিত জগন্নাথদেব দর্শন করিবেন, তাই জগৎবাবু, কিশোরীবাবু, হীরালালবাবু আসিয়া জুটিলেন। আমাদের বাসার সকলে শান্তিদিদি, দিদিমা প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরাও চলিলেন। মন্দিরে মুন্সেফ্ বাবুর স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। ঠাকুর গেলে তাঁহার সহিত জগন্নাথদেব দর্শন করিবেন। যাওয়ার পূর্ব্বে পথে গরু প্রভৃতি ও কাঙ্গালীদিগকে দিতে কিছু পয়সা লইতে বলিলেন। সকলেই আজ আনন্দে উৎসাহের সহিত চলিয়াছে। আমাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ডবাসী 'বেণী' ব্রজবাসী আছেন। যাইতে যাইতে বড়ছাতার মোহন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ঠাকুরকে লইতে অতি ত্রস্ত আসিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলেন। লোকটি বড়ই নিষ্ঠাবান্। তিনবার দিনে জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন ও একান্ত-মনে অন্য সময়ে ভজন-সাধন করেন। ঠাকুর উঁহাকে দর্শন করিয়াই নেশাখোরের মত ভাবে মত্ত হইলেন। তাঁহার রূপ ঠিক মহাবীরের মত হইয়াছে। লেজটি গোল হইয়া চক্রের মত হইয়াছে। ঠাকুর দর্শন পাইলেন। একথা পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহন্তজী ঠাকুরকে ধরিয়া মন্দিরে লইয়া চলিলেন। আমাকে গরুর ঘাস দিতে বলিলেন। আমি উহা দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া অগ্রসর হইলাম। মোহন্তজী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথম চন্দনকাঠের নিকট ঠাকুরকে লইয়া উপনীত করিলেন। আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেয়েরা চলিল। রক্ষক হইয়া পাণ্ডা, ছড়িদার, বেণী প্রভৃতি বহুলোক চলিলেন। আজ মন্দিরে লোকে লোকারণ্য। ঠেলিয়া যাইতে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। ঠাকুরকে বিধুবাবু, সরলনাথ ও বেণী পাণ্ডা চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া লইয়া চলিলেন। ঠাকুর 'মণিকোঠায়' যাইবেন না। কিন্তু পাণ্ডারা টানিয়া লইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ঠাকুর যেন ক্ষেপিয়া গেলেন, হরিধ্বনির উপর হরিধ্বনি, বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। কোন প্রকারে একটু বাহিরে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আবার হরিধ্বনি, জয় জয় ধ্বনি, জয় জগবন্ধু, জয় সঙ্কর্ষণ, জয় সুভদ্রামায়ী, জয় চক্রসুদর্শন, সমস্ত পাণ্ডা সেবক প্রভৃতির চরণে কোটি কোটি প্রণাম, একটি ছড়িদারকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি সুবর্ণছড়ি হস্তে তোমাকে এ স্থানে পাহারা দিতে দেখিয়াছি।"

এইরূপ মহা আবেশে ঠাকুর মন্দির হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির নীচে মুক্তিমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাণ্ডা, পরিহারি, ছড়িদার, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণে স্থান জনাকীর্ণ হইল। সকলেই ঠাকুরের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। পাণ্ডারা ৫০০৲ টাকা চাহিল। ঠাকুর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কপর্দ্দকও ছিল না। সরলনাথ মন্দিরের বাহির হইতে নিজ পরিধান বস্ত্রের এক কোণে সিকি দোয়ানী আনিয়াছিল, তাহা দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল। আবার তিনি বাহির হইতে ঐরূপ সিকি দুয়ানী আনিলেন। তাহা দিতে দিতে মন্দির হইতে ঠাকুর বাহির হইতে লাগিলেন। বহু জনতার ভিতরে গুরুভ্রাতারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে ঘেরিয়া লইয়া চলিলেন। আজ যে যাহা প্রার্থনা করিল, তাহাই পাইল এবং যাহাকে দিতে পারিলেন না ভবিষ্যতে দিতে স্বীকৃত হইলেন

ত্রিশ টাকার সিকি দোয়ানী মুক্তিমণ্ডপের সম্মুখে নীচে বসিয়া দিলেন, পরে কাহাকে পাঁচ টাকা দশ টাকা, কাহাকেও ৭৫৲ টাকা দিলেন। অনেকক্ষণ পরে উঠিলেন। বেণী ব্রজবাসী বলিল ৭৫৲ টাকার কম লইবে না। ঠাকুর ৫০৲ টাকার কথা বলিয়া দাদাগোঁসাইকে বলিলেন, "কেমন যোগজীবন, ইহাকে ৭৫৲ টাকা দিতে পারিবে?" যোগজীবনদাদা বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে সবই হয়।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "তুই কিছু ভাবিস্ না। মনে সন্তোষ রাখিলে, যা ইচ্ছা করিবি তাই হবে।" দাদাগোঁসাই ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া ঠাকুরের চরণধূলি লইলেন। কিছু অগ্রসর হইলে একজন বস্ত্র চাহিল; সরলনাথ নিজের গাত্র হইতে শীতবস্ত্রখানা দিলেন। ঐ সময় নানাজনে নানা প্রার্থনা করিতে লাগিল; কেহই বঞ্চিত হইল না। আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরকে ৬০৲ টাকা দিয়া একখানা গাত্রবস্ত্র দিতে আদেশ হইল। মন্দির হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া 'বড়ছাতার' সীতারাম দর্শন করিয়া তথায় ৫৲ টাকা ভোট দিলেন। পরে বাসায় আগমন করিলেন। আজ অনেকে পট্টবস্ত্র, সাধারণ বস্ত্র প্রভৃতি পাইলেন। দু'টাকার পয়সা ভাঙ্গাইয়া হাতে হাতে দিতে না পারিয়া লুট দিলাম। আজ নগদ ও বাকীতে ৪০৲ টাকার কম ব্যয় হয় নাই।

বাসায় আসিয়া এরূপ ব্যাপারের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আজ গোবিন্দজী হইয়া রাখাল-বালকদের সহিত গোচারণ করিতেছেন, আবার কিছু পরে তিনি রাজরাজেশ্বর হইয়া যে যাহা চাহিতেছে তাহাই দু'হাতে বিলাইতেছেন দেখিলাম। জগন্নাথদেব হাসিয়া হাসিয়া স্পষ্টভাবে বলিলেন, "আজ যে যাহা চাহিবে যত পারিস্ দে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি মাত্র।" ঠাকুরও দিক্‌বিদিক্ না চাহিয়া যে যাহা চাহিল, তাহাই দিতে লাগিলেন।

সারাদিনই অপূর্ব্বভাবে বিভোর ছিলেন, রাত্রিকালে ঐ কথাই বলিলেন। আজ একজন পাণ্ডা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পদ্মবেশের দুইখানি কর্ণভূষণ আনিয়া দিলেন। ঠাকুর উহা তাঁহার জগন্নাথদেবের বিগ্রহের উপরে টাঙ্গাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। রাত্রে ডাকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টবাবু আসিলেন, কীর্ত্তন খুব জমিল। সরলনাথ ও অমৃতের খুব ভাব হইল। সরলনাথ নাচিয়া নাচিয়া করতাল বাজাইয়া অগ্রপশ্চাৎ হইয়া নৃত্য করিলেন। আজ পরলোকগত সতীশ ও স্বামিজী সঙ্গেই ছিলেন, ঠাকুরের মুখে শুনিলাম।

২রা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ জগন্নাথবল্লভ মঠে মহাবীর দর্শন করিয়া কোণে যে অন্য এক মহাবীর আছেন তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। আজ আমের মুকুল দর্শন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন। একটি ছেলের পৈতা দেওয়ার জন্য ৫৲ টাকা দিলেন। অন্য এক ব্যক্তিকে পাঁচ টাকা দেওয়া হইল এবং এক পাণ্ডা জগন্নাথদেবের 'দন্তকাষ্ঠ' দিয়া আট আনা পাইলেন। মহাবীরের নিকট যে 'পা-কাটা বাবাজী' আছেন তাঁহাকে একখানা রেশমী বস্ত্র ও চাদর দেওয়াইলেন। মহাবীরের পূজারীকে ঐরূপ একখানা চাদর দেওয়া হইল। পূর্ব্বের দিন পূজারী ঠাকুর কেবল রেশমী বস্ত্র পান। উঁহারা খুব খুসী হইয়াছেন। মালীকে ১৲ টাকা দিতে বলিলেন। একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষকে একখানা গামছা কিনাইয়া দেওয়াইলেন। 'হরেকৃষ্ণ,' 'রাধাকৃষ্ণ' বাবাজী লাল বিলাতী কম্বল ও মহাবীরের পূজারী ও অন্য একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক একটি টাকা পাইলেন। আগামী কল্য সরস্বতী পূজা, আবীর, আমের মুকুল, যবের কি ধানের শীষ সংগ্রহ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিতে বলিলেন। রাত্রিকালে বাগানের মালী একটী উৎকৃষ্ট কেতকী ফুল আনিয়া দিল, ঠাকুর উহার প্রশংসা করিলেন এবং উহাকে যে এক টাকা দেওয়ার কথা ছিল তাহা দেওয়া হইল।

বসন্তপঞ্চমী

৩রা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ বসন্তপঞ্চমী। ঠাকুর ৬৷৹টায় উঠিয়া পায়খানায় গেলেন। মন্দিরে যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া পূজায় বসিলেন। আজ নানা ফুলে জগন্নাথদেব, বলদেব, সুভদ্রামায়ী প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের যন্ত্রমূর্ত্তি সাজাইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে আবীর দিয়া পাথার বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রায়নার মূর্ত্তিতেও আমের মুকুল, কেওয়া ফুল ও তুলসী চন্দন দেওয়াইলেন। এইরূপে তুলসীকে ও গ্রন্থসাহেবকে সাজাইলেন; নিজের আসনে ও বক্ষে, মাথার জটাতে আবীর দিলেন। আমার সাহস হইল না যে চরণে আবীর দেই, কিন্তু উনি জটাতে আবীর দিতেছেন দেখিয়া উভয় চরণে ও জটাতে আবীর দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম।

অতঃপর চা পান করিয়া বাহির হইলেন। মন্দিরে যাইতে দুইটি ছেলে পৈতার জন্য ভিক্ষা চাহিলে ২৲ টাকা দিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তিও দুই টাকা পাইল। চারিজন ধুতি চাদর পাইলেন। কেহ কেহ শুধু কাপড় পাইল। বেণীকে তসরের জোড় দেওয়া হইবে। হরেকৃষ্ণের খুড়া ২৫৲ মূল্যের বস্ত্র ও একজন ছড়িদার উর্ণা বস্ত্র ও চাদর পাইলেন। মন্দির ঘুরিয়া আসিতে আসিতে আবার চারিটি বালক ধুতি ও চাদর ও পাঁচটি যুবক বোম্বাই চাদর ও অন্য একজন ধুতি চাদর পাইলেন, আর কাহাকে রেশমী বস্ত্র দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরকে ঠাকুরের মানসিক পূজা দান

ঠাকুর বাসায় ফিরিয়া জগন্নাথবল্লভ মঠে মহাবীরের নিকট বানরবধ নিবারণের জন্য মানসিক পূজা দর্শনে আসিলেন। স্থানটি অতিশয় মনোহর। সুশীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া শরীরে ও মনে আনন্দ দিতে লাগিল। মহাবীরের ভোগের জন্য, একটি ব্রাহ্মণ পূজারী কলা ছাড়াইতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মহাবীরের পূজারীর ন্যায় রেশমী বস্ত্র দিতে বলিলেন। এক ব্যক্তি মহাবীরের নিকট পাঠ করিতেছিলেন, 'পা-কাটা' বাবাজীর পরামর্শে ঠাকুর তাঁহাকেও রেশমী বস্ত্র দিতে বলিলেন। উদ্যানের মালী কয়েক ছড়া বক ফুলের ও কয়েক ছড়া গাঁদা ফুলের মালা আনিয়া দিল। উহা লইয়া মহাবীরকে সাজান হইল। মালীকে এক জোড়া দেশী ধুতি চাদর ও আট আনা পয়সা দিতে বলিলেন। আরও ৪।৫ জনকে ধুতি চাদর দিতে আদেশ হইল। উহাদের মধ্যে একজনকে রেশমী বস্ত্র ও চাদর দিতে হইবে। দুই টাকার পয়সা একজন ছড়িদারের হস্তে দিয়া জগন্নাথ-বল্লভ মঠের বাহিরে বড় রাস্তায় কাঙ্গালীদিগকে দান করা হইল। পূজা দেখিতে আশ্রমস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই গিয়াছিলেন। পূজার পর সকলে 'পেড়া' প্রসাদ পাইলেন। অশ্বিনী আশ্রমের পাহারায় ছিল।

ঠাকুর আজও বলিলেন, "এই পূজা মহাবীরের নিকট যে দিন মানস করিলাম, তার পর দিনই 'বানরবধ' বন্ধের অনুমতি হইল। মহাবীর প্রকাশ হইলে বলিলাম, "ঠাকুর, প্রায় সবই ত মারিয়া ফেলিয়াছে, এখন ইহাদিগকে রক্ষা করুন।" ঠাকুর বাসায় আসিয়া মহাবীরের প্রসাদী কলা হইতে একটি চাহিয়া খাইলেন। 'ফতে মহাবীর' হইতেও প্রসাদ আসিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেণী ব্রজবাসী তাঁহার বাবার জন্য রেশমী বস্ত্র ও চাদর লইলেন, উহার মূল্য ১৮৲ টাকা। দীনবন্ধু ও হরেকৃষ্ণের ছড়িদারকে ঐরূপ বস্ত্র দেওয়া হইল। পরশ্ব দিবস হইতে যেন একটি স্রোতের মত উৎসব চলিতেছে। দানে প্রত্যেকেরই আনন্দ; কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। দাদাগোঁসাইও বলিলেন,"এ যেন একটা উৎসব চলিতেছে। দানে বড়ই আনন্দ হইতেছে। ঋণ পরিশোধের কোন চিন্তাই আসিতেছে না।" ঠাকুরও বলিলেন, "তাহাই।" হরেকৃষ্ণের মাতা ও পরিবারস্থ কাহাকে কাহাকে বস্ত্র দিতে দাদাগোঁসাই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, "আমিও তিন চার বার এরূপ ভাবিয়াছি। কিন্তু ভিতরে চাহিয়া দেখি সব অন্ধকার। বরং যাওয়ার সময় চেষ্টা করিও। যাহাকে যাহাকে দিতে বলেন তাহাকেই দেওয়া হয়। আমি কিছুই করি না। স্পষ্ট ভিতর হইতে হুকুম আসে। আমার কি সাধ্য কাহাকে কিছু দিতে পারি।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রার্থনা

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ মন্দিরে সিংহদরজা পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পথে একটি কাণা স্ত্রীলোককে একখানা এদেশী বস্ত্র ও 'টিনদাস' বাবাজীকে একখানা কম্বল দেওয়াইলেন। পথে তিনটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা গত কল্য কম্বল লইয়াছিল। অদ্য পুনরায় অন্যবেশে ভিক্ষার্থী হইল। ঠাকুর তাহাদের কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিয়া ভৎর্সনা করিলেন। ব্রজবাসী বেণীর সঙ্গে আজ শ্রীবৃন্দাবনের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আজ একটি ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করেন, তাঁহার যেন বংশ লোপ হয়। বংশ থাকিলে বংশধরেরা এই জগন্নাথদেব আমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গৌরব করিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যাকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তিনি সতী-সাধ্বী, পতিব্রতা কামিনী।

অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথি

ভুবনেশ্বর মহাদেবের আগমন

৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ মাঘী শুক্লা সপ্তমী। এই তিথিতে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভোর চারটার সময় শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া আসিয়াই ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "দেখ দেখি পদকল্পতরুতে অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে কোথায় কোন্ পদ আছে?" ব্রহ্মচারী বাহির করিয়া রাখিল। ভোরে প্রাতঃকালীন ভজন শেষ করিয়া বিধুবাবু ললিত প্রভৃতিকে ঐ গানটি গাহিতে বলিলেন। এই সময় মঠের বাবাজীরা আসিয়া যোগ দিলেন। একজন গৈরিকধারী বাবাজী খোল বাজাইতে লাগিলেন। পদকল্পতরু হইতে দুই একটি গান করিয়া বিধুবাবু অন্য গান আরম্ভ করিলেন। গান বেশ জমিয়া উঠিল। ঠাকুর নৃত্য করিলেন। একটা প্রবল ভাবের স্রোত বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর বসিলেন। ঐ সময় ডমরুধারী রুদ্রাক্ষ বিভূষিত একজন ব্রহ্মচারী হঠাৎ আসিয়া ডমরু বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কতক্ষণ পরে পুনঃপুনঃ ঠাকুরের চরণে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। কখন বা ঠাকুরের পা টিপিয়া দিতে লাগিলেন, কখন কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন আবার কখনও বাম চক্ষুতে ঠাকুরের পদাঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া ভাবের সহিত নমস্কার করিতে লাগিলেন। উঁহার ভাব দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল, যেন ঠাকুরের কত কালের পরিচিত বন্ধু। সকলেই ইঁহার বিশেষত্ব দেখিয়া "ইনি কে?" জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া দরজার নিকট যাইয়া পদধূলি লইলাম। কি জানি কোন মহাপুরুষই বা ঐ বেশে আসিয়া থাকিবেন। ইহাকে পুরীতে কদাচ দেখি নাই। আশ্চর্য্য, বাহির হইলেন, আর নাই। পরে ঠাকুর বলিলেন, "ইনি ভুবনেশ্বরের মহাদেব। ঐ বেশে আসিয়াছিলেন।"

মঙ্গুমঠে বস্ত্রদান ঃ লোকনাথ মহাদেবের আগমন

অতঃপর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর চা খাইয়া বাহির হইলেন। পূর্ব্বেই বহু লোক দরজায় জড় হইয়াছিল। এখন ঠাকুর বাহির হওয়ামাত্র বহু লোক পিছনে পিছনে ছুটিল। পূর্ব্বেই বৃহস্পতিবার কাপড় দেওয়া হইবে রাষ্ট্র হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে মঙ্গুমঠের ভিতর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দীন দুঃখীদিগকে বন্ধ করা হইল। বহু লোক হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও অপর জাতির ছেলেপিলেই ষাট জন। ঐ মঠের পার্শ্বে ঠাকুর, পান্না, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিধুবাবু প্রভৃতি একটা কাপড়ের দোকানের বারান্দায় বসিলেন। সরলনাথ উহার ভিতর বসিয়া সকল যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। আমি দুই-একজন লোকের সাহায্যে কাপড় পৌঁছাইতে লাগিলাম। ঐ স্থানে অশ্বিনী ও জগদ্বন্ধুবাবু কাপড় বিলি করিতেছিলেন। বিশ্বাস মহাশয়, দাদাগোঁসাই, অমৃত ও ব্রহ্মচারী পাহারা দিতেছিলেন। কখন কখন বেত-হাতে করিয়া, দাদাগোঁসাইকেও লোক তাড়াইতে হইয়াছে। লোকের এমনি সংঘট্ট হইল যে বারজন ছড়িদার, সাতজন পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই সাতজন পুলিশ না থাকিলে কখনও কাপড় বিলি করা যাইত না। সমস্ত লুট হইত। তাহাদের কেহ আহ্বান করিয়া আনে নাই। ভগবৎ কৃপায়ই তাহাদের আগমন হইয়াছিল। প্রায় ৬০০্ টাকার কাপড় দান করা হইল। উপস্থিত ব্রাহ্মণ, ছড়িদার ও পুলিশদিগকেও ধুতি দেওয়া হইল। অশ্বিনীবাবু ও জগদ্বন্ধুবাবু লোকের সংঘট্টে কিছু আঘাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেন। দোকানও লুটের উপক্রম হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য, এক ব্যক্তি একখানা বস্ত্রের জন্য খুন করিয়া জেলে যাইতেও স্বীকার। পরে ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের মঠে অদ্বৈত প্রভুর বিগ্রহের জন্য 'রায় মহাশয়' ধুতি চাদর পাইলেন। বহু লোক দরজায় আসিয়া জড় হইল। আজ 'জগন্নাথ-বল্লভের' বাবাজীদের এখানে নিমন্ত্রণ। তাহাদিগকে এক আইট্কা প্রসাদ ডাল তরকারী পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সন্ধ্যার পর পুনরায় কীর্ত্তনে ভাবের স্রোত বহিল। ঠাকুর, সরলনাথ, বিধুবাবু প্রভৃতি নৃত্য করিলেন। মঠের বাবাজীরা আসিলেন। একজন খোল বাজাইলেন। "ভালী গোরাচাঁদের আরতি বলি" এই গান হইতে লাগিল। এই সময়ে একটি সন্ন্যাসী কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তিনি ঠাকুর ও শ্রীধরের হাত ধরিয়া খুব নৃত্য করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি লোকনাথে থাকি। সেখানে গেলে আমাকে দেখিতে পাইবে। আমাকে কি সেখানে দেখ নাই? আমি কেবল দুধ খাই।" ঠাকুর পরে বলিলেন, "ইনি স্বয়ং লোকনাথ। ঐ বেশে আসিয়াছিলেন।"

৬ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে। বাহির হইলেন না। লোকের ভিড়ে বাসার সম্মুখে খুব গোলমাল হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর একদল তাড়ান হইতে তখনই আর একদল আসিয়া উপস্থিত। সারাদিন লোকের জ্বালায় অস্থির। মন্দিরে কোন প্রয়োজনে গেলাম। যেই দেখে, সেই বলে, "এত বস্ত্র দিলা, আমি পাইলাম না।" কেহ নিজে পাইয়া থাকিলে বিগ্রহের জন্য চায়। রাত্রিকালে জগৎবাবু, কিশোরীবাবু ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর নারায়ণবাবু আসিলেন। নারায়ণবাবু ঠাকুরের বহুদিনের বন্ধু দীনবন্ধুবাবুর পুত্র। অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথদেব স্বয়ং ব্রহ্ম

৭ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের জ্বর। বাহির হইলেন না। কাণা, আতুর, খোঁড়া প্রভৃতিকে দেওয়ার জন্য ছাব্বিশখানা কাপড় গোপনে বঙ্কু ও কিরণদের দেশীয় একটি গুরুভাইকে দিয়া বিতরণ করা হইল। আজও লোকের সংঘট্ট কম নয়। রাত্রিকালে বড়পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "মনে করিও না, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ঐ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তি। ভগবান স্বয়ংই এ রূপ ধারণ করিয়াছেন। যেমন বাষ্প জমাট হইয়া বরফ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ঘনীভূত হইয়া ঐরূপ হইয়াছেন।"

দানযজ্ঞ ঃ মহাবীরের কৃপা

৮ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। বাসার দরজায় লোকে লোকারণ্য। কেহ বলে "কাপড় দাও," কেহ বলে "ছেলেকে পৈতা দিয়া দাও"। কেহ বলে "ঠাকুর, সেবার জন্য রেশমী বস্ত্র দাও।" লোকের ভিড় ঠেলিয়া যাইতে বড়ই ক্লেশ হইল। মন্দিরে ঢুকিলেন, সেখানেও লোকের ভিড়। আজ দর্শনের সময় নীরবে, একদৃষ্টে দর্শন করিয়া ঠাকুর অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাহির হইয়া একটি পূজারীকে রেশমী কাপড় ও চাদর দিতে বলিলেন। একটি অন্ধ ও অপর তুইটি লোককে ধুতি চাদর দিলেন।

আজ বড়ছাতার মোহন্তকে, জগন্নাথদাস বাবাজীকে ও মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী-বিশ্বেশ্বরের পূজারীকে রেশমী বস্ত্র দিতে আদেশ করিলেন। মোহন্তজীদের ২০৲ টাকা করিয়া দুইখানা ও পূজারী ঠাকুরকে ১১৲ টাকার একখানা কাপড় দেওয়া হইল। গত কল্যের বড়পাণ্ডাকেও ১৫।১৬ টাকার একজোড় ধুতি চাদর দিতে আদেশ হইল। আজ মন্দিরের পুলিশ প্রভৃতি কর্ম্মচারী সকল মহাপ্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে ভেট্ দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধানকে ১৩৷৷০ টাকার ও তাঁহার সহকারীকে ৯৲ টাকা মূল্যের এক একখানা গরদের ধুতি আনাইয়া দিলেন। অবশিষ্ট ২৫ জনকে ২৫ জোড়া ধুতি চাদর দেওয়াইলেন। ধুতি ও চাদর খুব ভাল ছিল। তাহারা পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। খুসী হইয়া বলিতে লাগিল "ইনি যথার্থই দাতা। কর্ণ, পরশুরাম দান করিয়াছিলেন, আর ইনি করিলেন। কত রাজা মহারাজা আসে, এরূপ কেহ করিবে না।" হরেকৃষ্ণের দুই ভগিনীকে ও গঙ্গাধর খুটীয়ার স্ত্রীকে ৩৪৲ টাকা করিয়া এক-একখানা গরদের শাড়ী, হরেকৃষ্ণের ছোট ভ্রাতাকে ৩৬৲ টাকার ও অন্যান্য ভ্রাতা ও গঙ্গাধরের ছেলেকে ১৬।১৭ টাকার গরদের ধুতি দেওয়া হইল। আজ প্রায় ৩৫০৲ টাকার কাপড় বিতরণ হইল।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখি, খুব কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ভাবের উচ্ছ্বাসে বিধুবাবু একটি ছোট মর্কট হইলেন। আমি উহার দৈর্ঘ্য মাপিলাম। প্রায় সওয়া হাত হইল। বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। মানুষ আবার মর্কট হয়! আমি পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। নিকটে একটি প্রদীপ ছিল, তাহাতে যেন গায়ের রোম না পোড়ে এজন্য সতর্ক হইলাম। অন্যদিকে মুখ ফিরাইতেই, অমনি মর্কটটি বিধুবাবু হইলেন। আমিও জাগিলাম। ঠাকুরকে এ সম্বন্ধে তখনই জানাইলে, তিনি বলিলেন, "মহাবীর কৃপা করিয়া তোমাকে ঐরূপ দেখাইয়াছেন। বিধুতে মহাবীরের অংশ আছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺সতীশের মহাপ্রসাদী খাজা গ্রহণ

৯ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় ঠাকুরের ঔষধ সেবনান্তে একটু মিষ্ট মুখে দিবার জন্য একখানা রেকাবে করিয়া মহাপ্রসাদী লাড্ডু ও খাজা ব্রহ্মচারী লইয়া গেল। উহা ঠাকুরের সম্মুখে রাখিবার সময় হঠাৎ শুধু খাজাখানা দুই তিন হাত তফাতে যাইয়া ছুটিয়া পড়িল। ব্রহ্মচারী অপ্রস্তত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুর ঈষৎ হাসিমুখে একটু উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, "আর একখানা খাজা আনিয়া দাও।" ব্রহ্মচারী খাজা দিয়া ভাবিতে লাগিল, 'গোল লাড্ডু রেকাবে যেমন তেমনই রহিল —একটুও নড়িল না—অথচ খাজাখানা কি প্রকারে অত দূরে পড়িল।' ব্রহ্মচারীর ভাব বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তোমার কোন অসাবধানতায় ওরূপ ঘটে নাই। সতীশ আসিয়া খাজাখানা থাবা মারিয়া লইয়াছেন। কল্য সমুদ্রে যাইয়া ঐ খাজাখানা উহাকে স্মরণ করিয়া নাম গোত্র বলিয়া দিয়া দিও। স্বামিজীকেও (দেবেন্দ্রপ্রসাদকে) একখানা দিও। এই মহাপ্রসাদের জন্য কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব লালায়িত!"

রাখালবাবুর মহাপ্রয়াণ

১০ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। বিশেষতঃ দারুণ রৌদ্রে বাহির হওয়া বড়ই ক্লেশকর। আজ পাঁচজন জগন্নাথদেবের পূজারীকে ১৮৲ টাকা দামের এক-একখানা গরদের ধুতি দিয়া মর্য্যাদা করিলেন। চারি সম্প্রদায়ের ছয়জন মোহন্তকেও ঐরূপ ধুতি ও তাহাদের অধীনস্থ আটজন ছড়িদারকে ধুতি চাদর দিলেন। অন্যান্য পূজারীদের মর্য্যাদার জন্য পূর্ব্বে ১০৲ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়াছিলেন। আজও ২৫৲ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। স্বর্গদ্বারী ঘাটের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের পুরোহিত গরদের ধুতি চাদর পাইলেন।

আজ রাখালবাবুর মৃত্যুসংবাদ আসিল। ঠাকুর বলিলেন, "যখন বৃহস্পতিবার কাপড় বিলি হয়, তখন বটগাছটির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, একটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এ কি! শ্রীবৃন্দাবনের লীলা হইতেছে? এদিকে রাখালবাবু দাঁড়াইয়া যোড়হস্তে কি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমতঃ উহা অন্তরূপ মনে করিলাম। পরে দেখিলাম যথার্থই 'রাখাল' চলিয়া গেল।" কিশোরীবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত পিতার পাপের জন্য পুত্র কি করিতে পারে?" ঠাকুর বলিলেন, "কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ন কিংবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট—গয়ায় পিণ্ডদান।"

গৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে কথা

১১ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। নিয়মিত কার্য্য যথামত চলিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এদেশী দুইটি লোক দর্শনে আসিলেন। একটি পণ্ডিত আজ দুই তিন দিন যাবৎ ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইতেছেন—"আকাশ নিত্য পদার্থ, কেহ কেহ বলেন সৃষ্ট।" সেদিন তাঁহাকে একটা টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার যৎকিঞ্চিৎ মর্য্যাদা একখানা রেশমের ধুতি ও চাদর কিছুদিন পরে দিব।" আজও পণ্ডিতটি অভাব জানাইলেন। দাদাগোঁসাই ১৲ টাকা দিলেন। এই পণ্ডিতটি মহাপ্রভু সম্বন্ধে সুন্দর গল্প করিলেন। "চৈতন্যঠাকুর ষড়ভুজ দর্শন করাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথদেবের অবতার। রাজা এ কথা বিশ্বাস করে না। রথের সময় রথ দর্শন করিয়া চৈতন্যঠাকুর সমুদ্রের পারে যাইয়া বালির রথ তৈয়ারী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজার রথ অচল হইল। কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতী পালোয়ান দিয়া চালাইতে চেষ্টা হইল কিন্তু রথ চলিল না। তখন রাজা 'ধর্ণা' দিল। দু'দিন পরে আদেশ হইল "আমি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। তুই তাঁহার মর্য্যাদা করিস্ নাই। তাই রথ অচল হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া গম্ভীরাতে যাইয়া রাজা ভূমে পড়িয়া কত অনুনয় করিয়া চৈতন্যঠাকুরকে রথের নিকট আনিল।

যেই তিনি আসিলেন অমনি রথ আপনা আপনি ছুটিতে লাগিল। রাধাকান্ত মঠ প্রসিদ্ধ মঠ। এই স্থানে চৈতন্যদেব অনেক লীলা করিয়াছেন।

ভক্তি গোপনীয়

১২ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ 'মাঠাকুরাণীর' তিরোভাব তিথি। নিত্যানন্দ প্রভু এই দিনে আবির্ভূত হন। দাদাগোঁসাইর ইচ্ছা ছিল, আজ দরিদ্রদিগকে অকাতরে উৎকৃষ্টরূপে ভোজন করান। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হইল না। সামান্য দুই আইট্‌কা মহাপ্রসাদ ও ডাল তরকারী বিতরণ হইল। ঠাকুর আজ অনেক কথা বলিলেন। "ভক্তিকে কৃপণের ধনের ন্যায় গোপনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সহিত উহার উদাহরণ দিয়াছেন। কন্যা অবস্থায় মেয়েটি নেংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যুবতী হ'লে স্তন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে। পিতামাতা গুরুজন কেহ তাহা দেখিতে পায় না। যুবতী কেবল স্বামীর নিকটই উহা প্রকাশ করে। তদ্রূপ ভগবান ব্যতীত সকলেরই নিকট ভক্তি অতি সন্তর্পণে গোপনে রাখিবে। প্রথম প্রথম যখন ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, একটু চোখ দিয়া জল পড়িল, অমনি ভাবিতাম, লোকে দেখুক। পরে দেখি, কি করিয়া ইহা গোপন করিব। হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে ইহা গোপন করিতে ইচ্ছা হইত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের দেশীয় ভাবে শিক্ষার প্রশংসা

১৩ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর তত সুস্থ নহে, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল। আজ বানরের কলা আসে নাই। বানরদের ক্লেশে ঠাকুর বড় অস্থির হইলেন। দু'বার লোক পাঠাইয়া কলা আনা হইল। বঙ্কুর মাথা খারাপ হইয়াছে। সে বানরদের জন্য চারি আনার পচা কলা আনিল। আর বানরদের নিকট টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'যা কলা খাগে যা।' ঠাকুরের নিকটও এক টাকা বানরের কলার জন্য ছিল। ঠাকুর উহা একটি ব্রাহ্মণকে দিতে বলিলেন।

বৈকালবেলা ছয়টি ছোট ছোট এদেশী বালক গুরুমহাশয়ের সহিত পাণ্ডার গোমস্তা দীনবন্ধুকে লইয়া আসিল। ইহারা উড়িয়া ভাষায় জগন্নাথদেব, মহাদের ও গণেশ প্রভৃতির বন্দনা গান করিল। বালকদের গলায় তিন চারি লহর হার, কর্ণে কুণ্ডল, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা। ইহাদের মধ্যে একটি হরেকৃষ্ণের ভাই। অন্য কয়জনও তাহাদের নিকটস্থ আত্মীয়। ঠাকুর দেখিয়া বড় আনন্দ করিয়া বলিলেন, "এরূপভাবে শ্রীপঞ্চমীর গান আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। শান্তিপুরে ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, কিছু ছিল, তবে অন্যরূপ। ইহাদিগকে ইংরাজী পড়াইলে অর্থ আনিতে পারিবে বটে, কিন্তু দেশীয় ভাবে এরূপ শিক্ষায় সুখী হইতে পারিবে। শিশুকালে যে সকল ছাপ হৃদয়ে পড়ে, তাহা প্রায় উঠে না। এই সকল শিক্ষায় বিশেষ উপকার হইবে। সারাজীবন কার্য্য করিবে।" ঠাকুর ইহাদিগকে ৫৲ টাকা দেওয়াইলেন।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আগামী কল্য পর্য্যন্ত ঠাকুর বাহির হইবেন না বলিলেন। আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসায় মুন্সেফ্ বাবু, সুরেনবাবু প্রভৃতির সপরিবারে নিমন্ত্রণ। কানিকা পিঠা ও অন্যান্যরূপ মহাপ্রসাদ সোয়ারের দ্বারা আনাইলেন। বড়ছাতার মোহন্তের গুরুভাই অনেক ধর্ম্মকথা বলিলেন। সোয়ার তাহার ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছিল। খুব উৎকৃষ্ট গরদের ধুতি চাদর ছেলেটিকে খরিদ করিয়া দিতে বলিলেন। ছেলেটি বড়ই সুলক্ষণযুক্ত। ঠাকুর উহার প্রশংসা করিলেন। সন্ধ্যার সময় যে পণ্ডিতটি এখানে পাঠ করেন, তাঁহাকে গরদের ধুতি চাদর দেওয়াইলেন।

জগন্নাথদেবের সৌন্দর্য্য দর্শন : দীনতা

১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর সুস্থ নহে। বৈকালে পণ্ডিতজী ও পশ্চিমা সাধুটি অনেক ধর্ম্মকথা বলিলেন। পণ্ডিতজী বেদান্ত পাঠ ক্‌রিলেন। রাত্রিকালে মন্দিরে গেলাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বস্তুতঃ তাঁহার মুখমণ্ডলের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের সহিত পৃথিবীর কোন বস্তুরই তুলনা হয় না। একবার সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখ কল্পনা করিলাম; কিন্তু উহা প্রাণে স্থান পাইল না। কত শত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ হীরকখণ্ড যেন তাঁহার শিরে, কপালে ও অন্যান্য স্থানে জ্বলিতেছে। এই রূপ পরে চেষ্টা করিয়াও মনে আনা যায় না। গুরুদেবের নিকট গত দুই দিন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'এ রূপ যেন মনে থাকে।' অদ্য যে রূপ দর্শন করিলাম, তাহা মনে হইলেও প্রাণ শীতল হইয়া যায়।

মুন্সেফ্ বাবুর সঙ্গে দীনতা সম্বন্ধে কথা হইল। ঠাকুর বলিলেন, "উহা ভিতরের বস্তু। উহা হৃদয়ে আসিলে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।" একবার ঠাকুর একটি মুসলমান মুটিয়ার পা ধরিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ লোকটি "বাপ", "বাপ" বলিয়া ঠাকুরকে চক্ষের জলে ভাসাইলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, যেন কত দিনের পরিচিত বন্ধু। ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে ঝাঁকাধারী মুটিয়া, তৎপরে দেবমূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন। বার বার ঠাকুর এইরূপ দেখেন। মুটেটি বলিল, "যিনি রাম, তিনিই রহিম, তিনিই কৃষ্ণ। ভগবান সকলেরই এক।" ঠাকুর বলিলেন, "বস্তুতঃ দীনতা আসিলে সমস্ত জীব হইতে নিজেকে হীন বলিয়া বোধ হয়।"

শান্তিদিদির পূজা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর বাহির হইবেন। তাই সকালে উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "কি করিয়া বলিব? যে দিকে লইবেন, সেই দিকেই যাইব।" পূর্ব্বে একদিন শান্তিদিদি ঠাকুরকে পূজা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ঠাকুর এড়াইতে চেষ্টা করিলে ঠিক একটি খুকীর মত অতি মিষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, "আমাকে ফাঁকি দিও না কিন্তু।" আজ অনেক করবী ও অন্যান্য ফুল থালা ভরিয়া আনিলেন। সেখানে অন্য কেহ উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুর আমাকেও অন্য ঘরে যাইতে বলিলেন। আমি বারান্দা পরিষ্কার করিতে গেলাম। শান্তিদিদি ঐ সকল পুষ্প-চন্দন দ্বারা মনের সাধে ঠাকুরকে পূজা করিলেন। পরে ঠাকুর 'চা' খাইয়া বাহির হইলেন।

দুইজন পাণ্ডাকে ১৩।৹ ও ৯৲ টাকার গরদের ধুতি চাদর দেওয়া হইল। একটি ব্রাহ্মণের ছেলে বলিল, "আমার বাপ নাই, মা নাই, কেহ নাই। এত লোক ধুতি চাদর পাইলেন, আমি পাইলাম না।" ঠাকুর তাহাকে সন্ধ্যামন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কিছু বলিয়া আর জানে না বলিল। উহাকে ধুতি চাদর দেওয়া হইল। তৎপরে দক্ষিণ দ্বারের প্রকাণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাবীরের সেবক সাধুটিকে ধুতি চাদর ও উত্তর দ্বারের কোমরে ডুরি-বাঁধা সাধুটিকে এবং একটি পূজারীকে ঐরূপ বস্ত্র দিবেন বলিয়া চলিতে লাগিলেন। ডুরিওয়ালা সাধুটি কিছুই চাহেন নাই। ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া "গুরু মহারাজ" বলিয়া পদধূলি লইলেন ও "ভজনই সার" বলিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে সঙ্গীয় অনেককে ২রা চৈত্র ধুতি চাদর দিবেন বলিয়া বাসায় ফিরিলেন। ছড়িদারদিগকে ২৲ ও অন্য ব্যক্তিকে কিছু দিবেন বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ কালে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "জম্মুর রাজা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিল, কিন্তু এমনটি আর কেহ করিবে না।"

ভগবান সহস্রশীর্ষ পুরুষ

১৭ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ আর বাহির হইবেন না। বড়ই দুরন্ত রৌদ্র। সকালে শান্তিদিদি আসিয়া কি বলিলেন। ঠাকুর উপদেশচ্ছলে কহিলেন, "ভগবান সহস্রশীর্ষ পুরুষ—এ তো ঠিকই। আবার বিশ্বে কত প্রাণী রহিয়াছে। প্রত্যেকের মস্তকই তাঁহার মস্তক। প্রতি প্রাণীতেই তিনি বর্ত্তমান। এজন্যও তিনি 'সহস্রশীর্ষ'।"

'চা' লওয়ার সময়ে দু'টি করবী ফুল শান্তিদিদির চরণে দিলাম। তিনি আমার মস্তকে উঠাইয়া দিলেন। উহা বড়ই ভাল লাগিল। পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তেও একটি সচন্দন পদ্ম করবী দিলাম। সায়ংকালে হিন্দুস্থানী সাধুটি আসিলেন। আজ চিঠি আসিয়াছে, প্লেগের নূতন নিয়মানুযায়ী কার্য্য কলিকাতাতে আরম্ভ হইল। ঠাকুর বলিলেন, "আমাদের ত আর ঘরবাড়ী নাই। ভগবানের চরণতলে কোন একটা তীর্থস্থানে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর কিশোরীবাবু ও জগৎবাবুর সহিত, রাম ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে অনেক আলাপ করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ জননীকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, গর্গমুনি নন্দরাজকে, 'কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান' বলিয়া উপদেশ দেন, বাল্যকালে বশিষ্ঠ ঋষির নিকট শ্রীরামচন্দ্র, 'আমার হনুমান কৈ?' বলিয়া আর্ত্তি করিয়াছিলেন।"

১৮ই ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। পশ্চিম দরজায় মেথলাধারী সাধুটিকে গরদের চাদর ও চারি দরজার ছড়িদার ১৬ জনকে ধুতি চাদর, প্রতিহারী ২৫ জনের ১৮ জনকে ধুতি চাদর ও ৭ জনকে গরদের ধুতি চাদর দিলেন। আরও ৪।৫ জন ধুতি চাদর ও ৫।৬ জন গরদের ধুতি চাদর পাইলেন। আজ প্রায় ৩০০৲ টাকার কাপড় বিতরণ করিলেন।

ঠাকুরের দানের তাৎপর্য্য : আচারী সাধু ও মহাপ্রসাদ : জন্নগাথদেবকে কর্পূর দানের প্রতিশ্রুতি

১৯শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে শান্তিদিদি আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "তিনি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, 'এখানে যত অর্থ এভাবে ব্যয় হবে, ততই আসিবে'।" রঘুরাজার দানশীলতার কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিলেন। ঠাকুর পুনঃপুনঃ বলিতেছেন, "এ দান আমার স্বকৃত দান নহে। অন্য একজন ভিতর হইতে উহা করিতেছেন। ইহাতে আমার একেবারেই স্বাধীনতা নাই। আমার কি ক্ষমতা আছে। একটি পয়সাও কাহাকে দিতে শক্তি নাই।" দাদাগোঁসাই বলিলেন, "এ দানে কাহারও মনে গ্লানি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋণ শোধের জন্য কোন চিন্তা পর্য্যন্ত নাই। ইহা যেন ভগবানের একটি বিশেষ বিধান বলিয়া সকলেই ভাবিতেছেন। আশ্চর্য্য বটে।”

কাল শ্রীবৃন্দাবনবাসী একজন ‘আচারী’ সাধু তথায় ঠাকুরের বিস্তর প্রশংসা শুনিয়া দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ‘আচারী’দের মধ্যে আহারাদি লইয়া বড়ই হাঙ্গামা; পর্দ্দার পর পর্দ্দা খাটাইতে হয়। তিনি বলিলেন, “মহাপ্রসাদের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, একত্র দশজনে বসিয়া একপাতে আহার করিলেও মনে কোন গ্লানি আসে না।” ঐ লোকটি একখানা গরদের বস্ত্র চাহিয়াছে। একটি পূজারী প্রতি বৃহস্পতিবারে জগন্নাথদেবকে কর্পূর আরতি করেন। চন্দনযাত্রা, ঝুলন, রথযাত্রা, ফুলদোল প্রভৃতিতেও জগন্নাথদেবকে কর্পূর দেন ও আরতি করেন। তিনি আসিলে, ঠাকুর কর্পূর সেবার জন্য প্রতি বৎসর ১০৲ টাকা দিবেন বলিলেন। লোকটি বড়ই আনন্দ করিল। স্তুতি-নতি করিতে লাগিল। ঠাকুর ইহার ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ‘হাড়মাস’ প্রাপ্তি
কিশোরীবাবুকে সান্ত্বনা—“সকলের পক্ষে সমান নয়”

২০শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। বাহির হইলেন না। যথানিয়মে কার্য্য চলিল। আজ ‘সরলচিত্ত’ রাগ করিয়া কাপড় ধরিয়া টানিয়াছে। অপরাধ, উহার নিকটে বাচ্ছাদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে। ‘দাদামহাশয়’ গত পরশ্ব কলা কম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, দু’হাতে এক ধাক্কা। কিন্তু ইহারা কোনরূপ ক্লেশ বা আঁচড়-কামড় দেয় না।

আজ গঙ্গাতে দেওয়ার জন্য একটি উড়িয়া ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হাড়মাস' ঠাকুরকে দিলেন। নবযৌবনকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ব্ব বৎসরের পরিত্যক্ত বস্ত্রাদিকে 'হাড়মাস' বলে। উহা রাজা ভিন্ন কেহ পায় না। ঠাকুর উহা রোজ পূজা করিবেন ও পরে গঙ্গায় দিবেন বলিলেন। বামুনঠাকুর জ্বর হওয়ায় বাড়ী চলিল। তাহাকে ৮৷১০ টাকা দিয়া ধুতি চাদর দিতে আদেশ করিলেন।

আজ কিশোরীবাবু কাতরভাবে ঠাকুরকে কহিলেন, "গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ বলিতেছেন, 'এ সাধন পাওয়া নয়, পিশিয়া যাবে, সব টের পাবে'। উহা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে।" ঠাকুর বলিলেন "ভয় কি! সকলের পথ সমান নয়। আপনি দেবনাগর অক্ষর পড়িতে পারেন?" অল্প অল্প পারেন বলায় ঠাকুর ভক্ত সুরদাসকৃত একখানা 'সুখসাগর' গ্রন্থ কাপড়ে জড়াইয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "প্রত্যহ একটু একটু পাঠ করিবেন।"

শান্তিদিদির গোপালের ভোগ

২১শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে শান্তিদিদি আসিয়া বলিলেন, "ছেলেরা যে গোপাল পূজা করিত, তাহা দুই চারিদিন হইল আমি ফুল দিয়া সাজাই, পূজা অর্চ্চনা করি। কাল আমি অসুস্থ ছিলাম বলিয়া সেবা করিতে পারি নাই। চক্ষু মুদিলে, উহাদের তিনটিকেই দেখিলাম। তাহারা খাইতে চাহিল। পরে রাত্রে উঠিয়া উহাদিগকে ভোগ দিই, তবে শুই।" ঠাকুর বলিলেন, "সকালে আরতি, মধ্যাহ্নে ভোগ ও সায়াহ্নে আরতি প্রভৃতি করিবে। ঠিক ছেলেপিলের মত আদর করিয়া সেবা করিবে।" ঠাকুরের শরীর আজও অসুস্থ। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'হাড়মাস' একটি কৌটায় পূরিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুন্সেফ্‌বাবুর দীক্ষাপ্রাপ্তি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ

২২শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ মুন্সেফ্‌বাবু তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তি উপলক্ষে খাওয়াইলেন। সপরিবার জগৎবাবু, শশীবাবু ও দুই সুরেনবাবু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ইহা আজ অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছেন, ইহার ভিতর একগাছি চুল নাই, কচুর খোলা নাই! যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি হইয়াছে।" পরে জানিলাম কিশোরী-বাবুর বাড়ীর মেয়েরা কুট্‌না কুটিয়া দিয়াছেন। সমস্ত জিনিষই অতি যত্ন সহকারে বাড়ীতে বাছিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঠাকুর আদেশ করিলেন, "ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব কেহ যেন না ফিরিয়া যায়।" এই আদেশে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া কিশোরীবাবু ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে গেলেন। শতাধিক বাহিরের লোক আহার করিল।

শশীবাবুর ছেলেটি বড়ই সুন্দর। ঠাকুরের নিকট আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়া ঠাকুরের পদ সমীপে বসিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ী বাঁদর যায়?" উত্তর—"হাঁ।" প্রঃ—"তাহারা কেমন?" উঃ—"তোমারই মতন অর্থাৎ ঠাকুরের নিকট যে সকল বানর আসে তদ্রূপ।" বানদের কলা খাইতে শশীবাবু ||০ দিলেন। 'ষণ্ড' মহারাজ সর্ব্বাগ্রেই প্রসাদ পাইয়া গেলেন। আজ হেড্‌মাষ্টার, নূতন ডেপুটীবাবু ও অন্য একটি ভদ্রলোক সন্ধ্যাকীর্ত্তনের সময় সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

সমুদ্রে সূর্য্যাস্তদর্শন ঃ দেবদাসীদের 'গীতগোবিন্দ' বস্ত্রদান

২৩শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ কলিকাতা হইতে পুরী আসিবার রেল খুলিল। নিয়মিত কার্য্য শেষ হইল। আজ সোমবার বলিয়া অল্প কয়েকটি বানর আসিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমবার বানরগণ লোকনাথ যাইয়া থাকে। আহারান্তে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর বাহির হইলেন। আজ মহোদধিতে সূর্য্যাস্ত দর্শন করিবেন। আলো সঙ্গে নিতে বলিলেন, যাইবার সময় দয়ানিধি পাণ্ডার বাড়ী দেখিলেন। ছেলেটির উপনয়ন হইয়াছে। পূজারী ছেলেটিকে নিকটে আনিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করাইলেন ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। লোকটি বড়ই সজ্জন। ঠাকুর বলিলেন, "ইনিও আপনার মতন, জগন্নাথদেবের পূজা করিবেন। দয়ানিধি শুনিয়া খুব খুসী হইলেন। ভদ্রঘরের ছোট ছোট মেয়েরা ও অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ বাহির হইয়া কেহ বা আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিল। সমুদ্রে যাওয়ার সময় কাছারির ছুটী হইল। অনেকে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। আমিও অনেককে নমস্কার করিলাম।

পরে সমুদ্রের তীরে যাইয়া বসিলেন ও অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সূর্য্যদেব কখনও ঘোর রক্তবর্ণ, কখনও অরুণ বর্ণ, কখনও গ্রহণ কালের ন্যায় তাম্রবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিলেন। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে অস্ত গেলেন। সূর্য্য অস্ত দর্শন করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। মন্দিরের সম্মুখে দেবদাসীরা আসিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইল। কেহ কেহ পদধূলি লইল। তাহারা প্রার্থনা করিল, "এত লোককে প্রভু দিলেন, আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া হয়।" ঠাকুর তাহাদের দুই দলকে দুইখানা রেশমী, 'গীত-গোবিন্দ' বস্ত্র মর্য্যাদা স্বরূপ দিবেন বলিলেন। ঠাকুর কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে কি দিব? আমি ভিখারী ফকির মানুষ, আমি সকলেরই দাসানুদাস। তোমরা ত ঠাকুরের দাসী, তোমাদের অভাব কি?" অনেকে বস্ত্রাদি চাহিলে, "অদ্য নয়, সময় হইলে মিলিবে" বলিয়া আশ্বাস দিলেন। একটি ব্রাহ্মণ কন্যা ছেলের উপনয়নের জন্য ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহাকে পাঁচ টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি কাল বালকে জগন্নাথদেবের প্রকাশ ও মর্য্যাদা দান

২৪শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ সকালে কল্যকার ব্রাহ্মণ কন্যাটি আসিলেন। তাঁহার ছেলের পৈতার জন্য ৫৲ টাকা দেওয়া হইল। আজকাল বানরগুলি বড়ই ক্ষেপিয়াছে। ঘর হইতে তাড়াইয়া দিতে হইতেছে। প্রায় ৬টার সময় ঠাকুর বাহির হইলেন। অনেকে ঘটী, বস্ত্র ও টাকা চাহিতে লাগিল। তিনজনকে ঘটী, ১৫।১৬ জনকে ধুতি চাদর ও দু'টি 'বামন' ভ্রাতা-ভগিনীকে ৫৲ টাকা দিয়া চলিতে লাগিলেন। আজ লোকের বড় ভিড়। ছড়িদারেরা নাই। অনেক ঠেলিয়া পথ করিতে হইল। পশ্চিম দরজায় সাধুটি গাত্রের লুগা (বস্ত্র) পাতিয়া দিলেন এবং ঠাকুরকে বসিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ক্লেশ হইবে শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন। দেবদাসীদের দুই দলের প্রধানা দুইজনকে বস্ত্র দিবার জন্য ডাকিতে বলিলেন। তাহারা বাসায় ছিল না।

এই সময় একটি কাল ১৩।১৪ বৎসরের বালক ধুতি চাদর যাজ্ঞা করিল। ঠাকুর তাঁহার ভিতর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন ও বাসায় যাইয়া উহার মর্য্যাদা করিবেন স্থির করিয়া দাদাগোঁসাই, জগবন্ধু বাবু, সরলনাথ প্রভৃতির হস্তে তাহাকে ন্যস্ত করিয়া হাত ধরিয়া বাসায় লইয়া আসিতে বলিলেন। হঠাৎ ছেলেটি সঙ্গছাড়া হইয়া পড়িল। বাসায় আসিয়া যেই সিঁড়িতে পা দিবেন, অমনি দেখেন, জগন্নাথদেব মণিকোঠায় বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঠাকুরের প্রতি কিল, ঘুসি দেখাইতেছেন। ঠাকুর তখনই ছেলেটির অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, ছেলেটি সঙ্গে নাই। অমনি উহাকে খুঁজিতে ত্রস্ত হইয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন, বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যে পর্য্যন্ত ছেলেটিকে না পাওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত বাসায় ফিরিব না। শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে পড়িয়া থাকিব।" ইহাতে সকলেই ভীত হইল। সরলনাথ দৌড়িয়া বালকের অনুসন্ধানে গেলেন। মুন্সেফ বাবুও ফিরিয়া চলিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন একটি চালার মধ্যে, বেড়ার আড়ালে কেবল মাথাটি উঁচু করিয়া বালকটি লুকাইয়া আছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিলেন এবং তাহার হস্তধারণ করিয়া দৌড়িয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং বড় দাণ্ডের উপর ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তখন ঠাকুর বাসা হইতে মাত্র ৪০।৫০ হাত মন্দিরের দিকে গিয়াছিলেন। সকলে আনন্দ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। ছেলেটিকে অতি যত্ন করিয়া বাসায় আনা হইল। ঠাকুর উহার পা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। ছেলেটি অপূর্ব্বভাবে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। ধুতি ও চাদর দেওয়া হইলে বালকটি অত্যন্ত তেজের সহিত বলিল, "তোমার খুব পুণ্য হইল।' এই ছেলেটিকেই গতকল্য সমুদ্রে যাওয়ার সময় কিছু না দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

রায়বিরেলীর অন্ধ বাবাজী

ঠাকুর আজ একটি অন্ধ বাবাজীকে দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। লোকটি বড়ই মিষ্ট। সদাই হাস্যবদন। বাড়ী রায়বেরিলী। বাড়ী হইতে হাঁটিয়া দ্বারকা ও রামেশ্বর গিয়াছিলেন। পরে তিন বৎসরে এখানে আসিয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার ভিতর শঙ্খ-চক্রধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই ঠাকুর ঐরূপ আলিঙ্গন করেন। লোকটি যেন একটি দেবমন্দির। উহাকে ধুতি, চাদর ও একটি ঘটী দেওয়া হইল। ঠাকুর বলিলেন, "এ স্থানের রজঃ এক-একটি মহাবিষ্ণু। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ও রজঃ এ তিনই এক।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঙ্গালীদের বস্ত্রদান ঃ বিমলামায়ীর বস্ত্র প্রার্থনা

২৫-২৬শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে উঠিয়া দেখি, গুরুভ্রাতা কিরণ ও বাইসারির প্রিয়নাথ প্রভৃতি আসিয়াছেন। ঠাকুর ভোরে উঠিয়া পায়খানায় গেলেন। পায়খানায় যেই হাতে জল ঢালিব, অমনি নীচের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর চমকিয়া বলিলেন, "এই!" জল ঢালিতে যেন নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "নন্দীশ্বর।" পরে আসনে আসিয়া পূজা করিতে করিতে গাইতে লাগিলেন, "শ্যামাপদ আকাশেতে, মন ঘুড়ি মোর উড়তে ছিল" ইত্যাদি।

আজ সকালে বাহির হইলেন। 'ঝাঁমা' মঠে কাঙ্গালীরা ভোজন করিতে বসিয়াছিল, ঠাকুরকে দেখিয়াই বলিতে লাগিল, "কাপড় দেও, ঘটী দাও, লুগা দাও।" প্রতিজনকে একখানা ধুতি দিতে ঠাকুর আদেশ করিলেন। এক দল লোক পেছনে পেছনে দোকানে চলিল। অন্য লোক সকলও ঐ সঙ্গে একত্রিত হইয়া বস্ত্র প্রদানের বিঘ্ন করিতে লাগিল। ইহাদিগকে বস্ত্র দিতে লাগিলাম। পান্না, মহেন্দ্র ঘোষ, জগবন্ধুবাবু ও কিরণ প্রত্যেকে এক এক দল লোক লইয়া আসিল। একজন পুলিস সাহায্যার্থে আনা হইল। অনেককে ধুতি দেওয়া হইল কিন্তু দলে দলে লোক আসিয়া উহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। বাছিয়া যতদূর সাধ্য দেওয়া হইল। চিনিতে না পারায় কাপড় দেওয়া বন্ধ করিতে হইল। পান্নার ও আমার পেছনে এক এক দল লোক চলিল। পান্না টেক্স দারোগার বাড়ীতে আশ্রয় লইল। আমি মুন্সেফ্‌বাবুর বাড়ীর নিকট দিয়া ঘুরিয়া তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে ঠাকুরের দর্শন পাইলাম। ঠাকুরের নিকট আমরা ও ৩০।৪০ জন কাঙ্গালী, ছড়িদার পাণ্ডা ও সন্ন্যাসী ছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "শ্রীরামচন্দ্র এই সমুদ্রেই সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সব বানর, শ্রীজগন্নাথদেব রামচন্দ্র।" পথে আসিতে আসিতে ডেপুটী শশীবাবু অতি বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া একপাশ ধরিয়া চলিলেন। সঙ্গে রাশি রাশি লোক! কেহ বলিতেছে, "দেও, এত লোক পাইল, আমি পাইলাম না।" ঠাকুর বলিলেন, "ব্রাহ্মণদিগকে রবিবার ৪টার পর দেওয়া হইবে ও কাঙ্গালীদিগকে বুধবার।" মুন্সেফ-বাবু ও দাদাগোঁসাই টিকিট করিবেন। শনিবার হইতে রবিবার ৩টা পর্য্যন্ত টিকিট বিলি হইবে। পান্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "টিকিটে কি লেখা হইবে?" তিনি কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া বলিলেন "ঐঁ।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলে, "বিমলামায়ী" প্রকাশিত হইয়া অত্যন্ত আবদারের সহিত ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "এত লোককে বস্ত্র দিচ্ছ; আমি আর কেউ নই।" ঠাকুর বলিলেন, "বিমলাদেবী যেন কুলীন কুমারীদের ন্যায়।" এই উপলক্ষে ঠাকুর কুলীন কুমারীদের গল্প করিলেন। "ঢাকা হইতে নৌকায় গোয়ালন্দ আসিবার সময় একদিন পদ্মার পারে দেখিলাম, একটি কুলীন কুমারী মলিনমুখে আমগাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। পদ্মায় বাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতি অল্পই বাকী, তাহাও ২।১ দিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুর বিমলামায়ীকে ৩০।৪০৲ টাকা দিয়া একখানা ভাল সাড়ী ও পূজাদির জন্য ১০৲ টাকা দিতে দাদাগোঁসাইকে বলিলেন। পান্না শীতলা-দেবী সম্বন্ধে কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, এই সঙ্গে তাঁহারও পূজা হইবে। ১০৲ টাকা দিয়া একখানা সাড়ী ও ৫৲ টাকা দিয়া পূজা দিতে বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, "আজ ঘরে প্রবেশকালে যেমন বিমলামায়ীর দর্শন পাইলাম, লোকনাথও তখন কৃপা করিয়াছিলেন। লোকনাথের মূর্ত্তি হাসিখুসি দেখিলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবচতুর্দ্দশীতে লোকনাথ দর্শন : ঠাকুরের নৃত্য : ভাবে উক্তি

২৭শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ শিবচতুর্দ্দশী। ঠাকুর লোকনাথ দর্শনে যাইবেন। সরলনাথ বিমলামায়ীর জন্য একখানা 'দাক্ষিণা সাড়ী' ৪৫৲ টাকা মূল্যে ও শীতলা-দেবীর জন্য ১২৲ টাকা মূল্যে আর একখানা সাড়ী আনিলেন। পূজার জন্য শাঁখা, সিন্দুর, চুয়া, কর্পূর, চিনি প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনা হইল। সকালে চারিজন অন্ধ লোককে ধুতি চাদর ও তিনজনকে ঘটী দেওয়াইলেন। স্নানের সময় শীতলদাস বাবাজী বলিলেন, "এ দেশের বৈষ্ণবেরা বিমলামায়ীর ও মহাদেবের প্রসাদ পান না। লোকনাথ দর্শন করিতে যান, কিন্তু কেহ বিমলামায়ী দর্শন করেন না।"

বৈকালে আমরা সকলে লোকনাথ যাত্রা করিলাম। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। স্রোতের ন্যায় লোক, লোকনাথ দর্শনে যাইতেছে। মন্দির হইতে 'লোকনাথ' বিগ্রহ দোলায় চড়িয়া লোকনাথ শিবের নিকট চলিলেন। পথে হাঁড়িতে হাঁড়িতে খাজা, মালপুয়া প্রভৃতি ভোগ লইয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সহিত স্ত্রী পুরুষ ৫০ জনের কম হইবে না। সকলেই উদ্যমের সহিত চলিতেছেন। পথে কেহ কেহ প্রার্থনা করিল। তাহাদিগকে আগামী কল্য সিংহদরজায় যাইতে বলিলেন। পথপার্শ্বে পুরী গোঁসাইয়ের কূপ দর্শন করিলাম। তথায় হাঁড়িতে করিয়া পাকাল প্রসাদের জল দান করিতেছে দেখিলাম। রাজা হাতীতে চড়িয়া লোকনাথ হইতে বাড়ী চলিয়াছেন। আমাদিগকে লোক ঠেলিয়া যাইতে হইল। মন্দিরের সমীপে যাইয়া ঠাকুর অতিকষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পুকুরের জল সরলনাথ হাতে করিয়া আনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরকে দিল। ভিতরে যাইবার সময় সরলনাথকে দক্ষিণপার্শ্বে ও বিধুবাবুকে বামপার্শ্বে ধরিয়া চলিলেন। পাণ্ডা, ছড়িদার, সুরেনবাবু, মুন্সেফ্‌বাবু আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। অর্দ্ধ-পরিক্রমার পরে ভগবতী দুর্গাদেবী দর্শন করিয়া পুনরায় মন্দিরের দ্বারে আসিলেন। মন্দিরের দ্বারে আসিয়াই অদ্ভুতভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। বহুকষ্টে আমরা কয়েকজনে চারিধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে লোকের সংঘট্ট হইতে রক্ষা করিতে লাগিলাম। পাণ্ডারা সম্মুখে আসিলে দুইজনকে ক্রমে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "তুই নন্দী, তুই ভৃঙ্গী, দে শিঙের গুঁতো।" এই বলিয়া মাথায় মাথায় ঢুসাইতে (গুঁতো দিতে) লাগিলেন। পুনরায় ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "'হরি হর', 'হরি হর', 'জয় লোকনাথ', 'জয় লোকনাথ', 'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ', 'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' এই নাম জপ কর। যে এই নাম করিবে সেই সিদ্ধ হইবে। এ সমান্য নাম নয়; ইহা জপ করিয়া দ্বারকানাথ সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন।" বোধ হইতে লাগিল, ঠাকুর নামের সহিত শক্তি ছড়াইয়া দিতেছেন। প্রবল 'শক্তি' স্রোতের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। 'নন্দী' এই নাম পুনঃপুনঃ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আরও বলিলেন, "যিনি কৃষ্ণ পূজা করেন, অথচ শিব পূজা করেন না, তিনি নরকে যান। আর যিনি শিব পূজা করেন অথচ কৃষ্ণ পূজা করেন না, তিনিও নরকে যান।" অতঃপর ধীরে ধীরে অতিক্লেশে বাহির হইয়া আসিলেন। কিছু-দূর আসিয়া আফিসের কর্ম্মচারীদের তাম্বুর সামনে বসিলেন। পাণ্ডারা আসিল। তাহাদিগকে এই রাত্রে ভোজন ও পূজা প্রভৃতির জন্য ২১৲ টাকা এবং ত্রিশজন পাণ্ডার প্রত্যেককে এক জোড়া দেশী ধুতি চাদর দিতে আদেশ করিলেন। তিনজন টহলদারকে তিন জোড়া কাপড় দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন। সরলনাথের নিকট মাত্র ৫৲ টাকা ছিল, বাকী ১৬৲ টাকা দৌড়িয়া আসিয়া বাসা হইতে লইয়া গেলেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টায় এই ২৷৷০ ক্রোশ রাস্তা যাতায়াত করিয়াছিলেন। ঠাকুর বাসায় আসিয়া সরলনাথের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। বস্তুতঃই সরলনাথ ধন্য। ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র।

আজ দেখিলাম, লোকনাথে প্রায় লক্ষ লোক জড় হইয়াছে। যে দিকে চাই কেবল ছোট ছোট ঘৃত-দীপ জ্বলিতেছে। আমাদের নিকটস্থ তাম্বুর চতুর্দ্দিক্ দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। তাম্বুও চার পাঁচটা দেখিলাম। বড়ই সুন্দর দৃশ্য। বালুকাময় স্থান। চারিদিকে উঁচু-নীচু বালির স্তূপ রহিয়াছে। ঠাকুর বাসায় আসিয়া বলিলেন, "তিনি লোকনাথের দরজায় উপস্থিত হইলেই দর্শন করিলেন, 'আকাশ পাতাল জ্যোতির্ম্ময়! সমস্ত পুরী ব্যাপিয়া লোকনাথ বিরাজ করিতেছেন। অদ্বৈত প্রভুর জন্মদিনে রাত্রিকালে যে সন্ন্যাসীটি বলিয়াছিলেন,'লোকনাথ গেলেই আমার দর্শন পাইবে', উহা যথার্থ।"

আজ সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়, অভয়বাবু ও বেণী আসিয়াছেন। খুড়দায় টিকিট দেখিবার সময় প্লেগ ক্যাম্পে উঁহাদিগকে আটক করিয়াছিল। বেণী দাদাগোঁসাইকে পত্র দিয়াছেন, "আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার সঙ্গে লোকনাথ দর্শন করি, তাহা হইল না।" পরে অকস্মাৎ প্লেগ ডাক্তারের মতি পরিবর্ত্তিত হইল, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। ঠাকুর বাসায় আসিলে তাঁহারা প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আলিঙ্গন করিতে হাত বাড়াইয়া দিলেন। মিত্র মহাশয় গোঁসাইর কোলে গিয়া পড়িলেন। ঠাকুর কহিলেন, "আহা! বেণী, তোমার চিঠি পেয়েই লোকনাথকে বলিলাম, 'উহাদিগকে এনে দাও।' যাও এখন মহাপ্রসাদ পেয়ে লোকনাথ দর্শন করে এস।" বিধুবাবু তাঁহাদের লইয়া গেলেন। বিধুবাবু লোকনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "দেখিলাম, ঐ স্থানটি যেন ঠিক কৈলাসপুরী।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকনাথ ও জগন্নাথ এক

২৮শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

আজ ব্রাহ্মণদের ধুতি চাদর বিতরণের জন্য ২০০০৲ দুই হাজার টিকিট বিলি হইল। উহা তিনবারে দেওয়া হইল। একবার ১০।।০-১১টায়, পরে ৩টায় ও পুনরায় ৬টার সময়। ইমার মঠে এই ধুতি চাদর দেওয়া হইবে। নিম্নজাতিও গলায় পৈতা দিয়া টিকিট নিতে চেষ্টা করিয়াছে। টিকিট দিতে বড়ই ক্লেশ হইল।

রাত্রিকালে মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শুভ্রবর্ণ দর্শন করিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" ঠাকুর বলিলেন, "লোক-নাথ ও জগন্নাথ যে এক, তাহাই কৃপা করিয়া দেখাইলেন। সত্যকে অবিশ্বাস করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অনেক ঘূর্ণার তলে পড়িতে হয়।"

বস্ত্রদান মহোৎসব

২৯শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

জগন্নাথবল্লভ মঠের ছেলেদের (ছাত্র) আহার ও প্রদীপের তৈলের অসুবিধার কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুর পান্নাকে ছোট হরিশবাবুর নিকট পাঠাইলেন। "এ বিষয়ে যেন তিনি একটু কৃপার চক্ষে দেখেন" এই অনুরোধ জানাইলেন। আজ সকালে কে আসিয়া বলিল, পান্না কাল ছোট হরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। হরিশবাবু পান্নার কথায় দুঃখের সহিত বলিলেন, "আমার হাতে সম্পূর্ণ ভার থাকিলে সুবন্দোবস্ত হইতে পারিত। অন্যান্য মেম্বরেরা এখানেও থাকেন না, আমার হাতে সম্পূর্ণ ভারও দেন না। অধিকন্তু অর্থ সংগ্রহ মোহন্তজীর নামে হইয়া থাকে।" শুনিলাম, হরিশবাবু ছেলেদিগকে ভালরূপ মালপুয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি খাবার দিতে, প্রদীপ জ্বালিবার পলাং তৈল ও অন্য একটি ঘর থাকার জন্য দিতে আদেশ করিয়াছেন। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন, "পান্না ও হরিশবাবু উভয়েই ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।"

আজ ১২টার সময় দাদাগোঁসাই, বিশ্বাস মহাশয়, মুন্সেফ্ বাবু, সরলনাথ প্রভৃতি 'ইমার' মঠে গেলেন। তথায় লোক জড় হইয়াছে। বস্তায় বস্তায় বস্ত্র সাজান রহিয়াছে। ইমার মঠ খুব বিস্তৃত স্থান। 'আটকের' পর 'আটক' থাকায় বস্ত্র বিতরণের সুবিধা হইল। একেবারে দুই স্থানে বহুলোক পূরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিকিট দেখিয়া একদিকে পান্না ও উকীল সুরেন্দ্রবাবু লোক ছাড়িতে লাগিলেন। ডেপুটী জগৎবাবু, জগবন্ধুবাবু, বর্দ্ধমান মঠের কামদাবাবু, ইনস্পেক্টর নারায়ণবাবু প্রভৃতি প্রত্যেককে ধুতি চাদর দিতে লাগিলেন। এদিকে মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় ও সরলনাথ বস্ত্র গণিতে ও ঠিক করিতে লাগিলেন। বেণী, কিরণ, রমেশবাবু, বিধুবাবু প্রভৃতি একখানা ধুতি ও চাদর একত্রে বাঁধিয়া রাখিতেছেন। অনেক টিকিট জাল হইয়াছিল। ৪।৫ শত লোক বাকী থাকিতে সাধারণ চাদর ফুরাইল। ঠাকুরকে বেণী কাপড়ওয়ালা বলিল, "উড়ুনি ফুরাইয়াছে, আর নাই, উৎকৃষ্ট চাদর আছে, দাম বেশী।"

ঠাকুর হুকুম দিলেন, "তাহাই দাও।" অতি উৎকৃষ্ট চাদর সকল আসিতে লাগিল। মুন্সেফ্ বাবু, জগৎবাবু ও আমাদের সকলেরই ঐ চাদর দেখিয়া লোভ হইতে লাগিল। মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন, "এইরূপ চাদর এখানে পাওয়া যায়, জানিতাম না।" এইবার ধুতি চাদরে ৪০০০৲ টাকা ব্যয় হইল। ইহার মধ্যে এক পয়সাও কাপড়ওয়ালাকে দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্বেও প্রায় ১০০০৲।১২০০৲ টাকা বাকী রহিয়াছে। অথচ কি সাহসে যে কাপড়ওয়ালা এসব দিচ্ছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জগন্নাথদেবের কি অপূর্ব্ব মহিমা। ঐ টাকা কি ভাবে শোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে একদিনের জন্যও আমাদের চিন্তা আসে না। সকলেরই মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব। কাপড়ওয়ালা ধন্য। সেদিন দুপ্রহর রাত্রে সরলনাথকে আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল "আমরা কটক হইতে আসিয়াছি। আপনাদের বস্ত্র প্রস্তুত।"

এ জগন্নাথদেবের দান

৩০শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল।

অদ্য লোকনাথের পাণ্ডারা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ৩০ জনকে দেশী ৩০ জোড়া ধুতি চাদর ও তিনজন টহলদারকে তিন জোড়া বিলাতী ধুতি চাদর দেওয়া হইল। আরও ২।১ জন সাধু ধুতি চাদর পাইলেন। নরেন্দ্রের পারের গোপীনাথ ও গণেশের মন্দিরের পূজারী দুইজনকে, বাসায় ডাকিয়া আনিয়া রেশমী ধুতি চাদর দেওয়া হইল। তাঁহারা এখানেই বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন ব্রাহ্মণদের বস্ত্র বিতরণের কথা হইতেছিল, সেই সময় মুন্সেফ্‌বাবুর একটি ছেলে তার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে কি হবে?" মা বলিলেন, "ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের কাপড় দেওয়া হইবে।" শুনিয়া ছেলেটি বলিল, "আমরা ভিক্ষা করিব, আমাদের নিয়ে চল।" মা বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া নিয়ে যাব?" ছেলেটি বলিল, "কেন, পাল্কী ক'রে।" এই কথা মুন্সেফ্‌বাবু আনন্দ করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সরলনাথকে আদেশ করিলেন, "উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র ও সাড়ী মুন্সেফ্‌বাবুর চার পুত্র, এক কন্যা, ভাগিনেয়, সুরেনবাবুর কন্যা, জগৎবাবুর ভাগিনেয়ী কন্যাকে খরিদ করিয়া দিও।"

ঠাকুর বলিলেন, "যিনি প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাকে তাঁহার উপযোগী বস্ত্র দিতে হইবে।" মুন্সেফ্‌বাবুর ৫টি পুত্র কন্যা ও ভাগিনেয়কেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরেনবাবুর কন্যা ও জগৎবাবুর ভাগিনেয়ী কন্যাকে 'পীতাম্বরী' রেশমী বস্ত্র দেওয়াইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "এ জগন্নাথদেবের দান।" আমাদের ফুটকুও (শান্তিদিদির তৃতীয় পুত্র) ঐরূপ কাপড় চাওয়ায়, উহাদের সকলকেই ঐ প্রকার বস্ত্র দেওয়াইলেন। বলিলেন, "প্রার্থনা একজনের ভিতর দিয়াই আসে।"

হরেন্দ্রবাবু খুড়দা প্লেগ ক্যাম্পে আটক রহিয়াছেন। তাঁহার জন্য ঠাকুর ক্লেশ প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর আজ বলিলেন, "লোকনাথের দুধ ও ফুল চন্দনের জন্য এক ব্যক্তিকে ৪।৹ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, উহা সে লোকনাথকে দেয় নাই; চুরি করিয়াছে।" যে দরজী ঠাকুরের কৌপিন ও আলখিল্লা তৈয়ার করে, সে আসিয়া কাপড় চাহিল। ঠাকুর বেণীকে আদেশ করিলেন, "তোমার পছন্দ মত ভাল ধুতি উড়ুনি ইহাকে এনে দাও।" বেণী তাহাই করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চারি সম্প্রদায়ের পঙ্গত ঃ সাধুসেবায় ভিক্ষা ঃ সময়ই শোকের দাগ উঠাইয়া থাকে

১লা-২রা চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ হরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতিরা আসিয়া পৌছিলেন। ঠাকুর সমুদ্রতীরে বাহির হইলেন। সমুদ্রের শোভা অতি চমৎকার। মুন্সেফ-বাবু ছেলেপিলে লইয়া সিংহদরজা হইতে পিছনের লোক তাড়াইয়া চলিলেন। লোকের সংঘট্ট বড়ই অধিক। পূজার জন্য ঠাকুর 'কেতুকী ফুল' অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

গত কল্য দুটি লোককে মটকা দিবেন বলিয়াছিলেন। আজ তাহাদের ১১৷১২৲ দরের দুইখানা মটকা দেওয়া হইল। ঘরে একটা ঘটী খরিদ করিয়া রাখা হইয়াছে। কাহাকে দেওয়া হইবে। আজকাল দারুণ উত্তাপ। ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে ভাল হয় বলিলেন।

আজ জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তাঁহার ছেলেমেয়ে মরিয়া গিয়াছে। ভ্রাতাও মৃতপ্রায়। ঠাকুর ইহা শুনিয়া দুঃখ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার পঞ্চম বৎসর বয়স্কা কন্যার মৃত্যুতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, সে কথা বলিলেন। মেয়েটির শ্রাদ্ধদিনে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া দীন-দুঃখীদিগকে ঠাকুর কিছু দিতে চাহিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার শ্রাদ্ধ ?" ঠাকুর ঐ মেয়েটির শ্রাদ্ধের কথা বলিলে, তাহারা কোনক্রমেই কিছু লইতে স্বীকার করিল না। তাহারা বলিল, "আহা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ মেয়েটি গোপনে আমাদিগকে কত চাউল, কলা, পয়সা দিত। আমরা ইহার প্রেতকার্য্যে পয়সা নিব না।" ঠাকুর বলিলেন, "শ্রাদ্ধের পর চিন্তা আসিল—এই ছোট মেয়েটিকে এ সব দান করিতে কে শিখাইল? এরূপ মেয়েদের জন্য এদেশ নহে। ক্রমে সময়ে শান্তি আসিল। 'সময়ই' ভগবানের স্বরূপ। 'সময়ই' মাত্র ক্রমে ক্রমে শোকের দাগ উঠাইতে থাকে। নচেৎ কাহার সাধ্য, উপদেশ দিয়া কিছু করে। যখন মেয়েটিকে শ্মশানে লইয়া যায়, ভাবিয়াছিলাম, সেখানে যাইয়া বুঝি বাঁচিয়া উঠিবে। তাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলাম। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, 'শত পুত্রশোকে হৃদয়ে শতটি ছিদ্র হইয়াছে'।"

আজ কীর্ত্তন বড় জমিল। ঠাকুর উঠিয়া নৃত্য করিলেন। সরলনাথ অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া অন্য গৃহে পড়িয়াছিলেন।

সুরদাসের পদ

৩রা চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ সুরদাস পাঠ করিতে করিতে অশ্রুজলে বারবার ঠাকুরের কণ্ঠ-রোধ হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন, "এ বড় অপূর্ব্ব গ্রন্থ।" সুরদাস অন্ধ সাধক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার লীলাগান করিবার বর পাইলেন। এক শত পদ রচনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঐ এক শত পদ সম্পূর্ণ না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ভগবান স্বয়ং সে সকল পদ সম্পূর্ণ করিলেন। ভগবান যাহা রচনা করিয়াছেন তাহার নীচে 'সুরশ্যাম' পদ আছে। এ সকল যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদেরই ভক্তি লাভ হইবে।"

সায়ংকালে ঠাকুর সমুদ্র দর্শনে গেলেন। পিছনে লোকের হট্টগোল। আমাদের বাসার স্ত্রীলোকেরা মন্দিরে গিয়াছিলেন। শীতলার পূজারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গল্প করিল, "এই শীতলাদেবী মাটি ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন। এখন কেবলমাত্র 'মুখপদ্ম' দৃষ্ট হইতেছে। যখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীর দৃষ্ট হইবে, প্রলয় হইবে।" এইরূপ যাহার যাহা খুসী সে তাহাই বলে।

হরেন্দ্রবাবুর সতরঞ্চীর মত গাত্রবস্ত্র দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এই গাত্রবস্ত্র দেখিয়াই, ইহাদিগকে এত সময় খুড়দায় আটক রাখিয়াছিল। ভদ্রলোকের মত বেশ না হইলে উহারা এইরূপই করে। ছালা গায়ে দিলে বুদ্ধি মোটা হয়। ইহাতেও তদ্রূপ।" আজ পান্না যাইয়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিল, তাহাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারী ছয়জনকে ধুতি চাদর দেওয়া যায় কি না? উহারা মন্দিরের সেবক বলিয়া যাজ্ঞা করে।

জগন্নাথদেবের আদেশ ঃ আজ সেবকদিগকে দাও

৪ঠা-৫ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ উহাদিগকে ধুতি দেওয়া হইল। আজ দাদাগোঁসাই এক ছড়া প্রকাণ্ড পদ্মফুলের মালা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দিলেন। পরদিন আবার দাদাগোঁসাই প্রকাণ্ড এক ছড়া পদ্মফুলের মালা বলদেব স্বামীকে দিলেন। অনেক দিন যাবৎ দর্শনে যাই নাই। কাল রাত্রিকালে প্রায় দশটার সময় দর্শনে গেলাম। অনেক দিন পরে দর্শনে বড় আনন্দ পাইলাম। আজ সুরেনবাবু, তাঁর মা প্রভৃতি এখানে আসিয়াছেন। পথে খুড়দা ক্যাম্পে ১৫৲ টাকা ঘুস দিতে হইয়াছে।

৬ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সাতটার সময় দর্শনে বাহির হইলেন। মন্দিরের পথে গরুকে ঘাস দিলেন। পথে শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহ দর্শন হইল। তিনি দোলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চড়িয়া জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে শিকারে চলিয়াছেন। সেবকগণ কিছু চাহিলে, 'পরে দেওয়া যাইবে" বলিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথদেব দর্শন করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "হৃদয়ে যে যে মূর্ত্তি ধ্যান করিলাম, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাহাই দেখাইলেন। এমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই।" ঠাকুর রামগোপালবাবুকে বলিলেন, "এ ত কেহ বিশ্বাস করিবে না, মন্দিরে প্রবেশ করিতেই সিঁড়ির নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রকাশ হইয়া বলিলেন, 'আজ সেবকদিগকে দাও'। আমার এক কপর্দ্দকও দেওয়ার স্বাধীনতা নাই। ইহা বলিলেও কেহ বুঝিবে না।" রামগোপালবাবু আজ নির্জ্জনে ৫টার সময় ঠাকুরের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে একখানা রেশমী বস্ত্র দিয়া বলিলেন, "ইহাও জগন্নাথদেবেরই দান; জানিবেন।"

যখন পুনরায় বস্ত্র দেওয়ার প্রস্তাব হইতে লাগিল, আমার মনে অত্যন্ত বিরক্তি আসিল। যাহারা পাইয়াছে তাহারাও চাহিতেছে। রাজবাড়ীর ছড়িদারের মধ্যে একজন বলিল, সকলের নিমিত্ত যে কাপড় দেওয়া হইয়াছে, তাহা উহাদের মধ্যে কয়েকজন পায় নাই। বিরক্তি বোধ হওয়ায় এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। সকল কার্য্যে যোগ দিলাম না।

ঠাকুর আজ সমস্ত সেবকদের নাম চাহিয়াছেন। মুক্তিমণ্ডপের ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের নামের তালিকা দিবে না। পথে আসিতে আসিতে তিনজনকে ধুতি চাদর ও আর একজনকে ১২৲ টাকা দিয়া একখানি রেশমী বস্ত্র দেওয়া হইল। রাত্রিকালে জগৎবাবু প্রভৃতি আসিলেন। রথের সম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গোঁসাই আপনি ইহা কোথায় পাইলেন"

৭ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ প্রাতঃকালে আসিয়া মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়, আমাদের সাধন ও অন্যান্য সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "এই সাধনে বিশেষ অধিকার চাই। নারায়ণ ব্রহ্মাকে দেন, ব্রহ্মা নারদকে, এই প্রকারে গুরু-প্রণালীক্রমে ইহা চলিয়া আসিয়াছে। মাধবেন্দ্র পুরী মহাশয়ের এই শক্তি। মহাপ্রভু কেবল সাড়ে তিনজনকে এই শক্তি দান করিয়াছিলেন। স্বরূপ—দামোদর, রামানন্দ ও শিখি মাহিতী ও তাহার ভগ্নি মাধবী।"

ঠাকুর আবার বলিলেন, "এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে এই শক্তির ক্রিয়া হঠাৎ আমার মধ্যে প্রকাশ দেখিয়া গৌর শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'গোঁসাই, আপনি ইহা কোথায় পাইলেন ? এ শক্তি আর দেখা যায় না। দু'একজনের নিকট গচ্ছিত আছে বলিয়া মাত্র শুনিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া ইহা আমাকে দিন।' এ শক্তি যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদেরই মহাপ্রভুর সহিত জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ রামোপাসক, কেহ নৃসিংহোপাসক, কেহ বা নারায়ণোপাসক ছিলেন। এই শক্তি দেওয়া না দেওয়া তাঁহারই ইচ্ছা। এই শক্তির ক্রিয়া হইতে থাকিলে সংসারে লোক প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্যই বোধ হয় মহাপ্রভু তখন এই শক্তি সকলকে দেন নাই। এই শক্তি যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্যের বিরোধ নাই। কারণ তাঁহাদের সমস্ত দেবদেবীর উপাসনা শেষ করিয়া এই শক্তি লাভ করিতে হইয়াছে।"

ঠাকুর আরও বলিলেন, "মহাপ্রসাদ ও জগন্নাথদেব এক। মহাপ্রসাদ আহার করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। উহার দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষদেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর জন্ম হয় না। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে জন্ম হইয়া থাকিলে, উহা পিতৃলোকে জমা থাকে, পরে পায়।”

ঠাকুর অন্য সময়ে বলিলেন, “শাস্ত্র ও সদাচার সর্ব্বদাই পালনীয়। আমি ত ব্রাহ্ম ছিলাম। কিছুই মানিতাম না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে চলিয়া শারীরিক ও মানসিক উপকার উপলব্ধি করিয়াছি।”

ঠাকুরের সমুদ্র-স্নানে আরাম

৮ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোরে ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। প্রায় ৪০।৫০ হাঁড়ি জল তাঁহার গায়ে ঢালা হইল। উহাতে খুব আরাম পাইলেন। বলিলেন, “আমার পেটে যেন কেহ হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সমুদ্র মহাতীর্থ। এ ত সামান্য নহে। ভিতর হইতে শক্তি সর্‌সর্‌ করিয়া একবার উঠিতে আবার নামিতে লাগিল।” আজ ঠাকুরের জ্বরও তত হয় নাই। আমরাও সমুদ্রপারে যাইয়া, উহার সুমধুর হাওয়াতে যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়াছি মনে হইল। সরলনাথের শরীর খুব দুর্ব্বল। সমুদ্রের হাওয়াতে অনেকটা বল পাইল। আসিবার সময় দু'টি সাধুকে কম্বল, ঘটী ও বস্ত্র দেওয়া হইল। চন্দনযাত্রার ‘সুন্দর পাণ্ডার’ (মাধব শিঙ্গারী) জন্য একখানা ভাল ‘মটকা’ সরলনাথ কিনিয়া দিয়া আসিল। দয়ানিধি পাণ্ডা ও অন্য একটি পাণ্ডা সকালে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূজারীদের এবং আমাদের ‘সোয়ার’ মাধো মহাপাত্র, সোয়ারদের তালিকা দিবেন। এইরূপ দলে দলে তালিকা দিবেন, তাহা হইলেই সমস্ত সেবকমণ্ডলীর তালিকা সহজে পাওয়া যাইবে।

সায়ংকালে গঙ্গাধর খুটিয়া আসিলেন। তিনি দানের সমস্ত কাপড় অন্যত্র হইতে দিতে চাহেন। ঠাকুর উঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবান আমার চক্ষের পরদা নষ্ট করিয়াছেন। তোমাকে দেখিলেই আমার আত্মা শুকাইয়া যায়। সমস্তই যেন অন্ধকার দেখি। কালপুরুষের মত তোমাকে দেখাইতেছে।" পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, তালিকা সম্বন্ধে উনিই সমস্ত গোল বাধাইয়াছেন। ইনিই হরেকৃষ্ণের সর্ব্বনাশের মূল। ইনিই আমাদের পাণ্ডা সাজিয়া পুরী আসিবার দিন টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দানের কাপড়ের কমিশনের লোভে কাপড় দিতে চান।

কাপড়ওয়ালা ভাই দু'টি আশ্চর্য্য লোক

এ সময়ে দয়ানিধি ও অন্য একটি পাণ্ডা আসিয়াছেন। আজ তাঁহারা তালিকা দিবেন। সরলনাথ বলিলেন, "প্রায় সাড়ে চার হাজার সেবকের নাম লিখিত হইয়াছে। আমাদের কাপড়ওয়ালা ধারে কাপড় দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কাপড়ওয়ালা ভাই দু'টি আশ্চর্য্য লোক। প্রায় ৬০০০৲ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে, তথাপি কাপড় দিতে চায়। এই কাপড় দিলে প্রায় ২০৲ হাজার টাকা বাকী পড়িবে। উহারা আমাদের সমস্ত অবস্থাই জানেন। আমাদের আকাশবৃত্তি তাহাও জানেন। কিরণ বলিল, সে দিন নাকি বলিয়াছে "আমাদের টাকা দু'দিন পরে দিউন ক্ষতি নাই কিন্তু বাবা কৃপা করিয়া আমাদের দোকানে কি একবার পদধূলি দিবেন?" শ্রীধরবাবু বলিলেন, দোকানদারের বিশ্বাস, টাকা বাকী থাকিবে না। তাহাদের মধ্যে একজন গল্প করিলেন, "দেখুন, একজন সজ্জন লোক সাধুসেবায় নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিল ও পরে ঋণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঋণ অত্যন্ত অধিক হইল। মহাজনেরা নালিশ করিল। কাল তাঁহাকে আটক করিবে। রাত্রিকালে একটি লোক আসিয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া ঋণ পরিশোধ করিল। পরদিন মহাজনেরা তাঁহাদের টাকা পাইয়াছে, বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞাপন দিল। তখন ঐ সজ্জন লোকটি কাঁদিয়া আকুল হইয়া মহাজনদের বলিলেন, "আহা! তোমাদেরই ভাগ্য। তোমরা ভগবানের দর্শন পাইয়াছ।" আমাদের দোকানদারদেরও ঐরূপ বিশ্বাস। আশ্চর্য্য লোক বটে। সেদিন তাহাদের একজনকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আরতির সময় দেখিলাম। একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইল।"

আজ ঠাকুর বলিলেন, "'কালী' (বানর) ভয় পাইয়াছে দেখিয়া 'সরলচিত্ত' আমার হাত ধরিল। হাতখানা ঠিক যেন মখমলের ন্যায় কোমল। একটা আনন্দ উপলব্ধি হইল। 'কালী'র দিকে পুনঃপুনঃ তাকাইয়া যেন বলিল, 'কোন ভয় নাই'।"

৯ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর বাহির হইলেন। শ্রীমন্দিরের সেবকদের তালিকা অনেকে দিয়াছেন; এখনও বাকী আছে। কিরূপ বস্ত্র দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে পাণ্ডাদের মত চাহিলেন। পাণ্ডারা সকলেই মুকুটা (এক প্রকার রেশমী বস্ত্র) পাইলে খুব খুসী হয় বলিল। কিন্তু এখানে চার কি সাড়ে চার হাজার 'মুকুটা' পাওয়া যাইবে না। পরন্তু উহাতে ৩০।৫০ হাজার টাকার কম খরচ পড়িবে না। সেজন্য 'মুকুটার' প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

সমুদ্রের জলে মিষ্টতা

১০ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ ভোরে সমুদ্র-স্নানে গেলেন। শান্তিদিদি জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। আমি মুন্সেফ্ বাবুর বাসা হইয়া গেলাম। ঠাকুর আজ উপবীতের জন্য তিনটি ছেলেকে ৩৲ টাকা দিলেন। একটি সাধুকে ধুতি ও ঘটী, ৫ জনকে ধুতি চাদর ও অন্য একজনকে কমণ্ডলু ও কম্বল দিলেন। বাসার নিকটস্থ একটি সাধু ও তাহার সঙ্গী ভগ্নীকে

২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি চাদর ও পাঁচ টাকা দিলেন। প্রতিদিন ইহাদিগকে কাঠ এবং যখন যাহা প্রয়োজন দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কিরণ ইহাদিগকে একটা ভাল ঘটী কিনিয়া দিয়াছে।

সমুদ্রের জল অতিশয় লবণাক্ত। একটু পেটে গেলেই অসুখ করে। আজ ঠাকুর সমুদ্রের জল মিষ্ট আস্বাদন করিলেন। বেণীও বলিল, সেও সুস্বাদু জল আস্বাদন করিয়াছে। আমি এখনও উহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

গুঞ্জাবাড়ীর দিকে যে সব সাধুরা থাকেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর আজ সায়ংকালে পুনরায় বাহির হইলেন। যাইবার সময় আগামী কল্য অনেককে কাপড় দিবেন বলিলেন।

সাধুদের পঙ্গত

১১ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর সমুদ্র-স্নানে গেলেন। দুইটি হাঁড়ি খরিদ করিয়া লইলাম। অশ্বিনী, বিশ্বাস দাদা, মিত্র মহাশয় প্রভৃতি ঠাকুরের মাথায় জল দিলেন। আসিবার সময়ে সিংহদরজায় পাঁচটি স্ত্রীলোককে সাড়ী ও দুইটি পুরুষকে ধুতি চাদর দিলেন। বাসায় আসিয়া একটি সাধুকে ঘটী, কমণ্ডলু, ধুতি ও চাদর দেওয়া হইল। কয়েকজন মথুরাবাসী দরিদ্র লোক কাপড়ের ছাউনীর নীচে রাস্তার অপর পার্শ্বে নিঃস্ব অবস্থায় আছেন। শ্রীধরবাবু তাহাদের কথা বলিলেন। ঠাকুর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একটি টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমে ২।৩ হাজার সাধু আসিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা—ঠাকুর উহাদের সেবার জন্য ৫।৭ হাজার টাকা দেন। উনি সাধুসেবা করিবেন। আমাদের যে আকাশবৃত্তি—ভাণ্ডার শূন্য—ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে বোঝে? দাদাগোঁসাই রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে বলিতে যাইবেন। ডেপুটী শশীবাবু একটি ব্রাহ্মণকে চিঠি দিয়া পাঠাইয়াছেন, এত লোককে কাপড় দেওয়া হয়, অভিপ্রায় হইলে ইহাকে দিতে পারেন। ঠাকুর বলিলেন, "এ অনুরোধ-উপরোধের দান নহে। এ জগন্নাথদেবের দান। আমার এক কানা কড়িরও ক্ষমতা নাই।" ইহা অশ্বিনীকে বলিতে বলিলেন।

য়াত্রীদিগকে ঘটী, বস্ত্র দান ও তাহাদের আনন্দ

১২ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুর শ্রীমন্দিরে গেলেন। বহুদিন ভোরের বেলা আরতির বাদ্য শুনিবার কামনা ছিল। আজ তাহা পূর্ণ হইল। 'বড়ছাতার' মোহন্তজীকে নমস্কার করিলাম। তাঁহারা আরতির বাদ্য করিতেছিলেন। ঠাকুর গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে কতক্ষণ বিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রথম চন্দন-কাষ্ঠের নিকটস্থ উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। অতি সুন্দর দর্শন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি।

বাসায় আসিয়া দরিদ্র স্ত্রীলোক, সাধু, কাঙ্গাল প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-বাসী যাত্রীদিগকে আঙ্গিনায় ও ছাদে বসান হইল। প্রত্যেককে এক একটি ঘটী, ধুতি, চাদর ও দু'পয়সা দেওয়া হইল। ইহারা প্রায় ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নানারূপ আমোদ-প্রমোদ ও নৃত্যগীত করিয়া বাসাটি অমৃতময় করিয়া তুলিলেন। সকলে আবির ছড়াইয়া খেলিতে লাগিলেন। কেহ বাঁশী বাজাইলেন, কেহ তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। ঠাকুর বারান্দায় বসিয়া এ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। সকলকে তামাক, গাঁজা, দোক্তা প্রভৃতি দেওয়াইলেন। সকলেই খুসী হইয়া 'জয়', 'জয়' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কোন দল 'জয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথ স্বামী' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। চারিজন ছড়িদারকে জল খাইতে ২৲ টাকা দিলেন।

বৈকাল বেলা সরলনাথ হরিদাস ঠাকুরের সমাধিতে মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে ৬ খানা কাপড় দোকান হইতে দিয়া আসিলেন। বদরিকাশ্রমে যাইবার জন্য একটি সাধু পাথেয় বাবদ ৫৲ ও ধুতি চাদর পাইলেন। রাত্রিকালে পাণ্ডারা তালিকা লইয়া আসিলেন। দেবদাসীরা তালিকা দিয়া গেল।

মণিকোঠায় দর্শন ঃ 'মেড়া পোড়া' উৎসব

১৩ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সকালে মন্দিরে গেলেন। অনেকক্ষণ প্রথম চন্দনকাষ্ঠের নিকট বসিয়া থাকিতে হইল। দরজা খুলিতে অনেক দেরী ছিল। বড়-ছাতার সাধুরা অতি সুমধুর তালে ঢোল করতাল বাজাইতেছিলেন। প্রত্যহ তাঁহারা ঠাকুরের উত্থানের পূর্ব্বক্ষণে এইরূপ মনোহর বাদ্য করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে জাগ্রত করেন। সাধুদের এই ভক্তি-সহকৃত করতাল-যুক্ত বাদ্য শুনিতে বড়ই সুমধুর। আজ পাণ্ডারা ঠাকুরকে দর্শন করাইতে মণিকোঠার ভিতর লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীবলভদ্রদেবকে বড়ই সুন্দর দেখিলাম। দিদিমার ভাব হইল। পূজারীরা ঠাকুরের গলায় ও মাথায় রাশি রাশি মালা দিতে লাগিলেন। পাণ্ডা, পরিহারি, পূজারী প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে ব্যস্ত। নিজেরা বিশেষ সতর্ক হইয়া ঠাকুরের চারিপার্শ্বে হাতে হাতে বেড় দিয়া ছড়ি দ্বারা লোক সরাইতে লাগিল। অনন্তরাম ছড়িদার ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আজকাল লোকের বড় ভীড় কিন্তু পাণ্ডাদের অনুগ্রহে আমাদের কোন ক্লেশ নাই। ঠাকুর পাণ্ডাদের বলিয়া আসিলেন, নামের তালিকা সম্বন্ধে দয়ানিধি পূজারী প্রভৃতি যাহা করিবেন, সেইরূপই হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরের সমস্ত বিগ্রহের পূজারীদেরও তালিকা চাহিয়াছেন। বাসার দরজায় লোকের হাট বসিয়া গিয়াছে। লোকের ভীড় কিছুতেই কমিতেছে না। কেহ কেহ একখানা ছোট পাত্রে নারিকেল রাখিয়া উপবীতের জন্য ভিক্ষা চাহিতেছে।

আজ রাত্রিকালে 'মেড়া পোড়া' উৎসব। দোলমঞ্চের নিকট ভূমিতে একখানা ৪।৫ হাত উঁচু কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কুটীরে অনেকগুলি পুরাতন টুক্‌রি ভাঙ্গা রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ঠাকুর এস্থানে গেলেন। পরে আবার রাত্রি ১১।১২টার সময় আমরা সকলে তথায় উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। পুলিস আসিয়া অনেক লোক চক্রাকারে বসাইয়া দিয়াছে। কেহই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মাঝে মাঝে দুই চারিজন মার খাইয়া এদিক্‌-ওদিক্‌ যাইতেছে। ছোটছাতার বাহিরে পায়খানার কিছু দূরে আমরা অন্যান্য লোকের সম্মুখে বসিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পরে ঐ কুটীরে অগ্নি দেওয়া হইল। একটা 'ভেড়া' ঐ গৃহে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। অগ্নি দেওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উহাকে খুলিয়া লওয়া হইল। অগ্নি 'হু হু' করিয়া নানাবর্ণে দশ-বার হাত উঁচু হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য নিকটে থাকে। যখন অগ্নি অনেকটা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, তখন 'দোলগোবিন্দ', লক্ষ্মী, সরস্বতী, পঞ্চমহাদেব সেই অগ্নিকুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অগ্নির বর্ণ কখন আবিরের ন্যায়, কখনও রক্ত, কখনও নীল প্রভৃতি নানাবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক মার খাইয়াও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া বিগ্রহ সকল শ্রীমন্দিরে যথাস্থানে গেলেন। আজ এই সময়ে ঝামাপুকুরের চারু-বাবু তাঁহার মাতা প্রভৃতির সহিত আসিয়া আমাদের সঙ্গে দোলমঞ্চে মিশিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোল পূর্ণিমা ঃ একটি স্ত্রীলোকে বিমলাদেবীর আবেশ

১৪ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ দোল পূর্ণিমা। খুব সকাল সকাল 'চা' খাইয়া ঠাকুর বাহির হইলেন। যাইবার সময় ৪টি টাকা লইলেন এবং পথে দুইটি লোককে দুই টাকা করিয়া দিলেন। পথে একটি হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঠাকুরকে হাত দিয়া আরতি ও ভাবের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন, "মেরা রাম, সবহি মেরি শূন্য রাম বিনা।" ঠাকুর নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন। সরলনাথকে বলিলেন, "একখানা রেশমী কাপড় ইহাকে আনিয়া দাও। একটি ভাল ঘটীও দাও।" সরলনাথ তখনই উহা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটিতে বিমলামায়ী আবিষ্ট হইয়াছিলেন।" দোলগোবিন্দের দোলমঞ্চে উঠিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া ঠাকুর দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। আমাকে 'বড়ছাতার,' 'ছোটছাতার' ও অন্যান্য স্থানে আবীর দিতে বলিলেন। আমি বড়ছাতায় /৫, ছোটছাতায় /৫ এবং অন্য এক স্থানে /১ সের আবীর দিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, কীর্ত্তনে সকলেই মাতিয়াছে। মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝে আবীরে ভরিয়া গিয়াছে। ছাদের কড়িকাঠে পর্য্যন্ত আবীর লাগিয়াছে। ঠাকুর উর্দ্ধদিকে ঐ আবীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তন হইল। বাইসারীর প্রিয়নাথ গাহিতেছিল—

নবদ্বীপে গৌর হয়ে ভুলেছ কানাই।
তোর মা যশোদা পিতা নন্দ তাও কি মনে নাই।
দেখ্‌লেম কালিন্দীর তীরে রাখাল ধেনু চরায় নারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঠ শূন্য পড়ে আছে দেখে এলেম তাই ॥
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে অধরে মুরলী নিয়ে।
গৌর বাঁকা লাগে কেমন দেখাও দেখি ভাই ॥

এই গানটি গাহিতে গাহিতে ১১।১২টার সময় আমরা ঠাকুরের সহিত দোলমঞ্চে চলিলাম। প্রচণ্ড রৌদ্র। ভ্রূক্ষেপমাত্রও নাই। ঐ স্থানে পৌছিয়া দেখিলাম, দোলগোবিন্দ, লক্ষ্মী ও সত্যভামার সহিত চৌকিতে আরোহণ করিয়া দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আমরা কখন অগ্রে, কখন পশ্চাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলাম। ঠাকুর এই সময়ে চৌকি-বাহকদের ১০৲ টাকা দিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর গোবিন্দজী মঞ্চে আরোহণ করিলেন। আমরা ঐ সময়ে ছোটছাতায় যাইয়া বসিলাম। আমাকে ২৲ টাকা প্রণামী দিয়া ওখানকার জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে নমস্কার করাইলেন। কতক্ষণ পরে গোবিন্দজী, সত্যভামা ও লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর সহিত দোলায় আরোহণ করিলেন। আমরাও কিছু পরে দর্শনে চলিলাম। ঠাকুর দর্শন করিলে পাণ্ডারা প্রণামী চাহিল। তিনি প্রণামী ৫১৲ টাকা দিয়া ওখানে যত ফুল ছিল প্রায় সকলগুলি দিয়াই ঠাকুর সাজাইতে বলিলেন। এদিকে বানরীপাড়ার ডাক্তার শ্রীনাথ দাস প্রণামীর টাকা বাসা হইতে আনিয়া তাহাদিগকে দিলেন। অতঃপর কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসায় আসিলেন। বাসায় অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইল। ঠাকুর যখন দোলবেদিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন একটি হিন্দুস্থানী বালক, দোলগোবিন্দের পদপ্রান্ত হইতে আবির সহ ৪।৫টি আম আনিয়া ঠাকুরকে উপহার দিলেন। ঠাকুর উহা অশ্বিনীকে রাখিতে দিলেন। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিলেন, "গোবিন্দজী স্বয়ং এই আম দিয়াছেন। এই আম কাটিয়া সকলকে প্রসাদ দাও।" কীর্ত্তনের পর সকলেই পিপাসার্ত্ত। দাদাগোঁসাই ডাব আনাইয়া দিলেন। সকলেই প্রসাদ পাইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুসেবার উদ্যোগ

১৫ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর অদ্য সমুদ্র-স্নানে গেলেন। আসিবার সময় একটি বাবাজীকে ৫৲ টাকা দেওয়াইলেন। ব্রজবাসীরা আজ আসিয়া দশটি ঘটী ও ধুতি চাদর লইয়া গেলেন। 'নাভার' নিকটবর্ত্তী স্থানের একজন সন্ন্যাসীকে একজোড়া মটকা দিলেন। ঠাকুর সমস্ত জমায়েতের সাধুমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। ঐ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট গেলেন। পাঁচ সিকা প্রণামী দিয়া দাদাগোঁসাই পঞ্চায়েত ডাকিবার প্রার্থনা করিলেন। মাধব মহাপাত্র সোয়ারের বাড়ী ললিত ও আমি যাইয়াও দেখা পাইলাম না। রাত্রিকালে সোয়ার আসিলেন। ঠাকুর হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "৪।৫ হাজার সাধু ভোজন করাইতে হইবে। ইহার জন্য মহাপ্রসাদ, মালপুয়া, ডাল, তরকারী, কাণিকা প্রভৃতি দিতে হইবে। সমস্তই বাকী থাকিবে। এবার তোমাকে আমার লজ্জারক্ষা করিতেই হইবে। প্রায় ৩০০০৲ টাকা খরচ পড়িবে।" কথা বলিবার সময় 'জয় জগন্নাথ', 'জয় জগন্নাথ' বলিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেবও প্রকাশ হইয়া এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন, বলিলেন। সোয়ার স্বীকৃত হইলেন। এ পর্য্যন্ত সোয়ার আমাদের নিকট প্রায় ১৫০০৲ টাকা পাইবে।

প্রেতের চীৎকার

১৬ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সমুদ্রে যাইতে পারিলেন না। আজ বাসার নিকট সমস্ত পুলিস্, মিলিটারী পুলিস, কাছারির সমস্ত পেয়াদা, দপ্তরীদিগকে কাপড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে ইচ্ছুক হইয়া ১০৭ জোড়া ধুতি আনাইলেন। বাসার নিকটস্থ ২৫ জনকে ও মিলিটারী পুলিশ ২৫ জনকে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহুত ৩ জন ও উহাদের চাকর ৩ জনকে ভাল ধুতি চাদর দেওয়াইলেন। আর আর সকলে এখনও আসিয়া লয় নাই। একজনকে এক জোড়া মটকা, টিনওয়ালা বাবাজীকে একটি ঘটী এবং হরিদাস ঠাকুর সমাধি মন্দিরের জন্যও আর একটি ঘটী দিতে বলিলেন। গত কল্য মুন্সেফ্‌বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের জ্বরের কথা বলায়, ঠাকুর ছেলেটিকে দেখিবার জন্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তারবাবু মুন্সেফ্‌বাবুর বাসায় গিয়া ছেলেটিকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন।

আজ রাত্রিকালে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। প্রায় ১১টার সময় হঠাৎ বিকৃত চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ঐ চীৎকারে আমি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলাম। ঠাকুরের বামপার্শ্বে ব্রহ্মচারী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। সে 'হরের্নাম', 'হরের্নাম' বলিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঐ চীৎকার থামিয়া গেল। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন। চীৎকার শুনিয়া উঠিলেন। শুনিলাম, উহা প্রেতের চীৎকার। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রেত হাহাকার করিতেছে। ঠাকুরের নিকট উহার প্রতিকার প্রার্থনা জানাইতেছে। প্রেত নিজের শরীর ঠাকুরকে দেখাইল, শরীর যেন আগুনে পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছে। ঠিক দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায়।

রবিবার পঙ্গত বসিবে

১৭ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সমুদ্র-স্নানে গেলেন। সমুদ্রের জল ঈষৎ রক্তবর্ণ। যেন গৈরিক রং জলে মিশিয়াছে। বাসায় ফিরিবার সময় দাদাগোঁসাই জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট পতঙ্গ (সাধুসেবা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন। ঠাকুর নুলো আতুরটিকে দু'আনা পয়সা দিতে বলিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু আজ বাড়ী চলিলেন। তাঁহাকে একটা বড় নূতন ঘটী দেওয়া হইল। তাঁহার ঘটী ছিল না। আজ ৪১ জন বেঙ্গল রিজার্ভ পুলিশের তালিকা পাওয়া গেল। তাহাদিগকে ধুতি দেওয়া হইবে।

আজ ৮৭ জোড়া ভাল ধুতি চাদর আসিয়াছে। আরও ৬০ জোড়া আসিল। আপাততঃ যাহারা নাম দিয়া গিয়াছে, তাহারা পাইবে। ঠাকুর আহারান্তে জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট সাধুসেবার সংবাদ লইতে গেলেন। সম্ভবতঃ আগামী রবিবার 'পঙ্গত' হইবে। প্রায় ৪০০০ চারি হাজার সাধু আসিবেন। কাপড়ওয়ালার দোকানে সাত হাজারেরও অধিক ধার হইয়াছে। সে কিছু টাকা চায়, নচেৎ দোকান ফেল পড়িবে। তথাপি আগামী কল্য ৪০ জোড়া দক্ষিণা ধুতি ও রবিবার ৪।৫ শত জোড়া ধুতি চাদর দিতে স্বীকার হইয়াছে। ঘটীওয়ালাও ৪।৫ শত ঘটী ঐ তারিখে বাকী যোগাইতে পারিবে বলিয়াছে।

জগন্নাথদেবের আদেশে সাধুসেবায় ভিক্ষা

১৮ই চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ঠাকুর আজ সকালে উঠিয়া সমুদ্রে গেলেন। ফিরিবার সময় আমি ও সরলনাথ কিছু পিছনে পড়িলাম। ঠাকুর হরিবল্লভবাবুর সহিত একান্তে কি কথাবার্ত্তা বলিলেন। ঠাকুর পরে বলিলেন, "হরিবল্লভবাবুর ওখানে যাইবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কি করি, জগন্নাথদেবের আদেশে যাইতে হইল।" আজ সরলনাথ দোকান হইতে ১১৩ জোড়া ধুতি চাদর আনিলেন। উহা বিভিন্ন আফিসের পিয়ন, দপ্তরী, পুলিস প্রভৃতিকে দেওয়া হইল। এখানকার আফিসগুলির কয়েকজন পিয়ন, দপ্তরী ভিন্ন আর সকলেই ধুতি চাদর পাইয়াছে। আগামী রবিবারের জন্য ৫০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোড়া ধুতি চাদর ও ৫০০ ঘটী আনিতে আদেশ করিলেন। কাপড়ের দোকানদারেরা দুই ভাই—হরি সাহু বড় ও দীনবন্ধু ছোট। বড় ভাইয়ের এত টাকার কাপড় বাকীতে দিবার ইচ্ছা ছিল না। তাই ছোট ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ছোট ভাইটি বড় সৎ লোক। সাত আট হাজার টাকার জিনিষ বাকী দিয়াছে। লোক কত বলিতেছে, "ইহাদের কিছুই নাই। কোথা হইতে টাকা দিবে? ইহাদিগকে এত বাকী দেও কেন?" ছোট ভাই দীনবন্ধু তদুত্তরে বলে, "গোঁসাইকে দেখিয়া আমার মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। কদাচ ইহাঁর ধার থাকিবে না।" দীনবন্ধু সরলনাথকে বলিয়াছে, "আমার এখন দুই এক হাজার পাইলেই চলিত। তাহা হইলেই মহাজনদিগকে কিছু কিছু দিয়া পুনরায় বস্ত্রাদি আনিয়া কারবার চালাইতে পারি, নচেৎ কারবার প্রায় বন্ধ হইতে চলিল।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "এ সব কথা খুবই ঠিক। দেখ, জগন্নাথদেব কি করেন।"

সায়ংকালে ঠাকুর পায়খানায় গেলেন। পায়খানা হইতে আসিয়াই বলিলেন, "যোগজীবন কোথায়?" দাদাগোঁসাই আসিলে বলিলেন, "রূপবাবু ও উমাচরণবাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দাও। জগন্নাথ-দেবের আদেশক্রমে সাধুসেবার নিমিত্ত রূপবাবুর নিকট ২০০০৲ ও উমাচরণবাবুর নিকট ৩০০০৲ টাকা ভিক্ষা চাহিতেছি। ইহা প্রদান করিলে উভয়েরই কল্যাণ হইবে।" শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বসু নিজে যাইয়া টেলিগ্রাম করিয়া আসিলেন। আজ সোয়ার আসিয়া বলিল, "ঘি, আটা, চাউল ইত্যাদির দোকানদার 'শতপতি' আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষ দেয় না। যদি মুন্সেফ্ বাবু বলিয়া দেন তবেই হইতে পারে।" আমাদের মাধো সোয়ার আশ্চর্য্য মানুষ। গত কল্য ঠাকুরের নিকট বলিয়া গিয়াছেন, "আমার কোঠাবাড়ী বিক্রয় করিতেও যদি হয় তথাপি এই সাধুসেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত প্রসাদ দিব।” ইনি ঠিক যেন আমাদের ঘরের লোক। আমাদের মানে ইহার মান ও অপমানে অপমান। মুন্সেফ্ বাবুর বাসায় শতপত্রির গোমস্তা বিশ্বনাথ গিয়াছিল। মুন্সেফ্ বাবু বলিয়াছেন, “ইহাদের টাকা কদাচ পড়িবে না। ইহাদিগকে নিঃশঙ্কভাবে জিনিষ দিতে পারেন।” রবিবারেই সাধুসেবার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। চল্লিশ মণ দধি ও দশ মণ কন্দ ফরমাইস দেওয়া হইয়াছে। মাধো সোয়ারও প্রসাদ দিতে প্রস্তুত আছেন।

জগন্নাথদাস বাবাজীর অসঙ্গত দাবী

দাদাগোঁসাই, ঠাকুরের অভিপ্রায় মত জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট রাত্রে গিয়াছিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী বলিলেন, “রবিবার ‘পঙ্গত’ হইবে স্থির হইয়াছে। যাঁহারা বাহিরের লোক, তাঁহাদিগকে যোড়হাতে বলিয়াছি, এ দু’টি দিন অপেক্ষা করিয়া যান। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। সাধু প্রায় তিন হাজার হইবে। উট, ঘোড়া প্রায় চারি শত আছে। উহাদের খোরাকের জন্য নগদ এক শত টাকা, গাঁজা, আফিং এও দুই তিন শত টাকা পড়িবে। এখানে চারি সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ শত মঠ আছে। মঠের মোহন্তদের ও সাধুদের মর্য্যাদা করিতে হইবে। নিশানের ভেট দিতে হইবে। এই সমস্ত ও নানারূপ আবশ্যকীয় ব্যয় নগদ ২০০০৲ দুই হাজার টাকার কমে হইবে না।” সোয়ারেরও নগদ ৭।৮ শত টাকা প্রয়োজন। সোয়ার অতিকষ্টে তিন শত টাকা যোগাড় করিয়াছে। আরও চেষ্টা করিতেছে। আজকাল ২৫।৩০ জন সাধু বৈষ্ণব, কাঙ্গাল প্রভৃতি নিয়ত বাসার নীচে রাস্তায় আসন করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুর প্রতিদিন ইহাদিগকে ।০ কি ৶০ আনা করিয়া দিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঙ্গতে বুঝি বাধা পড়ে

১৯শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ভোর ৪টার সময় দাদাগোঁসাইকে ঠাকুর বলিলেন, "নেড়া (শ্রীমতী চন্দ্রমণি দাসী) ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে টেলিগ্রাম করিয়া দাও। জগন্নাথদেবের আদেশক্রমে সাধুসেবার জন্য নেড়ার নিকট ১০০০৲ ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নিকট ৫০০০৲ টাকা ভিক্ষা চাই। রূপবাবু ও উমাচরণবাবুকেও তারে জানাইবে যে, সাধুসেবা আগামী কল্য রবিবার হইবে।" দাদাগোঁসাই বলিলেন, "কালীকৃষ্ণ ঠাকুর কিম্বা তাঁহার কর্ম্মচারীরা এ কথাও বিশ্বাস করিবে না, বরং এ ঘটনা লইয়া নানারূপ কটাক্ষ করিবে।" ঠাকুর তাহাতে উত্তর করিলেন, "তাতে আমার মান অপমান কি ? জগন্নাথদেবের আদেশমত কার্য্য করিতেছি। তাঁহারা বিশ্বাস নাই করিলেন। এ পৃথিবীতে এমন একজনও ত থাকিতে পারেন, যিনি ইহা বিশ্বাস করিবেন।" হরেন্দ্রবাবু টেলিগ্রাম করিয়া আমাদের সহিত সমুদ্রপারে মিশিলেন। ঠাকুর স্নান করিয়া বাসায় আসিলেন। কাল ৪ সম্প্রদায়ের সাধুদের 'পঙ্গত'। জগন্নাথদাস বাবাজীর উপর ভার। বাবাজী বহু টাকা চাহিয়া বসিলেন। নগদ অন্ততঃ এক হাজার টাকা এখনই দিতে হইবে বলিলেন। আমাদের হাতে এক পয়সাও নাই। বৈকালে বিশ্বাস মহাশয় হরিবল্লভবাবুর নিকট গেলেন। তিনি সাধুসেবায় ১০০৲ টাকা দিলেন। এখন আমাদের কেবলমাত্র এই একশত টাকাই সম্বল। সায়ংকালে দাদাগোঁসাইকে ঐ ১০০৲ টাকা সহ জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তিনি যেন আপাততঃ ইহা দ্বারাই কোন প্রকারে কাজটি চালাইয়া দেন। আমাদের এই একশত টাকাই সম্বল।" দাদাগোঁসাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথদাস বাবাজীর নিকট যাইয়া ঠাকুরের কথা জানাইলেন এবং ঐ ১০০৲ টাকা বাবাজীর সম্মুখে রাখিলেন। বাবাজী বলিলেন, "তব ক্যায়েসা হোগা, আব্ তো নিমন্ত্রণ হো চুকা, ক্যা কিয়া যায়।" যে কোন প্রকারে অন্ততঃ হাজার টাকা যোগাড় করিতে বলিলেন। ঠাকুরকে ইহা জ্ঞাত করায় তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি এক হাজার টাকাও দিতে পারিব না, সাধুসেবাও করিতে পারিব না।" দাদাগোঁসাই ও কিশোরী-বাবু ঐ কথা বাবাজীকে বলায়, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাউক। সাধুদের হাতে-পায়ে পড়িয়া যদি রাজী করা যায়।" পরে আমরা জানিলাম, এখন পর্য্যন্ত সাধুদের নিমন্ত্রণও হয় নাই। এই সাধুসেবায় প্রায় ১০,০০০ টাকার প্রয়োজন। অতঃপর ইহাই ঠিক হইল যে সোয়ারকে যে ভোগের কথা বলা হইয়াছে, সে তাহাই দিবে। সাধুরা পঙ্গতে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ না পাইলে, দীনদুঃখী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকেও ত উহার দ্বারা খাওয়ান যাইবে। বৈকালে মন্দিরের পূজারীরা আসিয়া ঠাকুরকে ধরিলেন। তাঁহাদিগকে ভোগের দক্ষিণা স্বরূপ ৫০০৲ টাকা দিবেন স্বীকার করিলেন। রাত্রে রূপবাবু ২০০৲ টাকা পাঠাইলেন। ঠাকুর ঐ ২০০৲ টাকা কি ভাবে ব্যয় করিতে হইবে, দাদা-গোঁসাইকে তাহা বলিলেন।

সাধুদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ

২০শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ খুব ভোরে যখন ঠাকুর আরতির গান করিতেছিলেন, তখন জগন্নাথদাস বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকার কি হইল?" ঠাকুর বলিলেন, "দেখুন, এই একশত বই আর এ পর্য্যন্ত কিছু নাই। ভগবান না দিলে আমরা কোথায় পাইব? 'না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানি হামারা ক্যা কসুর হুয়া। য়্যাসা তো কভি নেহি হুয়া।' বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, আমাদের ভগবান কৃপা করিয়া যাহা উপস্থিত করিবেন তাহা দ্বারা কাজ হইবে। এখন পত্র পুষ্প গ্রহণ করিয়া আপনারা কৃপা করুন।" জগন্নাথদাস বাবাজী বলিলেন, "কি প্রকারে হইবে? সাধুদের নিমন্ত্রণ করিলেই মর্য্যাদা করিতে হয়। উট, ঘোড়া প্রভৃতিকে খাইতে দিতে হয়। গাঁজা, চরস, অথবা ঠাকুরের ভোগ কোন্ বিষয়ে কমাইব?" ঠাকুর বলিলেন, "এই একশত টাকা বই আর নাই, ইহাতে একরূপ চালাইয়া নিন্।" জগন্নাথদাস বাবাজী বলিলেন, "তবে পঙ্গত বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।" ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা কৃপা করুন; যদি টাকা আসে তাহা হইলে আমি ইঁহাদের দস্তুরমত মর্য্যাদা করিব।" ইহা শুনিয়া বাবাজী চলিয়া গেলেন।

অতঃপর মুন্সেফ্‌বাবু, বিশ্বাস মহাশয় ও জগন্নাথদাস বাবাজী প্রতি আখড়ায় যাইয়া মোহন্তদিগকে, কৃপা করিয়া সেবা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এখন এই অর্থ দ্বারাই সমস্ত হইবে বুঝা গেল। মুন্সেফ্‌বাবু আসিয়া বলিলেন, "জগন্নাথদাস বাবাজীর সঙ্গে প্রতি ছাউনিতে যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম। তাঁহারা সহজেই রাজী হইলেন। সকলে অতি আদরের সহিত আমাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।" আমাদের বাসায় যে গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সাধুটি প্রায়ই আসিয়া থাকেন, তিনি বলিলেন, "এত টাকা কি জন্য লাগিবে? ৩০।৪০৲ টাকায় উট ঘোড়াদের আহার চলিতে পারে। ৩।৪ শত টাকার গাঁজা। এক অসম্ভব ব্যাপার।" অভয়বাবু বলিলেন, "সাধুরা বলিয়াছেন, 'গোঁসাইয়ের নিমন্ত্রণে আমরা অমনি যাব। জগন্নাথদাস বাবাজী এত টাকা লইয়া কিছুই আমাদের দিবে না; কোঠা করিবে'।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারি সম্প্রদায়ের 'পঙ্গত'

সাধুদিগকে দিবার জন্য ৫০০ লোটা ও ধুতি সংগ্রহ হইয়াছিল। তাহা বিতরণের জন্য আমরা বাসার ভিতরে সাধুদের প্রবেশ করাইতে লাগিলাম। বাসার আঙ্গিনায় ও ছাদে স্ত্রীলোক ও পুরুষ সাধুদের প্রত্যেককে একটি লোটা ও একখানা ধুতি দেওয়া হইল। বিধুবাবু প্রথমে দরজায় ছিলেন; পরে লোটা দিতে ব্যস্ত রহিলেন।

এই সময়ে পুনরায় জগন্নাথদাস বাবাজী আসিলেন। তিনি পঙ্গতের প্রত্যেক সাধুকে একটি লোটা ও ৮হাতী থান দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দোকানদার উহা দিতে স্বীকার করিল। পাঁচ হাজার ধুতি ঠিক হইল, কিন্তু লোটা ধারে পাওয়া যাইবে না। তখন জগৎবাবু নিজে দায়ী হইয়া ঐ লোটা বাকীতে ঠিক করিলেন। তিনি নিজে 'তমসুক' লিখিয়া দিয়াও লোটা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জগন্নাথ-দাস বাবাজী ১৩ জোড়া 'মুকুটা' ও ভবিষ্যতে মোহন্তদিগের মর্য্যাদার জন্য ৭।৮ শত টাকা চাহিলেন। "ভবিষ্যতে টাকা হইলে মিলিবে" বলিয়া ঠাকুর স্বীকার করিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী ক্রমে ক্রমে ষোল টাকা আদায় করিলেন।

মাধো মহাপাত্র একজন সাধারণ সোয়ার। এত বড় কাজ সে করিবে, ইহাতে রাজার বড় সোয়ারের খুব ঈর্ষা হইল। বড় সোয়ার তাহাকে পিঠা রান্না করিতে চুল্লি দিবে না। জগৎবাবু তাহাকে অনুরোধ করিয়া চুল্লি দেওয়াইলেন। পুনরায় শুনিলাম, মাধো সোয়ারকে পাক করিতে দিবে না, পাক করিলে তাহাকে মারিবে। এইজন্য দাদাগোঁসাই ও সরলনাথ মন্দিরে গেলেন। জগৎবাবু উহাও বিচক্ষণতার সহিত মিটাইয়া দিলেন। আমাদের সোয়ার বলিল, "সে জন্মাবধি এরূপ বিরাট ভোজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে নাই। ২০০ কনিকা (মিঠা পোলাও), ২০০ বাইহাণ্ডি (মহাপ্রসাদ) ১০,০০০ দশ হাজার মালপুয়া, ৪০/০ চল্লিশ মণ দধি, ১০/০ মণ কন্দ (মিষ্ট), উক্ত প্রসাদ অনুযায়ী ডাল, বেসর (স্থুক্তো), মোহর (ঝালের ডালনা) ইত্যাদি।" আমরা বাসা হইতে প্রায় ৫টার সময় বড় আখড়ার দিকে রওনা হইলাম। পূর্ব্বেই বহু সাধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২৫০০।৩০০০ সাধু ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবাদি ওখানে উপস্থিত হইলেন। বড় আখড়ায় অনেক স্থান, প্রকাণ্ড আঙ্গিনা। ছোট দরজা দ্বারা অন্য একটা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়। উহা একটা আখড়ার ন্যায়। 'আচারী' সাধুরা দালানের ছাদে বসিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় ৩০০ হইবেন। 'নির্ব্বাণী'দল উক্ত প্রকোষ্ঠের নীচে ও ছাদে বসিলেন। মঠের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের একখানা ঘরে আমাদের ভাণ্ডার রহিল। রাশি রাশি ঘটী ও কাপড়ের বস্তা তথায় জমা রহিয়াছে। নিকটেই ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। সেখানে দাঁড়িপাল্লা খাটাইয়া ডেপুটী শশীবাবু ঘটী ওজন করাইতেছেন। ডেপুটী জগৎবাবু দোকানে ও বাহিরে নানাস্থানে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। দিদিমা ও শান্তিদিদি প্রভৃতিরা কিছু সময় ভাণ্ডারঘরের নিকট ও ছাদে উঠিয়া দর্শন করিয়া বাড়ী গেলেন। মুন্সেফ্ বাবুর স্ত্রীও কন্যার সহিত দর্শন করিয়া গেলেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় মালপুয়ার গৃহ ও কলার পাতা পাহারা দিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রসাদগৃহের কর্ত্তা রহিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী ও অন্য কোন কোন মোহন্ত বহুক্লেশ করিয়া সমস্ত দিক্ তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য ১/০মণ পলাং তৈল আসিল। ১৬ জন মশালধারী নানাস্থানে থাকিয়া মশাল ধরিল। মাটির খোরাতে করিয়া তৈল ও মোটা 'সলতের' প্রদীপ নানাস্থানে অনেক জ্বালান হইল। স্থানটি দীপমালায় সুন্দররূপে আলোকিত ও সাধুদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া কুম্ভ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেলার একটি পল্লীর মত বোধ হইতে লাগিল। শশীবাবুর খুব আনন্দ। কেবল 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আর কি ? হরিবোল।" কতক্ষণ পরে পাতা পড়িল। প্রথমতঃ মহাপ্রসাদ, ডাল, তরকারী, মোহর, বেসর, টক, মালপুয়া, কানিকা, দধি প্রভৃতি দেওয়া হইলে সাধুরা জয়ধ্বনি পূর্ব্বক আহারে বসিলেন। আহারে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে জগৎবাবু, শশীবাবু, মুন্সেফ্ বাবু, শশীবাবুর ছেলে, অশ্বিনী ও অন্যান্য অনেকে ঘটী ও কাপড় দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ দুই তিনবার ঘটী কাপড় লইল। সে যাহা হউক, এইরূপ নির্ব্বিরোধে এত বড় কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে বড় দেখা যায় না। রাধাকান্ত মঠের পূজারীর সহিত জগন্নাথদাস বাবাজীর মুখোমুখি হয়। জগন্নাথদাস বাবাজী রাগিয়া মারিতে হুকুম দেন। ঠাকুর তাঁহার পা ধরিয়া অনুনয় করিয়া থামাইয়া দিলেন।

পঙ্গত বসিবার পূর্ব্বেই দাদাগোঁসাই সাধুদের নিশান পূজা করিয়া আসিলেন। আমি ১৫টি নিশান গণিলাম। পঙ্গত শেষ হইতে অনেক সময় লাগিল। পঙ্গত শেষ হইলে সাধুরা, "এই দাও, ও দাও" বলিয়া ঠাকুরকে ঘেরিল। ঠাকুর "ভবিষ্যতে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিবার ইচ্ছা রহিল" বলিলেন। প্রায় ২০০০ কাপড়, ১০০ ঘটী ও প্রায় চারি হাজার লোকের মহাপ্রসাদ যাহা যাহা অবশিষ্ট ছিল, বড় আখড়ার মোহন্তের নিকট সমর্পণ করিতে ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুকে আদেশ করিলেন। মোহন্ত বাবাজী বড়ই সৎলোক। তিনি ঐ সকল বস্ত্র, লোটা, প্রসাদ প্রভৃতি ইচ্ছামত দান করিবেন। এই বলিয়া ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। শুনিলাম উহা দ্বারা তিনি মুক্তিমণ্ডপের ব্রাহ্মণ, মন্দিরের দ্বাররক্ষক ও অন্যান্য সেবক ও দীনদুঃখীদিগকে আহার করাইয়াছেন। বাসায় আসিতে রাত্রি ২॥০টা হইল। আহার করিতে শুইতে ৩টা বাজিল। ইতিমধ্যে দিদিমা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোয়ার বহু কাঙ্গালী ও জগন্নাথবল্লব মঠের বৈষ্ণবদিগকে বাসায় আনিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। মুন্সেফ্‌বাবু, জগৎবাবু, হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা ও সুরেনবাবুর বাসায়ও মহাপ্রসাদ পাঠান হইয়াছিল। তথাপি বড় বড় পাঁচ হাঁড়ি মহাপ্রসাদ ও ৪০।৫০টি তরকারির হাঁড়ি অবশিষ্ট ছিল। সরলনাথ অনাহারে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিল।

ছোটছাতার মোহন্ত ও সাধুদের সহিত অন্যান্য সাধুরের দলাদলি; তাহাদিগকে ১২৫ খণ্ড বস্ত্র ও ঐ পরিমাণ লোটা ও মহাপ্রসাদ পাঠান হইল। বড়ছাতায় এবং অন্যান্য কোন কোন আখড়ায়ও প্রসাদ পাঠান হইয়াছিল। পঙ্গতের সময় কতকগুলি বদমায়েস লোক ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিলে, ডেপুটী শশীবাবু প্রভৃতি থানা হইতে কনেষ্টবল আনিয়া মোতায়েন করাতে তাহারা নিবৃত্ত হয়।

ঠাকুর অসুস্থ

২১শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর বড় খারাপ হইয়াছে। সাতটার সময় যখন পায়খানা যান তখন দিবা কি রাত্রি জ্ঞান ছিল না। দুই প্রহরের সময় বাসার সমীপস্থ ১২ জন ও অন্য তিনজন সাধুকে ধুতি ও লোটা দেওয়া হইল। ইঁহারা কয়েক দিন যাবৎ দরজায় আসন করিয়া রহিয়াছেন। বাঙ্গালী নানকপন্থী বাবাজী আজ আসিয়া বলিলেন, "অনেক মোহন্তকে জগন্নাথদাস বাবাজী নিমন্ত্রণ করেন নাই। তিনি জগন্নাথদাস বাবাজীর অনেক কুৎসা করিলেন।" মুন্সেফ্‌বাবু আসিয়া পুলিসের সাহায্যে বাসার নিকটস্থ রাস্তা হইতে সাধুদিগকে উঠাইয়া দিলেন। শ্রীধর গল্প করিলেন, "কাপড়ওয়ালা দীনবন্ধু বলিয়াছে, 'আমার ত কিছু ছিল না, জগন্নাথদেবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়াছেন। আবার তিনি যদি সাধুসেবায় আমার সমস্ত গ্রহণ করেন, তবে তাহাই হউক।"

সাধুসেবায় মহাপ্রসাদ পাকের প্রশংসা

২২শে চৈত্র, ১৯০৫ সাল।

আজ অপর একটি নানকপন্থী বাবাজী আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিলেন। ইনি বাউলীমঠের মোহন্ত। গত কল্য ঠাকুর যাহাকে সরবত দিয়াছিলেন, সেই পাগলা মোহন্ত ১৫।১৬ জন সাধু লইয়া ঠাকুরের নিকট কাপড় ও লোটা লইতে উপস্থিত হইলেন। আর এক দল সাধুও উপস্থিত হইলেন। আমরা দরজা হইতে তাঁহাদিগকে বড় আখড়ায় পাঠাইয়া দিলাম। ঠাকুর 'নির্ব্বণী' মোহন্তজীকে বলিলেন, "প্রায় ২০০০ কাপড় এবং কতকগুলি লোটা বড় আখড়ার মোহন্তের নিকট রাখা হইয়াছে। তিনি যাহাকে যাহা দিবেন তাহাই হইবে।" সরলনাথের নিকট কাপড়ওয়ালা বলিয়াছে, হাজার পাঁচেক টাকা ৫।৬ দিনের মধ্যে না পাইলে তাহার বড় ক্লেশ হইবে। টাকার অভাবে চালান আসিতেছে না। সোয়ার বৈকালে আসিয়াছিল। সকলেই মহাপ্রসাদের পাক অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রশংসা করিলেন। জগন্নাথদাস বাবাজী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই বলিলেন "ঘি খারাপ"। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা সমর্থন করেন নাই। আমরাও রাত্রি ৩টার সময় প্রসাদ পাইয়া দেখিয়াছি, ঘি ভাল ছিল, পাকও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মালপুয়া আজও ভাল আছে, কোন গন্ধ হয় নাই।

সন্ধ্যাকালে কয়েকটি পণ্ডিত ও সাধু আসিলেন। উঁহার মধ্যে একজন কাশীবাসী ভাগবতের পণ্ডিত। ঠাকুর তাঁহাকে একটি বড় ঘটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। ঐ ঘটীতে সাধুসেবার জল পরিবেশন হইয়াছিল। বড়দাদা (ডাক্তার হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) প্লেগ ডিউটিতে বেরিলী চলিলেন শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম।

বাজার ধার সম্বন্ধে নানা সমালোচনা

২৩শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। দিদিমা মন্দিরে গিয়াছিলেন। তথায় একটি পাণ্ডা বলিল, "গোঁসাই ত ভারী দান করিল! কুড়ি হাজার টাকা বাজার ধার। শোধের ত কোন উপায় নাই। কি করিয়া আদায় করিবে। একদিন রাত্রিকালে পলাইয়া যাইবে।" একটি স্ত্রীলোক নিকটে ছিলেন, তিনি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। দিদিমাও বলিলেন, "কিছু ভাবিও না, গোঁসাইর দুইখানি বাড়ী আছে। কিছু জমি আছে। তাহা বিক্রয় করিয়াও ত ধার শোধ হইতে পারিবে? গোঁসাইয়ের একজন শিষ্য, এমন কি, আমি থাকিলেও উহা পরিশোধ হইবে।" পাণ্ডা বলিল, "আমি বলি না, দোকানদারেরা বলে।" দীনবন্ধু কাপড়ওয়ালার বড় দুরবস্থা। দোকান একরূপ বন্ধ। সে বলিয়াছে, "আর কাপড় চাহিলে আমি দিতে পারি, কিন্তু যে সকল কাপড় দোকানে নাই, তাহা আনাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। পুরাতন পাইকার সকল বস্ত্র না পাইয়া অন্য দোকান ঠিক করিলে স্থায়ীরূপে ক্ষতি হইবে। অতএব আজকালের মধ্যে কিছু অর্থ অতি প্রয়োজন।" দীনবন্ধু ইতিপূর্ব্বে একবার পাগল হইয়াছিল। তাহার দোকানের কর্ম্মচারীরা ভয় করে পাছে সে পুনরায় ক্ষেপে।

আজ ঢাকা হইতে রাধাবল্লভবাবু লিখিয়াছেন, ২০০ টাকার জন্য তারে খবর দিয়াছিলেন তাহা পাঠাইয়াছি। পুরীর ঘটনা সকল বিস্তারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিবেন। দাদাগোঁসাই পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য। সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। জগন্নাথদেবের আদেশক্রমে ২০০০, দুই হাজার টাকার জন্য তার করা হইয়াছিল। তারের লোকদের ভুলক্রমেই এরূপ ঘটিয়াছে। আজ পুনরায় রাজবল্লভের নামে তারে খবর গেল, "২০০ শতের নহে ২০০০ হাজারের জন্য। উহা ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদের ভুলে ঘটিয়াছে।" উমাচরণবাবুর নিকট হইতেও খবর আসিল, "আমি কলিকাতা ভোরে পৌঁছিয়াছি। অর্থের কি এখনও প্রয়োজন আছে?" তারে উত্তর গেল, "অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, তারে পাঠাইবে।" বৈকালে কয়েকটি সাধু আসিলেন। একজন বৈষ্ণব পাগলের ন্যায় গান ও নৃত্য করিলেন।

মাধোদাস বাবাজীর শিষ্য নারায়ণদাস বাবাজীর আগমন

২৪শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। শ্রীধরজী আজ স্নান করিয়া বাসায় ফিরিবার পথে জগন্নাথদাস বাবাজী তাহাকে ডাকিলেন। শ্রীধর, বাবাজীর নিকট যাইয়া বলিল, "আপনি গোঁসাইর নিকট হইতে মর্য্যাদা প্রভৃতির জন্য অনেক অর্থ লইয়া দালান, কোঠা করিবেন, লোকে বলে।" সাধুদের ব্যবহারে মন বড় উত্যক্ত হইয়াছে। সাধুদের অর্থের জন্য এত লিপ্সা কেন? শাস্ত্রে সাধুদের লক্ষণ শুনিয়াছি, "তাঁহারা যাচ্ঞা করিবেন না।" বৈকালে জগন্নাথদাস বাবাজী ও অন্যান্য কয়েকজন সাধু আসিলেন। বাবাজী বলিলেন, "প্রশংসা ত শূকরের বিষ্ঠা। নিন্দাই সাধুদের শুদ্ধির কারণ।" ঠাকুর এ কথার সমর্থন করিলেন এবং অর্থ আসিলে সাধুদের মর্য্যাদা করিবেন বলিলেন।

আজ অযোধ্যার নারায়ণদাস বাবাজী আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি ঠাকুরের হাতে কিছু ভিক্ষা চাহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করিলেন এবং ভাণ্ডার শূন্য জানাইয়া সরলনাথ দ্বারা ১০৲ টাকা ধার করাইয়া তাঁহাকে দিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ মাধোদাস বাবাজীর শিষ্য। ইনি ইচ্ছা করিলে অযোধ্যার ব্যাঙ্ক কি অন্যত্র হইতে এখনই দশ লক্ষ টাকা আনাইতে পারেন। মাধোদাস বাবাজীর প্রভাব, অযোধ্যায় বড়দাদার নিকট শুনিয়াছি। কাল নারায়ণদাস ও ঠাকুরের নিকটও অনেক শুনিলাম। একদিন দশ বার হাজার সাধু আসিয়াছেন। রাত্রি তখন দু' প্রহর। ঘি নাই, কি করিয়া ডাল রুটি প্রস্তুত হইবে? মাধোদাস নিকটস্থ ২।৩টি শিষ্যকে বলিলেন, "সরযূতে যাইয়া কলসী ভরিয়া লইয়া আইস।" শিষ্যেরা তাহাই করিল। কড়াতে ঢালিয়া দেখা গেল উহা জল নহে, উৎকৃষ্ট ঘৃত। নারায়ণদাসকে দাদাগোঁসাই টাকা দিয়া নমস্কার করিলে তিনি সুস্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইলেন। ঠাকুরের গায়ের বেনিয়নটি (গেঞ্জি) নিকটে রহিয়াছে দেখিয়া একবার উহা লইলেন, আবার ফিরাইয়া দিয়া পুনরায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমাদের চিহ্নস্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়াছেন।"

রাত্রি ৯টার সময় উমাচরণবাবুর প্রেরিত ৩০০০৲ টাকা তারে আসিল। ১২০০৲ টাকা নগদ পাওয়া গেল। বাকী আগামী কল্য পাওয়া যাইবে। এই ১২০০৲ টাকা দীনবন্ধুকে দেওয়া হইল। বড় দাণ্ডের রাস্তা দিয়া মাঝে মাঝে নিশাকালে যে সাধুটি বংশীধ্বনি করিয়া যান, তিনি এ সময় আসিয়া ৩।৪ বার বংশী বাজাইলেন। বড় সুমিষ্ট স্বর। অযোধ্যাবাসী দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বাবাজীকে একজোড়া 'মুকুটা' ৪০৲ টাকা দিয়া আনাইয়া দিলেন। এই বাবাজী সাধুদের পঙ্গতের সময় বহু সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন।

২৫শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

ভোরে বংশীবাদক সাধুটিকে ঘটী ও মটকা দেওয়া হইল। দীনবন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপড়ওয়ালা ৯।১০টার সময় আসিয়াছিল। উহার সহিত ঠাকুরের কি কথাবার্ত্তা হইল। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিল, "এ ত গোঁসাইএর দোকান।" আজ উমাচরণবাবুর বাকী ১৮০০৲ টাকা পাওয়া গেল। উহা হইতে দীনবন্ধু ৬০০৲ ছয় শত, হরি সাউ ৩০০৲ টাকা, সোয়ার ৬০০৲ টাকা, দুধওয়ালা প্রভৃতি ১০০৲ ও নগদ ধার শোধ ২০০৲ টাকা দেওয়া হইল। বৈকালে নারায়ণদাস বাবাজী আসিলেন। তিনি বলিলেন, "পঞ্চতত্ত্ব—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার যাঁহারা জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধু।" তিনি আফিং খাওয়ার জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ॥০ আনা চাহিলেন। ১৲ টাকা দেওয়া হইল। ইনি ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিলেন, "উনি ভগবানের স্বরূপ। তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।"

সরলনাথ দীনবন্ধুর নিকট হইতে আরও ১০০ জোড়া ধুতি আনিয়া রাখিলেন। পুলিশ, ডাক্তারখানার চাপরাসী প্রভৃতিকে দেওয়া হইবে। বৈকালে অনেক সাধুসজ্জন ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

হুগলী জেলার একজন রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গৈরিক লইয়াছে। গুরু-করণ হয় নাই। ঠাকুর তাহাকে শাস্ত্রানুসারে চলিতে বলিলেন। বলিলেন, "শাস্ত্র সদাচার অবলম্বন না করিলে কিছুই হবার যো নাই।"

২৬শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ আমাদের বাসার চাকর, মেথর প্রভৃতিকে কাপড় দেওয়া হইল। হাঁসপাতালের চাপরাসী ও অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে বস্ত্র দিলেন। বুড়ার (চাকরের) স্ত্রীও অন্য তিনটি ছেলে, অনন্ত দেব (চাকরের) সমস্ত পরিবার, পান্নাদের চাকর মুকুন্দ সপরিবারে বস্ত্র পাইল। সায়ংকালে অনেক সাধু ও অন্যান্য লোক দর্শনে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানকজীর কথা

২৭শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। একটি অন্ধ দু'প্রহরের সময় একটি ঘটী ও খাবার পাইলেন। সন্ধ্যাকালে ডেপুটীবাবু ও বালেশ্বরের একটি ভদ্রলোক আসিলেন। ঠাকুরকে একটি উৎকৃষ্ট পেয়ারা দিলেন। শশীবাবু, জগৎবাবু, মুন্সেফ্‌ বাবুও আসিলেন। ঠাকুরের নিকট একটি পাঞ্জাবী সাধু কয়েকদিন যাবৎ আসিতেছেন। তাঁহার সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা হইল। গুরু নানক সম্বন্ধে দুই মত। কেহ বলেন ইনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার; কেহ বলেন ইনি জনক ঋষি ছিলেন।

জনক ঋষির মৃত্যু হইলে তিনি বিষ্ণুলোক যাইতেছেন—পথে যমলোকের সম্মুখবর্ত্তী হইলে এক ভীষণ কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" তাঁহারা বলিলেন, "এ শব্দ যমপুরী হইতে আসিতেছে।" তখন জনক ঋষি যমপুরী দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বিষ্ণুদূত সকলে বিষ্ণুর অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে যমপুরী লইয়া চলিলেন। যমের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কলরবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যম বলিলেন, "এ পাপীদের আর্ত্তনাদের শব্দ।" তখন তিনি উহা দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলে, ধর্ম্মরাজ জনক ঋষিকে নরক দর্শন করাইলেন। নরকে পাপী তাপীর যন্ত্রণা দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল এবং কি করিলে ইহাদের পরিত্রাণ হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "যদি কেহ শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে পারেন এবং সেই নামের পুণ্যফল ইহাদিগকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে ইহাদিগের মুক্তি হয়।" জনক ঋষি বলিলেন, "আমার সমস্ত জীবনের নামের ফল ইহাদিগকে অর্পণ করিলাম। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,"সমস্ত জীবনের ফলদান করিতে হইবে না, একদিনের ফল অর্পণ করুন।" উহা করিবামাত্র সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপী উদ্ধার হইয়া স্বর্গে গেল। কিন্তু তথায় যাইয়া ও এত আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও আহার্য্য কিছু না পাইয়া ঐ সকল পাপী পুনরায় চাৎকার আরম্ভ করিল। তখন পুনরায় উহার কারণ অনুসন্ধান করায়, ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "ইহারা ত কিছু দান করে নাই, কি খাইবে? যাহা পৃথিবীতে দান করা যায় তাহাই এখানে উপভোগ হয়। যদি ইহারা পুনরায় জন্মগ্রহণের পর আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, ভগবানে ভক্তি ও দান করে তবে ইহাদের কল্যাণ হইবে।" এইজন্য জনক ঋষি নানকজী রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, "কোন সময়ে নানকজী জলে ডুবিয়া যান। তখন বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বিষ্ণুর সমীপে লইয়া যান। ভগবান জনার্দ্দন বলিলেন, "তুমি আমার অবতার। নাম দান ও সৎসঙ্গের মহিমা প্রচার কর।"

নামেই সব হয়

২৮শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। বড়দাদার নিকট ৬০০০৲ টাকা ধারের জন্য তারে খবর দিলেন। বৈকালে ১০।১২ জন সাধু আসিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে একটি লোটা ও কাপড় পাইলেন। বাউলা মঠের মোহন্ত ও ঐ মঠের একটি পাঞ্জাবী গুরুগোবিন্দ সিংহের গ্রন্থসাহেব পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। একজন বৈষ্ণব ঠাকুরের গলার তুলসীর মালা চাহিলেন। ঠাকুর উহা ভজনের বস্তু বলিয়া দিলেন না। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামেই সব হয়?" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ।" প্রশ্ন:— "কাম যায়"? "উঃ—"নিশ্চয় যায়"। আজ প্রায় ৯॥০টার পর শান্তিপুরের নিকটস্থ গ্রামবাসী একটি ভদ্রলোক ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইনি এক জমিদারের ম্যানেজার। ইনি বড়ই সজ্জন লোক। ঠাকুরকে কাকিনিয়ায় ২১।২২ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "গোস্বামী বংশের অনুরূপ কার্য্যই করিয়াছেন। বানরবধ বন্ধ করা বড়ই ভাল কার্য্য হইয়াছে। পুলিস সাহেব, কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, 'একজন বাঙ্গালী (learned) শিক্ষিত সাধু ইহা বন্ধ করিয়াছেন'।"

২৯শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। সায়ংকালে ১০।১২ জন সাধু আসিলেন। দুই একটি এদেশী পণ্ডিত বানরবধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহাদিগকে আমাদিগের ছাপান বই দেখান হইল। সাধুদের মর্য্যাদা দেওয়া সম্বন্ধে বড়ছাতার একটি সাধু আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন। ঠাকুর উত্তর করিলেন, "দোকানদারদের সুস্থ না করিয়া সাধুদের মর্য্যাদা করা অসম্ভব।"

৩০শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।

আজ বৎসর শেষ হইল। ঢাকা হইতে তারে খবর আসিয়াছে। "রাধাবল্লভবাবুর স্ত্রীর গর্ভে সন্তান মারা গিয়াছে, ডাক্তারেরা বলিতেছে। এখন কি কর্ত্তব্য।" ঠাকুর বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহা বলেন তাহাই করিবে। ২০০০৲ টাকা সাধুসেবার জন্য জগন্নাথদেবের আদেশে প্রার্থনা করা হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ২০০৲ টাকা পাঠাইয়াছে এবং ঢাকার চিঠিতে জানা গেল যে, ইহা লইয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপও হইয়াছিল।"

শান্তিদিদির শরীর বড় অসুস্থ। আমার মনেও অশান্তি। কোনও বিগ্রহেই বিশ্বাস নাই। সকলই কাষ্ঠ কি প্রস্তরের বিগ্রহ মাত্র বোধ হইতেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেও বিশ্বাস নাই। আজ মন্দিরে যাইয়া তথায় শুইয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম। সেজন্য বোধ হয় এইরূপ বিকৃত ভাব হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষ প্রয়োগ

১লা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

সাধুদের পঙ্গতের দিন গাঁজায় ধোঁয়ায়, লোকের সংঘট্টে, গরমে ও অনিয়মে ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম মত পাঠ প্রভৃতি সমস্তই চলিল। একটি সাধু সায়ংকালে একখানা লুই ও ধুতি পাইলেন। অন্য একজন সাধু, 'সখী' সাজিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও ধুতি ও চাদর পাইলেন। বড়ছাতার বাবাজী ও বাউলী মঠের মোহন্ত আসিলেন। মোহন্তজীকে রোজ না আসিয়া মাঝে মাঝে আসিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রের গোঁসাইর নিকটস্থ বাবাজীর জন্য ধুতি চাদর ও অন্য ২।৪ জনকেও ধুতি চাদর দেওয়া হইল। গোবিন্দ গুড়িয়া (চিনিওয়ালা) টাকা চায়। তাহার প্রায় ৭।৮ শত টাকা বাকী। এই মাসের মধ্যে মিলিবে বলিয়া দাদাগোঁসাই তাহাকে আশ্বাস দিলেন। সন্ধ্যাকালে ষ্টেসন মাষ্টার প্রভৃতি ২।৪ জন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

রাধাবল্লভবাবুর স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা
জগন্নাথদেবের আদেশ

২রা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। বড়দাদা বেরিলি হইতে চিঠি লিখিয়াছেন। "টাকা ধার পাওয়া যাইবে কি না বলিতে পারি না। সম্ভব কম।" ভগবানের লীলা অনন্ত ও অগম্য। এই চিঠি পাঠ করিয়া ঠাকুর পুনরায় গোরাচাঁদবাবু, কুঞ্জলাল নাগ, বাঁকীপুরের উকিল ব্রজেন্দ্রবাবু ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরৎবাবুকে প্রত্যেকের নিকট তিন হাজার এবং সতীশবাবুর নিকট এক হাজার টাকার জন্য নিজের নামে তারে খবর দেওয়াইলেন। ঐ সময় বিধুবাবুর কথায় দাদাগোঁসাই রাধাবল্লভের স্ত্রী কেমন আছেন জানিবার জন্য তার করিলেন।

সকালবেলা মন বড় অস্থির ছিল। মন্দিরে দর্শনে গেলাম। কল্য বিগ্রহ দর্শনকালে, "উহা কাষ্ঠময়, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কেমন করিয়া হইবে?" এইরূপ ভাব মনে আসিয়াছিল। আজ মন বড় খারাপ। মনে করিলাম, "বিশ্বাস করি কি নাই করি, দ্রব্যগুণ ত আছেই?" বস্তুতঃ বিগ্রহ দর্শন করিয়া মন অনেকটা হাল্‌কা হইল। অনেক দিনই দেখি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিলে বুকের ভিতর হইতে কে যেন একটা বোঝা নামাইয়া লয়। 'নাম' আপনা আপনি চলিতে থাকে।

রাধাবল্লভবাবুর নিকট হইতে প্রায় ৪টায় তারে খবর আসিল "এখনও গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে কি করা হইবে স্থির হয় নাই। আগামী কল্য সম্ভব কাটিয়া বাহির করা হইবে। ডাক্তারদের বিভিন্ন মত, কি করিব?" আবার কিছুক্ষণ পরে টেলিগ্রাম আসিল, "স্ত্রীর ভয়ানক জ্বর ও যন্ত্রণা। অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" ইতিপূর্ব্বেই তারে জানান হইয়াছিল "ভগবানে নির্ভর কর। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে।" পুনরায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তার আসিল, "প্রসূতির সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছে না।" উত্তরে ঠাকুর জানাইলেন, "যদি এক হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাওয়াইতে পার তবে জীবিতাবস্থায় ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবে এবং প্রসূতিও সুস্থ হইবে।" আমাদিগকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই আদেশ। কিন্তু ইহারা বিশ্বাস করিবে, মনে হয় না।"

রাত্রিতে ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে বলিলেন, "হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক রাত্রির ভিতর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কি প্রকারে যোগাড় হইবে?" ঠাকুর বলিলেন, "কেন? তাহারা বড়লোক—অনেক কর্ম্মচারী আছে। ছেলেদের মেসে মেসে (mess) লোক পাঠাইয়া তো অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে।" তাহাতে ব্রহ্মচারী বলিল, "তারা কি আর ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যাপূজা কোন কালেও করে না। অনাচারের একশেষ।" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, তোমার মত বুদ্ধি হইলেই হয়েছে—তা হ'লেই ওতে গোল বাধিবে। যার গলায় পৈতা দেখিবে তারেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানে পাদোদক আনিবে।"

বিধুবাবুর ধার শোধের চেষ্টা

আজ বিধুবাবু আহারান্তে ৪টার সময় ঠাকুরকে নির্জ্জনে বলিলেন, "আমি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাই। টেলিগ্রামে অনেকে বিশ্বাস করে না।" ঠাকুর বলিলেন, "জগন্নাথদেবের আদেশক্রমেই আমি কাজ করিয়াছি। এ বিষয় আমার আজ্ঞা অনাজ্ঞা নাই। ইচ্ছা হয়, যাও।" কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে জগন্নাথদেবের অনুমতি হইয়াছে।" বিধুবাবু আজই কলিকাতা হইয়া ঢাকা, নোয়াখালি, ইদিলপুর প্রভৃতি স্থানে চলিলেন। ঠাকুর এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন :—

শ্রীশ্রীহরি শরণং

আমি ৺জগন্নাথদেবের আদেশ মত সাধুসেবা করিয়াছি। এখানে কিছু দেনা হওয়াতে অর্থের প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন ৺জগন্নাথদেবের আদেশ মত ৬ মাসের মধ্যে তাহা পরিশোধ হইবে। অন্ততঃ ১০,০০০ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন, আমি তাহা পরিশোধ করিব।

জগন্নাথ স্বামীর আজ্ঞাকারী দাসানুদাস

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোকানদারের ধার শোধের অভিপ্রায়ে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিবার জন্য ঠাকুর পান্নাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। বিধুবাবুও পান্নাকে বলিয়া দিলেন, "আসিবার সময় দেবেন্দ্র সামন্তের নিকট হইতে আমার জন্য একখানা বৃন্দাবনী কাপড় ও চস্‌মা চাহিয়া আনিও।"

৩রা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর সুস্থ হয় নাই, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল। রাধাবল্লভবাবু তারে খবর দিলেন, "One thousand Brahmins' পাদোদক, *i. e.* hot water—ইহার তাৎপর্য্য কি?" ঠাকুর উত্তর পাঠাইলেন, "Signallerদের ভুলক্রমে এরূপ ঘটিয়াছে। Hot water নহে, foot water। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।" রাত্রি ১০টার সময় খবর আসিল, "স্ত্রীর প্রসব হইয়াছে। পাদোদক সংগ্রহ হইতেছে।" ঠাকুর বলিলেন, "যদি আদেশানুসারে হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাওয়াইতে পারিত, তবে সন্তান জীবিতাবস্থাতেই প্রসূত হইত এবং ভাগ্যবান হইত।"

কুঞ্জলাল নাগ তারে খবর দিলেন, "আমার বহু কর্জ্জ রহিয়াছে। চেষ্টা করিতেছি।" উত্তর গেল, "যদি ভগবানের আদেশ মত কার্য্য কর, ভগবৎ আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।" বাঁকীপুরের ব্রজেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন "ক্ষমা করিবেন, পারিব না।" উমাচরণবাবু চিঠি লিখিলেন, "আমি যেমন হীন, ঠাকুর যে আমার অর্থ দ্বারা সাধুসেবা করাইয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

বাক্যরক্ষা হওয়াতে সোয়ারের আনন্দ

৪ঠা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুরের শরীর সুস্থ হয় নাই। ১০টার সময় কুঞ্জলাল নাগের নিকট হইতে তারে ৬০০৲ টাকা আসিল। পিয়ন বলিল, আরও ৬০০৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টাকা আসিয়াছে। আফিসে টাকা না থাকাতে এখন দেওয়া হইল না। এই ৬০০৲ টাকা সোয়ারকে ডাকাইয়া দেওয়া হইল। সোয়ারের আনন্দ ধরে না। আমরা পুনঃপুনঃ এমন কি ঠাকুর বলিলেও সে টাকা গণিল না। সোয়ারের বাক্য রক্ষা হইয়াছে, তাতেই তাহার এত আনন্দ। তাহার দোকানদারদের ১৫ দিনের মধ্যে হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। ইতিপূর্ব্বে ৬০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আজ ১৫ দিন পূর্ণ হইবে। আজ বাকি টাকা দিতে পারিয়া সে বড়ই আনন্দিত হইল। শতপতি দোকানদার, "কেমন, গোঁসাই টাকা দিল না ?" বলিয়া ঠাট্টা করাতে সোয়ার অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। সোয়ার বলিল, "আর আপনারা আমাকে ছয় মাসের ভিতর, কিছু না দিতে পারিলেও ক্ষতি নাই।" সোয়ারের মহত্ব ও বিশ্বাস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। সে জগন্নাথদেবের নিকট বলিয়াছে, "সকলে কাপড় না পাইলে আমি কদাচ গোঁসাইয়ের নিকট হইতে কাপড় লইব না।" ঠাকুর সোয়ারের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কুঞ্জলাল নাগ ৩০০৲ টাকা পাঠাইলে কি ভাবে ব্যয় করিতে হইবে, বলিলেন। "এই টাকার একটিও অন্য প্রকারে ব্যয় না হয়। কোন্ ঘরে কত দিতে হইবে ঠিক অঙ্কটি হৃদয়ে পড়িতেছে" বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, "রাধাবল্লভ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষমা ভিক্ষা না করিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের দয়া হয় নাই। ঠাকুর পরম দয়ালু। যেই ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, ঠাকুরও দয়া করিয়া আদেশ করিলেন, 'সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়াও।' যদি উহারা ইহা করিতে পারিত, চারিদিকে জয় জয়কার হইত। ভগবানের বিশেষ কৃপা দর্শন করিতে পাইত। সন্তান অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন, ভক্তিমান ও সৎলোক হইতেন। ইহা দ্বারা উহাদের সমস্ত পরিবার, এমন কি ভারতবর্ষের পরম কল্যাণ হইত। ইনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ হইতেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যা আরতি শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগের নিকট হইতে তারে খবর আসিল। নানারূপ ক্লেশ ও পরিশ্রমের ভিতরেও আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর ছিলাম।*

ডেপুটী জগৎবাবু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিলেন। শশীবাবুও কীর্ত্তনের সময় ছিলেন। কীর্ত্তনের পর তাঁহাকে তারের খবর শুনান হইল। শশীবাবু কাপড়ওয়ালার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কাপড়ওয়ালা একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'দেখুন, নানা জনে নানা কথা বলে; আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, মরিবার সময় কাপড় তো সঙ্গে লইয়া যাইব না? জগন্নাথদেবের আদেশক্রমেই এই বস্ত্রাদি গোঁসাই মহাপ্রভুকে দিতেছি, এই আমার ধারণা। যদি এইরূপেও ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারি।"

২০০৲ টাকা মোহন্তদের মর্য্যাদার জন্য কিশোরীবাবুর নিকট দেওয়া হইবে, ঠাকুর বলিলেন। "ইহা অতি অল্প, কৃপা করিয়া তাঁহারা যেন গ্রহণ করেন।"

ডাক্তার সতীশবাবু নৈহাটির নিকটস্থ একটি রোগীকে বাড়ী পাঠাইবার সাহায্যার্থে এখানে পাঠাইলেন। ঠাকুর উঁহাকে ধুতির চাদর ও রেলভাড়া দিলেন। এই রোগীটি (**Pilgrim's Hospital**) যাত্রী হাসপাতালে ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের একটি ব্রজবাসী এখানে দোকান করিয়া ফেল হইয়াছে। দোকান ফেল হওয়াতে তিনি পাগল হইয়াছেন। ঠাকুর

---

* পরে কুঞ্জবাবুর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়া স্ত্রীলোক এ কার্য্যে বিশেষ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, "গোঁসাই আমাদিগকে ফকির করিবে। এ বিপুল কাজ। তুই লিখিয়া দে, টাকা দেওয়া যাইবে না।" গুরুভাইদের মধ্যেও কেহ কেহ বাধা দিয়াছিলেন। কুঞ্জবাবু এ সকল বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া ধার করিয়া টাকা পাঠান। টাকা ধার পাইতে খুব কষ্ট হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে ধুতি চাদর ও ঘটী এবং তাঁহার সঙ্গের লোকটিকে ধুতি চাদর দিলেন। ইহারা প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

আজ অভয়বাবু ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনাকে সমস্ত পরিবারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই কামনা।" ঠাকুর চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেওয়ামাত্র ভগবান গ্রহণ করেন।"

শিব ও বিষ্ণু এক— বিভিন্ন ভাবিলে অপরাধ হয়ঃ কুঞ্জবাবুর দান

৫ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজও ঠাকুর সুস্থ নহেন। অসুস্থ হইলেও স্নান করিলেন। বৈকালে অভয়বাবু জগন্নাথদাস বাবাজীর সম্বন্ধে গল্প করিলেন। আজ ভোর-বেলা যখন অভয়বাবু স্নান করিয়া আসেন, তখন জগন্নাথদাস বাবাজী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি ৪০ জন মোহন্তকে ১৫৲ টাকা দামের এক একখানা মটকা কিনিয়া মর্য্যাদা করিয়াছি।" ইতিপূর্ব্বেও তিনি দাদাগোঁসাইর নিকট ঐরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে দোকানদারের নিকট হইতে ধারে কাপড় আনিয়াছেন জানাইলেন, তাহাকে সরলনাথ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমাদের নিকট হইতে আপনাদের নাম করিয়া কিম্বা নিজের নামে ৪০ জোড়া মটকা কি ঐরূপ কোন কাপড় বাবাজী লন নাই।" ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য ঐ দোকানদারের নিকট সরলনাথকে পাঠাইলেন। দোকানদার বাসায় টাকা নিতে আসিয়াছিল, সে বলিল, "আমার নিকট মটকা আদৌ নাই, কি করিয়া লইবে?"

জগন্নাথদাস বাবাজী অভয়বাবুকে বলিয়াছেন, "আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায় কদাচ ভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রসাদ খাইবে না। মহাদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ কদাচ আমরা খাই না। ভগবান বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা। আমরা সতী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার উপাসনা করি। অন্য দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করা ব্যভিচার।" অভয়বাবু বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে, হরি-হর এক, বিভিন্ন ভাবিলে অপরাধ হয়।" জগন্নাথদাস বাবাজী শাস্ত্র আওড়াইয়া তাঁহার নিজ মত সমর্থনের চেষ্টা পাইলেন।

ঠাকুর এ সকল শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ইঁহাদের নিয়ম মত শাস্ত্রপাঠ নাই। সাধন পাইয়া কিছুকাল গুরুর নিকট টহলদারী করিতে হয়। ইঁনি তাহা করিয়া গুরুর নিকট নিয়মিত উপবিষ্ট হন নাই।

"শিব ও বিষ্ণু অভেদ। পঞ্চ উপাসনার মধ্যে শিবোপাসনা একটি। বেদব্যাস, 'বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ দেবতা, শিব তদ্রূপ নহেন,' মনে ইহা স্থির করিয়া কাশীধামে গেলেন। কিন্তু তিন রোজেও ভিক্ষা মিলিল না। তখন কাশীবাসীদিগকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলেন। হরগৌরী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে নিকটে আসিয়া কিছু আহার দিয়া বেদব্যাসকে সুস্থির করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি দোষে কাশীবাসীদিগকে অভিসম্পাত করিবেন? নিজের স্বার্থে ব্যাঘাত হইলে তাহার জন্য অভিসম্পাত করিলে কি কিছু হয়?' বেদব্যাস বলিলেন, 'না'। এই সময় ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই মহাদেবই একমাত্র উপাস্য, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।

"তখন মহাদেব কালভৈরবকে আদেশ করিলেন, 'এই ব্রাহ্মণকে কাশী হইতে দূর করিয়া দাও। ইঁনি এত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও যদি এরূপ করেন তবে প্রাকৃত জনে কি করিবে?' তখন বেদব্যাস অনেক স্তুতি-নতি করিলে, কোন কোন পর্ব্বে কাশীধামে তিনি যাইতে পারিবেন এই বলিয়া হরগৌরী অন্তর্ধান করিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর বলিলেন, "শিবলিঙ্গের উপর যে চাউল প্রভৃতি দেওয়া হয়, উহা গ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু হরিহরমূর্ত্তি ও শিবমূর্ত্তির নিকট ভোগ প্রভৃতি দিলে, তাহা গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

ঠাকুর রাখালবাবু ও তাঁহার কন্যা সুশীলার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। সুশীলা গোপনে গোপনে ঠাকুরের বাসা ভাড়ার টাকা দিয়া যাইতেন। চরিত্র অতি সুন্দর ছিল। যথার্থই যেন দেবীমূর্ত্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রথমতঃ পদধূলি, তৎপরেচ রণামৃত, তৎপরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইচ্ছা ছিল সন্তানদের ভার ঠাকুরের উপর দিয়া যান। রাখালবাবুর জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনার ভাবে বলিলেন, ভগবান উঁহাকে শান্তি দিউন।

কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় গত কল্য ৩০০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন, আজ রাত্রি ৮টার মধ্যেও টাকা পাওয়া যায় নাই। জগৎবাবু, মুন্সেফ্‌বাবু প্রভৃতির ইচ্ছায় Post Master General-এর নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। টেলিগ্রাম গেলে কিছুক্ষণ পরেই টাকা আসিল। উহা হইতে ঘটীওয়ালার ১১০০৲ টাকা, সোয়ার ৮০০৲ টাকা, গোবিন্দ ৩০০৲ টাকা, দীনবন্ধু ৩০০৲ টাকা ও অন্যান্য কাপড়ওয়ালাকে ১০০৲ টাকা দেওয়া হইল। আজ টোটা গোপীনাথের শীতলা প্রসাদ আসিল। বাহককে ।০ আনা দিলেন।

সতীশবাবুর দান

৬ই হইতে ৯ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ ভোরে উঠিয়াই কুঞ্জলাল নাগকে মনি অর্ডার-এর প্রাপ্তি সংবাদ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদ জানাইতে দাদাগোঁসাইকে বলিলেন। ভবানীপুরের 'ডন' কাগজের সম্পাদক গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখোপাধ্যায় হাজার টাকা তারে পাঠাইলেন। উহা হইতে মুন্সেফ্ বাবু, দিদিমাতা, হীরালালবাবুর টাকা দিতে চাহিলে, অন্য দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না, বলিলেন। সুতরাং গোবিন্দ ২০০৲ টাকা, মুকুটাওয়ালা ১০০৲ টাকা, পান্নার মাতা ১০০৲ টাকা, দীনবন্ধু ২০০৲, ডেপুটীবাবু ৩০০৲ টাকা পাইলেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদ জানাইতে বলিলেন।

সতীশবাবু তাঁহার টাকা সংগ্রহের ব্যাপার নিম্নলিখিত মত জানাইয়াছিলেনঃ "শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু আমাকে একখানা টেলিগ্রাম করেন। তারের মর্ম্ম এই—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আদেশ করিতেছেন যে, চারি দিনের মধ্যে ৺পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দানে এক হাজার টাকা পাঠাও। ঐ তার পাইয়াই আমি হেমেন্দ্রবাবুর (মিত্র) কাছে যাই। তাঁহার নিকট ধার চাহিলে, তাঁহার হাতে টাকা না থাকায় দিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, আমি ত pauper, আমাকে ত কেহ ধার দিবে না। আপনি জামিন হইয়া আপনার বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে ধার করিয়া দিলে ভাল হয়। আমি অবশ্য উহা শোধ করিব। দুই দিন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বন্ধুবান্ধবদের নিকট ঘুরিলেন কিন্তু কেহই দিতে স্বীকৃত হইল না। দ্বিতীয় দিন রাত্রি দশটায় বিফল-মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তখন আমি ভাবিলাম, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না কিন্তু টেলিগ্রাম যখন শ্রীশ্রীগুরুদেবই করিয়াছেন, তখন ইহা কখনই ব্যর্থ হইবে না। তিনি যখন আমার একটি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন তখন তিনিই নিশ্চয় কোন-না-কোন উপায়ে আমার এই কর্ত্তব্য পালন করাইয়া লইবেন। এই সুবিশ্বাসে আমি নিশ্চিন্তমনে ঐ রাত্রি ঘুমাইলাম। আমার আর কোন কর্ত্তব্য নাই ; চুপ করিয়া ঐ অর্থপ্রাপ্তির জন্য মাত্র অপেক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয় দিন চুপ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে বসিয়া রহিলাম। চতুর্থ দিন বেলা ১০টার সময় নীচের তলায় বসিয়া আছি, এমন সময় 'অমি' আসিয়া বলিল যে, দিদিমণি দুঃখিত যে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু তাঁহাদের কাছে কিছুই চাহিলেন না। আপনি নির্ধন, আপনার কাছে অর্থ চাহিলেন। তিনি তাঁহার নিজের এই গহনা পাঠাইয়াছেন, তাহা বাজারে বন্ধক দিয়া আপনাকে হাজার টাকা দিতে বলিয়াছেন। ঐ টাকা ধার নয়,উহা দান। তৎক্ষণাৎ গহনা বন্ধক রাখিয়া 'অমিই' টাকা আনাইয়া দিল এবং তখনই (৪র্থ দিন বেলা ১১।১১৷৷০টায়) টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে ঐ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেই রাত্রেই আমি হেমেন্দ্রবাবুকে যাইয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলাম। তিনি কিছুতেই হ্যাণ্ডনোট নিতে চাহেন না। বলেন, তুমি কোথায় টাকা পাইবে। আমি বলিলাম, শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুই আমাকে হ্যাণ্ডনোট দিতে জোর দিতেছেন। তখন তিনি আর আপত্তি করিলেন না। হ্যাণ্ডনোটে তিন মাসের কড়ার দেওয়া হইয়াছিল। আঠার দিন পরে রাত্রি ১০টায় হেমেন্দ্রবাবুর ঐ টাকা আমি পরিশোধ করি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার একখানি ইংরাজী Grammar আছে এবং উহা হইতে আমি মাসে ৩০ টাকা পাই। একথা আমি সম্পুর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ঐ পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ শেষ হইয়াছে। পঞ্চম সংস্করণ হইবে। আমার ৪র্থ সংস্করণের publisher কেদারবাবু। তিনি ৫ম সংস্করণ করিবেন, একথা আমি মুখে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। দুই সপ্তাহ পরে যখন কেদারবাবু ৫ম সংস্করণের জন্য আমার সহিত agreement করিতে আসিলেন তখন তাঁহাকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়ার কথা বলিলাম। তিনি এখন 'দাঁও' বুঝিয়া বলিলেন যে, পুস্তকের সমস্ত copy right লেখাপড়া করিয়া বিক্রয় করিলে এখনই এক হাজার টাকা দিতে পারেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব তখন আমায় ভিতর প্রেরণা দিলেন যে, তাহাই কর্ত্তব্য। কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ পুস্তক বাবদ ৪ সংস্করণে আমি ৬০০০৲ হাজার টাকা লাভ করিয়াছি। ঐ পুস্তকের প্রতি আর লোভ রাখা উচিত নয়। আমি তৎক্ষণাৎ কেদার-বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কেদারবাবু একটা লেখাপড়া করিয়া রাখিবেন (sale of copy right)। আমি তাহাতে দস্তখত করিয়া টাকা লইব। 18th dayতে তিনি টাকা দিলেন। ঐ রাত্রেই আমি যাইয়া হেমেন্দ্রবাবুর টাকা দিয়া হ্যাণ্ডনোট ফিরাইয়া লইলাম।

ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। বাসায় তৈয়ারী জলখাবার জিনিষই খাইবেন, বলিলেন। মহাপ্রসাদের ঘি ভাল নহে। টাট্‌কা জিনিষও বড় মিলে না। মণিবাবু আরো ৯৩০৲ টাকা উমাচরণবাবুর নিকট হইতে পাঠাইলেন। আমার বড়দাদা লিখিয়াছেন, "টাকা ধার পাওয়ার আশা খুব কম।" শান্তিদিদির গহনা বন্ধক দিয়া জগৎবাবু তাঁহার একজন কর্ম্মচারী দ্বারা তিন শত টাকা আনিয়া দিলেন। বড়দাদা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে না পারায় মনে বড়ই অশান্তি আসিয়াছে। দাদাগোঁসাই বলেন, "তিনি যাহা করিয়াছেন, খুব কম লোকে তাহা করিতে পারে। তবে ভগবানের এই আদেশটি রক্ষা করিতে পারিলে, তাঁহার বিশেষ উপকার হইত।" সেদিন ঠাকুরও বলিয়াছিলেন, "হরকান্ত-বাবু কোথা হইতে টাকা দিবেন। তাঁহার হাতে কিছুই নাই। তাঁহার নিকট টাকা থাকিলে কি আমার আর কোথাও ধার চাহিতে হয় ?"

সাধুর গাঁজার ব্যবস্থা

১১ই হইতে ১৪ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

এতদিন ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল, আজ বৃষ্টি হওয়াতে ঠাকুর অনেকটা সুস্থ হইলেন। নরেন্দ্রের পাড়ের গোঁসাইয়ের নিকট একটি সাধু আসিয়াছেন। তিনি এখানে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহার সেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য ১৲ টাকা দিলেন। তিনি রামেশ্বর যাওয়ার ভাড়া চাহেন। এখন হাতে কিছুই নাই, অর্থ আসিলে মিলিবে, বলিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন, "আজকাল সাধুদের মধ্যে প্রকৃত 'সাচ্চা' লোক অতি বিরল। এখন কেবল 'দাও', 'দাও' বলিয়া অস্থির করে। ভগবানের দিকে তাকাইয়া তাঁর দরজায় পড়িয়া থাকিতে বড় দেখা যায় না।" ঠাকুর আবার বলিলেন, "তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তি একদিন দেখিলেন, একটি সাধু পথের ধারে Telegraph Post (তারের থামে) সপাসপ্ চিমটার ঘা মারিতেছেন। 'বেটী সংসার হইতে বাহির হইয়া, আফিং গাঁজা ধরালি, এখন দু'দিন পর্য্যন্ত না পাইয়া কত ক্লেশ পাচ্ছি, দে বেটী দে, গাঁজা আন্।' ঐ সময় চৌকীদার এক ব্যক্তির মাথায় গাঁজা ও আফিং চাপাইয়া ঐ স্থান দিয়া যাইতেছে। ঐ স্থানে তাহার মলত্যাগের চেষ্টা হইল। সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সঙ্গের লোকটিকে বলিল, 'তুই এখানে দাঁড়া। আমি পায়খানা সারিয়া আসি।' যেই চৌকীদার পায়খানায় গেল, অমনি ঐ লোকটি গাঁজা আফিং লইয়া সাধুটিকে বলিল, 'আপনি ইহা লইবেন?' সাধু বলিলেন, 'হাঁ, মার খাইয়া তবে ঠিক। দে বেটি দে।' সাধু উহা আচ্ছা করিয়া পুটুলি বাঁধিয়া চলিলেন। এদিকে চৌকীদার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল গাঁজা আফিং নাই। 'কৈ বেটা কৈ? গাঁজা আফিং কোথায়?' লোকটি বলিল, 'কোথায় রে বেটা গাঁজা, আফিং, তুই ঝুট্ বলছিস্।' চৌকীদার পুরস্কারের প্রত্যাশায় লোকটির নিকট অন্যায়রূপে রক্ষিত গাঁজা আফিং পাইয়া ধরিয়াছিল, অগত্যা প্রমাণের অভাবে লোকটিকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

আজকাল প্রতিদিনই বৈকালে সাধু সজ্জন আসিতেছেন। ইতি-মধ্যে মেজদাদা বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সাধুসেবার জন্য ৩০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু ১২৫৲ টাকা পাঠাইলেন। উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোয়ার ও চিনিওয়ালা পাইল। মুন্সেফ বাবু ভুবনেশ্বর গিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট মন্দিরের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। এইরূপ প্রবাদ, জগন্নাথদেব ঐ স্থানে থাকিবেন বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে এক লক্ষ দেবমন্দির তৈয়ার করিতে আদেশ করেন। কিন্তু একটি কম হওয়াতে এখানে চলিয়া আসেন।

আজ রাউলপিণ্ডির বাঙ্গালী সাধুটিকে আট দিনের আহারের জন্য ১৲ দিলেন এবং এক পোয়া দুধ প্রতিদিন এখান হইতে পাইবেন বলিলেন। তিনি গত কল্য কলা, দুধ, লাড্ডু খাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। লোকটি খুব সাদাসিধে, আফিং খায়। আজ আফিং-এর জন্য পুনরায় ১৲ টাকা পাইলেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাওয়ার ভাড়া চায়। ঠাকুর বলিলেন, "টাকা আসিলে, মিলিবে।"

পান্নার দিদিমার প্রশংসা

রূপচাঁদ পত্নীর সগোত্র একটি সাধু অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ধুতি চাদর দিলেন এবং কাপড় ধোয়াইলে এখান হইতে পয়সা মিলিবে বলিলেন। পান্না তাহার দিদিমার (ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধাত্রী) দ্বারা হাজার পাঁচেক টাকা ধারের জন্য কলিকাতা গিয়াছেন। এখনও কোন খবর নাই। দাদাগোঁসাই বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই। ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।" পান্নার দিদিমার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। "তিনি যথায় যান সমস্ত হাওয়া যেন অন্যরূপ হইয়া যায়। ইঁহার এই শেষ জন্ম। আর জন্মাইতে হইবে না। প্রসূতিদের অঙ্গে হাত দেওয়ামাত্র তাহারা আরাম বোধ করে। ইঁহার এই আশ্চর্য্য শক্তি, ভগবৎপ্রদত্ত।" অভয়বাবু বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাঁহাকে কখনও নিন্দা করিতে শুনি নাই, উঁহার মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট।"

ভূতনাথ গোয়ালা কাল রাত্রে ৫০৲ টাকা পাঠাইয়াছে। ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির জমাদার ও ১৫ জন পুলিসকে ধুতি চাদর দেওয়া হইয়াছে। কাল রাত্রে ৺জগন্নাথদেবের মুখশ্রী দেখিয়া বড়ই আরাম পাইয়াছি। সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখশ্রীতে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু এই মুখশ্রী তাহা হইতেও সুন্দর। সাধ্য কি কোন স্ত্রীলোক, ইহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে লইয়া যাইতে পারে। আজও রাত্রে দর্শনে গিয়াছিলাম। বড়ই সুন্দর দর্শন। রুক্মিণী ভগবানকে, 'ভুবন-সুন্দর' বলিয়াছিলেন, সেই কথা মনে হইল।

দান ব্যাপারে কলিকাতায় আলোচনা ও ঠাকুরের উক্তি

১৫-১৬ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ। বৈকালে নেপালী ২টি সাধু ও একজন 'মায়ী' দর্শনে আসিলেন। তাঁহারা সেতুবন্ধ যাইবেন, কিছু প্রত্যাশা করেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় পান্না আসিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম তাঁহার দিদিমা ঋণজালে জড়িত। তিনি ধার করিয়া দিতেও অসমর্থ হইলেন। কলিকাতায় এখানকার ঘটনা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। তারে কি চিঠি দ্বারা প্রকৃত ঘটনা সকলে বুঝিতে পারে না। পান্নাদের যাওয়াতে সকলে আমূল ঘটনা জানিয়া আনন্দ করিয়াছেন। গোষ্ঠবাবু ২০৲ টাকা বেতনের কেরাণী। স্ত্রী পাগল, অন্যান্য পরিবারও আছে। অতিকষ্টে তিনি তাহাদের ভরণ-পোষণ করেন। তিনি ৫৲ টাকা পান্নাদের নিকট ধরিয়া বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আমার আছে, ইহা এই সৎকার্য্যে গ্রহণ করুন।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "এ পাঁচ টাকা নহে, এ পাঁচ লক্ষ, ইহার মূল্য নাই।"

উমাচরণবাবু ইতিপূর্ব্বে ৩০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার আরো ৯০০০৲ টাকা আছে। তাহাও দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকের কথায় তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি আর এক হাজার মাত্র পাঠাইলেন। উমাচরণবাবুর ইচ্ছা যে, তিনি যে অর্থ সাহায্য করেন তাহা অন্যে না জানে। তিনি বলিয়াছেন "ঈশ্বর জগন্নাথদেবের সেবায় ৩০০০৲ পাঠাইয়া যেরূপ আনন্দ পাইয়াছি, জীবনে কদাপি ঐরূপ পাই নাই।" ঠাকুর সকল শুনিয়া বলিলেন, "ভগবান যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ভগবৎ প্রেমলাভের পূর্ব্বেই বৈরাগ্য আসে। লোকে কে কি বলিল, তাহার দিকে দৃক্‌পাত থাকে না। যথার্থই যদি উমাচরণবাবু ৯০০০৲ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইলে লোকের কথায় কি আসে যায়? ভগবান দেখেন, তাঁহাকে কে কতদূর চায়। সে জিনিষ (পরাভক্তি) কি ঐশ্বর্য্য থাকিতে মিলে? একেবারে দীনদুঃখী হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় না করিলে, তাহা মিলে না। একজন বলিলেন, "তাঁহার পুত্রকন্যা নাই, ঢের সম্পত্তি আছে। সমস্ত বিক্রয় করিয়া সাধু-সেবায় সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিলে পরম কল্যাণ হইত। তাহা করিলে একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে থাকিত। তাঁহার পেন্সন আছে, অর্থের অভাব তো আর হইবে না!" ঠাকুর এই কথায় সায় দিলেন এবং বলিলেন, "ভগবান যে খেলা খেলিতেছেন, বসিয়া বসিয়া দর্শন কর।"

পান্না ও মণিবাবু বোলপুর গিয়াছিলেন। হরিদাসবাবুর ঢের কর্জ্জ; সম্প্রতি কন্যার বিবাহে অন্ততঃ ২০০০৲ টাকা লাগিবে। তিনিও ধার করিয়া অন্ততঃ ১০০০৲ টাকা দিবেন, বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পান্না কহিল, "এই দান ব্যাপার লইয়া কলিকাতা অঞ্চলে সকলেরই যেন সদ্ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। উহা সকলেই সদ্ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। বড়দাদা লিখিয়াছেন, "সমস্ত জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া ঠাকুরের চরণে সমর্পণ কর। তোমরা কেহ বাড়ী যাইয়া ইহা কর। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। অন্যত্র কোথাও ধার পাইলাম না।" ঠাকুর বলিলেন, "তাহা নহে, তাহাকে এ বিষয়ে নিষেধ লিখিয়া দাও।"

দাদাগোঁসাই মাঝে মাঝে টাকার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এজন্য ব্যস্ততা কেন?" ঠাকুরের এরূপ নিশ্চিন্ত ভাব দেখিলেই প্রাণ শীতল হয়। সেই সময়ের জন্যও অন্ততঃ সমস্ত অবিশ্বাস, অশান্তি দূর হইয়া যায়।

মণিবাবু ও পান্না বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জ্ঞানেন্দ্র হাজরা এই সৎকার্য্যে কিছু না পাঠাইতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি পিতামাতার অধীন, কি করিয়া অর্থ দিবেন? তথাপি অনেক ক্লেশে ৩৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন।

বড়দাদার পুনরায় চিঠি আসিল। ঠাকুরের নিকট তাহা পাঠ করা হইল। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় তখন সেখানে ছিলেন। দাদা লিখিয়াছেন "* * * গুরুদেব দয়া ক'রে হুকুম ক'রেছিলেন কিন্তু পালন করাইয়া নিলেন না। যাঁহাকে দিয়া পালন করাইবেন তিনি ধন্য * * *···।" মহেন্দ্রবাবু বড়দাদার কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "তিনি বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া টাকা দিতে চাহিলেন।" ঠাকুর বলিলেন, "তাঁহার ভিতর বাহির ত দুইরূপ নয়। তাঁহার ভিতরে যা হচ্ছে, ভগবান দেখ্ছেন, অন্য কে বুঝ্বে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি বলিলাম, "আমার মনে হয়, ইহাতে যাঁহারা অর্থ দিতেছেন ও যাঁহারা দিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই মঙ্গল হইবে।" ঠাকুর বলিলেন, "তাই, জগন্নাথদেবের কাজ কল্যাণের নিমিত্তই হইয়া থাকে। সকলের মন খুলিয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা কল্যাণই হইবে কিন্তু সকলে ইহা বোঝে না।"

আজ ৫টার সময় ঢাকা হইতে ১২০০৲ টাকা আসিল। শশীমোহন দাস ২০০৲ টাকা আর নবদ্বীপদাস ১০০০৲ টাকা পাঠাইলেন। মনে হয় এই সকল বিধুবাবুর কার্য্য। দারুণ জ্বর লইয়াও কলিকাতা হইতে অর্থ সংগ্রহে ঢাকা গিয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন, "এরূপ যার আবেগ তার কিছুতেই ঠেকায় না। ভগবান তাঁর আশা পূর্ণ করেন। বিধু এখন অনেকটা শান্তি পাইবে।" শান্তিদিদি বলিলেন, "এরূপ প্রাণের দরদ আর একটি লোকেরও দেখা যায় না।"

রাউলপিণ্ডির সাধু

রাউলপিণ্ডির বাঙ্গালী সাধুটিকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাওয়ার রেল-ভাড়া বাবদ ১০৲ টাকা দিলেন। সাধুটি ঠাকুরের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমি বহুদেশ ঘুরিয়াছি, কিন্তু এরূপ লোক আমার দৃষ্টিতে আসে নাই। সমস্ত দেশে এরূপ আর একটি সাধু আছে কিনা সন্দেহ। টাকা ত দিলেন কিন্তু চরণে কি স্থান পাইব? সমস্ত জীবকে যিনি সন্তুষ্ট করিতে পারেন, এরূপ লোক আপনি বই দেখি নাই।" যোধপুর হইতে কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহারা বলিলেন, "আমাদের দেশের একটি দুঃখী লোকের সহিত ভুবনেশ্বরে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, শ্রীক্ষেত্রে যাও ত জটিয়া বাঙ্গালী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" ইহারা কেহ ।০,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ ॥০ দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ঐ প্রণামী 'শিব-শিব' সাধুকে দিয়া দিলেন।

সাধু নরসিংদাস

১৭-১৮ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ সকালে প্রায় ১০টার সময় স্বর্গদ্বারী ঘাটের সমুদ্রবাবা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। ঠাকুরকে একখানা 'নামাবলী', একখানা চাদর ও গ্রন্থসাহেব ঢাকিবার জন্য একখণ্ড ছিটের কাপড় দিয়া গেলেন। লোকটি বড়ই মিষ্ট। মন্দিরে যখন দেখি, বড়ই আরাম লাগে।

আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১০০৲ টাকা পাঠাইলেন। উহা হইতে বাড়ীভাড়া ৫০৲ টাকা ও হরি বেয়ারা কাপড়ওয়ালাকে ৫০৲ টাকা দেওয়া হইল।

আজ সায়ংকালে একটি পাঞ্জাবী যুবক এস্রাজ লইয়া গান করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ধুতি চাদর দিলেন। ইনি 'শিব-শিব' সাধুর সহিত আসিয়াছিলেন।

ঠাকুর আজ গল্প করিলেন, "নরসিংদাস নামে গুজরাট অঞ্চলে একটি সাধু ছিলেন। তাঁহাকে সকলে পরীক্ষার ভিতর ফেলিতে চেষ্টা করে। একটি যাত্রী 'দ্বারকা' দর্শনে যাইবেন। সাত শত টাকার হুণ্ডি করিতে হইবে। সকলে শিখাইয়া দিল, নরসিংদাসের নিকট যাও। ইনি একজন বড় পোদ্দার। সে আসিয়া ৭০০৲ টাকা নরসিংদাসের নিকট গণিয়া দিয়া বলিল, 'হুণ্ডি চাই'। শত নিষেধেও যখন প্রত্যাখ্যান করিল না, তখন নরসিংদাস হুণ্ডি লিখিয়া দিল। 'শ্যামল সা ৭০০৲ টাকা দিবা ইতি নরসিংদাস।' দ্বারকায় যাইয়া দিন রাত ঘুরিল কিন্তু শ্যামল সা পোদ্দার কেহ নাই। একদিন পরিশ্রান্ত হইয়া নির্জ্জন বৃক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছায়ায় বসিয়া আছেন, টাকার থলি কাঁধে করিয়া 'শ্যামল সা' উপস্থিত। 'কে হে তুমি? ৭ দিন যাবৎ টাকার থলি কাঁধে করিয়া ঘুরিতেছি। তুমি কি নরসিংদাসের নিকট হইতে হুণ্ডি আনিয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ।' অমনি টাকা গণিয়া দিল। যাত্রীটি মাঝে মাঝে পোদ্দারের রূপের ঝলক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। দেশে গিয়া নরসিংদাসের নিকট গল্প করিলেন। নরসিংদাস বলিলেন, 'তুমি ধন্য, ভগবানকে দর্শন করিয়াছ'।"

স্ত্রীলোকের মদ্যপান ঃ ঠাকুরের চেষ্টায় উহা নিবারণ

২০শে হইতে ২২শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজকাল বড়ই গরম। গরমে ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছে। পুরাতন তেঁতুল এ সময় বড় উপকারী। কাঁচা আম পোড়াইয়া, ভাজা জিরার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সরবত খাইয়া থাকেন। ইহাও বড় উপকারী। শান্তিদিদি রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, জগন্নাথদেবের দেহে কোটি কোটি নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে। ঠাকুর বলিলেন, "এইরূপ বিশ্বরূপ দর্শন লোকের ভাগ্যে বড় ঘটে না।"

আজ একটি গায়ক বৈকালে আসিয়া গান করিল। দাদাগোঁসাই তাহাকে ২৲ দিলেন। রাত্রিকালে নোয়াখালী হইতে ১৮০৲ টাকা আসিল। উহা দীনবন্ধু কাপড়ওয়ালাকে দেওয়া হইল। হরেন্দ্রবাবু ঐ টাকা পাঠাইয়াছেন। দেউলকরণ (শ্রীমন্দিরের একজন কর্ম্মচারী) দুই দিন যাবৎ সন্ধ্যায় আসিতেছেন। লোকটি বড় ভাল। কি বিপদে পড়িয়াছেন। ঠাকুর যোড়হাতে ৺জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যাবেলা রাজার বাড়ীর কবিরাজও আসিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ হইয়া কবিরাজী করিতে হইতেছে বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমার কি ভাগ্য, মহাপুরুষ দর্শন করিলাম।"

বরিশালের গোরাচাঁদবাবুর অর্থের অভাব নাই। ঠাকুরের টেলিগ্রাম পাইয়া, দাদাগোঁসাইর নিকট লিখিয়াছেন, "কি করিব, মনের অবস্থা এরূপ নহে যে আপনাদিগকে ধারস্বরূপ প্রার্থিত অর্থ দিই।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "চিরদিন ত আর অর্থ থাকে না, পরে এজন্য ক্লেশ হয়।"

আজ ঢাকা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষের নিকট হইতে ভোরে ৫০০৲ ও দুই প্রহরে হাজার টাকা আসিল। উহা সমস্তই দীনবন্ধু কাপড়ওয়ালাকে দিলেন। এখন অবধি যাহা আসিবে, দীনবন্ধুকেই দেওয়া হইবে ঠাকুর এইরূপ বলিলেন। শুনিলাম এই হাজার টাকা শ্রীনগরের কালীনাথ বসু মহাশয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নোয়াখালী হইতে ৩০০৲ টাকা পাঠাইলেন। উহা দীনবন্ধু পাইল।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখে মদের দোকান বসিয়াছে, শুনিয়া ঠাকুর ক্লেশ করিলেন। শান্তিপুরে পূর্ব্বে বহুদূরে মদের দোকান ছিল। হাড়ী, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উহা পান করিত। ক্রমে ক্রমে ভদ্রঘরেও এ বিষ ঢুকিল। কিছুদিন পরে দোকান শান্তিপুরের মধ্যেই প্রকাশ্য স্থানে বসিল। রাত্রিকালে লুকাইয়া ভদ্রসন্তানেরা এমন কি স্ত্রীলোকেরাও ঝি দ্বারা মদ আনাইয়া খাইত। ঠাকুর, স্ত্রীলোকেরা মদ খায় শুনিয়া, বড়ই ক্লেশ পাইলেন এবং উহা যথার্থ কি না জানিবার জন্য কোন এক সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ঝির নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "আপনি গুরুগোঁসাই, আপনার নিকটে মিথ্যা বলিতে নাই। যথার্থই বাড়ীর গিন্নি স্বামী বিদেশে থাকিলে সতর্কতার সহিত মদ খান।" ঝিকে মদের বোতল হস্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। ঠাকুর চাক্ষুষ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাড়ীর পার্শ্বস্থ জানালার নিকট একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃক্ষে উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন,—গিন্নি দুই চারিটি স্ত্রীলোক লইয়া, টেবিল টানিয়া মদ খাইতে বসিলেন। মদ খাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, "পুরুষেরা আমাদিগকে অত্যাচার করিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ইত্যাদি।" ঠাকুর এ সকল শুনিয়া অবাক! কিছুদিন পরে ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী বাড়ী আসিল। ঠাকুর উহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "একটি গোপনীয় কথা, বড়ই গুরুতর। যদি ধৈর্য্যের সহিত শোনেন, তবে বলিতে পারি।" তিনি আগ্রহের সহিত শুনিতে চাহিলে বলিলেন, "দেখুন, পাঁচজনের নিকট আপনার স্ত্রী মদ খায় শুনিয়া, অনুসন্ধানে প্রত্যক্ষ করিলাম, যথার্থই তাই। আপনি ইচ্ছা করিলে আপনাকেও দেখাইতে পারি। কিন্তু অন্যরূপ চরিত্র দূষিত হয় নাই।" "আমার বাড়ীতে আসিতে গৌণ হইবে" এই ভান করিয়া ভদ্রলোকটি ঠাকুরের সহিত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া বলিলেন, "কোনরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করিবেন না, স্থির হউন। কি প্রকারে ইহাকে নেশা হইতে রক্ষা করা যায়, তাহার উপায়, আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা শুনুন।" এই বলিয়া ঠাকুর তাহার সঙ্গে মদের দোকানে গেলেন। মদওয়ালা স্বীকার করিল, এই ভদ্রলোকটির বাড়ীর ও অন্যান্য বাড়ীর ২০।২৫ জন স্ত্রীলোক মদ খান। ঠাকুর অনুরোধ করিলেন, "দেখ, তুমি একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। স্ত্রীলোকের জন্য আর মদ বিক্রয় করিও না। দেশ উচ্ছন্ন যাইবে। তোমাকে কৃপা করিয়া এই অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।" মদওয়ালা স্বীকার করিল এবং বলিল যে, জানিতে পারিলে সে আর স্ত্রীলোকের জন্য মদ বিক্রয় করিবে না। অতঃপর ভদ্রলোকটিকে বলিয়া দিলেন, "অতি ধীরভাবে বাড়ী যেয়ে স্ত্রীর নিকট, তিনি মদ খান, এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি অস্বীকার করিলে ঝিকে নিকটে ডাকিয়া ধমক দিয়া, আর এরূপ

২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না করে সাবধান করিয়া দিবেন।” তিনি বাড়ী যাইয়া তাহাই করিলেন। স্ত্রী কতক্ষণ মায়াকান্না কাঁদিয়া বলিল, “পোড়া লোকেরা এরূপ মিছাই বলে, তোমাদের দেশই এইরূপ।” অতঃপর ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও অস্বীকার করিল। যখন ধমক দিয়া বলিলেন, “দেখ, আমার প্রমাণ আছে।” ঝি বলিল, “গুরুগোঁসাই বলিয়াছেন কি?” ভদ্রলোকটি বলিলেন, “আর মদ আনিতে গেলে পাইবে না।” স্ত্রী সমস্ত শুনিয়া সব অপরাধ স্বীকার করিল এবং স্বামীর পায়ে ধরিয়া তাহাকে আর যেন একাকী না রাখেন, এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঠাকুর আরও বলিলেন, “কোন এক বৃদ্ধ গোস্বামীকে স্ত্রীর দ্বারা কৌশলে মদ ছাড়াইয়াছিলাম। ঐ বৃদ্ধ গোস্বামী মদ খাওয়ার সমর্থনপূর্ব্বক বলিতেন, “ঔষধার্থং সুরাং পিবেৎ।”

আজ বাজারে নূতন আম উঠিয়াছে। ঠাকুর ৪০০ শত আম আনাইলেন। পাণ্ডাদিগকে, জগন্নাথবল্লভের বাবাজী ও ছাত্রদিগকে, শান্তিদিদি ও বাসার সকলকে দেওয়াইলেন।

প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ : “দৈবী হ্যেষা গুণময়ী”

২৩শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ নরেন্দ্রের গোঁসাই বৈকালে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ঘর দিয়া জল পড়ে। ঠাকুর ধার করিয়া মেরামত খরচ বাবদ ২০৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। আজ রাত্রি ১২॥০টার সময় পায়খানা হইতে আসিয়া ৩॥০টা পর্য্যন্ত ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ শুনাইলেন। ৩॥০টার সময় পায়খানা যাইবেন বলিয়া ব্রহ্মচারী ডাকিলে বলিলেন, “আরও কিছু শোন। প্রহ্লাদের বিষ প্রয়োগ ঘটনাটি বাকী রহিল। তাহাও শুনিয়া রাখ।” ব্রহ্মচারী শুনিয়া বলিল, “এ সকল কথা বল্‌ছেন কেন?” তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "এইজন্য বলিলাম, তোমরা স্মরণ রেখ—ভগবান যাহাকে নিবেন তাহাকে কেহ রাখিতে পারে না ; আর ভগবান যাহাকে রক্ষা করিবেন তাহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। এই ভাব তোমাদের অন্তরে থাকিলে, কখনও কিছুতে উদ্বেগগ্রস্ত হইবে না।"

ইতিমধ্যে আমি একদিন ডাক্তারগৃহ হইতে ঠাকুরের আসনগৃহে আসিতেছিলাম ; দেখি, শূন্যে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল অতি স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "সব ছাড়িয়া উঁহার সেবা কর।" তখনই আমি ঠাকুরকে বলিলাম, "দেখুন, একটি স্ত্রীলোক সব ছাড়িয়া আপনার সেবা করিতে বলিলেন।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ত বলিয়াছে।" আমার মনে হইল মাতাঠাকুরাণীই এইরূপ বলিয়া গেলেন। ঠাকুরকে বলিলাম, "ভাগলপুরে গঙ্গাতীরে একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—আপনি প্রকাশিত হইয়া সুমিষ্টস্বরে গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতেছেন :—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥'

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আপনি অন্তর্ধান করিলেন।" ঠাকুর শুনিয়া পুনরায় সেই শ্লোকটি সুমিষ্টস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বিষম জ্বরে অজ্ঞান

২৪শে হইতে ২৭শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ ১২টা হইতে ঠাকুরের বিষম জ্বর। এমন জ্বর আর আমি কখন দেখি নাই। জ্বরে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ডাকিলেও কথাটি নাই। কোন প্রকারেও চেতন করাইয়া ৩।৹টার সময় ঔষধ খাওয়ান গেল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশেষে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিলে কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া অর্দ্ধ পরিমাণ ঔষধ গ্রহণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে অনেকটা সংজ্ঞালাভ করিলে অপরার্দ্ধ ঔষধ সেবন করান হইল। সেই সময় তেঁতুলের সরবত, কিছু আম, ভিজা চিড়া প্রভৃতি আহার করিলেন। আজ বড়ই দুর্দ্দিন গেল। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস তারে ১৫০৲ টাকা, পান্নার দিদিমা ১০০৲ টাকা ও বড়দাদা ১০০৲ টাকা পাঠাইলেন। উহা হইতে সোয়ার ২৫০৲ টাকা পাইল।

ইতিমধ্যে রেবতীবাবু চিঠিতে জানিতে চাহিয়াছেন, তিনি পুরী কি ঢাকা যাইবেন? বিধুবাবু তাঁহাকে ঢাকা যাইতে লিখিয়াছেন। রেবতীবাবুকে লইয়া তাঁহার নোয়াখালী যাইবার ইচ্ছা। ঠাকুর রেবতী-বাবুকে এখানে আসিতে বলিলেন। "ভগবান অর্থ দিবেন কি না তিনিই জানেন। আমাদের অত ভাব্‌বার দরকার কি? এ তাঁহারই ধার। তিনি তজ্জন্য যাহা হয় করিবেন। সকলকে জানাইবার হুকুম দিয়াছেন। জানাইয়া খালাস হইয়াছি।" ঠাকুর দাদাগোঁসাইকে এইরূপ বলিলেন।

কলিকাতা হইতে ১১টি আম আসিয়াছে। তাহা সকলকে দিতে বলিলেন, "সকলকে দিও, না হইলে বড় ক্লেশ হয়।"

আজ ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। ঢাকা গেণ্ডারিয়া হইতে শ্রীযুক্ত শশি-ভূষণবাবু ৫০০৲ টাকা ও গোরাচাঁদবাবু ৫০৲ টাকা পাঠাইলেন। ইহা হইতে কাপড়ওয়ালা দীনবন্ধু ৫০০৲ টাকা পাইল। ঠাকুরের শরীর অসুস্থ। ডাব নারিকেল খাইবেন। জগন্নাথবল্লভ উদ্যান হইতে ৩টি ডাব আনিলাম। আজ সন্ধ্যাকালে জগন্নাথদাস বাবাজী, বাউলী মঠের মোহন্ত প্রভৃতি আসিলেন। আজ দাদাগোঁসাই ও কিশোরীবাবু, ইমার মঠ, দক্ষিণ-পার্শ্ব, রাজা গোপাল মঠ, রাঘবদাস মঠ ও অন্যান্য মঠের মোহন্তদের ৭ টাকা ও ছোট এলাচ দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেবতীবাবুর কীর্ত্তন ঃ ঠাকুরের শেষ নৃত্য

২৮শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন আসিলেন। সকালবেলা শান্তিদিদি বলিলেন, "দেখ বাবা, এই সাধন যাঁহারা করেন, তাঁহারা কি অন্যের মনের ভাব বুঝিতে পারেন? কেহ আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেই তাঁহার মনের অভিপ্রায় টের পাই।" ঠাকুর বলিলেন, "সকলে কি পায়? তা নয়। তোমার ন্যায় 'বোকা' হইলেই পায়।"

সরলনাথ পাবনা জেলার একজনকে গোপনে করঙ্গ দিলেন। রাত্রে রেবতীবাবুর কীর্ত্তন হইল। রেবতীবাবু গাহিতেছিলেন—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর,
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর।
আর কারে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব, সো বৃন্দাবন।
রূপ রঘুনাথ বলি হইব আকুতি,
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি।
রূপ রঘুনাথ পদে বহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

ঠাকুর আজকাল পায়খানা যাইতে আমাদের ধরিয়া যান কিন্তু কীর্ত্তনে অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন। জানিতাম না, কীর্ত্তনে এই দিনই ঠাকুরের শেষ নৃত্য। ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "বসে বসে গাও। মধুর ক'রে গাও।" এই কথা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তনে ভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ জগন্নাথদেব কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন।" রেবতীবাবুকে নিজের মাথার জটা বাঁধিবার ধড়া ও বহির্ব্বাস খুলিয়া দিলেন। এই সময় ভাবাবেশে বলিলেন, "সরলনাথ আছ, জগন্নাথদেব বল্‌ছেন, যিনি গান কর্চ্ছেন, তাঁকে এনে একজোড়া লুই দাও।"

সরলনাথ ভাবে অস্থির। শরীর যেন ভাবের বেগ ধারণ করিতে পারিতেছে না। বুক যেন চিরিয়া যায়। বুকে চাপড়ের উপর চাপড় মারিতে লাগিলেন। লম্ফের উপর লম্ফ দিতেছেন। মাথা কাৎ করিয়া কৈ মাছের মত কাৎরাইতে কাৎরাইতে একধার হইতে অপর ধারে যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কোঁকড়াইয়া পুঁটুলির মত হইতে লাগিলেন।

কাল রেবতীবাবু যে ফল আনিয়াছেন, উহা ষ্টেশন মাষ্টারকে, পাণ্ডাদিগকে, শান্তিদিদি ও আর আর সকলকে দিলেন।

চন্দনযাত্রা

৩০শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ অক্ষয়া তৃতীয়া। 'চন্দনযাত্রার' দিন। শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীমতী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ও সত্যভামাদবীকে উভয় পার্শ্বে লইয়া নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলী করিতে যাইতেছেন। মদনমোহন, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ও সত্যভামাদেবীর সহিত ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে চলিয়াছেন। আমাদের 'পুংক্তি ঘরেও' ভোগ হইল। দাদাগোঁসাই এই সময় যাইয়া রামকৃষ্ণ, মদনগোপাল, যমেশ্বর, লোকনাথ, কপাললোচন ঠাকুর প্রভৃতিকে এক এক টাকা ভেট্ দিয়া নমস্কার করিলেন। ঠাকুরেরা প্রত্যেকেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত দোলায় চড়িয়া চলিয়াছেন। বিগ্রহ সকলের শোভা বড়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চমৎকার। বিশেষতঃ মদনগোপাল, লক্ষ্মী, সত্যভামা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতিকে বড়ই সুন্দর সাজাইয়াছিল। সঙ্গে অনেক লোক। কেহ কেহ চামর ব্যজন করিতে করিতে যাইতেছেন। দৃশ্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। যখন মদনগোপাল নৌকাতে চড়িলেন, তখন হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আসিল। অনেকে ভিজিয়া বাসায় ফিরিলেন। আমি ঠাকুরের জন্য ঘড়ি রাখিবার কৌটা আনিতে গিয়াছিলাম। দৌড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম।

আজ এক ধামা ও কতকগুলি তালশাঁস আসিয়াছে। ঠাকুরের নিকট নামানমাত্রই সমস্ত নিবেদন করিয়া উহা হইতে ২টি আম ও একখণ্ড তালশাঁস চাহিয়া খাইলেন। শুনিলাম আনামাত্রই উহা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গ্রহণ করিলেন। তাই ঠাকুর প্রসাদ করিতে এত ব্যস্ত।

সকালে রেবতীবাবু 'চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলেন। তাঁহার মধুরস্বরে পাঠ বড়ই মিষ্ট লাগিল। কোরঙওয়ালা সাধুটিকে দুই আনা পয়সা ও এক ঠোঙ্গা চাউল দেওয়াইলেন। সাধুটি যখনই আসেন, তখনই ঠাকুর উহাকে কিছু দেওয়ান। আজ সাধুটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধুতি চাদর চান। ঠাকুর উঁহাকে একখানা ভাল ধুতি ও চাদর দেওয়াইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ইহার জন্য আমার বড় ক্লেশ হয়।" সাধুটি কখনও রাত্রি দশটায়, কখন বা সন্ধ্যাকালে, কখন বা দিনের বেলায় আসেন। লোকটি সদানন্দ। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সাধুটি রাত্রে কোথায় থাকেন?" ঠাকুর বলিলেন, "নরেন্দ্রের পাড়ে ভজনের একটি গুপ্ত স্থান আছে—সেখানে গিয়া থাকেন।"

মুন্সেফ্‌বাবু এক কলসী চক্রতীর্থের জল কাল আনিয়া ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। জল বেশ সুস্বাদু। মুন্সেফ্‌বাবু ঠাকুরকে দর্শন করিতে প্রত্যহ একবার আসেন। এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও আজ রাত্রি ৯টায় আসিলেন; রাত্রি ১০৷৷০টায় ঠাকুরের দরজা খুলিলে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিদিমার গোপালের নিকট কথকতার উদ্যোগ : জগন্নাথদেবের গায়ে বেতের বাড়ি

৩১শে বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর বড় অসুস্থ। চা খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। চা খাইবার বাটী আসনের একদিকে পড়িয়া রহিল। দু'প্রহরে পায়খানায় যাইয়া দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কোঁকাইতে লাগিলেন। এবং এক সময় কান্নার মত 'মা', 'মা' শব্দ করিলেন। সেই সময় সমস্ত গৃহে একটি তড়িৎপ্রবাহ খেলিতে লাগিল। শরীরে সর্‌সর্‌ করিয়া 'শক্তি' চলিতে আরম্ভ হইল। পায়ে পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া দেওয়া গেল।

একজন পাঠক আসিয়াছিলেন। তিনি আগামী কল্য পাঁচটার সময় কথকতা করিবেন। আমি ৩টার সময় দেখিলাম, পাঠককে দেওয়ার হিসাব হইতেছে। মনে বিরক্তি আসিল। দরজার সামনে, ঠাকুরের কাছে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। মনে হইল 'এত টাকার ঋণ রহিয়াছে, ইহার উপর আবার পাঠককে ৩০৲ টাকা দিয়া কাপড়, দক্ষিণা ২৫৲ ইত্যাদি দেওয়ার কথা।' দাদাগোঁসাই আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খুব দাও, দু'হাতে দাও।" তাঁহার এই কথায় প্রথমতঃ রাগ হইল। পরে একটু একটু করিয়া মন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং কতক্ষণ পরে এই দানে সহানুভূতি আসিতে লাগিল।

পাঠককে দানের তালিকা :—

১। পাঠকের জন্য দক্ষিণী জোড়—৩০৲
২। পাঠকের স্ত্রীর জন্য দক্ষিণী শাড়ী—৩০৲
৩। পাঠকের ঝির জন্য ভাল দেশী কাপড়—
৪। বড় ঘড়া, উৎকৃষ্ট কাঁসার থালা, ডিবা,
কমণ্ডলু, পিতলের সিন্দূরের কৌটা ও সিন্দুর—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। পিতলের থালা, পিতলের ধুনুচি, চন্দনের
. কাঁসার বাটী, চন্দন, মালা......

৬। নগদ দক্ষিণা—২৫৲

৭। রেলভাড়া ইত্যাদি কলিকাতা পর্য্যন্ত—১৫৲

৮। আসন, জলচৌকী, টাট, কোশাকুশী...

উপরোক্ত দ্রব্যাদি যতদূর উৎকৃষ্ট পুরী সহরে পাওয়া যায়, তাহাই খরিদ করিয়া আনিতে বলিলেন। দিদিমার গোপালের নিকট পাঠ হইবে। গোপালের জন্য পীতাম্বরী জোড় ও সোণার চুড়ি ও সাধারণের বসিবার জন্য ১১৷৷০ × ৪ হাত, ৪ খানা সতরঞ্চ আনিতে বলিলেন।

পাঠককে দান সম্বন্ধে ঠাকুরের সহিত কথা হইল। আমি বলিলাম, "আপনি যখন দেন, তখন মন খারাপ থাকিলে বিরক্তি আসে। মনে হয়, টাকা শোধ না হইতে এত দেনা কেন?" ঠাকুর বলিলেন, "ভয় নাই, সব টাকা শোধ হইয়া যাইবে। চুপ করিয়া বসিয়া দর্শন কর। জগন্নাথ-দেবের দান, এ কাহার বুঝিবার সাধ্য আছে। আমরা ত আর এখান হ'তে যাচ্ছি না? একটি পয়সা ঋণ থাকিতে এখান হ'তে নড়্‌ব না। জগন্নাথদেবের খেলা কে বুঝ্‌বে? মাধবদাস বাবাজীর সঙ্গে কাঁঠাল চুরি করিতে যাইয়া গাছে চড়াইয়া দিলেন; লোকেরা উদ্দেশ পাইয়া যেই সাড়া দিল, আর অমনি নিজে চম্পট। মাধবদাস বাবাজীকে ধরিয়া তাহারা মারের উপর মার। মাধবদাস মার খাইয়া সমুদ্রপারে অভিমানে পড়িয়া রহিল। জগন্নাথদেব পাণ্ডা দিয়া ডাকাইলেন। সে আসিবে না; 'এমন দুষ্টের নিকট যাইতে আছে? আমাকে নিজে সল্লা দিয়া নিয়া যাইয়া বিপদের সময় পলায়ন'! পুনরায় পাণ্ডা পাঠাইয়া মাধবদাসকে ডাকাইলেন। আসিয়া দেখেন ঠাকুরের গাত্রে বেতের বাড়ী, রক্ত দরদর-ধারে পড়িতেছে। মাধবদাস দেখিয়া ক্লেশে অজ্ঞান।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ-প্রয়োগ

চারিটার সময় পায়খানায় যাইয়া ঠাকুর জ্বরে উন্মত্তবৎ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। কুকুর আসিতেছে, ব্রহ্মচারি লাঠি ছুঁড়িয়া মারিল (অমনি ক্লেশ পাইয়া বলিলেন) "তাড়াইয়া দিতে পার না? মার কেন?" দ্বারোয়ান ভিতরে গেলে, ব্রহ্মচারি বলিল, "দ্বার ছাড়িয়া ভিতরে গেলে কেন?" ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, "ইহারাও ত আরাম করিবে, সারাদিন কি একভাবে বাহিরে বসিয়া থাকিতে পারে? জীবে দয়া করিবে। দয়াতে যেমন আনন্দ, গালাগালিতে তদ্রূপ নয়। দয়ার সমান ধর্ম্ম নাই।" আবার বকিতে লাগিলেন। "আমাকে তোমরা যদি জান্‌তে তবে বক্‌তে। আমি জ্বরের জন্যই যে এরূপ করি তাহা নহে। আমার সকলকে খোসামুদি করিয়া চলিতে হয়।" আমি বলিলাম, "কেন?" ঠাকুর বলিলেন, "কেন বলিব? একটু ত্রুটি হইলেই চিমটি কাটে। আমি বলি তোমাদের যথাসাধ্য সেবা কর্‌ব।"

পায়খানাতেই ঔষধ খাইলেন। বিষম জ্বর—এখনও প্রস্রাব হয় নাই। ঔষধ খাইবার সময় প্রণাম করিয়া খাইলেন। রাত্রিকালে দাদাগোঁসাই প্রশ্ন করিলেন, "তোমার হঠাৎ এরূপ অসুখ হইল কেন?" ঠাকুর বলিলেন, "প্রায় ৭।৮ দিন হইল, ২২শে বৈশাখ তারিখে এক বাবাজী আসিয়া একটি লাড়ু আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এ মহাপ্রসাদ, খায়েন।' আমি ইতস্ততঃ করিলে বলিলেন, 'প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং।' তখন তোমরা কেহ এখানে ছিলে না। আমি ভাবিলাম, 'প্রহ্লাদকেও ত বিষ খাওয়াইয়াছিল। তা'র ত তাহাতে মৃত্যু হয় নাই। প্রসাদ বলিয়া যখন দিয়াছে, তখন গ্রহণ করি, যাহা হয় হইবে।' এই বলিয়া প্রণাম করিয়া উহা গ্রহণ করিলাম। অর্দ্ধেক খাইয়া দেখি উহার ভিতর একরূপ কাঁচা পাতা রহিয়াছে। ভাবিলাম, পুদিনার মত কিছু হইবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ঘণ্টার পর ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল। আমি জগন্নাথদেবকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, 'আমি কোন অপরাধ করি নাই। নিরর্থক উহারা এরূপ করিয়াছে। আপনার কৃপা থাকিলে ইহাতে কি করিবে?' অতঃপর অজ্ঞান হইয়া গেলাম। ভিতরে খুব জ্ঞান রহিল। নাম খুব চলিতে লাগিল। দেখিলাম, একজন মহাপুরুষ ক্রমান্বয়ে নিকটে বসিয়া ঝাড়িতেছেন। ঝাড়িয়া প্রায় তিন ঘণ্টায় শরীর একরূপ নির্ব্বিষ করিলেন।" দাদাগোঁসাই বলিলেন, "আমি বল্‌ব, ঐ লোকটা কে? কয়দিন হইল আমি বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি তোমাকে বিষ খাওয়াইতেছে। মনে করিলাম ইহা কল্পনা। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐ লোকটাই করিয়াছে।" ঠাকুর বলিলেন, "কাহারও নাম করিও না। জানিলেও ভিতরে চাপিয়া রাখিবে।"

আমি বলিলাম, "সেদিন একজন পরিচিত সাধু ৩।৪টি আম, একখানা সরাতে করিয়া, রাত্রি প্রায় ৯।১০টার সময় আসিয়া বলিল, 'আমি গোঁসাইকে দর্শন করিব। এ মহাপ্রসাদ তাঁহার জন্য আনিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'এত রাত্রে কেন? প্রসাদ দিতে হয় আমার নিকট দিন।' লোকটি দর্শনের জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাইতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'আজ হইবে না, কাল আসিবেন। গোঁসাইয়ের শরীর অসুস্থ।' ঐ সময় মুন্সেফ বাবুও বাড়ী চলিলেন। লোকটি তাঁহাকে দেখিয়া চলিয়া গেল।" এ ঘটনা ঠাকুরের নিকট উল্লেখ করিয়া বলিলাম, "ইহাতে আমার কিছু সন্দেহ আসে।" ঠাকুর বলিলেন, "ঠিক ধরিয়াছি। আমি থাকাতে এক শ্রেণীর লোকের মর্য্যাদা ও সম্মানের হানি হইতেছে। এখানে আমি থাকিলে তাহাদিগকে তদ্রূপ সম্মান ও ভক্তি করিবে না। তজ্জন্যই এইরূপ করিয়াছে। ইহারা 'জঙ্গম' বিষ খাওয়াইয়াছে।"

আজ রাধাবল্লভের স্ত্রী ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া এইখানে আসিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর অনুমতি দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীশ্রীনিত্যধামে প্রয়াণ

দিদিমার গোপালের নিকট পাঠ

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ পাঠকঠাকুর কথকতা করিবেন। তাঁহার বাড়ী বরাহনগর। তিনি বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করামাত্রই, ঠাকুর মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "কথকঠাকুরের পা ধোয়াইয়া দিন।" মহেন্দ্রবাবু পা ধোয়াইয়া দিলেন। দিদিমা তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল লইয়া আসিয়া বলিলেন, "তুই পা ধোয়াইয়া দিলি? আমার দিবার ইচ্ছা ছিল।" এই বলিয়া পাদোদক গ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া মিত্র মহাশয়ও পাদোদক নিলেন। দিদিমার গোপালঠাকুরকে পাঠ শুনাইবার জন্য পাঠস্থানে আনা হইল। এই উপলক্ষে ঠাকুর বলিলেন, "গোপালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া নেওয়া হইয়াছে।" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আমরা ত কিছু জানি না।" ঠাকুর বলিলেন, "এ সব কাজ গোপনেই করিতে হয়।" এই কথকতাতে ডেপুটী জগৎবাবু ও শশিবাবু, মুন্সেফ্‌বাবু, সুরেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। পাঠক মহাশয় 'রুক্মিণী হরণ' সম্বন্ধে কথকতা করিলেন, কথা মন্দ হয় নাই। পাঠকটিও খুব বিনীত।

আজও ঠাকুরের শরীর ভাল নয়। পায়খানায় অনেকক্ষণ ছিলেন। পায়ে পুরাতন ঘি মালিশ করা হইল। ফলমূল খাইতে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা। কাল জাম খাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু গিলিল না। সকালে কথায় কথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদাগোঁসাই বলিলেন, "জগৎবাবু বিষ প্রয়োগ ঘটনা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যে দেশে অকথ্য দুর্নীতি, সেখানে এরূপ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ?"

চক্রান্তকারীদের অনুসন্ধান ঃ গোঁসাই ভাল আছেন ত ?

সরলনাথ বাজারে গিয়াছেন। এক দোকানে এক বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বাবাজী বলিলেন, "তোমাদের গোঁসাই ভাল আছেন ত ?" সরলনাথ বলিলেন, "খুব ভাল।" একথা শুনামাত্র লোকটির মুখ 'কালী' হইয়া গেল। কেহ কেহ অনুমান করেন বিষ-প্রয়োগে ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী। শুনিলাম, অনেকে একত্র হইয়া এই কাজ করিয়াছে। ইহার ভিতর পাণ্ডাও আছেন। ঠাকুর বলিলেন, "সাধুরা অনেকেই ইহা জানেন।" মহেন্দ্র ঘোষের নিকট কয়েকটি অপরিচিত সাধু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "গোঁসাই কেমন আছেন ?" মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন যে, এই সকল লোককে তিনি চিনেন না। ইতিপূর্ব্বে কদাপি কোন সাধু তাঁহাকে গোঁসাইর সম্বন্ধে এরূপ জিজ্ঞাসা করে নাই। নানকপন্থী বাঙ্গালী সাধুটি, উদাসী বাবাও গতকল্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অনেকক্ষণ গোঁসাইর অবস্থা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন।

কিশোরীবাবুকে বিষ-প্রয়োগ বৃত্তান্ত কথন

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর সুস্থ নহে। মুন্সেফ্ কিশোরীবাবু বিষ-প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন ও দুঃখ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "বেলা ১১টার সময় এখানে কেহ ছিল না। এক বাবাজী আসিয়া মহাপ্রসাদ বলিয়া লাড্ডুর সহিত বিষ দেন। আমি নমস্কার করিয়া মহাপ্রসাদ বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করি। এক ঘণ্টা কাল বিষম সংগ্রাম হয়। পরে আর সামলাইতে পারিলাম না। অত্যন্ত জ্বর হইল। বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল বটে কিন্তু ভিতরে জ্ঞান ছিল। 'নাম' অত্যন্ত তেজের সহিত 'হুঁ', 'হুঁ' করিয়া চলিতে লাগিল। এই সময় একজন মহাপুরুষ পার্শ্বে বসিয়া, বিষ ঝাড়িয়া ৩ ঘণ্টায় উহার শক্তি প্রায় লোপ করিলেন। ইনি বলিয়া গেলেন, "যাহারা চক্রান্ত করিয়া এরূপ করিয়াছে, ইহার প্রতিশোধ পাইবে।" আমি বলিলাম, "দেখুন, আমার ভাগ্যে যেরূপ ছিল তাহাই হইয়াছে, আপনারা ইহাদিগকে দয়া করুন।" তিনি বলিলেন. "আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা হয় করিব, তোমায় কিছু ভাবিতে হইবে না।" ৺জগন্নাথদেব প্রকাশ হইয়া "আহা, ইহারা কি করিয়াছে?" বলিয়া ক্লেশ প্রকাশ করিলেন এবং হাত দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাদিগকে গুঁতাইয়া ঠিক করিব।" ৺জগন্নাথ-দেবকে কর্পূর লাগাইবার জন্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি ব্রাহ্মণকে ১০৲ টাকা দিলেন। একটি বাবাজী দর্শনে আসিলেন। ইহাকে পূর্ব্বে লুই দেওয়া হইয়াছিল। ইহার মুখ দেখিয়া ডাকাইত বলিয়া বোধ হইল।

বাবাজী গুণ্ডার সর্দ্দার

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ শ্রীযুক্ত মোক্ষদাকুমার বসু ১০০৲ টাকা পাঠাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "উহার ধার কর্জ্জ, অর্থের এত প্রয়োজন, এ টাকা না পাঠাইলেই হইত।" গতকল্য যে বাবাজীটি আসিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে আজ সরলনাথ নিজেই বাহির হইল। বাবাজী ঠাকুরের নিকট বলিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ দরজায় আচারী মঠে থাকেন। ইহাকে ইতিপূর্ব্বে লুই, ধুতি, চাদর দেওয়া হইয়াছিল। সরলনাথ অনুসন্ধান করিলে কাপড়ের দোকানদার বলিল, "ঐ লোকটি ভয়ানক গুণ্ডা। সারাজীবন বদমায়েসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া কাটাইয়াছে।" দোকানদার সরলনাথকে বাড়ী দেখাইয়া দিল। সরলনাথ বাড়ীর দ্বারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজী আছেন ?" একটি স্ত্রীলোক বলিল "কে ?" সরলনাথ—"আমি বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "ভয় না নির্ভয় ?" সরলনাথ—"নির্ভয়।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "বাবাজী ঐ স্থানে। আপনি কি গোঁসাইবাড়ী হইতে আসিয়াছেন ?" সরলনাথ—"না।" বাবাজী বলিলেন, "আপনি কোথায় থাকেন ?" সরলনাথ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া একটি স্থান দেখাইয়া বলিল, "ঐ স্থানে।" বাবাজী বলিলেন, "কেন আসিয়াছেন ?" সরলনাথ, "কিছু রামায়ণ শুনিতে।" অনুসন্ধানে জানা গেল লোকটি গুণ্ডার সর্দ্দার।

তৎপরে সরলনাথ জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গোপালদাস বাবাজী আছেন ?" তাহারা বলিল, "না"। ঐ কথায় বিশ্বাস না হওয়ায় সরলনাথ জিজ্ঞাসা করিল,"আমি একটু ভিতরে যাইতে পারি ?" তাহারা বলিল, "পঙ্গত বসিয়াছে, এখন নহে।" "আমি শুধু নমস্কার করিয়া আসিব।" এই কথা বলিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গোপালদাস চুপ করিয়া মহাবীরের নিকট বসিয়া আছে। এই গোপালদাসই রাত্রি ১০টার সময়, ঠাকুরের অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় ৩।৪টি আম লইয়া দর্শন করিতে আসিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সে আর কখনও এত রাত্রে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই।

বিষ-প্রয়োগ রহস্য

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ সরলনাথ জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমের সম্মুখে পূজারী বলরামদাসকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উদ্দেশ্যে সে দিন দুপুরের সময় প্রসাদ লইয়া আমাদের বাসায় গিয়াছিলে ? এই পুলিশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে, টের পাবে। বল্ বেটা, তোর সঙ্গে আরও কে কে গিয়াছিল?" ধমক খাইয়া লোকটার মুখ চূণ হইয়া গেল। বুদ্ধি আলুথালু হইয়া পড়িল, মুখে কথা সরে না। বলিল, "বাবু, আমি ত লাড্ডু দেই নাই, নরসিংদাস দিয়াছে। আমি পান প্রসাদ দিতে গিয়াছিলাম।" এ সময় সিদ্ধেশ্বর দোকানী, আমাদের বেণে মনিয়া, ও তাহার বাবা নিকটে ছিল। সরলনাথ বলিল, "আপনারা ত শুনিলেন, এ বেটাদের পুলিশে দিব।" সরলনাথ আসিয়া এ ঘটনা জগৎবাবুকে বলিল। জগৎবাবু শুনিয়াই বলিলেন, "তবে ত ইহাদের এখনই চৌদ্দ বৎসর।" ঠাকুরের নিকট এ সকল ঘটনার আলোচনা হইলে তিনি যোড়হস্তে ডেপুটী ও মুন্সেফ্ বাবুকে বলিলেন, "ইহারা যাহা ইচ্ছা করুন; আমার দ্বারা যেন কাহারও অনিষ্ট না হয়।" পরে পুলিস ইনস্পেক্টর নারায়ণবাবু আসিয়া এগ্রিমেণ্ট দিতে চাহিলেন যে, ঠাকুরকে কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না, কোথাও যাইতে হইবে না। তবুও ঠাকুর কিছুতেই বিষ-প্রয়োগকারীদের নাম প্রকাশ করিতে স্বীকার করিলেন না।

আমাদের পুরী আসিবার পূর্ব্বে জগৎবাবু ও মুন্সেফ বাবু প্রায়ই এক মোহন্ত বাবাজীর নিকট যাইতেন। ঠাকুর আসিবার পর হইতে উঁহারা আর ঐ বাবাজীর নিকট যাইতেছেন না। সর্ব্বদা এখানেই আসিতেন এবং ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। সাধুসেবার সময় পুরী সহরের মুন্সেফ্, ডেপুটী ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ঠাকুরের ভাণ্ডারে সারারাত্রি সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া মোহন্তবাবাজী ঠাকুরের উপর অতিশয় ঈর্ষান্বিত হন। অধিকন্তু চতুঃসম্প্রদায়ের জমায়েতের প্রধান মোহন্তগণের মর্য্যাদার দাবী করিয়া যে ভাবে ঠাকুরের নিকট হইতে ৪। হাজার টাকা আদায়ের কৌশল করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ হওয়াতে, অতিশয় অপদস্থ হইলেন। এ সকল কারণে ঠাকুরের এ স্থানে অবস্থিতি তাঁহার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বুঝিয়া তিনি বিষ-প্রয়োগ-কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন। পরন্তু ভবিষ্যতে এই সকল ঘটনা লোক-সমাজে প্রকাশ হইলে, তাঁহার দুর্নাম সমস্ত ভারতবর্ষের সাধু সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার হইবে, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় তিনি একই দিনে দাদা-গোঁসাইকে পানের ভিতর বিষ দ্বারা এবং ঠাকুরকে লাড্ডু দ্বারা বিনাশ করিতে চেষ্টা পান। ঐ বাবাজীটি দু'জন গুণ্ডাও কলিকাতা হইতে আনিয়া আমাদের বাসার সংলগ্ন জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে রাখিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা পরে জানা গেল। গুণ্ডাদের সহিত পান্নার বাবার পরিচয় ছিল, তাহারাই এই কথা পান্নার বাবাকে বলেন। ঠাকুর বলিলেন, "উহারা কেনই বা এরূপ করিল? আমি ত আর অধিক দিন এখানে থাকিতাম না।"

ব্রাহ্মসমাজে থাকা অবস্থায় ঠাকুরের প্রাণনাশের চেষ্টা

আজকাল দুষ্টলোক বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সমুদ্র-স্নানের সময় প্রায় প্রত্যহই একটি কুকুর সঙ্গে সঙ্গে যাইত ও রাত্রিকালে পাহারা দিত। ইহার দরুণ গুণ্ডারা রাত্রে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাল রাত্রে দরজায় কে হঠাৎ উহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ভাঙ্গা পায়েই সে আমাদের সহিত সমুদ্র-স্নানে গিয়াছিল। পরে দেখা গেল, রাস্তার অপর পার্শ্বে ফুলমণি চৌধুরীর বাড়ীর নিকটে, কে যেন উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত আজ ১০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। জগৎবাবু ও মুন্সেফ্‌বাবু, ইনস্পেক্টরবাবুর নিকট গিয়াছিলেন। একজন পুলিশ রাত্রিকালে সদর থানা হইতে জগন্নাথবল্লভ মঠ পর্য্যন্ত টহল দিবে, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্দোবস্ত করিলেন। ঠাকুর আজ বিষ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া, পূর্ব্বেও নানাস্থানে যে তাঁহার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিলেন। যখন কেশববাবুর কন্যার বিবাহে ঠাকুর ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভিন্ন হইয়া কতক লোক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন, পুরাতন দলের কেহ কেহ ঠাকুরের প্রাণহিংসা করিবার ইচ্ছা করেন। অবশ্য এ কার্য্য কেশববাবু জানিতেন না। কয়েকজন প্রধান লোকের পরামর্শে ইহা স্থিরীকৃত হয়। উহাদের মধ্যে একজন দুই টাকা দিয়া গুণ্ডা ঠিক করেন—ছোরা বুকে মারিয়াই দৌড়িয়া পালাইবে। ঠাকুরের বাসা তখন ১৪ নং কলেজ স্কোয়ারে ছিল। একটি মদখোর লোক (যিনি উপাসনাতে সর্ব্বদাই যোগ দিতেন) ঐ পরামর্শ রাধাবাজারে শুনিতে পাইয়া ঠাকুরকে সতর্ক করিয়া যান, "সাবধান, কদাচ নীচে নামিও না। তোমরা যে কেমন ব্রাহ্ম এতদিনে টের পাইয়াছি। তোমরা সব করিতে পার। তুমিও পার। নীচে নামিলেই ছোরা বসাইয়া পালাইবে। একটি ব্রাহ্মের সহিত গুণ্ডা আসিয়া তোমাকে ডাকিবে। একজন প্রচারক দূর হইতে এ কার্য্য শেষ হইল কি না পর্য্যবেক্ষণ করিবে। ছোরা বসাইলেই ব্রাহ্মটি বাঁশী বাজাইবে, ঐ প্রচারকটি আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। আর গৌণ হইলে, কারণ জানিবার জন্য ঐ ব্যক্তি গলির মাথায় থাকিয়া বাঁশী বাজাইবে। এক ঘণ্টা পরেই ইহারা আসিবে।" ঠাকুর দেখিলেন, এক ঘণ্টা পরে একটি ব্রাহ্ম ও তাহার সহিত একটি বলিষ্ঠ লোক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে। উপরের বারান্দা হইতে ঠাকুর বলিলেন, "কি কাজ বলুন, আমার শরীর ভাল নয়, নীচে যাইব না।" ঘটনাক্রমে সেদিন ঠাকুরের জ্বর ছিল। সে বলিল, "অধিকক্ষণ লাগিবে না, দু' এক মিনিটেই কাজ শেষ হইবে।" ঠাকুর তথাপি নামিলেন না। তখন গুণ্ডা বলিল, "তোমরা এই নির্দ্দোষ লোকটাকে মার্‌ছ? তোমরা ত বড় ভয়ানক লোক!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীঘ্র আমার টাকা দাও। নতুবা লোকটাকে ডাক—ছোরা মারিয়া যাই।” অগত্যা ২৲ টাকা দিয়া তখনই গুণ্ডা বিদায় করিল। এদিকে দেবী দেখিয়া গলির মাথা হইতেও বাঁশী বাজিল। পরদিন ঠাকুর কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, সঙ্গে কালীনাথবাবু। নীচের তলায় পূর্ব্বোক্ত প্রচারকটির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তখনই ঠাকুরের তলপেটে ঘুসির উপর ঘুসি মারিলেন। ঠাকুর কুম্ভক করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিয়া বলিলেন। তিনি শুনিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। বলিলেন, “যদি সত্য হয়, ঘটনাটি অতি আশ্চর্য্য।”

গোঁসাইয়ের পত্র ঃ শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী

আজ পান্নাকে দিয়া ঠাকুর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে এই চিঠিখানা লেখাইলেন।

নমোঽস্তু শ্রীনিত্যানন্দ বংশধর চরণ সরোজেষু—

আজ ‘বঙ্গবাসী’তে ‘শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী’ নামক প্রবন্ধটি শুনিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম তখন প্রায়ই শুনিতাম যে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ পত্রিকায় ‘মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরী’ শূদ্র ছিলেন লেখা হইতেছে। সেই পর্য্যন্ত আমার মনে সর্ব্বদাই জাগিত যে আমাদের গোস্বামীবংশে কি এমন কেহই নাই যে, এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে? অদ্য আপনার প্রতিবাদ শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যদি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ও সমুদ্র শুকাইয়া যায়, তথাপি ঈশ্বর পুরী যে শূদ্র ছিলেন, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। আপনি যেরূপ যুক্তিযুক্তভাবে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা খুবই সুন্দর হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুব অকাট্য হইয়াছে, তথাপি আমি দুই একটা কথা বলি। আপনি যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। তবে সবদিকেই ঈশ্বর পুরী যে কখনই শূদ্র হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

৺মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার প্রকটাবস্থা নয়। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া যে তিনি শূদ্রের নিকট দীক্ষা লইবেন এ কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। গয়াধামে গিয়া ঈশ্বর পুরী ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেনই বা কেন? তাঁহার গুরু পরম্পরায় 'শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী' বলিয়া লেখা আছে। ঈশ্বর পুরী শূদ্র হইলে মাধবেন্দ্র পুরী তাঁহাকে শিষ্য করিবেন কেন? আপনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়া লিখিয়াছেন, তাহাতেই এই সব অসার ও অন্যায় মত খুব খণ্ডন করা হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক মত যাহাতে প্রশয় না পাইতে পারে, তজ্জন্য আপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য চেষ্টা না করিলে আর কাহারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না দাঁড়াইলে সর্ব্বসাধারণের কখন মঙ্গল হইবে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা হইলেই যথার্থই সকলের কল্যাণ হইবে। পরিশেষে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন, আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তাঁর সত্য ধর্ম্ম এইরূপে রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন। *

৺শ্রীক্ষেত্রধাম
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ
১৩০৬

শাস্ত্র ও সদাচাররক্ষাকারী সর্ব্বসজ্জনগণের
দাসানুদাস,
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

* বহুদিন পরে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে এই পত্রখানি মেজদাদা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেন এবং উহা আনিয়া শ্রীমান কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে দেন। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই চিঠিখানা আমার নিকট থাকিলে হয়ত হারাইতে পারে। আপনারা যত্নে রক্ষা করিবেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্ছিষ্ট বিচার

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ সকালে পাঠের পর ঠাকুর সরলনাথের দ্বারা দয়ানিধি পূজারীকে আনাইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গোপনে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল। ঠাকুর পরে বলিলেন, "বিষ-প্রয়োগ ঘটনাটি তাঁহার নিকট বলিলে, তিনি বলিলেন, 'আপনার কোন ভয় নাই। ভগবান যখন রক্ষা করিতেছেন, তখন শত চেষ্টা করিয়াও ইহারা কিছু করিতে পারিবে না। এই ঘটনাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, মানুষের ক্ষমতা কত কম! তোরা ত অতি দারুণ বিষ দিয়া দেখিলি, কিন্তু কই? ভগবান যাঁহাকে রক্ষা করেন তাঁকে মারে কে? অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। উহারা কিছুই করিতে পারিবে না। ভগবান যখন আপনার রক্ষক তখন ভয় কি'।"

আজ হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারবাবু ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শান্তিদিদি ভোরে স্বপ্ন দেখিলেন, "অনেক সাধু গান করিতে-ছেন—'শ্যামা গোপনে গোলকে এসে, শ্যাম সেজেছ'।" ঠাকুর বলিলেন, "যিনি শ্যামা তিনিই শ্যাম। লোকে বোঝে না বলিয়া এত গোলমাল।"

মহেন্দ্র মিত্র ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে গেলে গুরু, পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট খাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া নিষেধ। এ অবস্থায় কি করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়?" উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট আপনি খাইতে পারেন, তাহাতে দোষ হইবে না।" শ্রীপতি সামন্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তাঁহাদের মধ্যে একজন 'দিদিমার' উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন, ইহাতে কি দোষ হইয়াছে?" ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণকন্যার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করিতে বল।"

ঠাকুরকে আম না খাওয়াইয়া নিজে খাইবেন না বলিয়া মুন্সেফ্‌বাবু আজ কয়েকটি বেশ বড় বড় আম একটি পাত্রে করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলেন। দেখিতে বড়ই সুন্দর লাগিল। আজ গেণ্ডারিয়ার কামিনীকুমার বসু মহাশয় ১০০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কিছুদিন হইল বড়দাদা নিজ হইতে নৈমিষারণ্যের অতি উৎকৃষ্ট চিড়া পাঠাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আভ্যন্তরীণ আত্মায় আত্মায় যোগ হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একজনের অভাব অন্যে টের পায়।" ঠাকুর উহা নিত্য সেবা করিতেছেন। আজ বড়দাদার নিকট হইতে এক টুক্‌রি লক্ষ্ণৌর খরমুজা আসিল। খরমুজা সব পচিয়া গিয়াছিল। অতি সামান্য এক টুক্‌রা খাইয়া বলিলেন, "এ যেন গিস্ত্রিতে মাখা। যতদূর গেল, টের পাওয়া গেল।"

মহাপ্রসাদ দ্বারা ক্ষেত্রবাবুকে শ্রাদ্ধ করিতে আদেশ

আজ ঢাকা হইতে চিন্তাহরণ ঘোষ ১৫০৲ টাকা পাঠাইলেন, আরও ৭৭৲ টাকা আসিল। ইহা হইতে দীনবন্ধু ২০০৲ টাকা পাইল। এই সময়ে মেদিনীপুরের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধু উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, "পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতে কিরূপে শ্রাদ্ধ হইবে?" তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "পিতৃপুরুষগণ মহাপ্রসাদের পিণ্ডের জন্য সর্ব্বদাই হাত পাতিয়া আছেন। অতএব অন্যান্য পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" ক্ষেত্রবাবু ঠাকুরের কথাতেও সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া শাস্ত্র খুলিয়া দেখাইলেন। তাঁহারা ঠাকুরের আদেশানুসারে পূর্ব্বদিন মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৎপর দিন যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলেন। ঠাকুর আরও বলিয়া দিলেন, "যথাসাধ্য প্রত্যেক দেবমন্দিরে প্রণাম করিবার সময় প্রণামী দিতে হয়। রাজা, সাধু ও দেবতা স্থানে রিক্তহস্তে যাওয়া নিষেধ। এ স্থানে প্রত্যহ পাঁকাল প্রসাদ না পাইলে শরীর অসুস্থ হইবে।"

আজ কুঞ্জলাল নাগ ৬০০৲ টাকা তারে পাঠাইলেন। কুঞ্জ ঘোষ মুন্সেফ্‌বাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিলেন, "ঠাকুর কেমন আছেন?" কুঞ্জলাল নাগও তারে মুন্সেফ্‌বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কেমন?" ঢাকার সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। পুনরায় কুঞ্জলাল নাগ ৯০০৲ টাকা পাঠাইলেন। ইহা হইতে দীনবন্ধু ৭০০৲, সোয়ার ৬০০৲ ও হরি বেহারা ১০০৲ পাইল। কুঞ্জবাবু লিখিলেন আরও টাকা পাঠাইতেছেন। এখান হইতে তারে খবর দেওয়া হইল "ঠাকুরের শরীর মৃতপ্রায় হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় অলৌকিকভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। বিষের ক্রিয়া এখনও আছে তবে জীবনের ভয় নাই।" ঠাকুরকে বলিলাম, "কুঞ্জবাবু পুনরায় ৬০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন।" ঠাকুর বলিলেন, "প্রাণের টানে অস্থির হইয়াছেন, কি করেন।" মোক্ষদাবাবুর ৫০০৲ টাকা ও চারুবাবুর ৬০০৲ টাকা ১১টার সময় তারে আসিল। উহা হইতে দীনবন্ধু ৫০০৲ টাকা, সোয়ার ৪০০৲ ও হরি বেহারা ২০০৲ টাকা পাইলেন।

অদ্ভুতরূপে জাম সংগ্রহ

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ 'তারে' শশীমোহন দাসের নিকট হইতে ৪০০৲ টাকা ও হরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে ২০০৲ টাকা আসিল। ঠাকুরের শরীর বড় অসুস্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতকল্য দ্বাদশীতে ঠাকুরের শরীর একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। আজও শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। এক পক্ষ পূর্ব্বে এই দ্বাদশী তিথিতেই ঠাকুরকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। কয়দিন যাবৎ জাম খাইতে চাহিতেছেন। অমৃত একদিন জগন্নাথবল্লভ উদ্যান হইতে চারিটি ও অন্য দিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া কুলের বিচির মত একটিমাত্র জাম পাইলেন। আজ মুন্সেফ্ বাবুকে গণেশবাবু অযাচিতভাবে এক ঠোঙ্গা জাম দিয়াছেন। উহা পাইয়াই তিনি ঠাকুরের নিকট জাম লইয়া উপস্থিত হইলেন। জামগুলি বড়ই ভাল। আমাদের দেশেও সচরাচর এরূপ জাম মিলে না। ঠাকুর উহা পাইয়া তৎক্ষণাৎ নিবেদন করিয়া সেবা করিলেন। মুন্সেফ্ বাবু বলিলেন, "ঠাকুরের জাম খাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জানিয়া চারিদিকে আফিসের পেয়াদাদের, উহা যেরূপেই হউক, সংগ্রহ করিতে বলিলাম। তাহারা কোথাও পাইল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এদিকে গণেশবাবু হঠাৎ আমাকে কতকগুলি জাম পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বাটিতে জামগাছ আছে। তিনি বলিলেন, গতকল্যই আমাকে জাম পাঠাইবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল, তাহা না পারায় অত্যন্ত ক্লেশ পান। অদ্য তিনি উহা পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার তিন বৎসরের আলাপ কিন্তু জাম কখনও পাঠান নাই।"

নরেন্দ্রের গোঁসাই চাকর দ্বারা আম পাঠাইয়াছিল। উহা নিতে নিষেধ করিলেন। "অতঃপর বিশেষ পরিচিত ভিন্ন কেহ কিছু দিলে নিবে না" বলিয়া দিলেন। "কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেও নিষেধ করিবে, বড়ছাতার মোহন্তই হউক, আর জগন্নাথদাস বাবাজীই হউক।" অতিরিক্ত পায়খানা হওয়ায় ঠাকুরের শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ১টা হইতে শরীরের অসুস্থতা বড়ই বাড়িয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরেন্দ্রের গোঁসাইর অদ্ভুত ব্যবহার

ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ ও দুর্ব্বল। এই শরীরে জীবন রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। গত কল্য মহাপ্রসাদ লইয়া অমৃত, নরেন্দ্রের গোঁসাইর নিকট গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের গোঁসাই বলিলেন, "আজ আম পাঠাইয়াছিলাম তাহা গ্রহণ করা হয় নাই কেন?" অমৃত বলিল, "ঠাকুর, কেহ কোন খাবার জিনিষ দিলে তাহা গ্রহণ করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। সেদিন এক বাবাজী মহাপ্রসাদ বলিয়া ঠাকুরকে বিষ খাওয়াইয়া গিয়াছে।" নরেন্দ্রের গোঁসাই বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "হাঁ, বিষ খাওয়াইয়াছে! তাদের কি স্বার্থ? বিষ খাওয়াইলে কি মানুষ বাঁচে? যদি কেহ খাওয়াইয়া থাকে, তবে তোমাদের বাসারই কেহ খাওয়াইয়াছে। ইনি ত অবতার। ইঁহাকে কি কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিতে পারে?" এ সমস্ত ঠাকুরকে জানান হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ঘটনা শুনিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক বরং আমাদের আশ্রমের লোকদিগকেই দোষারোপ করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঠাকুর প্রতিদিন ইঁহাকে মহাপ্রসাদ নিয়ম মত পাঠাইয়া দিতেছেন। অধিকন্তু ধুতি, চাদর, 'মুকুটা', ঘটী ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র, এমন কি ঘর মেরামতের টাকা পর্য্যন্তও যখন যাহা প্রয়োজন এখান হইতে নিয়তই পাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন ঠাকুরের এই অসুখে একটু দুঃখ পর্য্যন্ত করিলেন না। মনুষ্য-চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। বৈকালে ব্রহ্মচারী ও সরলনাথ যাইয়া তাঁহাকে বলিয়া আসিল, "আপনি যখন গোঁসাইর জ্ঞাতিখুড়া হইয়াও আমাদের দুর্নাম দিতেছেন, তখন অন্যে ত ইহা সহজেই বিশ্বাস করিবে। কোথায় আপনি ঠাকুরের অসুখে সহানুভূতি করিবেন, তাহা না করিয়া প্রকারান্তরে দুষ্ট বিষ-প্রয়োগকারী বাবাজীদেরই সমর্থন করিতেছেন। ভাল, আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত আপনার সংস্রব আজ হইতে উঠিয়া গেল। আপনি আমাদের ওখানে গেলেও গোঁসাইর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না আর মহাপ্রসাদও কাল হইতে আসিবে না। এ ঘটনাতে মনে হয় আপনার সহিত দুষ্ট গুণ্ডাদের সংস্রব আছে। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'মনুষ্যকে ভগবানের অবতার বলা মহাপাপ মনে করেন'।"

ঠাকুরের মহাপুরুষের সেবা ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ

কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, তখন ঢাকার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী তথায় গিয়াছিলেন। তিনি সাধুসেবা করিবেন। সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ার হইল। পঙ্গতে সাধুরা বসিয়া গিয়াছেন, তখন নীচ হইতে কেহ ডাকিয়া বলিল, "খাবার চাই"। ঠাকুর নীচে যাইয়া দেখেন, একটি সাধু কিছু না পাইয়া চলিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর সাধুকে ধরিলেন এবং তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। উভয়ে যমুনার পাড়ে গেলেন। ঠাকুর নিজের ব্যয়ে লুচি, তরকারী কিনিয়া আনিলেন এবং খুব যত্নসহকারে সাধুকে ভোজন করাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ইহাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" তিনি বলিলেন, "ইহারা কে? তোমার কি কেহ?" ঠাকুর বলিলেন, "যাহারা মদ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, ইহারা সেই জাতি—জল অচল।" তিনি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ। ইহাদের নিকট ভোজনীয় গ্রহণ করিলে মহা অনিষ্ট হইত। তোমার ব্যবহারে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। গুরুর অনুরূপই ব্যবহার হইয়াছে। তোমার গুরুর মুখাকৃতি মাঝে মাঝে তোমার মুখে ঝলক্ দিতেছে। এস্থানে আসিবার সময় তোমার গুরু বলিয়াছিলেন, "আমার এক চেলা শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবেন।" মহাপুরুষদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় আছে। দূরে থাকিয়াও কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের গান শুনিতে আগ্রহ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ শরৎকুমার বসু নোয়াখালী হইতে ৭০০৲ টাকা, হরেন্দ্র বসু ১০০৲ টাকা পাঠাইলেন। ইহা হইতে দীনবন্ধু ৪০০৲, সোয়ার ২০০৲ ও হরি বেহারা ১০০৲ পাইলেন। আজ জগন্নাথ চাকর চলিয়া গিয়াছে। গত রাত্রে সরলনাথের কথা না শুনায় একটু ধমক দিয়াছিল। নাথিয়ার (চাকর) ব্যবহার ২।৩ দিন যাবৎ বড়ই বিসদৃশ লক্ষিত হইতেছিল। দাদাগোঁসাইর কথা শুনে না। দিবা-নিদ্রায় সময় কাটায়। কাজকর্ম্মেও শৈথিল্য। এখান হইতে চলিয়া যাইয়া জগন্নাথদাস বাবাজীর আশ্রমে রহিয়াছে।

আজকাল ঠাকুর গান শুনিতে খুব আগ্রহ দেখাইতেছেন। প্রায়ই গান শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। শ্রীমান বেণী, রেবতীবাবু, প্রিয়নাথ ভোর রাত্রে, সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পর, কখন বা ৯টার পাঠের পর নানা বিষয়ক গান করিয়া ঠাকুরকে আনন্দ দেন। একটি গান ঠাকুর খুব ভাল বাসিতেন। উহা পুনঃপুনঃ গাওয়াইয়া শুনিতেছেন এবং একখানা কাগজে লেখাইয়া সামনের আসনের গ্রন্থের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। গানটি এই :—

অই কালরূপ ভুলতে নারব, কোন কালে।
(আমার আমার শ্যামের)
লোকের কথায় কি করব সই, বলুক লোকে যে যা বলে॥
কাল বাসে, কাল কেশে, লোটন বাঁধিব।
যখন শ্যামকে পড়বে মনে, এলায়ে দেখিব।
কাল কালিন্দিতে যাব, কাল জল যতনে খাব।
কাল বঁধুর গণ গাব, বসব কাল তমাল তলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল ময়ূর, কাল ভৃঙ্গ, করব দরশন।
দন্তে, নেত্রে নিব কাল মঞ্জন, অঞ্জন।
কালরূপ ধেয়ানে ধরব, কালরূপ নয়নে হেরব,
কণ্ঠকয় কাল হরব, তরব মরব, কাল সখির কোলে॥

আর একটি গানও এই সঙ্গে স্বহস্তে লিখিয়া আসনের যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ গ্রন্থে রাখিয়াছেন। গানটি এই :—

বৃন্দা বিপিনে মঙ্গল আরতি হের রে নয়ন আনন্দে।
মঙ্গল আরতি হতেছে, নাচিছে সখিবৃন্দে।
কুঞ্জ কুঞ্জ হতে ধাইছে সবে, হেরিতে শ্রীগোবিন্দে॥

মহেন্দ্রবাবুকে উপদেশ

১৪।১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ বড়দা এক ঝুড়ি বেল ও আমলকীর মোরব্বা পাঠাইয়াছেন। বেলগুলি প্রায়ই নষ্ট হইয়াছে। আমলকীর মোরব্বাও প্রায় তদ্রূপ।

কথাপ্রসঙ্গে মহেন্দ্র মিত্রকে ঠাকুর বলিলেন, "শাস্ত্র ও সদাচার মত চলিতেই হইবে। অন্ততঃ নিজের দুষ্কৃতি স্মরণ করে ঘাড় হেঁট করে দীক্ষাকালে যাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা করিতেই হইবে। নচেৎ কিছুতেই ভগবৎতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। শারীরিক কাম ক্রোধাদি থাকিতে ভগবৎতত্ত্ব বোঝা যায় না, মোহরের রাশি পড়িয়া থাকিবে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে না।" পরে বলিলেন, "সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হইলে আর সৎসঙ্গের প্রয়োজন নাই। প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তর শৌচ এবং জলাদি দ্বারা বাহ্যশৌচ হইয়া থাকে। যদি অন্যকে উপদেশ দিতে চাও, তবে অগ্রে নিজে তাহা কর।"

আজ রজনীকান্ত গুহ ঠাকুরতা বানরীপাড়া হইতে ৩৬০৲ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠাইলেন। ইহা হইতে দীনবন্ধুর বাকী ২৮০৲ টাকা অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকাই শোধ হইয়া গেল। ৮০৲ টাকা সোয়ারকে দেওয়া হইল। ডেপুটী শশীবাবু কাল মফঃস্বল হইতে আসিয়াছেন। আফিসে আমাদের বাসার অমঙ্গলসূচক কথা শুনিয়া নিজের কাজ ফেলিয়াই চলিয়া আসিলেন। তিনি এই সকল কথা শুনিয়া অবাক। তিনি কহিলেন, "কেহ হয় ত কিছু প্রার্থনা করিয়া না পাওয়ায় এরূপ করিয়াছে। কিম্বা সাধুসেবা প্রভৃতিতে আপনার এইরূপ গৌরব ও সম্মান সহ্য করিতে না পারিয়া কোন দুষ্ট লোক এরূপ করিয়া থাকিবে।" এখনও উৎপাত চলিতেছে শুনিয়া জগৎবাবু ও শশীবাবু প্রকাশ করিলেন, "এখন একটা বন্দুক রাখা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করিলে ভাল হয়। কিন্তু গোঁসাই কি এরূপ করিবেন ?"

'বিষে ভিতরটা পচিয়া গিয়াছে'

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত খারাপ। মুখশ্রী মৃতব্যক্তির ন্যায়। শরীরে যেন হরিদ্রা দিয়া এক পোঁছ দিয়াছে। মাছিগুলি উড়িয়া উড়িয়া গায়ে পড়িতেছে। সজোরে বাতাস করিয়া উহা তাড়াইতে হইতেছে। স্নানের সময় গোলাপ জল দ্বারা শরীর ধোয়ান হইতেছে। শরীর এমন দুর্ব্বল যে, অনেক সময় পায়খানায় যাইয়া কোঁকান। প্রায়ই কথা বলিতে অত্যন্ত ক্লেশ হয়। অনেক সময় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকেন। হাত দিয়া কোন জিনিষ উঠাইতে পারেন না। অন্যকে ভর করিয়া পায়খানায় যান। হরির লুট দেওয়ার সময় নিজে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন না। আমাকে বলিলেন, "আজ অবধি হরির লুট, জগন্নাথদেব প্রভৃতির পূজা অর্চ্চনা এ সব তুমিই করিও।" আমি বলিলাম, "আমি ত পূজা অর্চ্চনা জানি না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ইষ্টনামে পূজা করিতে পারি।" তিনি উত্তর করিলেন, "উহাই শ্রেষ্ঠ পূজা।" অনেক সময় দুর্ব্বলতায় হাঁপাইয়া থাকেন। শরীর পূর্ব্ববৎ আর স্থির রাখিতে পারেন না। এজন্য কতকগুলি বালিশ করা হইয়াছে। ঔষধ ব্রহ্মচারী গুলিয়া দেয়। আহারে অরুচি হইয়াছে। নামমাত্র আহার করেন। চোখে-মুখে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। শরীরও কৃশ হইয়াছে। অনেক দিনই যথাসময়ে শৌচে যাইতে পারেন না। আজ আবার রাত্রিতে একবার এক কাঁচ্চা ও অন্যবার অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমিত রক্ত পড়িয়াছে। বলিলেন, "বিষ শরীরের মাংসপেশী বিনষ্ট করিয়া শিরা ও ধমনী সকল আক্রমণ করিয়া রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিষ যদি অস্থি, মজ্জা আক্রমণ করে তবে আর শরীর রক্ষা করিতে পারিব না।"

দাদাগোঁসাইকে কহিলেন, "বিষ যেরূপ আক্রমণ করিয়া নির্জ্জীব করিয়া আনিয়াছে, কখন কি হয় বলিতে পারি না। তবে একটি কথা। গণেশ ছড়িদার অত্যন্ত ক্লেশে পড়িয়াছে, উহার কন্যার বিবাহে ১০০৲ টাকা দিস্।" ব্রহ্মচারী ও সরলনাথ কাল রাত্রিকালে ৩ ঘণ্টা বসিয়া তৈল-জল পায়ে মালিস করিয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, "তোমরা আজ আমাকে বাঁচাইলে, বিষে ভিতরটা পচিয়া গিয়াছে।" আজকাল সর্ব্বদাই একরূপ বিষাক্ত পাকা কফ নির্গত হইতেছে। উহা শ্বেত ও নীলবর্ণ মিশ্রিত। যে সকল নেকড়াতে কফ ফেলেন, তাহা ঠাকুরের কথামত পোড়াইয়া ফেলা হয়। কারণ এগুলি সব বিষাক্ত।

আজ রাত্রি ১০টার সময় নবাগত একটি গুরুভাই ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন। হঠাৎ ঠাকুর কিছুকাল অস্পষ্ট কি বলিয়া পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।"

অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "এ কে? এ যেন যমের কিঙ্কর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীঘ্র একে তাড়াইয়া দেও। তোমরা যাকে-তাকে বাতাস দিতে দাও কেন? যে-সেই কি বাতাস করিবে? যা' বলি তা করে না। একেবারে উচ্চ অধিকার! যাও ব্রহ্মচারী, একে বলে আইস, এ যেন কালই দেশে চলিয়া যায়।"

'অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া—সরলনাথ'

আজ ডেপুটীবাবু, মুন্সেফ্ বাবু ঠিক করিলেন, কাল সমস্ত দোকানদারদের ডাকাইয়া আনিয়া সমস্ত ধার শোধের রসিদ নিবেন। পান্না মঠে মঠে যাইয়া মর্য্যাদা দিয়া আসিতেছেন। আশ্চর্য্য এই, জগন্নাথদাস বাবাজী যে সকলকে যথাসাধ্য মর্য্যাদা করিব বলিয়া ঠাকুরের দ্বারা লিখাইয়া লইয়াছিলেন তাহা মঠওয়ালারা কেহ জানে না। সকলেই অতি অল্প পাইয়াও খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

আজকাল ব্রহ্মচারীর সহিত সরলনাথও সারারাত্রি জাগিয়া ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। সরলনাথের রাত্রেও নিদ্রা নাই। যখন যাহা বলা যায় অমনি বাজার হইতে আনিয়া হাজির। বস্তুতঃ সরলনাথের পরিশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। বাজারে ও অন্যের সহিত কারবারে একজন সুদক্ষ লোক। কথনও ইনি ডিটেক্টিভ সাজিতেছেন, কখন বাজার সরকার, কখন বা গৃহের সুদক্ষ গৃহিণী, কখন বা রোগীর পার্শ্বে দিবারাত্রির সেবক! রাত্রিকালে জাগিয়া কখন কখন বড় রাস্তায় কাঁধে লাঠি নিয়া পাহারা দিতেছেন। দিনরাত্রি আদৌ উঁহার বিশ্রাম নাই। ২।৩ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যান। ঠাকুরের ও সকলেরই ইনি পরম আদরের বস্তু। ঠাকুর প্রাণ ভরিয়া জগৎবাবু প্রভৃতির নিকট ইঁহার প্রশংসা করেন। ব্রহ্মচারীও দিবারাত্রি অবিরাম পরিশ্রম করিয়া ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। সে দিন ঠাকুরের নিকট কে যেন বলিলেন, "সরলনাথ এত ত্রস্ত যায় আসে এবং দৌড়ায় যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবাক হইতে হয়।” ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “হাঁ, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছিল। সরলনাথ, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া।”

উইলসন্ হোটেলের বেদানার রস গ্রহণের প্রস্তাবে ঠাকুরের বিরক্তি

ঠাকুর বেদানার রস খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, দাদাগোঁসাই মণিবাবুকে লিখিয়া কলিকাতা হইতে এক বোতল বেদানার রস আনাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উহা ভাল হইল না। ইহাতে বিশ্বাস মহাশয় ও দাদাগোঁসাই প্রভৃতির অনুরোধে, ব্রহ্মচারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইয়া ঠাকুরকে বলিল, “খাঁটি বেদানার রস ‘উইলসন হোটেল’ হইতে আনাইয়া দিব? তাতে আপনার উপকার হইতে পারে।” শুনিয়াই ঠাকুর খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, “তোমার ত ভয়ানক রাজসিক ভাব দেখ্‌ছি! উইলসন্ হোটেলের বেদানার রস আমাকে খাওয়াইতে চাও।” তাহাতে ব্রহ্মচারী বলিল, “কেন? আপনাকে উইলসন্ হোটেলের জিনিষ ত পূর্ব্বে খেতে দেখেছি।” ঠাকুর বলিলেন, “তাই বলে কি এখনও খেতে হবে? বার বৎসর নিয়ত সঙ্গে থাকিয়াও বুঝ্‌লে না, কোথা থেকে কোথায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি? পূর্ব্বে ত কতই করেছি। চিরকালই কি এক ভাব?”

জগন্নাথদেবের ইচ্ছায়ই সব হয়

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুরের শরীর নিতান্ত অসুস্থ দেখিয়া, দাদাগোঁসাই মনে করিলেন, এস্থান হইতে কিছু ধার করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঠাকুরকে কলিকাতা লইয়া যাইবেন। পান্নার সহিত এ বিষয়ে কি আলোচনা হইল। পরে ঠাকুরের নিকট এ সব কথা উঠিল। আজ ঠাকুরের শরীর বিশেষ খারাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া বাসার প্রায় সকলেই 'চা' খাওয়ার পর ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর দাদাগোঁসাইকে বলিলেন, "তোরা এত ভাবিস্ কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব তিনবার করিয়া আমার খবর নিচ্ছেন। ইনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, আমার ভয় কি? অন্য স্থানে গেলে কি ত্রাণ পাইব? একটা কাঁটা ফুটিলেও মৃত্যু হইতে পারে। আর এস্থানে ধরিয়া আছড়াইলেও তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছু হওয়ার যো নাই। অন্যদিকে তোমরা তাকাও কেন? যা'বার ইচ্ছা হ'লে, তোমরা চলে যাও। আমি কেবলমাত্র লাঠিগাছা অবলম্বন করে পড়ে থাকৃব। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কদাপি কিছু ক'রব না। তাঁহার ইচ্ছা হ'লে মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। —ঠাকুর ঘরের ছেলে ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। জগন্নাথদেব স্বয়ং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ভয় কি? তিনি কে এবং তিনি স্বয়ং আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন জান্‌লে আর ভয় থাকৃবে না। তিনি সময় বুঝে আদেশ কর্‌বেন। আমি পুনঃপুনঃ বল্‌ছি, আর কাহারও উপর নির্ভর ক'রো না।"

গঙ্গাধর খুটিয়া আজ মন্দিরে গেলে পাণ্ডারা বলিল, "কি তোমার এই কাজ? গোঁসাইকে বিষ খাওয়াইয়াছ?" সে কাঁদিয়া লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছে, "শেষে কি আমি এ কাজ করিব?" দাদাগোঁসাই প্রভৃতি বলিলেন, "আমরাও কাহারও নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলি নাই।" আজ কুঞ্জ ঘোষ খুব ভোরে Urgent Telegram করিয়াছেন "ঠাকুর কেমন?" বোধ হয় কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। উত্তর গেল "রক্ত আক্রমণ করিয়াছে, বিপজ্জনক, অর্থের প্রয়োজন্।"

দেবতাদের সাহায্যে গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ুসেবন

কাল রাত্রিকালে ১০টার সময় ঠাকুর যে চীৎকার করিয়া, "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ" বলিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে আজ মুন্সেফ্ বাবু ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎবাবুর নিকট গল্প করিলেন, "কাল যখন দেখিলাম রক্ত আক্রমণ করিয়াছে এবং প্রায় এক কাঁচ্চা, পরে আবার অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমিত রক্তপাত হইল, তখন মনে করিলাম—গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে আরাম পাই এবং উহা সেবনের একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এই সময় দেখি দেবতারা একখানা হীরামাণিক্য খচিত খাট আনিয়া বলিলেন, 'ইহাতে উঠুন'। আমি উঠিলাম। ইহারা বলিলেন, 'বসিয়া যাইতে পারিবেন না!' আমি বলিলাম, 'শুইয়াই যাইব'। অতঃপর গঙ্গাতীরে পৌঁছিলাম এবং বলিলাম, 'আমাকে অন্তর্জলী করুন।' তাঁহারা খাটশুদ্ধ আমাকে গঙ্গায় নামাইলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম, "ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।' গঙ্গার হাওয়ায় আমার শরীর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।"

কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুর গান্ধালের ঝোল খাইতেছেন। উহাতে রক্তশোধন ও বিষের জ্বালা নিবারণ করিয়া শরীর ঠাণ্ডা করে। দিদিমাতা ঠাকুরাণী উহা সযত্নে তৈয়ার করেন। ঠাকুর বলিলেন, "আজ নিবেদন করিলে ৺জগন্নাথদেব আসিয়া প্রায় সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে তিনি নানারূপে আশ্বস্ত ও দয়া না করিলে কি আর বাঁচি। তাঁর অপার করুণা।" দিদিমাতা ঠাকুরাণী শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

প্রিয়নাথের গান

বাইসারী নিবাসী প্রিয়নাথ ঘোষ বড় মিষ্ট গান করে। রাত্রে ঠাকুর করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "প্রিয়নাথ, দয়া করিয়া একটি গান শুনাও।" প্রিয়নাথ বলিল, "গানের একটিমাত্র পদ জানি।" ঠাকুর বলিলেন, "তুমি যেটুকু পার গাও, তাতেই মধু বর্ষণ হ'বে।" প্রিয়নাথ গাইল :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ্‌লেম্ যত নারী ব'সে নীরে,
নিয়ে সে কমলিনীরে,
নীরে নিবারিছে আঁখি নীরে।
কেহ নিয়ে যায় তুলসী, করে গঙ্গাজল,
'রাই ম'ল', 'রাই ম'ল' ব'লে করে অন্তর্জল ;
কৃষ্ণ লাগি (যার) অন্তর জ্বলে, কাজ কিরে তার অন্তর্জল,
হরি হরি বল সকলে, কালে কি করিবে কিশোরীরে।
কেহ বলে যায় গো ধনী, কেহ বলে আয় গো ধনী,
কেহ দিচ্ছে হরিধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুন্‌বে ফিরে ॥

বাজার ধার শোধ ঃ বিষ-প্রয়োগকারীদের জ্বালা নিবারণের প্রার্থনা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ বলিলেন, "প্রায় ১৫ আনা বিষ উঠিয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহা অতি অল্প এবং উহাও কফের সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হইয়া যাইতেছে।"

হরিদাসবাবু বোলপুর হইতে তারে ৬০০৲ টাকা ও রেজেষ্ট্রী করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নামে ৪০০৲ টাকা, এই হাজার টাকা পাঠাইলেন। বাজারের সমস্ত দেনা শোধ হইল। আজ চিনিওয়ালা, দীনবন্ধু প্রভৃতি টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা, দীনবন্ধু পাণ্ডা প্রভৃতি অনেক লোক অষ্টাদশভুজা যোগমায়ার মূর্ত্তি 'কাচ' (সং) সাজাইয়া ঠাকুরকে দেখাইতে আনিল। ঠাকুর উঠিয়া সরলনাথকে ভর করিয়া বারান্দায় গেলেন ও দর্শন করিয়া ২৫৲ টাকা দিলেন। সকলেরই খুব আনন্দ। ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমাকে যে বিষ খাওয়াছিল, তাহার জ্বালা যেমন নিবারণ হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তাহাই হউক!" যোগমায়ার মূর্ত্তি অতীব সুন্দর হইয়াছিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দর্শন করিতেছিলেন, তখন পণ্ডিত মহাশয় দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর তাঁহার চোখে চোখ দিয়া অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন।

রাত্রিকালে চন্দনতালাও হইতে মন্দিরে মদনগোপাল যাইতেছেন, দর্শন করিলাম। অতি সুন্দর দৃশ্য—গজমোক্ষণ বেশ। গান গাইতে গাইতে বহুদীপালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া, চামরের বাতাস ও আরতি করিতে করিতে ঠাকুরের মন্দিরে পুনর্গমন দেখিতে কি মধুর!

পাণ্ডাদের আশীর্ব্বাদ

১৯।২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজারীদিগকে প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা দিলেন। ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত খারাপ। খুব দুর্ব্বল। সরলনাথ প্রভৃতি প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতেছেন। দানকালে ঠাকুর যোড়হস্তে বলিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন জগন্নাথদেবের দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারি।" পাণ্ডারা খুব প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কোন কোন পাণ্ডাকে আজ মট্‌কা দিলেন।

রাত্রি ১২॥০টার সময় ঠাকুর যখন প্রস্রাব করিতে পায়খানায় যান, তখন সরলনাথ ও বেণী গান ধরিল :—

লম্পট নিরদয় হরি, দয়াময় বলে তোমায় কোন্ গুণে!
কেহ চন্দন দানে, বস্‌ল রাজ সিংহাসনে,
আমরা প্রাণ দানে, স্থান পেলেম না ও চরণে॥

গোঁসাই পায়খানা থেকে ভাবাবেশে বিভোর হ'য়ে বল্‌লেন, "বেশ, আবার গাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজকাল প্রায়ই বেণীকে দিয়া এই গানটি শুনিতেছেন :—

চিরদিনের আমি গো তার, আমার প্রাণবন্ধু আমার।
সে মুখ দেখিলে আমি ভুলে থাকি ত্রিসংসার ॥
সুন্দর কিছু দেখিলে, সুমিষ্ট কিছু শুন্‌লে,
ওঠে চম্‌কি প্রাণ কই সে আমার,
ঐ বুঝি এল বঁধু আমার ॥
গোপনে কি কথা বলে, (আমায়) ভাসায় নয়ন জলে
সেই হতে প্রাণ বিকল আমার,
এখন ফিরাতে পারি না যে আর ॥
না জানি কি গুণ ক'রে, ভুলায়ে রেখেছ মোরে।
এখন দেখ্‌তে ইচ্ছা করে
না দেখ্‌লে, চোখে শুধু দেখি আঁধার ॥

"মালী, তুমি আমার চিরদিনের মালী" : "সোয়ার, তুমি আমার চিরদিনের সোয়ার"

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

আজ ইদিলপুর হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এবং চন্দ্রমোহন ঘোষ ৫৫০৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহ ও তাঁহার পত্নী শরৎসুন্দরী হাজার টাকা পাঠাইলেন। আজ মোট ১৭০০৲ টাকা আসিল। মণিবাবুর নিকট কলিকাতা যাইবার ষ্টীমার ভাড়ার জন্য তারে খবর গেল এবং ১৬০০৲ টাকা পাঠান হইল। ছয় মাসের জন্য হ্যারিসন রোডের বাড়ী ভাড়ার আদেশ গেল। বিধুবাবুকে শ্রীক্ষেত্রে আসিতে লেখা হইল। ইঞ্জিনিয়ার সুরেনবাবুর বাড়ী আজ নিমন্ত্রণ। বাসায়ও ঠাকুরের জন্য প্রসাদ আসিল, সমস্ত গৃহ চূণ দিয়া লেপাইলেন। বানরদিগকে বাহিরে খাবার দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন। বেণীর দ্বারা লাল নূতন কম্বল পায়খানার পর্দ্দার জন্য আনাইয়া বলিলেন, "ইহাতে যেন জল, ময়লা প্রভৃতি না লাগে।" নরেন্দ্রের পার হইতে একটি তুলসী গাছ আনাইলেন। অশ্বিনী যেই তুলসী গাছটি নামাইল, অমনি ঠাকুর বলিলেন, "নরেন্দ্রের তুলসী গাছ, নরেন্দ্রেই যাইবে।" দিদিমাতা তখন নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই কথা ঠাকুর বলিলেন কেন ভাবিয়া দিদিমার একটু উদ্বেগ হইল।

ঠাকুর যাইবেন শুনিয়া শ্রীযুক্ত মহাপাত্র ও মালী সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি যাইবেন শুনিয়া দেখা করিতে আসিয়াছি।" মালীকে ঠাকুর বলিলেন, "মালী, তুমি আমার চিরদিনের মালী, তুমি আমাকে চিরদিন ফুল দিবে।" মালী বলিল, "আমার পুত্রসন্তান নাই।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "এবারই তোমার পুত্র হইবে।" সোয়ারকে ঠাকুর বলিলেন, "সোয়ার, তুমি আমার চিরদিনের সোয়ার। তুমি আমাকে চিরদিন মহাপ্রসাদ দিবে। তোমার ছেলে বড়-সোয়ার হইবে।" দিদিমা নিকটে দাঁড়াইয়া এ সকল শুনিতেছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "মাতৃদোষে ছন্নতা! চলে যাচ্ছেন, চিরদিন আবার মহাপ্রসাদ কি করিয়া দিবে? তবে কি আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া এখানে থাকিবেন?" দিদিমা বলিলেন, "এই চিন্তায় তাঁহার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।"

অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবুর বিবাদ মীমাংসা ঃ ঠাকুরের আশার বাণী

আজ বৈকালে অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবুতে ঝগড়া হয়। ঝগড়া একটু বেশী পরিমাণ হইয়াছিল। ঠাকুর আহারের সময়ে সমস্ত অস্পষ্টরূপে শুনিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার সময়ে ব্রহ্মচারীকে ঘুম হইতে তুলিয়া ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবুর ঝগড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া ক্লেশ করিতে করিতে পায়খানায় গেলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জগবন্ধুবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমরা নাকি আজ বড় ঝগড়া করিয়াছ? অশ্বিনীকে নাকি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলে? আমি ইহাতে বড়ই মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছি। তোমাদের নিজেদের ভিতর সদ্ভাব না দাঁড়াইলে কিছুই হইবে না।" এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "এইমাত্র জগন্নাথদেব প্রকাশ হইয়া বলিলেন, উহাদের সকলকে জানাইয়া দেও—রাগ বড় চণ্ডাল। রাগ হইলে যিনি রাগিবেন, তখনই তিনি যেন অন্যত্র চলিয়া যান। আর তুমি ইহাদের হইয়া ক্ষমা চাও।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জগবন্ধুবাবুর নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" এই সময় জগবন্ধুবাবু, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিবাদের ঘটনা বলিতে উদ্যত হইলে, ঠাকুর বলিলেন, "আর বলার দরকার নাই। আমার শরীর অসুস্থ, আমি সব জানি।" জগবন্ধুবাবু বলিলেন, "এ সামান্য ঝগড়া, এরূপ আরও কত হইয়াছে। তবে আমার অন্যায় হইয়াছে জানিয়া আমি ক্লেশ পাইয়াছি। আমি অশ্বিনীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।" এই বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলে, অশ্বিনী আসিয়া জগবন্ধুবাবুর পায়ের ধুলা নিলেন, জগবন্ধুবাবুও প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তোমরা একে অন্যকে ক্ষমা করিয়া মন পরিষ্কার করিয়া, একবার উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন কর, আমি দেখি।" অশ্বিনী ও জগবন্ধুবাবু পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন।

ব্রহ্মচারীর নিকট শুনিলাম, ঠাকুর বলিয়াছেন, "তোমাদের ভার আমি জগন্নাথদেবের উপর দিলাম। তিনিও তাহা অঙ্গীকার করিলেন।" জগবন্ধুবাবু বলিলেন, "আমাদের চিত্তের এরূপ দুর্দ্দশা কি যাইবে না?" ঠাকুর সতেজে বলিলেন, "নিশ্চয় যাইবে। তোমরা সকলেই শান্তি পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে উহা কিছু সময়সাপেক্ষ। এই সাধন যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই শান্তি পাইবেন। গীতাখানা ভালরূপ পড়িলেই আমাদের সাধনের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়। শ্বাসে শ্বাসে 'নাম' অভ্যাস করিতে হয়।"

পরে আপনা আপনি দুইটি পরলোকবাসী আত্মার প্রতি বলিলেন, "এখন সাধন পাইতে আসিয়াছ? যখন এ পৃথিবীতে সাধন হচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলে? তুমি এমন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আবার সাধন? নরকে ডুবিয়া পচিয়া পচিয়া বহুজন্মে সদ্গতি পাইবে।" অন্যটিকে বলিলেন, "তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ বটে, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ।"

সরলনাথ ও ব্রহ্মচারী বহুক্ষণ তৈল জল মালিশ করিয়া দিল। পরে ব্রহ্মচারী অবসন্ন হইয়া কতক সময় তন্দ্রাবেশে ছিল। ঠাকুর সরলনাথের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বল্‌ছি সমস্ত শীতল হইয়া যাইবে।" সরলনাথ ইহা শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। সরলনাথের নিকট শুনিলাম, ঝগড়ার বিষয় কথোপকথনের সময়ে কেহ কেহ জগবন্ধুবাবুকে তুচ্ছ করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "জগবন্ধুকে তোমরা সামান্য ভাবিও না। দেখ, শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদনমোহন ঠাকুর স্বপ্নে ইঁহার নিকট খাবার চাহিয়াছিলেন, যে-সে লোকের নিকট কি ইঁহারা চান? ইনি সাধনের একটি উৎকৃষ্ট অবস্থা পাইয়াও পাইতেছেন না; তজ্জন্য ইঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই তপ্ত খোলার মত হইয়া আছে। লোকে কোন কথা বলিলে সহ্য করিতে পারেন না, চটিয়া উঠেন।"

শ্রীশ্রীনিত্যধামে মহাপ্রয়াণ

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

ভোরে ডেপুটী শশীবাবু আসিলেন। ঠাকুরের শরীর বড়ই অসুস্থ। শশীবাবুকে বলিলেন, "আপনি আবার আসিয়াছেন কেন? আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলে যখন নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে, তখনই ত হইয়াছে!" ঠাকুর এ সময় তাঁহাকে সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আর এখানে সাধুদের কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। প্রসাদ কখনও যার-তার হাতে খাইবেন না। যদি সাধুর নিকট খাইতে হয়, জগৎবাবুর পরিচিত শ্রীরাম-দাস মঠের ঐ সাধুটির নিকটে যাইবেন। আপনি অতি সজ্জন; ইহা-দিগকে সম্মান করিয়া বিপদে পড়িতে পারেন, 'তাই বলিলাম।" শশীবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ঠাকুরকে আসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, শশীবাবুকে ঠাকুর আজ কৃপা করিলেন। শশীবাবু পরে বলিয়াছেন, "অতঃপর শ্রীমন্দিরে যাইয়া কেবল গোঁসাইকে চক্ষে পড়িতে লাগিল।"

আজ পায়খানায় অনেকক্ষণ রহিলেন। যাতনায় অব্যক্ত ক্লেশসূচক শব্দ করিতে লাগিলেন। ভিজা নেকড়া চাহিলেন। ঘরে আসিয়া বলিলেন, "মেজেতে কাপড় পাতিয়া দাও।" আসনে আসিয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়িলেন। অজ্ঞান। সরলনাথকে ডাকিলাম। সরলনাথ, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিল। দুই প্রহরে অতি ক্লেশে 'হরি হরয়ে নমঃ' এই কীর্তন করিয়া একটু জ্ঞান হইলে ঔষধ দেওয়া হইল। তিনটার সময় অর্দ্ধ পরিমাণ ঔষধ অতি ক্লেশে খাওয়ান হইল। রাত্রি আন্দাজ ৮॥০টার সময় দিব্যজ্ঞান হইল। ব্রহ্মচারীর নিকট ঔষধ চাহিয়া খাইলেন। ডাবের জল, মহাপ্রসাদের আমানি জল ও ঘোল চাহিয়া খাইলেন। 'জগবন্ধু' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। তিনি নিকটে আসিলে বলিলেন, "আজ আমার নিকট থাকিও।" এই সময় পুনঃপুনঃ ঘড়ীতে ক'টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

মুন্সেফ্‌বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন?" ঠাকুর বলিলেন, "ভাল আছি। মাথাটা ধরিয়া আছে।" মুন্সেফ্‌বাবু বলিলেন, "আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চা খান নাই ; একটু চা খান।" তিনি বলিলেন, "তবে একটু (light) পাতলা করে আনুন।" মুন্সেফ্‌বাবু অমনি দোতালায় শান্তিদিদির ঘরে চা করিতে গেলেন। মুন্সেফ্‌বাবুর বহুদিনের ইচ্ছা ছিল, ঠাকুরকে নিজ হাতে চা করিয়া খাওয়ান। চা আসার পূর্ব্বেই ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া মাটিতে বালিস ঠেসান দিয়া বসিলেন, মুন্সেফ্‌বাবু চা আনিলেন। নারিকেলের 'মালায় চা দেওয়া হইল। তাই অল্প অল্প দুই-বার পান করিলেন। পরে কাহাকে যেন প্রকাশিত দেখিয়া অনুমতি লইলেন এবং মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতে করিতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, রেবতী নক্ষত্রে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে (সাবিত্রী ব্রতের দুই দিন পূর্ব্বে) রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে চোখের জলে ভাসাইয়া শ্রীশ্রীনিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। আমাদের সমস্ত আশা ফুরাইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

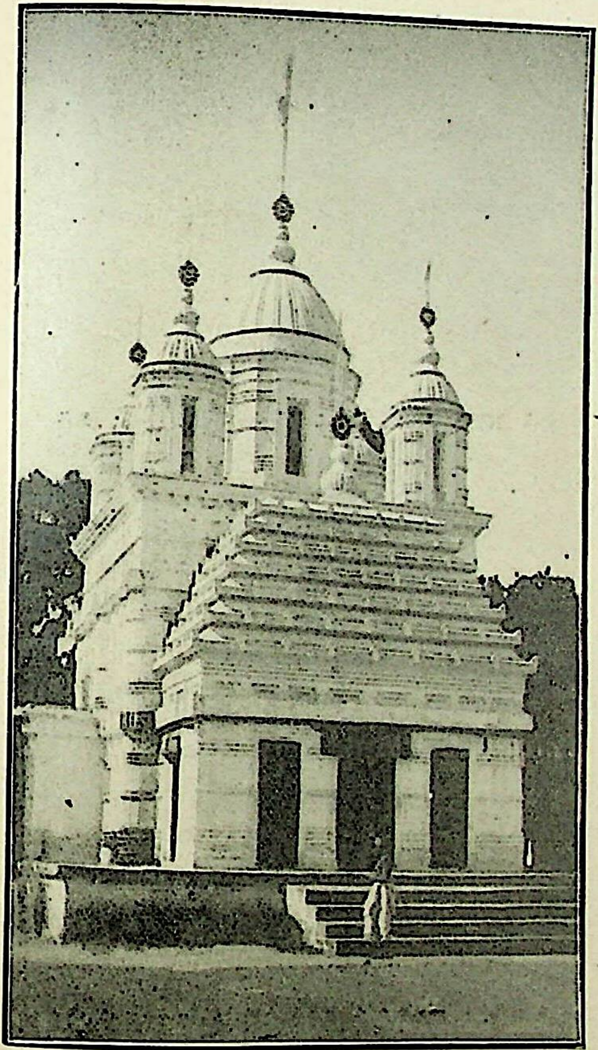

গোস্বামী প্রভুর সমাধি-মন্দির—পুরীধাম 8২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

৺পুরীতে শেষ সময়ের দৈনন্দিন কার্য্য

ঠাকুর ভোর ৩৷৹টার সময় উঠিয়া পায়খানা হইতে আসিয়া প্রায় ৪টার সময় হোম করিতেন। ব্রহ্মচারী অগ্নিতে আহুতি দিত; ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করিতেন। এ সময়ে টবে রোপিত তুলসী বৃক্ষ গৃহে আনিয়া আসনের নিকট রাখা হইত। তৎপরে তিনি নিজে করতাল বাজাইয়া ভোরের আরতি গান করিতেন

আরতির গান :—

১। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ গাও রে।
গাও শ্রীমধুসুদন, যশোদানন্দন, গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে॥

২। বৃন্দা বিপিনে, মঙ্গল আরতি, হের রে নয়ন আনন্দে।
মঙ্গল আরতি হোতেছে নাচিছে সখীবৃন্দে।
কুঞ্জ কুঞ্জ হইতে ধাইছে সবে, হেরিতে শ্রীগোবিন্দে॥

পরে বৃন্দাবনের ঠাকুর সকল ও প্রসিদ্ধ স্থানাদির 'জয়' উচ্চারণ করিয়া, চারি সম্প্রদায়ের চারিধামের ও সমস্ত সাধুসজ্জনগণের জয় দিয়া কীর্ত্তন সমাপণ করিতেন। 'জয়' ধ্বনি, যথা :—

শ্রীবৃন্দাবন কি জয়, গোপেশ্বর মহাদেব কি জয়, গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন কি জয়, কেশীঘাট কি জয়, দ্বাদশ আদিত্য টীলাকি জয়, রাধা-কুণ্ড শ্যামকুণ্ড কি জয়, গিরি-গোবর্দ্ধন কি জয়, বিশ্রামঘাট কি জয়,কেশবজী কি জয়, গোবর্দ্ধন কি জয়, বৃন্দাবনবাসী সাধুভক্ত বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়।

বড় রাস্তায় পাখীদিগকে চাউল জল দেওয়াইতেন। ভোরে বানর আসিলে তাহাদিগকে ছোলা, কলা, আম প্রভৃতি এবং দাউজি, পূণ্টি প্রভৃতি ছেলেরা আসিলে তাহাদিগকে মিষ্ট মহাপ্রসাদ দেওয়াইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময় একটি প্রকাণ্ড ষণ্ড আসিত, তাহাকে চাউল, কলা, মুড়কি, খাজা ইত্যাদি খাওয়ান হইত। সকালে কখন কখন শান্তিদিদি, জগবন্ধুবাবু, দিদিমা ও দাদাগোঁসাই আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত।

ছয়টার সময় পায়খানা যাইতেন। ৬।৪৫ মিনিটে পায়খানা হইতে আসিতেন। মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন ও টবের তুলসী গাছে জল দিতেন। ঐ বৃক্ষের নীচে চড়ুই পাখীদিগকে চাউল ছড়াইয়া দেওয়াইতেন।

পরে পূজা, যথা :—

১। জগন্নাথদেব, বলদেব ও সুভদ্রামায়ীর পদতলে এক একটি সচন্দন তুলসী পত্র দিতেন। পশ্চাৎ 'অয়রা' ও 'কুন্দ' ফুল দিয়া সাজাইতেন (অন্য ফুলে নহে), কখন কখন কেতকী পুষ্পও দিতেন। বসন্ত পঞ্চমী ও দোলের সময় 'আবীর' ও আম্র মুকুল দিতেন।

২। বালকৃষ্ণ যন্ত্র। একটি সচন্দন তুলসীমঞ্জরী চরণে দিতেন। পরে অয়রা ও কুন্দ ফুল দিয়া সাজাইতেন। বিশেষ বিশেষ তিথিতে কাঠের মন্দির দু'টির দরজার সম্মুখে প্রথমতঃ তুলসীমঞ্জরী পরে ফুল দিতেন।

৩। আসনের দক্ষিণপার্শ্বস্থ চৌকির গ্রন্থ সকলের ঢাক্‌নি বস্ত্র উঠাইয়া, উহাতে চন্দনের ছিটা দিতেন। অতঃপর আসনের গ্রন্থ সকলের মধ্যে রক্ষিত ঘড়ীতে চাবি দিতেন। তৎপশ্চাৎ উহা ঢাকিয়া রাখিয়া জগন্নাথদেবের একখানা 'দন্তকাষ্ঠে' সচন্দন তুলসী পত্র দিতেন। একখণ্ড জগন্নাথদেবের বস্ত্র (যাহা তিনি মাথায় বাঁধিতেন এবং যাহা দেহত্যাগের পর মাথায় পাগড়ীর আকারে দেওয়া হইয়াছিল) পূজা করিতেন।

(৪) অন্যান্য গ্রন্থে ও গ্রন্থসাহেবে সচন্দন তুলসী পত্র ও পুষ্প দিতেন।

(৫) নাগাজীর শ্রীকৃষ্ণের পটে পদপ্রান্তে একটি সচন্দন তুলসী দিতেন।

(৬) তুলসী পূজা—তুলসী বৃক্ষমূলে পুষ্প দিতেন। দেহত্যাগের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে, এ সকল পূজা আমাকেই করিতে বলিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা শেষ হইলে ঐ চন্দন দ্বারা নিজে তিলক করিতেন। কখন কখন একটি সচন্দন তুলসীও মস্তকে দিতেন।

প্রায় আটটার সময় 'চা' দেওয়া হইত। ঐ সময়ে মুড়কি, খাজা কিম্বা অন্য কোন মিষ্ট মহাপ্রসাদ ও ঘরের তৈয়ারী অল্প ক্ষীর প্রসাদ পাইতেন। ঘরের তৈয়ারী অন্য জিনিষও কখন কখন দেওয়া হইত।

নয়টার সময় পাঠ আরম্ভ হইত। অমৃত পাঠ করিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা, বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত, কখন কখন উপদেশসংগ্রহ ও অন্য গ্রন্থও পাঠ হইত। তৎপরে ঠাকুর নিজে 'গ্রন্থ সাহেব' ও সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ১১টার সময় তিলকাদি করিয়া ঔষধ সেবনের পরে 'পাঁকাল প্রসাদ' (মহাপ্রসাদের পান্তাভাত) পাইতেন। উহার সঙ্গে লেবু, নুন, পুরাতন তেঁতুল দেওয়া হইত। মন্দিরের বালভোগের দহি, মুড়কি সরভাজা কখন কখন সরলনাথ আনিয়া দিত। ফল, মূল, ডাব ও যাহা জুটিত দেওয়া হইত। পাখীদিগকে জল ও চাউল এই সময়ও দেওয়াইতেন। ব্রহ্মচারী নিকটে থাকিয়া পাখা করিত।

দেড়টা হইতে শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের বাঙ্গালা মহাভারত, জৈমিনী ভারত, হরিবংশ ইত্যাদি পাঠ করিতেন। কখন কখন নিজেও পাঠ করিতেন। তৎপরে কিছুকালের জন্য কথাবার্ত্তা হইত কিম্বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। অশ্বিনী এই সময় কখন কখন জটা বাছিত।

তিনটার সময় প্রস্রাবাদি করিতে গমন করিতেন। পরে ঔষধ সেবনান্তর লেবু অথবা পুরাতন তেঁতুলের সরবৎ খাইতেন। ইহার পর মহাপ্রসাদ আহার করিতেন। সেই সঙ্গে কিছু ঘন দুধ খাইতেন। বানরদিগকে মহাপ্রসাদ দিতেন। পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা ও কথাবার্ত্তা হইত। পরে মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া আসনে বসিতেন। এই সময় আমরা প্রদীপ জ্বালিয়া, ধুনুচিতে ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, লবঙ্গ, কর্পূরাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্বালাইতাম। উহা সমস্ত ঘরে দেওয়া হইত। পরে সন্ধ্যা-কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। সাধারণতঃ এই গানগুলি গীত হইত :

১। হরিষে লাগি রহরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
অকাঁ তারে, বক্রা তারে, তারে সুজনকে সাই।
শুয়া পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চচাই।
এক বাত্‌মে টাণ্ডা লাগে, খোজ খবর নেহি পাই॥
এয়সা ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দন, আউর অধীনতা সহজে মিলয়ে গোঁসাই॥

২। প্রভুজি এয়সা নাম তোঁহার।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার, সকল করত নমস্কার।
জাত বরণ কোই পুছত নেহি। যাচত চরণারাবার
সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই। হরিকীর্ত্তন জীউ আধার।

৩। সদাই হরিবোল, হরিনামের নাই তুলনা।
(নামে) অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।
(তারে) যমদুতে ছুঁতে পেল না॥
যদি বিষয়েতে সুখ হ'ত রে (ওরে অবোধ মন রে আমার
কিসে ভুলে র'লিরে, দিন ত বয়ে গেল রে।)
(তবে) লালাজী ফকির হ'তো না॥
(নামে) মহাপাপী ত'রে গেল রে।
(আহা) অপার নামের মহিমা॥

৪। নাচে আর হরি বলে গৌর-নিতাই
(আমার) গৌর, নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই (হরিবোল বল রে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

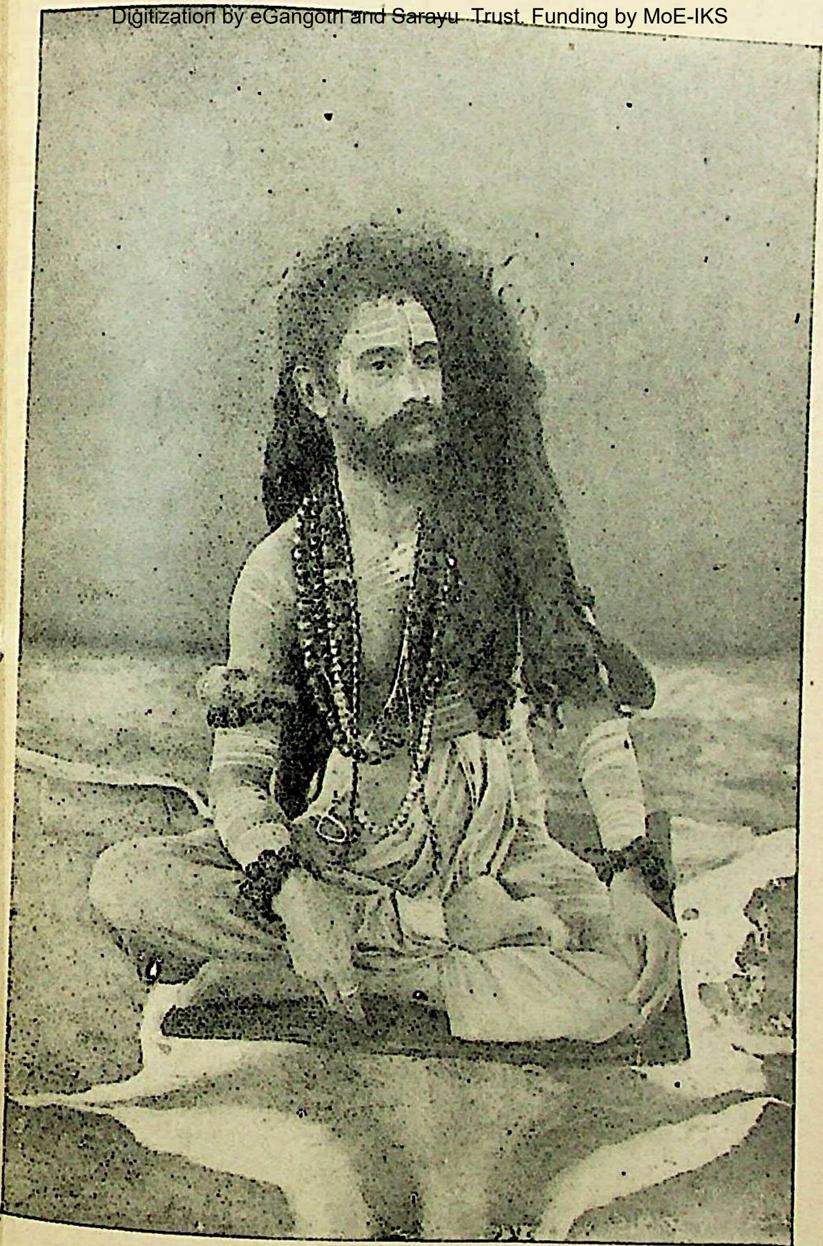

শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আহা) এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।
তারা যেচে প্রেম বিলায় রে, তারা জাতের বিচার করে না রে,
তারা আচণ্ডালে হরি বলায়, এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।
৫। তোরা কে নিবি লুঠ, লুঠেনে নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হয়েন শ্রীচৈতন্য, মুন্সিগিরি
দিলেন অদ্বৈতেরে।
হরিদাস খাজাঞ্চি হ'য়ে লুঠ বিলালেন নগরে (সবারে)
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁরা ভাবে নিরন্তর, ধ্যান করিয়ে না পেল যাঁহারে।
নারদ মুনি মগ্ন হ'য়ে বীণাযন্ত্রে গান করে। (হরিবোল বলে রে)

রাত্রি ৯॥০টার সময় কিঞ্চিৎ মিষ্ট (খাজা কি গজা) মুখে দিয়া ঔষধ সেবন করিতেন। ১০।১০॥০টা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ধ্যানস্থ থাকিতেন। ব্রহ্মচারী এ সময় হইতে সারারাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ঠাকুরের প্রয়োজন মত সেবা করিত। শেষকালে সরলনাথ ১১টা হইতে ২৷৩টা পর্য্যন্ত জাগিয়া সেবা করিত, বেণীও সাহায্য করিত। ১২টার সময় প্রস্রাবাদি করিয়া ঔষধ সেবন করিতেন। এই সময় সামান্য মিষ্ট মুখে দিতেন। ঔষধ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় ইহার প্রয়োজন হইত। ১টা হইতে ৩॥০টা পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ থাকিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার আদৌ নিদ্রা ছিল না। কখন কখন ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। ৩॥০টায় পায়খানা যাইতেন। পায়খানায় ২ ঘটী জল, বসিবার চৌকি, তাহার নীচে বালি দ্বারা অর্দ্ধ পরিপূর্ণ একটি টব, পার্শ্বে মাটি দ্বারা অর্দ্ধ পরিপূর্ণ আর একটি টব রাখা হইত। উপরে দড়িতে গামছা রাখা হইত। পরে মুখ ধুইয়া কৌপীন বহির্ব্বাস উভয়ই পরিবর্ত্তন করিতেন।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের

দেহাশ্রিত অবস্থার ৭ বৎরের (১২৯৩-৯৯ সাল) অলৌকিক ঘটনাবলী
শ্রীচরণাশ্রিত নিত্যসেবক শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সংগৃহীত।

সাধন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা। এই পুস্তকে সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণের জলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বীর্য্যধারণ করিতে হইলে, নানা প্রলোভনের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া তপস্যা করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপন্যাস। ঋষিগণের সারগর্ভ বাক্যাবলী ব্রহ্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এত সহজ ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে যে, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

সকল পথের, সকল মতের সামঞ্জস্য করিয়া, মনুষ্যত্বলাভের পথ দেখাইয়াছেন। গুরুর দয়া, শিষ্যের ঔদ্ধত্য ; গুরুর আদেশ, শিষ্যের আনুগত্য দেখাইয়া গুরুর মাহাত্ম্য প্রকট করা হইয়াছে।

মহাপুরুষগণের ও নানাস্থানের চিত্রে সুশোভিত

প্রথম খণ্ড (১২৯৩) ১॥০। তৃতীয় খণ্ড (১২৯৮) ২৲।
দ্বিতীয় খণ্ড (১২৯৭) ১॥০। চতুর্থ খণ্ড (১২৯৯) ২৲।
পঞ্চম খণ্ড (১৩০০) ২॥০।

"BRAHMACHARI KULADANANDA"
Vol. I
(Early life and training under Bijoykrishna)
By
Dr. B. M. Barua, D. Lit, (London)
With a foreword from
Sir Sarbapalli Radhakrishnan.
Price Rs. 5

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তা। ২০নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ী, পুরী
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi